বৈষ্ণব-পদলহরী।

[জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা-দিগের পদাবলী সংগ্রহ।]

[আবশ্যকানুরূপ টীকা ও অনুবাদ সম্বলিত।]

ভূতপূর্ব্ব 'অনুসন্ধান'-পত্র-সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮ ২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেসে,
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

যাঁহাতে একাধারে

বান্ধবের মধুর প্রকৃতি এবং প্রভুর প্রতিপালক-মূর্ত্তি

দর্শন করিয়াছিলাম ;

সেই স্বর্গগত

মহাত্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের

পুণ্যময় স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপ

"আত্মাঃ বৈ জায়তে পুত্রঃ"

এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে

পুত্ররূপে পিতার অধিষ্ঠান-জ্ঞানে

তদাত্মজ

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের

করকমলে

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত

হইল।

গ্রন্থ-সম্পাদক।

সম্পাদকের নিবেদন।

সুনিপুণ শিল্পী, অতি তুচ্ছ সামগ্রীতেও আপনার কারুকার্য্যের পরিচয় দিতে পারেন আবার যেরূপেই গ্রথিত হউক, মণি-মাণিক্য-মরকতের গৌরব কখনই বিলুপ্ত হয় না।

এই বৈষ্ণব-পদলহরী সম্পাদনে সাহিত্য-সংসারের কতকগুলি মণি-মাণিক্য-রত্ন আমি সম্বদ্ধ করিয়াছি। সুদক্ষ শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা একটুও আমার নাই। সুতরাং আমার অক্ষমতায় বৈষ্ণব-পদলহরী সুগ্রথিত সুবিন্যস্ত না হইতে পারে। তবে মণি-মাণিক্য-মরকতের গৌরব,—সে আর কোথায় যাইবে?

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কোন নিভৃত প্রদেশে জয়দেবের এক ক্ষুদ্র বাঁশরী বাজিয়াছিল: সেই বাঁশরীর স্বর-লহরীতে আজিও প্রতি গৃহে মুখরিত। তার পর—সেও ছয় শত বৎসরের কথা—কোন্ সুদূর মিথিলায়, আর বীরভূম জেলার কোন্ অজ্ঞাত গ্রামে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-রূপী দুই কলকণ্ঠ কোকিল কুহু-তান তুলিয়াছিল; সে তানও আজিও কানে কানে বাজিতেছে। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা কহিব? পরবর্ত্তী কালে—বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—যে পদ-লহরী উত্থিত হয়, অধুনা বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্রের শুভ্র-উর্ম্মি-মূলে কোথায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত নহে?

সেই চির-নূতন চির-সমুজ্জ্বল সম্পৎ লইয়াই এই বৈষ্ণব-পদলহরী সমলঙ্কৃত। সুতরাং গ্রন্থনের শত ত্রুটি থাকিলেও, বস্তুর সমাদর কোথায় যাইবে? সেই আমার ভরসা।

এতদন্তর্গত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদে স্থানে স্থানে আমি পূজারী গোস্বামী-কৃত সংস্কৃত টীকা-রই অনুসরণ করিয়াছি; এবং বিদ্যাপতির টীকা-রচনায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত পুস্তকের এবং অধুনা-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ পুস্তক-সমূহের আলোচনায়, যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের টীকা পাঠান্তে অন্যান্য পদকর্ত্তাদিগের টীকার আর আবশ্যক হয় না; সুতরাং বাহুল্যভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হই-য়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের শেষাংশ সম্পাদনে আমায় সমূহ সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারই নিকট যেভাবে আমি সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারই নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি। অধিক আর কি কহিব? এই গ্রন্থের প্রশংসা-সুখ্যাতি সকলই—আমার সাহায্যকারীদের; আর ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাদ—আমারই।

কলিকাতা,
বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়,
১৩ই আশ্বিন, ১৩১২ সাল।

বিনীত
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সূচীপত্র।

বৈষ্ণব-পদলহরী।

জয়দেব।

কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিল জয়দেব গোস্বামী বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (অধুনা কেন্দুলি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, জয়দেব নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। সে হিসাবে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে, জয়দেব বঙ্গভূমে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—ভোজদেব, জননীর নাম—বামাদেবী। জয়দেব অল্প বয়সেই বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক, জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন করেন; এবং তথায় পুরুষোত্তমের সেবায় সন্ন্যাসি জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসের সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। এক ব্রাহ্মণের মানসিক ছিল, তাঁহার পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার প্রথমটীকে জগন্নাথের পাদপদ্মে অর্পণ করিবেন। আপন প্রথমা কন্যাকে জগন্নাথ-পদে সমর্পণ করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিলেন, যেন জগন্নাথ তাঁহাকে বলিতেছেন—'জয়দেবের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দেও।' ব্রাহ্মণের কন্যার নাম—পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে জয়দেব পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ করেন; সন্ন্যাসী জয়দেব সংসারী হন।

জয়দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি যখন নারায়ণের পূজায় বিভোর হইতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের পীযূষ-প্রবাহ প্রবাহিত হইত। সেই প্রবাহোচ্ছ্বাসই-ভাবুক ভক্তের অপার্থিব সম্পৎ এই গীতগোবিন্দ। কিংবদন্তী আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জয়দেবের এই কাব্যগ্রন্থে অমৃতধারা ঢালিয়া গিয়াছেন। কাব্যে মধুর রসের অভাব উপলব্ধি করিয়া জয়দেব একদিন ক্ষুণ্ণ মনে সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন। স্নানান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, কে যেন তাঁহার পুথিপত্রে "দেহি পদপল্লবমুদারং" ইত্যাদি কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লিখিয়া রাখিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করায়, পত্নী পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"কেন, তুমিই ত আসিয়া এই মাত্র লিখিয়া রাখিয়া গেলে; বলিলে—পথে যাইতে যাইতে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়াছি, পাছে ভুলিয়া যাই, এই জন্য লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি।" ভক্ত জয়দেবের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহারই বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ঐ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। অতঃপর চারিদিকে গীতগোবিন্দের মহিমা প্রচারিত হইল। উৎকলাধিপতি জয়দেবের সংবর্দ্ধনা করিয়া গীতগোবিন্দ শ্রবণ করিলেন। জয়দেব উৎকলরাজের সভাসদমধ্যে গণ্য হইলেন। কেবল তাহাই নহে, গীতগোবিন্দ-শ্রবণে উৎকলাধিপতি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তদবধি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রতিদিন গীতগোবিন্দ গানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই হইতে আজি পর্য্যন্ত গীতগোবিন্দপাঠ পূজার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে।

জয়দেব সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা অলৌকিক ঘটনার প্রচার আছে। (১) একদা উৎকলরাজ-মহিষী কৌতুকপ্রসঙ্গে পদ্মাবতীর নিকট জয়দেবের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করায়, স্বামি-সহমৃতা হইবার অভিপ্রায়ে সাধ্বী পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, ভক্ত জয়দেব, পত্নীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া প্রাণদান করিয়াছিলেন। (২) কেন্দুবিল্ব হইতে প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জয়দেব গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। কথিত আছে, অন্তিম সময়ে চলচ্ছক্তিবিহীন হইলে, জয়দেবের প্রার্থনা অনুসারে, গঙ্গার প্রবাহ কেন্দুবিল্বে আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়দান করিয়াছিল। (৩) একদিন বিষম রৌদ্রে আপনার কুটীরের চাল ছাইতে উঠিয়া জয়দেব ক্লান্ত হইয়া পড়েন, সেই সময় নীচে কার্য্য সমাধা করিয়া দিবার জন্য কে

শেষ ভিতর হইতে 'খির ঘুড়িয়া' দড়ি চালাইয়া দিতেছিল। জয়দেব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অবশেষে তিনি দেখিতে পান, তাঁহার গৃহদেবতা রাধামাধব-বিগ্রহের হস্তদ্বয়ে চালের ধূল-ময়লা লাগিয়া রহিয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনের পর শেষ বয়সে জয়দেব আপনার জন্মভূমি কেন্দুবিল্বে আসিয়া বসতি করেন। কেন্দুবিল্বই জয়দেবের অপ্রকট-স্থান। জয়দেবের স্মরণার্থ এখনও প্রতিবৎসর মাঘী সংক্রান্তিতে কেন্দুবিল্বের মেলায় গীতগোবিন্দের গান শুনিতে, বহু লোকের সমাগম হয়। ভারতের এবং বিদেশের বহু ভাষায় গীতগোবিন্দ ভাষান্তরিত হইয়াছে। অন্যূন ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গীত-গোবিন্দের নানাবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের মাধুর্য্যে আত্মহারা নহেন—শিক্ষিত সমাজে এরূপ লোক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গীতগোবিন্দম্।

প্রথমঃ সর্গঃ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ ১

"জলদজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, বনস্থলীও তমালতরুরাজি দ্বারা নিবিড় অন্ধকারময়; (এ সময়ে প্রয়াণ করিলে কেহই দেখিতে পাইবে না; সুতরাং গোপনে কেলি করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর।) গত নিশায় অন্য রমণীর সহিত ক্রীড়াসক্ত থাকায় শ্রীকৃষ্ণ কৃতাপরাধ-ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত। অতএব হে রাধে! তুমি ইহাকে কুঞ্জে লইয়া যাও।" সখীগণের এবম্প্রকার আনন্দ-ব্যঞ্জক বাক্যানুসারে পথপার্শ্ববর্ত্তি-কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের গোপনীয় কেলির জয় হউক।

অন্যার্থঃ—গোদোহনার্থ গোষ্ঠস্বামী নন্দ মহারাজ আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীরাধাকে আদেশ করিলেন যে, রাধে! অম্বরতল মেঘসমাচ্ছন্ন, বনস্থলীও তরুরাজি দ্বারা সঞ্জাত অন্ধকারে আবৃত; অতএব তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। মহারাজ নন্দের এই নিদেশানুসারে পথপার্শ্ববর্ত্তি-কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত সেই রাধা-কৃষ্ণের গোপনীয় কেলি সমূহের জয় হউক ॥১॥

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা,
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং,
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ৩

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।

যাঁহার চিত্তভবন বাগ্দেবতার চতুর চরিত্রে চিত্রিত, যিনি পদ্মাবতীর চরণ-সেবকসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেবের রতি-কেলিকথাযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন।

অন্যার্থঃ—যাঁহার চিত্তস্থান বাক্যের চাতুর্য্য ও চমৎকারিত্ব লইয়াই গঠিত; যিনি পদ্মাবতী নাম্নী পত্নীর অভিরমণবিষয়ে 'চারণ'রাজ, সেই জয়দেব কবি লক্ষ্মী-নারায়ণের অনুরাগকর কেলি-কথা সমেত এই গীতগোবিন্দনামক প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন।

যদি হরিস্মরণবিষয়ে মন সানুরাগ থাকে, যদি হরির বিলাস-কলার কথা শ্রবণে কৌতূহল জন্মে, তাহা হইলে মধুর, কোমল ও কমনীয় পদ সমূহে গ্রথিত জয়দেবের কথা শ্রবণ কর। ৩ ॥

উমাপতিধর কোনও বাক্য পাইলে, তাহাকে শাখা প্রশাখা কল্পনা দ্বারা অত্যন্ত সুদর্শন ও

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো
ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪

(গীতম্)

[মালব-গৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।]

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥৫
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৬
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৭
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৮
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৯
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥১০
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে॥ ১১

...লাপায়নকর করিয়া তুলিতে সমর্থ বটে. শরণ-
...দাস কবি দুরূহবিষয়ের দ্রুতরচনা সম্বন্ধে
...তীব প্রশংসনীয়, গোবর্দ্ধনাচার্য্য নায়ক-নায়িকার
...শৃঙ্গাররসপ্রধান-বচনচাতুর্য্যপ্রকাশেই সমর্থ, ধোয়ী
...কবি পৃথিবীপতি হইলেও শ্রুতিধর বলিয়া প্রশং-
...সনীয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেহই বাক্শুদ্ধি-
...বিষয়ে স্পর্দ্ধাবান্ ও বিখ্যাত নহেন, কেবল এক
...মাত্র জয়দেবই বাক্যের সন্দর্ভ-শুদ্ধিজ্ঞানের ও
...রচনা করিতে সমর্থ ॥ ৪ ॥

(গীত)

হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশিনিসূদন!
তুমি প্রলয়-পয়োধিজলে পোতকার্য্যসম্পাদন-
কারি মীনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অক্লেশে বেদ-
রাশিকে ধারণ করিয়াছ, অতএব তোমার
জয় ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশব! তুমি
কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, তাই যিনি
সকলকেও ধারণ করিয়াছেন, সেই দুর্ব্বিষহ
...ীর ধারণ দ্বারা সঞ্জাত ব্রণচক্রে সুশোভিত
...তর ও অতি বিপুলতর তোমার পৃষ্ঠদেশে
পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব তোমার
জয় ॥ ৬ ॥

হে জগদীশ! হে হরে! হে শূকররূপ-
ধারিন্! হে কেশব! যেমন শশধরমণ্ডলে
কলঙ্ককলা নিমগ্ন হইয়াই বাস করে, সেইরূপ
তোমার শুভ্রদশন-শিখরে উদ্ধ্রিয়মাণ ধরণী
সংলগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। এ হেতু
তোমার জয় ॥ ৭ ॥

হে পাপহরণ কারি জগদীশ! হে নৃসিংহ-
রূপধারি কেশব! তোমার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই।
কারণ তোমার কর-কমলবরে যে আশ্চর্য্যকর
অতি সূক্ষ্মাগ্র নখ বিরাজিত আছে, তদ্দ্বারা
হিরণ্যকশিপুর তনু-ভৃঙ্গ একেবারে বিদলিত
হইয়াছে ॥ ৮ ॥

হে তাপহারি জগদীশ! হে বামনরূপধারি
কেশব! তুমি অতীববিস্ময়কর ক্ষুদ্রদেহ
অবলম্বন করিয়া পদনখ-জলে লোকের পবি-
ত্রতা সম্পাদন করিয়াছ ও বিক্রমে বলি-
রাজকেও ছলিত করিয়াছ। অতএব তোমার
জয় ॥ ৯ ॥

হে ভক্তমনোহারি জগদীশ! হে পরশু-
রামমূর্ত্তিধারি কেশব! তুমি ক্ষত্রিয়শোণিত-
ময় জলে সংসারের তাপত্রয়প্রশমন জন্য
জগৎকে পাপহীন করিয়া স্নান করাইয়াছ।
অতএব তোমার জয় ॥ ১০ ॥

হে অভাবহারি জগদীশ, হে দাশরথিরূপ-
ধারি কেশব! তুমি সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ
হইয়া দশাননের দশটী মস্তককে প্রত্যেক

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥১২
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয় দর্শিত-(দর্শিত)-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥১৩
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥১৪
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে॥ ১৫
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১৬

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে।)

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেবহরে। ১৭॥ (ধ্রু)
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান।

দিকে দিক্‌পতিগণের কামনায় রম্য উপহার-রূপে বিতরণ করিয়াছ। এজন্য তোমার জয় ॥১১

হল-প্রহার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার সঙ্গে মিলিত যমুনার আভার ন্যায় আভাসম্পন্ন, নীল-নীরদ-নিভ বসন তুমি শুভ্রকলেবরে বহন করিতেছ। হে জগদীশ! হে হরে! হে কেশব! হে হলধররূপধারিন্! তোমার জয় ॥ ১২ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর! তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি, তুমি বুদ্ধরূপধারণ করিয়া পশু-বধদর্শনে দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর, তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি তুমি কল্কিরূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছসমূহের সংহার কারণ ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর তরবারি ধারণ করিবে ॥ ১৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর, তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি, হে দশবিধরূপ-ধারি! শ্রীজয়দেব-কবি-বিরচিত উদার মঙ্গল-প্রদ সুখদায়ক সংসারের সার প্রবন্ধ তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

তুমি মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, কূর্ম্মাবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে, বরাহ অবতারে ধরণীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিলে, নরসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে, বামন-অবতারে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলে, ভার্গব-অবতারে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলে, রাম অবতারে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলে, বলরাম-অবতারে হল ধারণ করিয়াছিলে, বুদ্ধাবতারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলে, অবশেষে কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুলের বিনাশ-সাধন করিবে; হে দশাবতারধারি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণিপাত করি ॥ ১৬ ॥

হে কমলার কুচযুগবিহারি, হে কুণ্ডল-ধারি, হে মনোহর-বনমালাধারি, হে দেব, হে হরে! তোমার জয় হউক। হে সূর্য্যমণ্ডলের অলঙ্কার, হে ভবযন্ত্রণা দূরকারি, হে ঋষি-গণের হৃদয়-সরোবরের রাজহংস—অর্থাৎ ঋষিচিত্তস্থ পরব্রহ্ম; হে কালিয়সর্পবিনাশন, হে লোকরঞ্জন, হে যদুকুল পদ্মের সূর্য্যদেব, হে মধু-মুর-নরকাদি-দৈত্যবিনাশকারি, হে গরুড়-

অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি। ২৫ ॥
পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬
বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া,
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭

গীতম্।

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-
কূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১

হন, ভ্রমরবৃন্দের কেলিকলাপের আদি কারণ, হে প্রস্ফুটকমললোচন, হে ভববন্ধন-মোচন-কারি, হে ত্রিজগতের আধার, হে জনক দুহিতার অলঙ্কার, হে দূষণরাক্ষসসংহার-কারি, হে দশাননবিজয়ি, হে নবজলধরোপম সুন্দর, হে মন্দরপর্বতধারি; হে কমলার বদনচন্দ্রের চকোর, আমরা তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি, ইহা বিদিত হইয়া এই প্রণত ব্যক্তির কল্যাণবিধান কর। শ্রীজয়-দেব কবির এই মঙ্গলজনক উৎকৃষ্টগীতি (সকলের) আনন্দপ্রদ হইবে ॥ ১৭—২৫ ॥

গাঢ় আলিঙ্গন কালে শ্রীরাধার স্তনপ্রান্তে লগ্ন কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত, অনঙ্গ-খেদজনিত ঘর্মজলপ্রবাহে ক্রীড়মান অনুরাগরূপে প্রকটিত বক্ষঃস্থল তোমাদের নিরন্তর অভীষ্টসাধন করুক ॥ ২৬ ॥

একদা বসন্তকালে বাসন্তীকুসুমের ন্যায় কোমলদেহা শ্রীরাধা বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এবং মদনপীড়াজনিত চিন্তায় ব্যাকুল হওয়ায় প্রেমজ্বালা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সখীগণ বিষম প্রেমজ্বরপীড়িতা শ্রীরাধাকে এবংবিধ সুমধুর কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

মলয়-সমীর ললিত-লবঙ্গলতিকার আলি-ঙ্গনে কেমন কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে এবং কোকিলের কুহু-ধ্বনিতে কুঞ্জকুটীর কেমন পরিপূর্ণ; হে সখি! এই বিরহিগণের পক্ষে দারুণযন্ত্রণাময় মধুর বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী নারীগণের সহিত বিহার করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন ॥ ২৮

কামোন্মত্ত কান্ত-বিচ্ছিন্ন পথিক বধূগণ বিলাপ করিতেছে, ভ্রমর সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বকুলকুসুমসমূহ আন্দোলিত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

অভিনব পল্লবদামে সজ্জিত হইয়া তমাল-তরুরাজি কস্তুরী গন্ধের সৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিংশুকপ্রসূনসমূহ কন্দর্পের নখের আকার ধারণ করিয়া যেন যুবক-যুবতীর হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

প্রস্ফুটিত নাগকেশর পুষ্প মদন মহা-রাজের অভিলষিত সুবর্ণছত্রের ন্যায় এবং ভ্রমর-বেষ্টিত পাটলি পুষ্পসমূহ তাঁহার বিলাস-তূণী-রূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৩১ ॥

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে ।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে ॥
মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥
স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে ।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥৩৪
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্ ।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি ।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ,
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬

প্রাণীমাত্রের লজ্জা হীনতা দেখিয়া নবীন করুণ তরু—অর্থাৎ বাতাবী লেবুর বৃক্ষসমূহ কুসুম বিকাসে হাস্য করিতেছে, ভল্লাস্ত্রের ন্যায় মুখাকৃতি কেতকি পুষ্পসমূহ বিরহিনীদিগকে বধ করিবার জন্য যেন উন্নত দন্ত বাহির করিয়া আছে ॥ ৩২ ॥

মাধবী পুষ্পের সৌরভে স্নিগ্ধ নব মল্লিকার অতি সুগন্ধে আমোদিত যুবক যুবতীগণের অকপট সখা এই বসন্তকাল মুনিগণের মনেও মোহ প্রদানকারী ॥ ৩৩ ॥

প্রস্ফুটিত মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার তরু মুকুলিত ও পুলকিত হইয়াছে, নির্ম্মল যমুনা জলে স্বীয় দেহ পবিত্র করিয়া ঋতুরাজ বসন্ত যেন বৃন্দাবনে আভির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

মদনবিকারের অনুগত রসগর্ভ বসন্তঋতুকালীন বনবর্ণনাপূর্ণ শ্রীজয়দেব-বিরচিত হরিচরণস্মৃতি-সারময় এই কবিতা প্রকাশিত হইল ॥৩৫॥

অল্প বিকসিত মল্লিকার লতা হইতে চলিত পুষ্পরেণু প্রকটিতসুগন্ধচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া অরণ্য প্রদেশকে সুবাসিত করিতেছে ; কেতকী পুষ্পের গন্ধ-সহচারী পঞ্চবাণের সন্ধানে দগ্ধপ্রায় প্রাণের ন্যায় ,মলয়বায়ু বিস্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে সকলের চিত্ত দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

মলয় পর্ব্বতের ক্রোড়স্থিত সর্পগণের নিশ্বাস হং-ভ[illegible]-বাষ্টই যেন হিমজলে অবগাহ৭

অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং,
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ ,
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ
পিকানাং গিরঃ ॥ ৩৭
উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥৩৮

অনেকনারীপরিরম্ভসম্ভ্রম-
স্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ
সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৩৯

(গীতম্)

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।)

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী,
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী

ইচ্ছায় মলয়-বায়ু হিমালয় পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; কেবল ইহাই নয়, আরও,—মনোহর রসাল-শিরে মুকুলসমূহ অবলোকন করিয়া আনন্দে কোকিলদিগের মধুর অস্ফুট কুহু কুহু এইপ্রকার উৎকট রবে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

উন্মীলিত আম্রমুকুলে মধুগন্ধলোলুপ মধুকরগণ নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিকম্পিত করিতেছে এবং পিকগণ তাহার মুকুলমূলে ক্রীড়া করিতে করিতে কুহুস্বরে কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে; এই সময়ে প্রাণোপম প্রিয়জনের সমাগম-চিন্তায় ক্ষণমাত্র সুখ লাভ করিয়া বিরহিজন কোনও প্রকারে দিনাতিপাত করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

বহু গোপাঙ্গনার আলিঙ্গনে প্রস্ফুরিত বিলাসলালসায় উৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরাল হইতে অন্য সখীর সহিত ক্রীড়ারত দেখাইয়া সেই সখী শ্রীরাধাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিলাসিনী গোপাঙ্গনাগণের সহিত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-কেলি করিতেছেন; তাঁহা

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে,
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং,
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ৪১
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ ॥ ৪২
কাপি কপোলতলে মিলিতা
লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৪৪
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি
কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু
শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪৭
বিশেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮
রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।

(চন্দনানুলিপ্ত নীলদেহ পীতবর্ণ বসনে আবৃত এবং বনমালায় শোভিত এবং তাঁহার ক্রীড়াসঞ্চালিত মণিময় কুণ্ডল শোভিত কপোলদ্বয় অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ॥ ৪০ ॥

কোন কোন গোপাঙ্গনা উন্নত স্তনভারে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উন্নত পঞ্চমস্বরে সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

কোন কোন গোপিকা বিলাসচঞ্চললোচন ভঙ্গিমায় সঞ্চারকাম শোভিত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম একান্ত ধ্যান করিতেছে ॥ ৪২

কোন নিতম্বিনী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে কোন কথা বলিতে গিয়া প্রিয়জনের প্রেমপুলকিত গণ্ডদেশে চিত্ত রঞ্জন চুম্বন করিতেছে ॥ ৪৩

কোন গোপাঙ্গনা, শ্রীকৃষ্ণকে মনোহর বেতস কুঞ্জে অবস্থান করিতে দেখিয়া সুরতলীলায় হস্তদ্বারা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া কালিন্দী তীরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৪

রাসক্রীড়ায় হরির সহিত নৃত্যপরায়ণা কোন কোন যুবতী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত করতালি দিতেছে, এবং তৎসহ তাহাদের বলয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীহরি তাহাকে প্রশংসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সহাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণ কোন রমণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। কোন রমণীকে চুম্বন করিতেছেন। কোন রমণীকে রমণ করিতেছেন। কাহাকেও বা সস্মিতভাবে কটাক্ষ ভঙ্গিমায় অবলোকন করিতেছেন, আর কোন রমণীর অনুগমন করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত বনবিহার-লীলাসমন্বিত যশপ্রদ এই অদ্ভুত কৃষ্ণ-কেলি-রহস্যগীতি (সকলের) কুশল বিধান করুন।

হে সখি! এই বসন্তকালে মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ মনোরঞ্জন করা হেতু সকলের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক নীলোৎপলদলোপম শ্যামল কোমল অঙ্গের সৌকুমার্য্যে (গোপবালাগণের) কামোৎসব বিধান করত ব্রজাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নিঃশঙ্কভাবে ইতস্ততঃ আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

বিবিধ বেশবিলাসবতী গোপসুন্দরীদিগের সমক্ষে প্রেমান্ধা রাধা রাসোল্লাসে বিহ্বলা হইয়া গাঢ়ভাবে (শ্রীকৃষ্ণের) বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন করত "তোমার মুখখানি অতি সুন্দর ও মধুমাখা" এই কথা বলিয়া গীতস্তুতিচ্ছলে

সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ
পাতু বঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ,
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

(গীতম্।)

(গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্,
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্,
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥৩॥
গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪ ॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নত-
মিস্রম্ ॥ ৫ ॥
জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-
সুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭
বিশদকদম্বতলে মিলিতং
কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।

(শ্রীকৃষ্ণের) মুখে গাঢ় চুম্বন করায় মৃদুমধুর হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন ॥ ৫৯ ॥

ইতি প্রথম সর্গ।

বনে গোপাঙ্গনাগণের সহিত সমভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বিহার করিতে দেখিয়া, আপনার প্রাধান্য লোপাশঙ্কায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, শ্রীরাধা, ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত এক লতাকুঞ্জে উপবিষ্ট হইয়া অতি কাতরভাবে সখীর নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে প্রিয়সখি! সেই শারদীয় রজনীর রাস-বিলাস, শ্রীকৃষ্ণের সেই পরিহাস সততই আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাসিক্ত সেই মধুর বংশীধ্বনি যেন আমার আবার মনে হইতেছে! যখন বঙ্কিমদৃষ্টি সঞ্চালনে তাঁহার চূড়া চঞ্চল হইত, কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হইত, তখন তাঁহার গণ্ডদেশ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিত ॥ ২ ॥

সেই চন্দ্রক—শোভিত শিখিপুচ্ছ-বেষ্টিত চিক্কণ কেশদাম দেখিলে মনে হয় যেন স্নিগ্ধ নবাননীরদে এক পূর্ণ ইন্দ্রধনু শোভমান হইয়াছে ॥ ৩ ॥

নিবিড়নিতম্বিনী গোপাঙ্গনাগণের বদন-চুম্বনে তাঁহার স্পৃহা হইলে, তদীয় অধর-পল্লবে যেন বান্ধুলি-কুসুম বিকসিত হয়, মৃদুহাস্যে বদন উল্লাসিত হয়,—তাঁহার সেই মোহন মুখ আমার মনে পড়িতেছে ॥ ৪ ॥

তিনি যখন পুলকে সহস্র গোপাঙ্গনাকে ভুজযুগে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করেন, তখন তাঁহার চরণ, বাহু ও বক্ষঃস্থিত মণিময় অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকার বিনষ্ট করে ॥ ৫ ॥

তাঁহার বিশাল ললাটে চন্দনতিলক, মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্ককেও উপহাস করে। পীন-পয়োধর পরিসর মর্দ্দন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় দৃঢ়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মনোহর মণিময় মকরকুণ্ডলে ভূষিত তাঁহার গণ্ডদ্বয় কি অপরূপ শোভা ধারণ করে; সেই পীতবসন শ্রীহরির মাধুর্য্যে দেবী মানবী ও মুনিপত্নী, সকলেরই মন মোহিত হয় ॥ ৭ ॥

যখন কুসুমিত কদম্বমূলে বসিয়া আমার প্রতি বঙ্কিম-কটাক্ষ করেন তাহাতে যেন কামের

মামপি কিমপি তরঙ্গবদনঙ্গদৃশা
মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতি-
পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে,
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা,
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্

(গীতম্।)

(মালবগৌড়রাগৈকতালাভ্যাং গীয়তে।)

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া
নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা
রতিরভসরসেন হসন্তম্।

সখি হে কেশিমথনমুদারম্,
রময় ময়া সহ মদনমনোরথ-
ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ১১ ॥
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্,
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥১৩
অলসনিমীলিতলোচনয়া
পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥১৫
চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্,
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥১৬।

তরঙ্গ উত্থিত হয়; যে সময়ে তিনি আমারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার সেই মনোহর বেশ দর্শন করিলে কলিকলুষভয় উপশম হয় ॥৮

মদনমোহন কৃষ্ণরূপ বর্ণনাযুক্ত জয়দেব-রচিত এই পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্মরণ বিষয়ে সম্প্রতি পুণ্যবানদিগের অনুরূপ ॥ ৯ ॥

আমার চিত্ত নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণনায় নিরত, ভ্রমেও তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশের অবকাশ পায় না, পরন্তু তাঁহার দোষ পরিহার করিয়াই আমার তৃপ্ত লাভ হয়। আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অপরগোপিকা-দিগের সহিত বিহার করিতেছেন, তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রেমপিপাসা বলবতী হইয়াছে; তথাপি আমার চিত্ত তাঁহার মঙ্গল কামনায় ব্যাকুলিত। মন আমার বশ নহে; সখি, আমি কি করিব? ১০ ॥

হে সখি! সেই উদারচেতা শ্রীকৃষ্ণকে আমার সহিত মিলিত করিয়া দাও। আমি পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধরাত্রিতে সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জ-গৃহে গমন করিব। চারিদিকে চকিতচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত থাকিয়া আমার উৎকণ্ঠা দর্শনে রতিরঙ্গে হাস্য করিবেন। তখন আমাদের উভয়েরই মনে কন্দর্প-বিকার উপস্থিত হইবে ॥ ১১ ॥

প্রথম মিলন সময়ে আমি লজ্জিতা সঙ্কুচিতা হইলে, "আমি তোমারই" এইরূপ মধুময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অনুনয় করিবেন এবং যেই আমি মৃদুমধুর হাস্যে দুই একটী কথা কহিব, অমনি তিনি আমার পরিধেয় বসন শিথিল করিবেন ॥ ১২ ॥

পরে আমাকে নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করাইয়া সখা আমার হৃদয়ে শয়ন করিবেন। পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমরা পরস্পর অধরসুধা পান করিব ॥ ১৩ ॥

অলসে আমার আঁখি নিমিলিত হইলে তাঁহার কপোলে পুলক সঞ্চার হইবে। শ্রমজলে আমার কলেবর সিক্ত হইলে তিনি মদনাবেশে অধিকতর চঞ্চল হইবেন ॥ ১৪ ॥

আমি কোকিলের ন্যায় কুহু স্বর উচ্চারণ করিলে তিনি আমার মদনতন্ত্রবিচারে কেশ-বন্ধন শ্লথ হইবে, কেশভূষণ-কুসুম সমূহ বিচ্ছিন্ন হইবে, আমার পীনস্তনদ্বয় নখাঙ্কিত হইবে ॥১৫॥

আমার চরণের মণিময় নূপুরের ধ্বনি উত্থিত হইলে সখার রতিবিতান পূর্ণ হইবে;

রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্,
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া
মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-
মধুরিপুনিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং
বিতনোতু সলীলম্ ॥ ১৮ ॥
হস্ত-স্রস্ত-বিলাসবংশমনৃজুভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্ ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে,
গোবিন্দংব্রজসুন্দরীগণবৃতংপশ্যামিহৃষ্যামি চ ॥১৯
দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।

আমার চন্দ্রহারে শব্দ হইবে, তাহার গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইবে; সখা আমার কেশধারণে সাদরে আমায় চুম্বন করিবেন ॥ ১৬ ॥

কেলি-সুখকালে আমি অলস হইলে সখার নয়ন-পদ্ম ঈষন্মুকুলিত হইবে; আমার দেহলতা এলাইয়া পড়িলে সখার হৃদয়ে মন্মথ-রাগ দ্বিগুণিত হইবে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীজয়দেব কবি রচিত, শ্রীমধুসূদনের এই রতি-লীলাবর্ণন, হরিভক্তগণের সুখবর্দ্ধন করুক ॥১৮॥

হে সখি! যখন ব্রজাঙ্গনা মধ্যে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি, তখন তাঁহার বিলাস বাঁশরিটী যেন হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে, তাঁহার বঙ্কিম-নয়নে গোপাঙ্গনাগণ মুগ্ধার ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহার গণ্ডস্থলে স্বেদ-বারি সঞ্চার হইতেছে। হঠাৎ আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীহরি চমকিয়া উঠিলেন; সলাজ হাস্যে তাঁহার শ্রীমুখ আরও সুন্দর-শ্রী ধারণ করিল। সখি! আমি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইলাম ॥ ১৯ ॥

নবাশোকলতা নব নব স্তবকে ভূষিত হইয়াছে, উদ্যান-সরসীতে সুস্নিগ্ধ সমীর প্রবাহিত হইতেছে, চ্যুত-মুকুলরাজির উন্নত-

অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥২০
সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্ ।
গোপীনাংনিভৃতংনিরীক্ষ্যগমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥২১

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

শিরে মধুকরগণ গুণ গুণ স্বরে উড়িয়া বেড়াইতেছে; সখি! সকলই সুন্দর, কিন্তু আমার মন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না ॥ ২০ ॥

গোপরমণীগণের সহাস্য আনন, স্খলিত কেশজাল, উল্লসিত ভ্রূলতা, শ্লথাঞ্চল, মধ্যদৃষ্ট পীনপয়োধর, শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাদিগের মনোভাবের অব্যক্ত প্রকাশ, শ্রীহরির আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারের হেতুভূত হওয়ায়, তিনি মনোমোহন বেশ পরিগ্রহ করেন। সেই মোহনবেশধারী শ্রীহরি তোমাদের মঙ্গল করুন ॥ ২১ ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকায় দত্তচিত্ত হইলেন; শ্রীমতীই যেন তাঁহাকে সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন ॥ ১ ॥

অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অনুসরণে চারিদিক পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কালিন্দীতীরবর্ত্তী কুঞ্জে বসিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

(গীতম্।)

(গুর্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।)

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥৫॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥৭
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৮
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৯
বর্ণিতং জয়দেবেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০
হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১১
পাণৌ মা কুরু চূতসায়কমমুং মা চাপমারোপয়,
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্বমূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপিসন্ধুক্ষতে

আমাকে গোপাঙ্গনা মধ্যে কেলিরত দেখিয়া শ্রীমতি চলিয়া গেলেন; আমি অপরাধী, ভয়-প্রযুক্ত তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না; হরি হরি, অনাদৃতা হওয়ায় শ্রীমতী কতই কুপিতা হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩ ॥

এই দীর্ঘবিরহে না জানি তিনি কি বলিতে-ছেন, কি করিতেছেন? তাঁহার অভাবে আমার ধনেই বা কাজ কি, বন্ধুবান্ধবেই বা কাজ কি, গৃহেই বা কাজ কি, সুখেই বা কাজ কি? ৪ ॥

তাঁহার সেই কোপভারাক্রান্ত বদনের কুটিল ভ্রূকুঞ্চন মনে হইতেছে; মনে হই-তেছে,—যেন রক্তোৎপলের উপর ভ্রমর বসিয়া তাহাকে আকুলিত করিয়াছে ॥ ৫ ॥

তিনি আমার এই হৃদয়েই বিরাজ করি-তেছেন, আমিও তাঁহার সহিত অন্তরে বিহার করিতেছি; তবে আর কেনই বা আক্ষেপ করি, কেনই বা তাঁহার অনুসরণ করি ॥ ৬ ॥

হে কৃশাঙ্গি! হিংসায় তোমার হৃদয় জর্জ্জরিত; তুমি কোথায় আছ, তাহাও অজ্ঞাত; অতএব তোমায় অনুনয় করিবারও সুবিধা পাইতেছি না ॥ ৭ ॥

তুমি সম্মুখ দিয়াও যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আদর করিয়া আমায় আলিঙ্গন করিতেছ না ॥৮॥

হে সুন্দরি! আমায় ক্ষমা কর, আমায় দেখা দাও; এরূপ অপরাধ আর কদাচ করিব না; এখন আমি মদন-পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

ক্ষীরোদসাগর জাত শশধরের ন্যায় কেন্দু-বিল্বগ্রামজাত জয়দেব কবি শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া এই বিরহ বর্ণনা করিলেন। ১০ ॥

হে অনঙ্গ! আমার প্রতি কেন তুমি ক্রোধাবেগে ধাবিত হইতেছ? আমার বক্ষঃ-স্থলে এ তো ভুজঙ্গপতি বাসুকী নহে, এ যে মৃণাল-হার! আমার এ কালকূট-বিষে নীল-কণ্ঠ নহে,—এ যে নীল পদ্মের মালা বিভূষিত! অঙ্গে ভস্ম লেপন মনে করিও না, আমার অঙ্গ এ যে চন্দন-চর্চ্চিত! প্রিয়া-বিরহিত আমি; হর ভ্রমে আমায় প্রহার করিও না। ১১ ॥

হে মন্মথ! তুমি আর ফুলশর ধারণ করিও না; তোমার ক্রীড়ায় বিশ্ব পরাজিত হই-য়াছে; মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে প্রহার করায় পৌরুষ কি? হে মন্মথ! সেই মৃগনয়নীর কটাক্ষ-বাণে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, আজিও মন সুস্থ হয় নাই। ১২ ।

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি,
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥১৩

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখোনির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি
মারোদ্যমম্।
মোহংতাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরোরাগবান্,
সদ্বৃত্তস্তনমণ্ডলস্তবকথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥ ১৪

তানি স্পর্শসুখানি তে চতরলাঃস্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং,
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্তবিরহব্যাধিঃকথং বর্দ্ধতে ॥১৫

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্যবংশোচ্চরদ্
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং
কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৬

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমতী মদনের বিজয়দেবতা; তাঁহার ভ্রূপল্লব যেন ফুলধনু, কটাক্ষ যেন বাণ, শ্রবণ প্রান্ত যেন গুণ; হে কন্দর্প! তুমি কি এই সকল অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিভুবন জয় করিয়া পুনরায় এগুলি শ্রীমতীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছ? ১৩ ॥

হে সুন্দরি! তোমার ভ্রূভঙ্গিযুক্ত কটাক্ষ-শরে আমি মর্ম্ম পীড়িত; তোমার ঘন কৃষ্ণ কবরীভার আমায় যেন সংহার করিতে আসিতেছে; তোমার রাগরঞ্জিত বিম্বাধর আমার মোহ সঞ্চার করিয়াছে; আবার তোমার কুচযুগল ক্রীড়াচ্ছলে আমায় প্রাণে মারিতেছে ॥ ১৪ ॥

শ্রীমতীর ধ্যানে মন সমাধি-মগ্ন! সেই স্পর্শসুখ, সেই তরল-স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সেই বদন-কমলের সৌরভ, সেই সুধাস্রাবী বাক্‌বিলাস, সেই বিম্বাধর-মাধুরী,—সকলই অন্তরে জাগরিত রহিয়াছে; তবে কেন বিরহব্যাধি বৃদ্ধি পাইতেছে? ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম দৃষ্টি শ্রীরাধার চন্দ্রবদনের প্রতি সঞ্চালিত হওয়ায় তাঁহার কণ্ঠদেশ বক্রভাবে অবস্থিত এবং চূড়া ও কুণ্ডল দোলায়িত হইয়াছিল, বংশীধ্বনিতে বিমোহিত গোপাঙ্গনাগণ উহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের সেই বঙ্কিম কটাক্ষ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক ॥ ১৬ ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

যমুনাতীরবনীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১

(গীতম্।)

(কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-
সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা,
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়াত্বয়ি লীনা॥২
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্

অনন্তর শ্রীরাধিকার কোন সখী, যমুনাতীরে বেতস-কুঞ্জে বিষণ্ন মনে উপবিষ্ট প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে মাধব! শ্রীরাধা, তোমার বিরহে একান্ত বিধুরা; মদন-বাণ-ভয়ে তিনি যেন ধ্যানযোগে তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আছেন; মলয়-সমীর তাঁহার নিকট এখন বিষবৎ বোধ হইতেছে; শশধরের স্নিগ্ধ রশ্মিকে এবং অগুরু চন্দনকে তিনি নিন্দা করিতেছেন ॥ ২ ॥

তুমি তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছ, এবং তাঁহার উপর যেন

হৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥৩
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুম-
শয়নীয়ম্ ॥ ৪ ॥
বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ ॥৫
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব
তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধি-
রপি তনুতে তনুদাহম্ ॥ ৭ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি
তাপম্ ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৯
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে,
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথম্,
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ন্ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥

(গীতম্)

(দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্,
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥

অবিরত মদন-বাণ নিপতিত হইতেছে ; তুমি বেদনা অনুভব করিবে বলিয়া শ্রীমতী যেন বক্ষঃস্থলে বর্ম্মরূপে নলিনী-দল ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩ ॥

বিলাস-সজ্জিত কমনীয় কুসুম-শয্যা তাঁহার পক্ষে এখন শর-শয্যা তুল্য ; তোমার আলিঙ্গন আশায় তিনি যেন এক কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া এই মদন-শর-শয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীমতীর কমলাননও অবিশ্রান্ত অশ্রুনিসিক্ত হইতেছে ; বোধ হইতেছে, রাহুর দশনাঘাতে যেন সুধাংশুমণ্ডল হইতে সুধাধারা নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৫ ॥

শ্রীমতী একান্তে বসিয়া মানসপটে তোমার কন্দর্পোপম মনোহর মূর্ত্তি কস্তূরি-রসে অঙ্কিত করিতেছেন ; এবং চরণমূলে মকর অঙ্কিত করিয়া চূতমুকুলরূপ শর প্রদান করিয়া প্রণত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীমতী সর্ব্বদাই বলিতেছেন,—"হে মাধব ! আমি তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম।" তুমি অপ্রসন্ন হেতু সুধানিধি চন্দ্রও যেন তাপ বিকীরিণে শ্রীমতীর অঙ্গ দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পরম দুর্লভ তোমার আশায় শ্রীমতী সমাধিমগ্ন হইয়া, কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও ক্রন্দন করিতেছেন, কখনও দুঃখিত হইতেছেন, আবার কখনও বা পরিতাপ পরিহার করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যদি আনন্দে হৃদয়কে পুলকিত করিতে চাও, তবে জয়দেব-কবি-বিরচিত এই বিরহবিধুরা শ্রীরাধার কাহিনী পুনঃপুনঃ পাঠ কর ॥৯॥

হে রাধানাথ ! তোমার বিরহে শ্রীরাধার গৃহ এখন অরণ্য ; প্রিয় সখিগণ যেন তাঁহার বন্ধন-রজ্জু। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার দেহারণ্যে যেন দাবানলের শিখা উঠিয়াছে। পাশবদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় শ্রীমতী এখন অবস্থিতি করিতেছেন। নিষ্ঠুর মদন যেন কৃতান্ত-শার্দ্দূলরূপে তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

হে কেশব ! তোমার বিরহে শ্রীমতী এতই কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে, স্তন-বিনিহিত হারও তাঁহার নিকট এখন ভার বোধ হইতেছে ॥ ১১

দেহলিপ্ত স্নিগ্ধ-সরস চন্দনকেও বিষতুল্য বোধে তিনি তৎপ্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ॥ ১২ ॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণামম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥ ১৩ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥ ১৪ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি,
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ,
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য
ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধা-
মুপেন্দ্র বজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০

কন্দর্পজ্বরসঞ্জ্বরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরম্,
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ম্,
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে,
নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।

তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস, প্রজ্বলিত কামাগ্নির ন্যায় বিনির্গত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

মৃণাল-বিচ্ছিন্ন সজল কমলের ন্যায় তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

পল্লব শয্যা দেখিয়া তিনি অগ্নিশয্যা বলিয়া মনে করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমতীর আরক্তিম করোপরি গণ্ডস্থল ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন রক্তবর্ণ মেঘে সন্ধ্যার চন্দ্র পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তোমার বিচ্ছেদে মরণই মঙ্গল মনে করিয়া জন্মান্তরে তোমাকে পতিরূপে পাইবার কামনায়, শ্রীমতী নিয়ত হরিনাম জপ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহাদের মন ন্যস্ত, জয়দেব কবি-বিরচিত এই গীত তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুক। ১৮ ॥

প্রবল মদনজ্বরে শ্রীমতী আক্রান্ত; তাঁহার ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছে, তিনি কখন বা অস্ফুট শব্দ (শীৎকার) করিতেছেন; কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও কম্পিত হইতেছেন, কখনও শ্রান্তিবোধ করিতেছেন, কখনও চিন্তা-মগ্ন হইতেছেন, কখনও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইতেছেন, কখনও ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছায় অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। হে রাধানাথ! তুমি সুচিকিৎসক; তুমি যদি শ্রীমতীকে ঔষধ প্রদান কর, তবেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। নতুবা আর উপায়ান্তর নাই, তুমি এখন একমাত্র ভরসাস্থল ॥ ১৯ ॥

হে উপেন্দ্র! আপনি বৈদ্যের ন্যায় গুণবান্; আপনার অঙ্গস্পর্শে শ্রীরাধার মদন-পীড়ার উপশম হইতে পারে। আপনি যদি তাঁহাকে রোগমুক্ত না করেন, তবে জানিব, আপনি বজ্র হইতেও কঠিন ॥ ২০ ॥

শ্রীমতীর দেহ কামজ্বরে এতই প্রপীড়িত যে, চন্দ্রকিরণ কমলদল ও চন্দন প্রভৃতি শৈত্য দ্রব্যেও তিনি ক্লেশানুভব করিতেছেন; তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমাকে চন্দনাদি হইতেও সুশীতল মনে করিয়া, তোমার আশায়—তোমার চিন্তায়, শ্রীমতী সেই ক্ষীণ অবস্থাতেও জীবন ধারণ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার বিরহ

শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাম্,
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২
বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনম্,
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেনৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দুরমুদ্রাঙ্কিতো,
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি
কংস-দ্বিষঃ॥ ২৩

ইতি চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধা-
মনুনয়মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা
স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১

(গীতম্)

(দেশীবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।)

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ৩
ধ্বনিত মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম
লুঠতি ধরণীশয়নে বহুবিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥
ভণতি কবিজয়দেবে হরিবিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ৬
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।

সহ্য করিতে পারিতেন না, চক্ষুর নিমেষপতনেও যাঁহার ক্লেশানুভব হইত, সেই শ্রীরাধা রসালতরুর মুকুল উন্মেষ দেখিয়াও দীর্ঘ বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২২ ॥

বাসব-রোষ জনিত বৃষ্টি-পতন হইতে ব্যাকুল গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাহুমূলে গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছিলেন; গোপাঙ্গনারা পুলকভরে পুনঃপুনঃ সেই বাহু মূলে চুম্বন করায়, তাঁহাদিগের ললাট শোভিত সিন্দুর-বিন্দু দ্বারা বাহুমূল সমঙ্কিত হইয়াছিল; সেই কংস-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণের বাহু তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক। ২৩ ॥

ইতি চতুর্থ সর্গ।

হে প্রিয় সখি! আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি; তুমি শ্রীমতী-সমীপে গমন করিয়া আমার অনুনয় জ্ঞাপন কর, এবং তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সেই সখী তখন শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

দেখ সখি, মলয় সমীর কন্দর্পকে সঙ্গে লইয়া প্রবাহিত হইতেছে; কুসুম-সমূহ, বিরহিনীগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য বিকসিত হইয়াছে; তোমার বিরহে বনমালী অধৈর্য্য হইয়াছেন ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রমা যেন তাঁহাকে দগ্ধ করায়, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তিনি মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ভ্রমর গুঞ্জন শুনিয়া তিনি কর্ণকুহর হস্তদ্বারা আবৃত করিতেছেন, আর বিরহোদ্রেক বশত প্রতি রজনীতে মনোবেদনা অনুভব করিতেছেন ॥ ৪ ॥

মনোরম বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া, তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আর ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কবি জয়দেব বর্ণিত এই বিরহ-বিলাস শ্রবণজনিত পুণ্যফলে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আভির্ভূত হউন ॥ ৬ ॥

হে শ্রীমতি! পূর্ব্বে শ্রীহরি যেখানে তোমার কামাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, কন্দর্পের

ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্,
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭

(গীতম্।)

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।)

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্,
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৮
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবন চলিতমপি রেণুম্
পতিত পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপয়ানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিসু লোলম্

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীল য় নীল-
নিচোলম্ ॥ ১১ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃত-
বিপাকে ॥ ১২ ॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিনিবহর্ষনিয়ানম্ ॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্
কুরু মম বচন ং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্
বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসা নাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে,
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে,
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

মহাতীর্থ-স্থানীয় সেই নিকুঞ্জেই তিনি তোমার ধ্যানে দিবানিশি নিমগ্ন রহিয়াছেন; এবং অনুক্ষণ তোমার নাম জপ করিয়া তোমার কুচ-কুম্ভের আলিঙ্গন-রূপ অমৃতের অভিলাষ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে নিতম্বিনি! তোমার হৃদয়েশ্বর মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া রতিসুখ আশায় অভিসারে অপেক্ষা করিতেছেন; তুমি সেই পীন-পয়োধর-মর্দ্দনকারী চঞ্চল করযুগধারী শ্রীহরির অনুসরণ কর। বনমালী এখনও যমুনাকূলে লীলাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮ ॥

তোমার নাম উচ্চারণে মনোহর বংশীধ্বনি করিয়া অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তোমাকে সঙ্কেত করিতেছেন, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত সমীরণ সহ যে ধূলিকণা চালিত হইতেছে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আপনা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন ॥ ৯ ॥

পত্র স্খলনে, পতত্রির পক্ষ সঞ্চালনে চমকিত হইয়া তিনি মনে করিতেছেন, যেন তুমিই আসিতেছ, মনে মনে শয্যা রচনা করিতেছেন, চঞ্চলনয়নে পথ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন ॥১০॥

হে সখি! কুঞ্জ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তুমি নীল-বসন পরিধান করিয়া অগ্রসর হও। এখন চরণ-নূপুর পরিত্যাগ কর, কেন না ঐ চঞ্চল নূপুর রতিক্রিয়ায় বিঘ্ন-কর ॥ ১১ ॥

বলাকা ভূষিত নবনীরদকোলে সৌদামিনী যেরূপ শোভা পায়, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিহার কালে তুমি তদ্রূপ মণিময় হারের ন্যায় বিরাজ করিবে ॥ ১২ ॥

হে কমল-নয়নে, বসন পরিত্যাগ কর; চন্দ্রহার পরিহার কর, এবং পল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়া জঘন-আবরণ উন্মোচন কর। রত্নের আবরণ উন্মোচন করিলে তদ্দর্শনে লোকের আনন্দ হয়, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হইবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, রাত্রিও অবসান প্রায়, শীঘ্র বেশ-বিন্যাস করিয়া আমার কথানুসারে আইস, শ্রীহরির মনোরথ পূর্ণ কর ॥ ১৪ ॥

হরি পরায়ণ জয়দেব ইহা রচনা করিলেন; সুকৃতি ভক্তগণ সেই উদার চরিত পরম-সুন্দর শ্রীহরিকে প্রফুল্ল মনে প্রণিপাত কর ॥ ১৫ ॥

তোমার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ

ত্বদ্বাক্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো,
গোবিন্দস্য মনোরথে চ সমং প্রাপ্তং তমঃসান্দ্রতাম্
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা,
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ॥
আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজং
প্রোদ্বোধাদনু সম্ভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়া-
বিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৮ ॥
সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি,
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ,
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥১৯

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরম্,
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥১

(গীতম্)

(গৌণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।)

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্।
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২।

করিতেছেন, পুনঃপুনঃ শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং উদ্বিগ্নমনে ক্ষণে ক্ষণে পথ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন ॥ ১৬ ॥

সহস্রাংশু দিবাকর তোমার বিপরীত আচরণ দর্শনে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার রাশিও ঘনতর হইতেছে; চক্রবাকের ন্যায় করুণস্বরে বহুক্ষণ হইতে আমি তোমায় অনুনয় করিতেছি; হে সুন্দরি! আর বিলম্ব করিও না; অভিসারের রমণীয় সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যখন তোমরা সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে পরস্পরের উদ্দেশে গমন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিলে, এবং সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন, নখাঘাত, সাত্ত্বিকভাব-ভয়, অবশেষে রতি-প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তখন তোমরা লজ্জাবিজড়িত কত রস না উপভোগ করিয়াছিলে? ১৮ ॥

হে চন্দ্রাননে! তুমি অন্ধকারময় পথে চলিবার সময় ভীতি নিবন্ধন ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিবে এবং প্রতি তরুমূলে বিশ্রাম করিয়া মৃদু মন্দ পদক্ষেপ করিবে। তোমার এই অনঙ্গ রঙ্গ পূর্ণ দেহ বিরলে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতার্থ হইবেন, আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিবেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধার কমনীয়-বদন-কমলে ভৃঙ্গরূপী, ত্রিভুবনের মুকুটমণী নিলমণিরূপী, ধরিত্রীর দুর্ব্বিহ ভার তুল্য পাপাত্মাদিগের সংহাররূপ, গোপাঙ্গনাগণের মনোভিলাষপূর্ণকারী সন্ধ্যা-সমাগমরূপী, কংসরাজের পক্ষে ধূমকেতুরূপী, সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ২০ ॥

ইতি পঞ্চম সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণের চির অনুরক্তা শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার গমনের সামর্থ্য নাই; শ্রীকৃষ্ণ মদনাবেশে উৎসাহহীন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া সখী বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে হরি! হে নাথ! শ্রীমতী কুঞ্জগৃহে অবসন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যেন তুমি আসিয়া তাঁহার অধর সুধা পান করিতেছ ॥ ২ ॥

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩ ॥
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪
মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৫ ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥ ৬
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥ ৭ ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৯
বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।

তোমার অভিসার উদ্দেশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইতেই স্খলিতপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছেন ॥ ৩ ॥

ধবল মৃণালবলয় এবংকিশলয়-কঙ্কণ পরিধান করিয়া, তোমার সহিত মিলিল হইবেন এই আশায় তিনি জীবিত রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীমতী তোমার মত বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ চাহিয়া দেখিতেছেন এবং "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" মনে করিয়া উল্লসিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীমতী পুনঃপুনঃ সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"প্রাণনাথ এখনও কেন অভিসারে আসিলেন না ॥" ৬ ॥

কখনও মেঘবরণ অন্ধকারকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বিলম্ব দর্শনে শ্রীরাধার লজ্জা দূরে পালাইয়াছে। শ্রীমতী বাসর-শয্যা রচনা করিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

জয়দেব কবি-রচিত এই সরস পদাবলী রসিক ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক ॥৯॥

তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং,
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥
অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং
ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তোপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং
নেষ্যতি ॥ ১১ ॥
কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহি
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো,
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথিপ্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥
ইতি ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

হে শঠচূড়ামণি! মৃগনয়না শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত হইতেছেন; মোহাভিভূতহৃদয়ে, ব্যাকুলতায়, চীৎকার সহকারে বিলাপ করিতেছেন; তোমার ধ্যানে, অনঙ্গচিন্তায়, প্রেমরস-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

তিনি পুনঃপুনঃ অঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন; পত্রপতন শব্দে চকিত হইয়া তুমি আসিতেছ মনে করিয়া শয্যা রচনা করিতেছেন, দীর্ঘকাল হইতে শ্রীমতী তোমার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন। এবংবিধ বেশ বিন্যাসে, তোমার উপস্থিতি সম্ভাবনা সিদ্ধান্তে, শয্যা রচনায়, তোমার অনুধ্যানে, নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়াও শ্রীমতী তোমার বিহনে যামিনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না ॥ ১১ ॥

হে ভাই পথিক! বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছ কেন? উহা যে কাল সর্পের আবাস-স্থান, অনতিদূরে আনন্দময় নন্দের ভবন দেখা যাইতেছে, সেখানে যাইতেছ না কেন? শ্রীমতী পথিকের মুখে বার্ত্তা প্রেরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিকট উহা গোপন করেন, এবং সন্ধ্যা কালে উপস্থিত অতিথিস্বরূপ পথিকেরই প্রশংসা করেন। শ্রীহরির সেই প্রশংসা-বাক্য জয়যুক্ত হউক ॥ ১২॥

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্ম পাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১

প্রসরতি শশধরবিম্বে
বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং
সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২

(গীতম্)

(মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥৩
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ ৪
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ৭
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ,
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১

অনন্তর দিগঙ্গনাগণের ললাট-তিলকরূপী চন্দ্রদেব উদিত হইয়া স্বীয় কিরণজালে বৃন্দাবন-ধাম আলোকিত করিলেন। কুলটাগণকে কুলচ্যুত করায় তাঁহার যে পাপ ঘটিয়াছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ কলঙ্ক রেখাগুলি পরিস্ফুট হইল ॥ ১॥

চন্দ্ররশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে এবং শ্রীকৃষ্ণ আসিতে বিলম্ব করিলে, বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২॥

নির্দ্দিষ্ট সময়েও শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিলেন না। আমার বিমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীরা আমায় বঞ্চনা করিল, আমি কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয় লইব ? ৩ ॥

এই রজনীতে এই দুর্গম বনমধ্যে যাঁহার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, তিনিই আমায় কামশরে বিদ্ধ করিতেছেন ॥৪॥

আমার মরণই মঙ্গল ; বৃথা জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। আমি সংজ্ঞাহীনা, আমি বিরহ-অনলে দগ্ধ হইতেছি ॥ ৫ ॥

এই মধুর বাসন্তী রজনী আমাকে আকুল করিতেছে, কিন্তু অন্য পুণ্যবতী রমণী প্রাণেশ-সম্মিলনে সুখী হইতেছে ॥৬॥

আমার এই বলয়াদি মণিময় অলঙ্কারে, কৃষ্ণ-বিয়োগানল উদ্দীপিত করিয়া, আমাকে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে ॥ ৭ ॥

আমার বক্ষোপরি এই যে সুকুমার কুসুম-হার, বিষম শরের ন্যায় উহা বিদ্ধ হইতেছে ॥৮॥

এই কণ্টকাবৃত বেতসলতা প্রভৃতির কষ্ট তুচ্ছ মনে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, কিন্তু হায়! শ্রীহরি আমাকে বিস্মৃত হইয়া আছেন ॥ ৯ ॥

হরিচরণপরায়ণ শ্রীজয়দেব কবি-বিরচিত এই মধুর সঙ্গীত কোমলাঙ্গী রতি-কলাশালিনী যুবতীর ন্যায় তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ দান করুক ॥ ১০ ॥

প্রাণনাথ এই নির্দ্দিষ্ট বেতসকুঞ্জে এখনও আসিলেন না ; বোধ হয় অন্য কোন রমণী-অভিসারে গমন করিয়াছেন, অথবা সখাদিগের সহিত ক্রীড়াপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ
সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি
জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ॥ ১২

(গীতম্।)

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা॥
কাপি মধুরিপুণা
বিলসতি যুবতিরধিকগুণা॥ ১৩
হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা॥ ১৪
বিচলদলককলিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা॥ ১৫
চঞ্চল-কুণ্ডল-ললিতকপোলা।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা॥ ১৬
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা॥ ১৭
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা॥ ১৮
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা॥ ১৯
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্॥ ২০
বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ,
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্॥ ২১

এই ঘোর অন্ধকারে তিনি পথহারা হইয়াছেন, অথবা আমার দারুণ দশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না॥ ১১॥

অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন দেখিলেন, তাঁহার সহচরী একাকিনী বিষণ্ন মনে মৌন-ভাবে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, শ্রীনাথ অপর গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহারে মত্ত আছেন। ইহা যেন দেখিয়াই শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্য রমণীর সহিত বিহার করিতেছেন; সে রমণী আমা অপেক্ষা গুণবতী সন্দেহ নাই; সে অবশ্যই কামকলায় সুসজ্জিত হইয়াছে; তাহার কেশকলাপ আলুলায়িত এবং কুন্তলকুসুম বিদলিত হইতেছে॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে, এবং তাহার কুচকুম্ভোপরি কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে॥ ১৪॥

অলকাবলী বিচলিত হওয়ায় সেই রমণীর চন্দ্রবদনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রাণবল্লভের অধর-সুধাপানের আবেশে তাহার নয়ন-কমল নিমীলিত হইতেছে॥ ১৫॥

তাহার কর্ণকুণ্ডল চঞ্চল হওয়ায় গণ্ডদ্বয়ের সুন্দর শোভা হইয়াছে, এবং তাহার নিতম্ব-আন্দোলনে চন্দ্রহারের মধুরধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। প্রাণেশের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কখনও সে লজ্জিত হইতেছে, কখনও হাস্য করিতেছে, কখনও কামোন্মত্তা হইয়া মদন-বিকার সূচকধ্বনি উৎপাদন করিতেছে॥ ১৭॥

তাহার শরীর রোমাঞ্চিত, ও কাম-তরঙ্গে ভাসমান, ঘন ঘন নিশ্বাস পতনে ও পুনঃপুনঃ নয়ন নিমীলনে তাহার মদনাবেশ প্রকাশিত॥ ১৮॥

সে মদন-সংগ্রামে সুদক্ষা, রতিশ্রম-স্বেদে তাহার দেহ মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাণেশ্বরের হৃদয়োপরি সে শয়ানা রহিয়াছে॥ ১৯॥

জয়দেব কবি-বিরচিত এই শ্রীহরি-বিহার-বর্ণনা, কলির পাপ বিনাশ করুক॥ ২০॥

কন্দর্পসখা শশধর অস্তগমনোন্মুখ হইয়া সন্তপ্তজনের হৃদয়-বেদনা দূর করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়ে মদনানল বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন; যেহেতু তাঁহার পাণ্ডুর বদন

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।)

সম্মুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২
ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥
জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে
চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে.
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে
নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিদং স্ফুটতরং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥

(গীতম্।)

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।)

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥

দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডুবর্ণ মুখকমলের স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে ॥ ২১ ॥

রতি-রণ-জয়ী শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-তটস্থ বনে কেলি-রত রহিয়াছেন; তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কামিনীর কামোদ্দীপক মুখে, শশাঙ্কের কলঙ্ক-রেখার ন্যায় কস্তুরী রস দ্বারা তিলকাঙ্কিত করিয়া দিতেছেন, এবং পুনঃপুনঃ তাহার অধর চুম্বন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

সেই রমণীর কেশপাশ জলদপটলের ন্যায় মনোরম এবং কামরূপ হরিণের বিহারস্থল: শ্রীকৃষ্ণ তাহার কবরিতে পুষ্প পরাইয়া দিতেছেন ॥ ২৩ ॥

কামিনীর কুচযুগল গগনমণ্ডল সদৃশ; তাহা কস্তুরী রসে অনুলিপ্ত; তদুপোরি নখাঘাত-রূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছে; এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে যেন মুক্তাহার স্বরূপ নক্ষত্রমালা বিন্যস্ত করিয়া দিতেছেন ॥ ২৪ ॥

তাহার কোমল বাহুদ্বয় মৃণালকে এবং স্নিগ্ধ করতল নলিনীকে পরাভূত করিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে মরকতবলয়রূপ মধুকরনিচয় সংযোজিত করিয়া দিতেছেন। ২৫ ॥

তাহার বিশাল নিতম্ব রতির গৃহ স্বরূপ এবং কন্দর্পের সুবর্ণপীঠ স্বরূপ; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কামানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। তিনি সেই নিতম্বে মণিময় চন্দ্রহার ভূষিত করিতেছেন, এবং সেই চন্দ্রহার তোরোণো-পরিস্থিত পুষ্পমালার শোভাকেও পরাজিত করিতেছে ॥ ২৬ ॥

সেই রমণীর কমনীয় পদপল্লব কমলার আলয় স্বরূপ এবং তাহা নখরূপ মণিসমূহে সুশোভিত; শ্রীকৃষ্ণ সেই চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অলক্তানুরঞ্জিত করিতেছেন ॥ ২৭

হে সখি! বলরাম-সহোদর সেই শঠ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন না কোন সুন্দরীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তবে আমি আর কেন এই ঘোর বনে একাকিনী নিশি যাপন করি ॥ ২৮

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবক জয়দেব কবিপ্রবর শৃঙ্গার-রসাত্মক এই হরিগুণ গান কীর্ত্তন করি-লেন। ইহাতে কলিযুগের পাপ দূর হউক ॥ ২৯ ॥

হে সখি! সেই নিষ্ঠুর শঠ শ্রীকৃষ্ণ আসিল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার দোষ কি? তাঁহার বহু প্রেয়সী, তিনি তাহা-দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। হৃদয় সেই প্রাণকান্তের গুণে মোহিত আছে; বোধ হয়, তদুৎকণ্ঠায় এ প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া এখনই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে ॥ ৩০

ইন্দীবর-লোচন শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত

সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১
বিকশিতসরসিজললিতমুখেন ।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥৩২
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন ।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩
স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন ।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪
সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬
সকলভুবনজনবরতরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন ।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮
মনোভবানন্দচন্দনানিল,
প্রসীদ মে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্ ।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবম্,
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯
রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো,
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে ।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ,
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ,
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে ।
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১

বিহার করেন, সে কদাচ সন্তপ্ত হয় না। বনমালীর বদনকমল প্রস্ফুট শতদলের ন্যায় প্রাণ-স্নিগ্ধকর; তিনি যাহার সহিত বিহার করেন, কামশরে সে জর্জ্জরিত হয় না; নব কিশলয়-শয্যা তাহার সন্তাপ নাশ করে ॥ ৩১।৩২

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অমৃত অপেক্ষারও স্নিগ্ধ ও মধুময়; তিনি যে রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন, মলয় মারুত কখনও তাহাকে সন্তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় সুন্দর; তিনি যাহার বাসনা পূর্ণ করিয়েছেন, সে কখনই চন্দ্র রশ্মিতে দগ্ধ হয় না ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই নব নীরদকান্তি একবার যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সে কখনও বিরহে বিদীর্ণ হয় না ॥ ৩৫ ॥

নিকষ-প্রস্তর-সংলগ্ন সুবর্ণ-রেখার ন্যায় তাঁহার পবিত্র পীতবসন; তিনি যে রমণীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, সে রমণীকে কদাচ গুরুজনের উপহাসে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৬ ॥

ত্রিভুবনের সকল যুবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই অগ্রগণ্য; তিনি যাহার সহিত কেলি করিয়াছেন, তাহাকে কাম-জ্বালায় কখনও কাতর হইতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেব কবি-বিরচিত এই গীতের সহিত শ্রীহরি সর্ব্বজনহৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করুন ॥ ৩৮ ॥

হে মলয়ানিল! তুমি রতিপতির আনন্দদায়ক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশ্ব-প্রাণ! তুমি মুহূর্ত্তের জন্য মাধবকে আমায় দেখাইয়া পরে আমার প্রাণবধ করিও ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি দয়া রহিত, কিন্তু আমার মন তাহাতেই অনুরক্ত। যাঁহার কথা স্মরণ হইলে সুস্নিগ্ধ বায়ুকেও অনল তুল্য প্রতীয়মান হয়, চন্দ্রকিরণ বিষজ্বালা উৎপাদন করে, সখী-সংসর্গ শক্রসহবাস মনে হয়; সেই নির্দ্দয় শ্রীহরির প্রতি আমার মন আবেগে ধাবিত হইতেছে। অতএব বুঝিলাম রমণীজাতি কখনও মনোভাব গোপন করিতে সমর্থ হয় না; তাহাদের দুর্দ্দমনীয় বাসনাই তাহাদের প্রতিকূল আচরণ করে ॥ ৪০ ॥

হে মলয়মারুত! তুমি যত পার, আমায় কষ্ট দেও। হে পঞ্চবাণ! তুমি আমার প্রাণ সংহার কর; হে যমুনে! তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে? তোমার তরঙ্গরঙ্গে আমার সন্তপ্ত দেহ সুশীতল কর। আর আমি গৃহে প্রত্যাগত হইব না। ৪১ ॥

নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃসংবীতপীতাংশুকম্,
শ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে
চঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে,
স্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ৩২
ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়,
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে,
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে,
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১

(গীতম্ ।)

(ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।)

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্,
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ ।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি
কেশব মা বদ কৈতববাদম্,
তামনুসর সরসীরুহলোচন
যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ ২

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্ ।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ
তনোতি তনোরনুরূপম্ ॥ ৩
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্ ।
মরকতশকলকলিতকলধৌত-
লিপেরিব রতিজয়লেখম্ ॥ ৪
চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্ ।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্ ॥ ৫
দশনপদং ভবদধরগতং মম
জনয়তি চেতসি খেদম্ ।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ
তব বপুরেতদভেদম্ ॥ ৬
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ
মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্ ।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্ ॥ ৭

একদা প্রত্যুষে সহচরী-মণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণকে বদনে নীলাম্বরী শাড়ি পরিধান করিতে, শ্রীরাধাকে পীতবসন ধারণ করিতে শ্রীমতীর সলজ্জ বদন প্রতি সহাস্যে পাত করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বমূলীভূত নন্দন শ্রীমধুসূদন ত্রিভুবনের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩২ ॥

ইতি সপ্তম সর্গ।

অনন্তর শ্রীমতী কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিলে, প্রত্যুষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণতি পূর্ব্বক বহু অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। মদনানলে জর্জ্জরিতা শ্রীরাধা তখন ঈর্ষ্যাবশে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

যাও যাও হরি! আর প্রতারণা করিও না; হে কেশব! রাত্রি জাগরণে তোমার লোচনদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়াছে, আলস্যে আঁখি মুদিয়া আসিতেছে, বোধ হইতেছে যেন প্রণয়ীর প্রেমরসাবেশের প্রস্ফুট অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। হে কমললোচন! যে তোমার মনোদুঃখ দূর করিবে তাহার নিকট যাও ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ! সেই বিলাসিনীর কজ্জলানুলেপিত লোচন-চুম্বনে তোমার লোহিত ওষ্ঠাধার দেহের অনুরূপ নীলিমাভ ধারণ করিয়াছে ॥৩॥

কামযুদ্ধে কামিনীর তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তোমার নীল দেহে যেন মরকত-খচিত স্বর্ণাক্ষরে রতির বিজয়-পত্র লিখিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সুন্দরীর চরণ-পদ্মের অলক্তকরাগে তোমার বিশাল বক্ষ অনুরঞ্জিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন মদনমহীরুহের নব পল্লব বিকাশ হইতেছে ॥ ৫ ॥

তোমার অধরে দশন-দংশন-চিহ্ন দেখিয়া আমার যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। হায়! এখনও কেন আমি তোমাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করি? ৬ ॥

হে মাধব! তোমার বহিরঙ্গে যেরূপ মলিনতা প্রকাশিত, তোমার অন্তরও তদ্রূপ মলিনতাপূর্ণ; নতুবা তুমি এই মদনবাণ-পীড়িতা অনুগতাকে কেন বঞ্চনা করিবে? ৭ ॥

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা
বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥ ৯
তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগাৎ বহিরিব,
প্রিয়াপাদালক্ত-চ্ছুরিতমরুণ-চ্ছায়-হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাত-প্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব,
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি॥
অন্তর্মোহনমৌলির্ঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বারদুঃখাপদাম্,
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু
ন বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ॥ ১১
ইতি অষ্টম সর্গঃ

শৈশব হইতেই তুমিই নারীবধে সুদক্ষ; পূতনা-বধই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখন এই কৈশোরে তুমি যে রমণীবধের জন্য বনে বনে বিচরণ করিতেছ, তাহাতে আর বিচিত্রকি॥ ৮॥

হে পণ্ডিতমণ্ডলি! জয়দেব-বিরচিত রতি-রস-বঞ্চিতা খণ্ডিতা যুবতীর এই বিলা-পোক্তি সুধা অপেক্ষাও সুমিষ্ট এবং স্বর্গেও ইহা সুদুর্লভ, আপনারা ইহা শ্রবণ করুন॥ ৯॥

প্রণয়নীর চরণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল অরুণাভ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমার হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ-মান। হে শঠ! তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া প্রণয়ভঙ্গের শোক অপেক্ষা মনে কেমন এক বিষম লজ্জার উদয় হইতেছে॥ ১০॥

কংশ-নিসূদন যে বংশীধ্বনিতে মৃগনয়না গণের মন হরণ করে মস্তক বিঘূর্ণিত করে, কুন্তলশোভিত পারিজাতমালা স্থানচ্যুত করে, বুদ্ধিভ্রংশ করে, চিত্ত চঞ্চল করে, নেত্রের আনন্দ উৎপাদন করে; আর যাহা দৈত্যনিপীড়িত দেবগণের ক্লেশ হরণ করে; সেই বংশী তোমাদিগের কল্যাণ সাধন করুক॥ ১১॥

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃস[খী]

(গীতম্)

(রামকিরী রাগবতিতালভ্যাং গীয়তে।)

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥ ২
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্॥ ৩
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্॥
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্॥ ৪
কিমতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা॥ ৫
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥ ৬

তদনন্তর সেই কাম-ক্লিষ্টা, রতি-সুখ বঞ্চি[তা] বিষাদযুক্তা, শ্রীকৃষ্ণের দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথি[তা] চিন্তাযুক্তা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কোন[ও] সখী কহিতে লাগিলেন॥ ১॥

হে মানময়ি! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান কর[িও] না। ঐ দেখ, তিনি তোমার অভিসারে আ[গ]মন করিতেছেন; ঐ দেখ, মৃদু মন্দ মলয় সম[ী]রণ প্রবাহিত হইতেছে; এতদপেক্ষা গৃহে আ[র] কি সুখ থাকিতে পারে॥ ২॥

তোমার এই পীনোন্নত রসগর্ভ কুচকুম্ভ, কেন বিফলে নষ্ট করিতেছ॥ ৩॥

আমি তোমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিতেছি,—এমন পরম সুন্দর প্রাণবল্লভকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করিও না॥ ৪॥

বিষণ্ণা ও ব্যাকুলা হইয়া কেন রোদন ক[রি]তেছ? তোমার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া রমণীগণ হা[স্য] করিতেছে॥ ৫॥

এই সকল কোমলদল-বিরচিত স্নিগ্ধ... শ্রীহরিকে দর্শন কর; তোমার নয়নযুগ[ল সফল] হউক॥ ৬॥

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭
হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি বিধুরম্ ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎপ্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি,
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতামায়াসিতস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চাবিষম্,
শীতাংশুস্তপনো হিমংহুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ
সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দ দরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরম্,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥১১

ইতি নবমঃ সর্গঃ ॥

কেন হৃদয়কে বিষণ্ণ করিতেছ? আমার কথা শুন, এই বিরহ-যন্ত্রণা এখনই বিদূরিত হইবে।৭

প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রেমালিঙ্গন করুন; তুমি হৃদয়কে কেন ব্যাকুলিত করিতেছ ॥ ৮ ॥

জয়দেব-কবি-বিরচিত এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র রসিক-বৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৯॥

হে অভিমানিনি! তুমি যখন স্নেহবানের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছ, বিনম্র জনের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেছ, অনুরক্তের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেছ, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতেছ; তখন চন্দনাদি তোমার নিকট বিষতুল্য প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? চন্দ্র কেনই বা না উত্তাপ প্রদান করিবে? শিশির কেনই বা না অঙ্গ দগ্ধ করিবে? রতি সম্ভোগ-জনিত আনন্দ কেনই বা না যন্ত্রণা প্রদ হইবে? তুমি উন্মার্গগামিনী হওয়াতেই তোমায় এই দারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ১০ ॥

বাসব-প্রমুখ অমরবৃন্দ সসম্ভ্রমে প্রণত হইলে, তাঁহাদের মুকুটস্থ নীলমণি যে চরণ-কমলে ভ্রমরবৎ বিরাজমান হয়, অবিরল বিনিঃসৃত মন্দাকিনী-ধারা যে চরণ-কমলে শান্তিসঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে, অমঙ্গল-বিনাশ আশায় আমি শ্রীহরির সেই চরণ-পদ্ম বন্দনা করিতেছি ॥ ১১ ॥

ইতি নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ।

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে,
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১

(গীতম্)

(দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালাভ্যাং গীয়তে।)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্,
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ২

সায়ংকালে শ্রীমতীর ক্রোধের কিছু উপশম হইল, দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার মুখকমল ম্লান হইয়া আসিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া সখীগণের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তখন আনন্দগদগদ স্বরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

প্রিয়ে চারুশীলে! আমার প্রতি অভিমান ত্যাগ কর। তোমার শ্রীমুখ দর্শনমাত্র মদনা-নলে আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমাকে তোমার বদন-কমলের মধুপান করিতে দেও। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত একটী কথাও কও, তোমার দশন-কৌমুদীতে আমার আশঙ্কা-অন্ধকার দূর হয়। তোমার বদন-চন্দ্রমা আমার নয়ন-চকোরকে তোমার অধর-সুধা-প্রলোভিত করিতেছে ॥ ২ ॥

একাদশঃ সর্গঃ।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীম্,
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে,
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১॥

(গীতম্।)

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥
ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্ ॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ
ভাবম্ ॥ ৪ ॥
অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বং
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ
বিলম্বম্ ॥ ৫ ॥
স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্ ॥
অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণ-
সজ্জম্।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরস-
মলজ্জম্ ॥ ৭ ॥
স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতি-
শীলম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।

হল রূপে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই শ্রীহরি তোমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ॥১৯॥

ইতি দশম সর্গ।

এইরূপে কিয়ৎকাল অনুনয় বিনয়ে সেই মৃগনয়না শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিলে, ক্রমে প্রদোষকাল সমুপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া কুঞ্জ-শয্যা সমীপে গমন করিলেন; শ্রীরাধাও বিষাদ পরিহার পূর্ব্বক মনোহর বেশ ভূষায় সমলঙ্কৃতা হইলেন; তখন সখী তাঁহাকে এই সরস কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ প্রিয়বাক্যে অনুনয় করিয়া, তোমার চরণে প্রণত হইয়া, মান ভঙ্গপূর্ব্বক তোমাকে প্রসন্ন করিয়া ঐ মনোরম বেতসলতাকুঞ্জে কেলি-শয্যায় তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। মুগ্ধে! এখন সেই শরণাগত মধুসূদনের অনুগামিনী হও ॥ ২ ॥

হে বিশালনিতম্বিনি! হে পীনপয়োধর-শালিনি! তুমি মৃদুমন্দ গমনে, মণিময় নূপুরের ধ্বনিতে কলহংসকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন কর ॥ ৩ ॥

কুঞ্জে যাইয়া চিত্তরঞ্জন মনোহর পরিহাস-বাক্য শ্রবণ কর, মান বিসর্জ্জন দাও এবং মদনাজ্ঞা প্রচারক পিকগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর ॥ ৪ ॥

হে করভোরু! এই বায়ুসঞ্চালিত লতিকা-পুঞ্জ পল্লবরূপহস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে; তুমি প্রিয় সন্নিধানে কুঞ্জে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না ॥ ৫ ॥

হে সখি! তোমার কমনীয় মুক্তাহাররূপ নির্ম্মল জলধারায় বেষ্টিত কুচকুম্ভ কামতরঙ্গে বিকম্পিত হইয়া কৃষ্ণসহ আলিঙ্গনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৬ ॥

তুমি কাম যুদ্ধ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়াছ, ইহা সখীগণ সকলেই বিদিত আছেন; হে রতি-যুদ্ধ-কুশলে! লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাদ্য করিয়া সোৎসাহে কামসমরে প্রবৃত্ত হও ॥ ৭ ॥

তোমার পঞ্চকরাঙ্গুলি পঞ্চবাণ সদৃশ তুমি সখীকে অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে গমন কর; বলয়-ধ্বনি দ্বারা তোমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া দাও ॥৮

কবি জয়দেব-বিরচিত এই গীতিকা, হার

হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্ ॥৯
ন মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গ-
মালিঙ্গনৈঃ,
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি
সচিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতে
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে,
প্রিয়ঃ॥ ১০ ॥
অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলী,
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্‌নিকুঞ্জে সখি,
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গ-
মালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রম্,
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥১২॥

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য,
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥

(গীতম্)

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।)

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস রতিরভসহসিতবদনে॥ ২৪ ॥
নবভবদশোকদলশয়নসারে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ১৫ ॥
কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥
চলমলয়পবনসুরভিশীতে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ১৭ ॥

অপেক্ষাও রমণীয়। হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণের কণ্ঠে ইহা সর্ব্বদা বিরাজ করুক ॥ ৯ ॥

সখি! কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই অনুরাগবশ-ভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে; প্রেম সম্ভাষণ, আলিঙ্গন এবং রমণ করিয়া প্রীতিলাভ করিবে; তোমার প্রেমোন্মদ শ্রীকৃষ্ণ তোমার চিন্তা করিয়াই কখনও কম্পিত হইতেছেন কখনও পুলকিত হইতেছেন, কখনও আনন্দিত হইতেছেন, কখনও ঘর্ম্মে সিক্ত হইতেছেন কখনও প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন, কখনও মোহ-গ্রস্ত হইতেছেন ॥ ১০ ॥

নিবিড় তিমিররাশি অভিসার-উৎকণ্ঠিতা সুন্দরীগণের প্রতি-অঙ্গ যেন আলিঙ্গন করি-তেছে, নয়নে অঞ্জনলেপ, শ্রবণে তমালস্তবক বিন্যাস, গলে কুবলয়ের মালা প্রদান, স্তনদ্বয়ে কস্তূরীরসে চিত্রণ,—এ সকলি তাহার আলি ঙ্গনের চিহ্ন; সুতরাং সখি, অবিলম্বে প্রিয়-সকাশে গমন কর ॥ ১১ ॥

'কুঙ্কুমের ন্যায় গৌরবর্ণ অভিসারিকাগণের লাবণ্যচ্ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, গাঢ় অন্ধকার যুক্ত তমালবনস্থলী প্রেম-রূপ সুবর্ণের কষ্টি পাথররূপে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১২ ॥

অনন্তর শ্রীমতী কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহার হার, মেখলা, নূপুর ও কঙ্কণ মণিস্থ প্রভায় অন্ধকার দূরীভূত হইল; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীমতী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তখন সখী তাঁহাকে এই সরস কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

রাধে! তুমি প্রেমানুরাগে হাস্যবদনে হরির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কুঞ্জ-গৃহে কেলি-বিহারে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৪ ॥

কুচযুগ কম্পিত হওয়ায় তোমার বক্ষের হার দোদুল্যমান। নবাশোক-কিশলয়ে তোমার জন্যে মনোহর শয্যা বিরচিত। কুঞ্জ-গৃহে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া বিহার কর ॥ ১৫ ॥

হে রাধে! তোমার কুসুম-সুকুমার-দেহ, তোমার জন্য নির্ম্মিত পুষ্পময় গৃহে গমন কর, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলি কর। ১৬ ॥

মলয় সমীরে কুঞ্জ কুটীর স্নিগ্ধ ও সদগন্ধযুক্ত

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ১৮ ॥
মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস মদনরসনরসভাবে ॥ ১৯ ॥
মধুতরলপিকনিকরনিনদমুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস দশনরুচিরশিখরে ॥ ২০ ॥
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি,
ভণতি জয়দেবকবিরাজে ॥ ২১ ॥

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসম্বাধবিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ

সা সসাধ্বসমানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩ ॥

(গীতম্)

(বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।)

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্,
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্।
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্ ॥ ২৪
হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্ ॥ ২৫
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্ ॥

সেই কেলি-গৃহে গমন করিয়া তুমি অনুরাগ ভরে সঙ্গীত-সহকারে বিহার কর। ১৭ ॥

সখি! তুমি নিবিড় নিতম্বনী, মন্থর গামিনী; নবকিশলয়ে কুঞ্জ-কুটীর তিমিরাবগুণ্ঠিত; এই সময় তুমি কুঞ্জে গিয়া শ্রীহরির সহিত বিহার কর ॥ ১৮ ॥

মধুমত্ত মধুপ পুঞ্জের গুঞ্জনে কেলিকুঞ্জ গুঞ্জরিত; তুমি কাম-রসে হৃদয় সিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে বিহার কর ॥ ১৯ ॥

তোমার দন্ত পংক্তি পক্ক দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট; কোকিল-কাকলীতে কুঞ্জবন মুখরিত; তুমি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গিয়া বিহার কর। ২০ ॥

কবিবরজয়দেববিরচিত শ্রীরাধার সুখপ্রদ এই গীতিকা মঙ্গল বিধান করুক ॥ ২১ ॥

হে শ্রীমতি! শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ তোমাকে ধ্যানযোগে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতীব ক্লান্ত হইয়াছেন, মদন-দহনে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত সন্তাপিত হইয়াছে; তোমার পীযূষ পূরিত বিম্বাধার-সুধাপানে লোলুপ হইয়াছেন। একবার যাইয়া তাঁহার অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর। তোমার কমল-নয়নের একটী বঙ্কিম কটাক্ষেই ক্রীতদাসের ন্যায় তিনি তোমার চরণার্চ্চনা করেন, তাঁহার নিকট তোমার আর লজ্জা কি? ২২ ॥

অনন্তর লজ্জার বিমিশ্র হর্ষে, স্পৃহাপূর্ণ লোচনে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, মনোরম নূপুরধ্বনির সহিত শ্রীমতী ত্রস্তভাবে কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করিলেন। ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাগতপ্রাণে কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা শ্রীমতী তথায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রমা দর্শনে মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র দর্শনে শ্রীহরির হৃদয়সমুদ্রে মদন-বিকার জনিত ভাব সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল; হর্ষাধিক্য নিবন্ধন তাঁহার বদন-কমলে মদনাবেশ প্রকটিত হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

যমুনা-বক্ষে ফেন পুঞ্জের ন্যায় তাঁহার নীল-বক্ষে মুক্তাহার শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

তাঁহার সুকোমল শ্যাম অঙ্গের পীতবসন মৃণালের উপর নীলোৎপলের পীত পরাগবৎ শোভিত হইল ॥ ২৬ ॥

মলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
ুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্
দনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্
়তরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্॥
শিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্
িপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকথাভিরধীরম্
িগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্।
ণমত হৃদিনিধায়হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্
তিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
াসেনৈবাক্ষোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ।
দানীং রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে,
পাত স্বেদাম্ভঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কমলাননের চঞ্চল টাক্ষে রতিরাগ বৃদ্ধি করিল; যেন শরতের র্ম্মল সরোবরে বিকসিত কমলদলে খঞ্জনদ্বয় ত্য করিতে লাগিল॥ ২৭॥

তাঁহার উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল দ্বয় তাঁহার বদন-মলে দিবাকরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল; াঁহার অধরপল্লবে উল্লাস-মধুর-হাস্যে রতি-শোভা বর্দ্ধিত করিল॥ ২৮॥

তাঁহার কৃষ্ণ-কুন্তলে কুসুমদাম নবমেঘে চন্দ্র-রশ্মিবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহার নির্ম্মল াট-তিলক অন্ধকার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ভিত হইল॥ ২৯॥

মণিমুক্তা-বিজড়িত বিভূষণসমূহে তাঁহার দর দেহ অধিকতর সুশোভিত হইয়াছিল। নীমপুলকে রতিক্রীড়া-বিলাসে অধীর হইয়া-লেন॥ ৩০॥

শ্রীজয়দেব-বিরচিত এই গীতিকা শ্রীহরির ণসমূহকে দ্বিগুণ শোভান্বিত করিতেছে। রপরায়ণ ভক্তগণ সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ র্ব্বক প্রণত হউন॥ ৩১॥

তীর অবিতৃপ্ত লোচনদ্বয় শ্রীহরিকে বার জন্য অপাঙ্গ অতিক্রম করিয়া বণ-মূল পর্য্যন্ত গমনে আকাঙ্ক্ষা করিল;

ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগম্,
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ॥ ৩৩॥
জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ,
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ,
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ॥

ইতি একাদশঃ সর্গঃ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্॥

শ্রীমতীর নেত্র-মণি চঞ্চল হইল, তাহাতে যেন স্বেদরূপ অশ্রু প্রকাশ পাইল। বঙ্কিম দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতী প্রাণনাথের প্রতি সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল॥ ৩২॥

শ্রীমতীর সুখাভিলাসিনী সঙ্গিনীগণ কৌশলে হাস্যসম্বরণ পূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মৃগনয়না শ্রীরাধা তখন মাধবের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন লজ্জাও যেন লজ্জা পাইয়া অন্তর্হিত হইল॥ ৩৩॥

কংসের কুবলয় হস্তীকে বিনাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় মন্দারমাল্যে ভূষিত হইয়াছিল। সেই বিজয়-চিহ্নিত শ্রীহরির বিশাল বাহুদ্বয় জয়যুক্ত হউক॥ ৩৪॥

ইতি একাদশ সর্গ।

সখীগণ কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর লজ্জাবনতা শ্রীরাধাকে পুনঃপুনঃ নবকিশলয়-রচিত শয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া,

(গীতম্।)

(বিভাসরাগৈকতালিতালাভ্যাং গীয়তে।)

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি
চরণনলিনবিনিবেশম্।
তব পদপল্লববৈরিপরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ২
করকমলেন করোমি চরণমহাগমমিতাসি বিদূরম্
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্
বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥
প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিবপুলকিতমতিদুরবাপম্
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয়শোষয়মনসিজতাপম্
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্
শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে
শময় চিরাদবসাদম্ ॥ ৭
মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব
বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ,
ক্রীড়াকূতবিলোকনেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥১০

তাঁহার প্রেমাবেশ ও গাঢ় বাসনার বিষয় অনুভব করিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে রাধে! মধুসূদন তোমার অনুগত, তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। মানিনি! নব পল্লবশয্যা তোমার চরণপদ্ম স্পর্শে বিভূষিত হইয়াছে তোমার ঐ চরণস্পর্শে আমার এই রিপু জর্জ্জরিত দেহ শীতল কর ॥ ২ ॥

অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, অনুমতি দেও আমি তোমার পাদ-পদ্ম সেবা করি। তোমার পাদ-লগ্ন নূপুরের ন্যায় আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেই আমি অদৃষ্টবান্ মনে করিব; আমায় নূপুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ৩ ॥

তোমার চন্দ্রবদন হইতে পীযূষ-বাণী নির্গত হউক, আমি তোমার পীনস্তনের আচ্ছাদন অপসারণ করি ॥ ৪ ॥

তোমার দুর্লভ কুচ-যুগল পুলকপূর্ণ দেখিয়া আলিঙ্গনাবেশে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত; অতএব ঐ পয়োধরযুগল আমার বক্ষে সংস্থাপন কর; আমার মদনজ্বালা প্রশমিত হউক ॥ ৫ ॥

হে সুন্দরি! এ দাস তোমাতেই চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক বিহারাভাবে বিচ্ছেদানলে দগ্ধ ও মৃতবৎ; অধরামৃত দানে তুমি তাহার জীবন রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

কোকিল-কাকলীতে আমার শ্রবণ-বিবর বিকলপ্রায়, তোমার মণিময় চন্দ্রহারের শব্দে তাহার সেই বৈকল্য বিদূরিত কর ॥ ৭ ॥

মানময়ি! তুমি অকারণ অভিমান করায় আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই হেতু অধুনা তোমার নয়ন-দ্বয় লজ্জা-সঙ্কুচিত দেখিতেছি। এখনও শান্ত হও; অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক রতি-ক্রীড়ায় আমার প্রতি অনুকূলাচরণ কর ॥ ৮ ॥

জয়দেব-বিরচিত রতি-রস-বর্ণনাপূর্ণ এই সঙ্গীত ভক্তগণের হৃদয়ে রতি-রসাস্বাদনানন্দ প্রদান করুক ॥ ৯ ॥

আলিঙ্গন সময়ে রোমাঞ্চে বিঘ্ন উৎপাদন করিল, রতিক্রীড়াকালে প্রিয়তমার চন্দ্রানন-দর্শনাগ্রহে নেত্রের নিমেষ পতন হেতু বাধা জন্মিতে লাগিল; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অধরামৃত পানে লোলুপ হইলে, শ্রীমতীর বিদ্রূপবচনে ব্যাঘাত উপস্থিত করিল; পরিশেষে রতি-ক্রীয়ারূপবিষমসমর উপস্থিত হইলে, অপূর্ব্ব আনন্দে সংগ্রামের অবসান হইল; ফলতঃ এই কেলিযুদ্ধ কালে প্রথমে যত প্রকার বিঘ্ন সংঘটিত হইয়াছিল, পরিণামে সকলই পরম হর্ষ-প্রদানে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল ॥ ১০ ॥

…ং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
…দ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ
…নানমিতঃ কচেহধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ,
…ঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামাগতিঃ
…ঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
…ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরিপ্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ
…ন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতম্
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ
স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥
দৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
…কুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ।
…ন্ধপয়োধরোপরিপরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো,
…কর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ,
নির্ধৌতোহধরশোণিমা বিলুলিতাঃ
স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ ।
কাঞ্চীদামদরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ
পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪ ॥
ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ
স্বেদলোলৌ কপোলৌ,
স্পষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ
কাঞ্চীকাঞ্চিদ্‌গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য
সদ্যঃ পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্-
রেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫
ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥১৬॥

কন্দর্পের কি বিচিত্র গতি! প্রহার …ল মনুষ্য মাত্রেই কষ্ট অনুভব করে; শ্রীমতীর ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া, কুচ… প্রপীড়িত হইয়া, নখাঘাতে খত-বিক্ষত …, নিতম্বতাড়নে আহত হইয়া, অধরামৃত… মোহ প্রাপ্ত হইয়া, এবং কেশাকর্ষণে …মত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

প্রথমে শ্রীমতী প্রিয়তমকে পরাভূত করি… …জন্য সাহসপূর্ব্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আরোহণ …ছিলেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই গুরুশ্রমে … শিথিল, নিতম্বভারাক্রান্ত … এবং লোচনদ্বয় মুদ্রিত হয়। … কাশে কদাচ সমর্থ নহে ॥১২॥

… শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্যবান্। যখন যখন …র স্তনযুগল উৎফুল্ল হইলে …ক মর্দ্দন করিতেছিলেন; …র দেহ অলসভাব ধারণ …ঃপুনঃ শ্রীমতীর বদন চুম্বন …ছিলেন … মরি মরি!—শ্রীবদনের …অপূর্ব্ব …!—নয়ন নিমীলিতপ্রায়, …পুল…তে। দশন-দংশন-জনিত …-ক্ষত … করিবার জন্য যেন পুনঃপুনঃ …হায় বাহি… তেছে; আর রতিজনিত হর্ষ-প্রকাশে যেন এক অব্যক্ত-ধ্বনি স্ফুরিত হইতেছে; তাহাতে মনে হয় যেন, বিম্বাধরকে বিধৌত করিবার জন্য দন্তের শ্বেত রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

নখরাঘাতে শ্রীমতীর বক্ষঃস্থল যেন পাটল-বর্ণে অঙ্কিত; তাঁহার নয়নদ্বয় নিদ্রাবেশে অলসিত; অধরপ্রান্তের রক্তিমাভা এখন প্রক্ষালিত, কুন্তলদাম আলুলায়িত, পুষ্পমাল্য বিবর্জ্জিত, চন্দ্রহার শিথিলীকৃত, কিন্তু এই পাঁচটি কন্দর্পবাণ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নে পতিত হইবা মাত্র দৃঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

শ্রীমতীর কুন্তল আলুলায়িত, কুসুম-মালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অলকাবলী স্থানচ্যুত, গণ্ডদ্বয় স্বেদসিক্ত, দশন-দংশনে অধর-মাধুরী মলিন, চন্দ্রহার স্খলিত, পীনকুচ অনাবৃত; বিবসনাহেতু হস্তদ্বারা স্তন ও নিতম্ব আচ্ছাদনপূর্ব্বক সলজ্জ দৃষ্টিনিক্ষেপে শ্রীমতীকে গমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রতি-কেলি-চিন্তা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন এবংবিধ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, রতি-শ্রমে শ্রান্তা শ্রীরাধা সাদরে তাঁহাকে এই কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥১৬॥

(গীতম্)

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।)

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥
অলিকুলগঞ্জনমঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয়লোচনে ॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে ।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশনিবেশয় কুণ্ডলে
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরিরুচিরং সুচিরংমম সম্মুখে ।
জিতকমলেবিমলেপরিকর্ম্ময়নর্ম্মজনকমলকং মুখে
মৃগমদরসবলিতং ললিতংকুরুতিলকমলিকরজনীকরে
বিহিতকলঙ্ককলং কমলাননবিশ্রমিতশ্রমশীকরে ।
মম রুচিরে চিকুরে কুরুমানদ মানসধ্বজচামরে ।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি
শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ২২
সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে ।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে
শ্রীজয়দেববচসি জয়দেহৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে
হরিচরণস্মরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ২৩
রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়োঃ-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্ ।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা
বিতিনিগদিতঃ প্রীতঃপীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ
পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে,
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ।

হে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন ! আমার এই কুচ-কুম্ভ, কন্দর্পের-মঙ্গল-কলস-সদৃশ ; তোমার চন্দন-স্নিগ্ধ হস্ত দ্বারা ইহাতে কস্তুরিপত্রের সমাবেশ কর ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়দর্শন ! বদন চুম্বন-কালে মদন-নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় আমার নয়ন-দ্বয় হইতে যে ভ্রমর-কৃষ্ণ কজ্জল তোমার বদনে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল করিয়া দাও ॥ ১৮ ॥

হে মনোজ্ঞবেশধারিন্ ! আমার এই শ্রবণ-যুগল মদন-পাশের তুল্য ; তাহাতে নয়ন-রূপ কুরঙ্গের তরঙ্গ-বিন্যাস বিদ্যমান ; সেই কর্ণে তুমি কুণ্ডল পরাইয়া দাও ॥ ১৯ ॥

আমার সরোজ-সুন্দর মুখমণ্ডলে অলি-পংক্তির ন্যায় অলকাবলী-দর্শনে সখীগণ পরিহাস করিতেছে। অতএব তুমি আমার বদন-মণ্ডলের শোভা সম্পাদন কর ॥ ২০ ॥

হে কমলানন ! আমার বদন-চন্দ্রের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া কস্তুরিরসে মনোহর তিলক করিয়া দাও ; শশাঙ্কে কলঙ্ক-রেখার ন্যায় তাহা শোভমান হউক ॥ ২১ ॥

হে মানদ ! মদনের রথধ্বজস্থিত চামরের ন্যায় আমার মনোহর কেশগুচ্ছ সুরতকালে বিগলিত হইয়া সুন্দরভাব ধারণ করিয়াছে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় মনোহর সেই কুন্তলে তুমি কুসুমগুচ্ছ সাজাইয়া দাও ॥ ২২ ॥

হে সুভাশয় ! আমার বিশাল সরস-নিতম্ব মদন-মাতঙ্গের কন্দরসদৃশ সুন্দর, তুমি উহাতে মণিময় কাঞ্চীদাম ও বসন-ভূষণ অর্পণ কর ॥ ২৩ ॥

জয়দেব-বিরচিত এই মঙ্গলময় রচনা হরি-চরণ-শরণরূপ অমৃতের ন্যায় জীবের কলি-পাপ সন্তাপ নাশ করুক, এবং এই মনোহর রচনা অলঙ্কাররূপে বিরাজ করুক ॥ ২৩ ॥

শ্রীমতী যখন বলিলেন কপালপাদন "ব ।
আমার পয়োধরে কস্তুরিপত্রাবলী প্রান্তানন-দেশ চন্দনে চিত্রিত কর, [illegible] বাধা বিন্যাস কর, কুন্তলে পুষ্পগুচ্ছ রাধাধরামৃত চরণে নূপুর পরাইয়া দাও ; এই বচনে ও আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন রতি-যেন চরণ-সেবা-রত পুন অপূর্ব্ব সর্ব্বব্যাপী রূপ দেখাইবার জন্য ফলতঃ অনন্ত-শিরে শয়ন করিয়া বাঁধুকার বিম্ব লক্ষ মণি-সমূহে প্রতিবিম্বিত সকলই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পরিতৃপ্ত তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন

ামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং ক্ষীরোদনীরোদরে,
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলম্
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো
হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৭

যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্,
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ

সাধ্বীমাধ্বীকচিন্তা নভবতিভবতঃশর্করেকর্কশাসি,
দ্রাক্ষেদ্রক্ষ্যন্তিকেত্বামমৃতমৃতমসিক্ষীরনীরংরসস্তে
মাকন্দ ক্রন্দকান্তাধরধরণিতলং গচ্ছযচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহজয়দেবস্য বিশ্বগ্বচাংসি॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামা-
দেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য,
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে
শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥ ৩০॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহা-
কাব্যে সুপ্রীতপীতাম্বরো নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

হে সুন্দরি! ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে স্বয়-ম্বরা হইয়া তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া-ছিলে; তোমাকে না পাইয়া বুঝি মহাদেব ক্ষোভে বিষপানে নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। এই-রূপে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিলে শ্রীমতী বিমনা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার বক্ষের বসন অপসারণ করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে কোরকোপম কুচযুগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন॥২৭

হে সুধীমণ্ডলি। হে ভক্তবৃন্দ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুরী-রস আস্বাদন করিতে চান তবে কৃষ্ণ-গত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেবগোস্বামি রচিত এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন॥ ২৮

যে দিন হইতে জয়দেব কবি-বিরচিত এই গীতগোবিন্দ ধরাধামে শৃঙ্গার-সারস্বত-রস বিত-রণ করিয়াছে; সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার চিন্তায় আর মাধুর্য্য নাই; হে শর্করা! তুমি কর্কর-রূপে প্রতীয়মান হইতেছ; হে অমৃত! তুমি মৃতবৎ হইয়া আছ, হে ক্ষীর! তোমার আস্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, হে দ্রাক্ষা!—তোমার প্রতি আর কে চাহিয়া দেখিবে; হে আম্রবৃক্ষ!—তুমি কাঁদ; হে কান্তাধর তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর॥২৯॥

ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে যাঁহার জন্ম, সেই জয়দেব কবিবিরচিত এই গীতগোবিন্দকাব্য পরাশর প্রভৃতি প্রিয়তম আচার্য্য-বান্ধব-বৃন্দের কণ্ঠ ভূষিত করুক॥ ৩০॥

ইতি দ্বাদশ সর্গ।

গীতগোবিন্দ সম্পূর্ণ।

বিদ্যাপতি।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদির ন্যায় বিদ্যাপতিরও নানা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কয়েকখানি গ্রন্থ মিলাইয়া আমরা এই বিদ্যাপতির পাঠ-নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও আমাদের মনে হয়, কোনও কোনও পদে প্রক্ষিপ্ত পাঠ সংযোজিত হইয়াছে। অনেক পদ—প্রচলিত বাঙ্গালার ন্যায়; তাৎকালিক মৈথিলী ভাষার অনুরূপ নহে। কিন্তু সে সকল পদও বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত। দেখিয়া, স্পষ্টতঃই বিশ্বাস হয়, পরবর্ত্তী কোনও লিপিকার বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত করিয়া স্বরচিত পদাবলী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আর একথাও কথিত আছে, বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু গ্রিয়ার্সন সাহেব, মিথিলার (ত্রিহুত জেলার) পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া যে পাঠ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, অস্মদ্দেশ প্রচলিত পাঠের সহিত তাহারও অনেক অনৈক্য। ফলতঃ কোন্ পাঠটী ঠিক এবং কোন্ পাঠটী প্রক্ষিপ্ত,—এখন তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক-পথ দুহুঁ লোচন লেল॥
বচনক-চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত-বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসই আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
দুহুঁ একযোগ ইহ কো কহে সেয়ানী॥১

দুহুঁ—দুই। (কোনও কোনও পুস্তকে 'দুহু' স্থানে 'দুহুঁ', 'করহুঁ' স্থলে 'করহু' ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয়। 'হুঁ' ও 'হু' উভয়ের অর্থগত পার্থক্য যদিও লক্ষিত হয় না, তথাপি অনুনাসিক 'হুঁ' উচ্চারণই বিদ্যাপতির সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও ঐরূপ উচ্চারণ ত্রিহুত অঞ্চলে প্রচলিত আছে।) শ্রবণক—কর্ণের। লোচন—দৃষ্টি। লেল—লইল, আশ্রয় করিল। কটাক্ষ (বক্রদৃষ্টি) আরম্ভ হইল; অথবা, যৌবনোচিত লজ্জায় নম্রদৃষ্টি হওয়ায়, চাহিয়া না দেখিয়া, শুনিয়াই, কৌতূহল নিবারণ করিতে লাগিল। লহু লহু—লঘু লঘু, ঈষৎ ঈষৎ। ধরণীয়ে—ধরণীতে। করত—করিতে লাগিল। কিশোরী নিজেই চন্দ্রের ন্যায় শোভাময়ী হইল, তাহার কিশোরীর ঈষৎ হাস্যই পৃথিবীতে চন্দ্র-প্রকাশ করিতে লাগিল। ঈষৎহাস্য চন্দ্রিকাস্বরূপ হওয়ায়, তাই কিশোরীর মুখ-মণ্ডলই প্রকৃত চন্দ্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। লেই—লইয়া। সিঙ্গার, শৃঙ্গার—বেশবিন্যাস। পুছই—পুছে, জিজ্ঞাসা করে। কৈছে—কিরূপ। নিরজনে—নির্জ্জনে। উরজ—কুচযুগ। হেরই—দেখে। বেরি—বার। হাসত—হাস্যকরে। পহিল—প্রথমে। বদরী—কুল। পুন—পরে। নবরঙ্গ—নাগরঙ্গ, লেবু বিশেষ। আগোরল—অধিকার করিল। ভেলা—হইল। অগেয়ানি—অজ্ঞানী, অজ্ঞান। ইহ—ইহাকে। সেয়ানী—সেয়ানা, চতুর। তুমি অজ্ঞান, তাই শৈশব-যৌবনের মিলন বলিতেছ, কিন্তু কোন্ চতুর ব্যক্তি এ অবস্থাকে এক-যোগ বলিবে? এ যে নব-যৌবন! কিন্তু কেহ কেহ 'ইহকো' এক-বাক্য করিয়া ঐ বাক্যের 'ইহাকে' অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ঐ ছত্রের অর্থ হয়—ইহাকে শৈশব-যৌবন দুইয়ের মিলন কহে। ১।

ধানশী।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥

অনুসরই—অনুসরণ করে,—অর্থাৎ কটাক্ষ হয়। দশন-ছটাচ্ছটা—দশন-কান্তিবিশিষ্ট: উচ্চহাস্য। কর

ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর-আগে করু বাস ॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥ ২।

—

তিরোতা-ধানশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥
কবহুঁ বান্ধায় কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি ॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চলভান।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥ ৩।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী-মাঝ ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই ॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ ॥
লোচনযুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক-বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে ॥ ৪।

—

ধানশী।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে।
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই ॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা, কো কহে তরুণী ॥

—করে। চৌঙকি—চমকি, শীঘ্র। চলু—চলে। পহিল—প্রথম। অনুবন্ধ—সম্বন্ধ, সূচনা। হৃদয়জ—স্তন। মুকুলি—মুকুল, কোরক। থোর থোর—অল্প অল্প। হোয়—হয়। আঁচর—অঞ্চল। ভোর—বিহ্বল, ভোলা, ভুলিয়া যায়। ভেট—সাক্ষাৎকার। জ্যেঠ কনেঠ—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। লখই—লক্ষ্য করিতে, বুঝিতে। তরুনি—যৌবন ॥ ২।

কবহুঁ—কখন। কচ—কবরী। বিথারি—বিস্তারিত করে, আলুলায়িত রাখে। ঝাঁপয়ে—আবৃত করে। উঘারি—উদ্ঘাটিত, অনাবৃত রাখে। থির—স্থির। কছু—কিছু। উরজ-উদয়-থল—উরোজ (স্তন) উদয়স্থলে। লালিম—রক্ত আভা। চিত—চিত্ত। চঞ্চল-ভান—চঞ্চলরূপে প্রতীয়মান। চরণ চাপল্য শৈশবের চিহ্ন, চিত্তচাঞ্চল্য যৌবনের চিহ্ন। মদন জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার নয় মুদ্রিত আছে, প্রবল প্রতাপ হয় নাই। আন—আনিয়া ॥ ৩।

খেলা করিতে করিতে আর খেলে না। লো[ক] দেখিলেই লজ্জিত হয়। সহচরীগণের মধ্যে থাকি[য়া] চাহিয়া দেখে, আবার তখনই দৃষ্টি নত করে। সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ। কমলের সঙ্গে বাঁধুলি ফু[ল] ফুটিয়াছে। কমল, মুখ। বাঁধুলি ফুল, অধর বাঁধুলি ফুল রক্তবর্ণ। মধুমত্ত বলিয়া কেমন উড়ি[তে] পারিতেছে না। ভাঙক—ভ্রূ। জনু—যেন। যে[ন] কাজলে মদনধনু সাজিয়াছে। দোতিক—দূতীর। বিকশল—প্রফুল্ল, হর্ষস্ফীত হইল। তাহা ধর[া] যায় না ॥ ৪।

বেকত—ব্যক্ত, অনাবৃত। ঝাঁপয়ে—ঢাকে। আবৃত অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিতেও লজ্জিত হয়। সঞে—সঙ্গে, সহিত। যব—যখন। রহই—রহে, থাকে। যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে। পাই

কেলি-রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন-মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে॥ ৫।

ধানশী।

কিছু কিছু উতপতি-অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহ আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়সকি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥

শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি॥৬।

ধানশী।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ-চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলুঁ শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৭।

তিরোতা-ধানশী।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

পাইয়া না পায়। তহি—তখন। যুবতী দেখিয়া, লিকারা পরিহাস করে। ভেটয়ু—সাক্ষাৎ করিম। রভস—রহস্য। আনত—অন্যত্র, অন্যদিকে। রি—দৃষ্টিপাত করিয়া। ততহি—তাহাতে। কাণ য়, ইথে—ইহাতে। পরচারি—নিন্দা, কাঁদন-মাখিসি—কান্না মিশ্রিত হাসি ;—কান্না, নিন্দা জনিত. র হাস্য, রসের কথায় গারি—গালি ৫।

উতপতি-অঙ্কুর,—কষ্ট-কল্পনায় বহু অর্থ করিতে রা যায়। (১) উতপতি-অঙ্কুর, উৎপত্তি-অঙ্কুর, উৎপত্তি—অদ্ভুতভূতণার্থ, উৎপাদন জননযোগ্যতা, হার অঙ্কুর) যৌবনের সঞ্চার কিছু কিছু হইছ। (২) উতপতি-অঙ্কুর—(যৌবন-তরুর) অঙ্কুরের উৎপত্তি। কেহ কেহ মনোকাম অর্থও করেন। (৩) উতপতি—উত্তপ্তি, উত্তাপ, উত্তাপের অঙ্কুর, কামতাপের সঞ্চার। (৪)‘উতপতি’ অর্থে রতিপতি হইলে, বড়ই সুন্দর হয়: রতিপতি-অঙ্কুর—কামসঞ্চার। লোচন, চরণের চঞ্চলগতি গ্রহণ করিল। পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে। বাত—বার্তা, কথা। হেরইতে—দেখিয়া। মনসিজ—মদন। বন্ধি—বাধা পড়ে। তইও—তথাপি। রোয়ল—রোপিল। উচল—উচ্চ। ঠাম—স্থান, গঠন। থাপয়ে—স্থাপয়ে, স্থাপন করে। শুনই—শুনে। যৈসে—যেমন। উপজল—উপস্থিত হইল,বাধিল। কোই—কেহ। সো—সেই। তছু—তাহার। সো—তাহাকে। তাহার শৈশব তাঁহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না ৬।

করু—করিতে লাগিল। দূতক—দূতের। চক্ষু অনুসন্ধান-পরায়ণ হইল। গোপত—গুপ্ত। অনুখণ—অনুক্ষণ, সর্বদা। সগর—সকল। কহ—কহে। করু—করিয়া। মাথ মাথা, মস্তক। কটিক—কটির। গৌরব—গুরুত্ব। স্থূলতা নিতম্ব পাইল। অবধারলুঁ—অবধারণ করাইলাম, জানাইলাম। তুহুঁ—তুমি! শুনই—শুনিয়া ৭।

ভৈ গেল—হইয়া গেল। পীন—স্থূল। মাঝ—

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈ গেল বীজকপোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখলু রমণী সন্ধান।
ঝাটসে ভেটলু করত সিনান॥
তনু শুকবসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥ ৮।

মধ্যদেশ, কটি। বাঢ়ায়ল—বাড়াইল। অবহি—এখন। দীঠ—দৃষ্টি। মদনের প্রভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইল, বুঝিবার ক্ষমতা অধিক হইল; অথবা মদন, তাহার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে লাগিলেন; কিংবা মদন তাহাকে অনেকের দৃষ্টিপাতের বিষয়ীভূত করিলেন। পীঠ—পৃষ্ঠ, অথবা আসন। এক অর্থ—পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, পলাইল। অন্য অর্থ—অপরকে আসন ছাড়িয়া দিল, অর্থাৎ পলাইল। ফলতঃ, শৈশব সম্বন্ধীয় সকল ভাবই ভীত হইয়া পলাইল। কুচ-যুগ প্রথমে কুলের ন্যায়, পরে নারঙ্গ লেবুর মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সো—এ স্তন। বীজকপোর—বীজপূর, গোঁড়ালেবু। শ্রীফল-জোর—বিল্বযুগ্ম। ঝাটসে—ত্বরায়। ভেটলু—দেখিলাম। তনু—সূক্ষ্ম। শুক-বসন—বস্ত্রাঞ্চল। তনু—ক্ষুদ্র। হিয়—হিয়া, হৃদয়, বক্ষঃস্থল। লাগি—জন্য। শৈশবোচিত সূক্ষ্মবস্ত্রাঞ্চল বক্ষঃস্থলের জন্য ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, আঁটিতেছে না। পীন স্তন ও বক্ষঃস্থলের প্রাশস্ত্য, এই অংশের ব্যঙ্গার্থ। কেহ কেহ বলেন,—সূক্ষ্ম অঞ্চল ও বসন, শরীর ও হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুখ—পুরুষ। দেখত—দেখে। তাকর—তাহার। ভাগি—ভাগ্য। উরহি—উরঃস্থলে, বুকে। বিলোলিত—বিলম্বিত, বিস্তৃত। ঝাঁপল—আবৃত হইল। যেন চামরে সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ (স্তনের উপমান) আচ্ছাদন করিল। বিলসই—ইচ্ছা করে॥ ৮।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহু গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক, কুসুম-সায়ক,
কুহকী ভেলী বর নারী॥
জোরি ভুজযুগ, মোরি বেঢ়ল,
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে, কাম পূজল,
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপই চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু,
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর।

গেলি—গেল। (পাঠান্তর—'গজবর—গামিনী') গজহু—মত্ত হস্তী। অর্থ—মন্থরগামিনী। বিহসি—হাসিয়া। পালটি—পালটে, ফিরিয়া। নেহারি—দেখিয়া। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুম-সায়ক—মদন। কুহকী—(যাদু-করী) সুন্দরী, ঐন্দ্রজালিক মদনেরও মোহকারী হইলেন। অন্য অর্থ—কুহকী (মায়াবতী) কামিনী, ঐন্দ্রজালিক ও কামদেব দুইই হইলেন। মনকে জড়ীভূত করা ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য; আর মনের ভাবান্তর করা কামদেবের কার্য্য। জোরি—জুড়িয়া, মিলিত করিয়া। মোরি—মৌলি, খোঁপা, মুখ বা মস্তক। বেঢ়ল—বেড়িল। ততহি—তাহাতে। বয়ান—মুখ। সুছন্দ—সুশোভিত। সুন্দরী করযুগলে [illegible] বেষ্টন করিলেন, তাহাতে মুখের বড়ই শোভা হইল। যৈছে—যেরূপ, যেমন, যেন। চন্দ—চাঁদ। যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দ্রের পূজা করিলেন। উরহি—বক্ষঃস্থলে। ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, আবৃত করিয়া। হেরু—দেখে; দেখা যায়। জনু—যেন। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত। কয়ল—করল, করিল। বক্ষঃস্থলে চঞ্চল ভাবে অঞ্চল দেওয়াতে স্তনের অর্দ্ধভাগ দেখা গেল। বোধ হইল যেন সুমেরু-আচ্ছাদী

চরণে যাবক, হৃদয়-পাবক,
দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী, পরম গুণমণি,
পুন কি মিলব মোয় ॥ ৯ ।

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি ॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল ॥
কাহার রমণী কোউহ জান।
আকুল করি গেও হমারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তৈ ভেল বেকত পয়োধর-শোভা।
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনকি আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহে না লাগ ॥১০।

ভাটিয়ার বা বেলবার।

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ॥
ধনি অলপ-বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥

শরৎকালীন মেঘ বায়ুচালিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত ঊর্দ্ধ প্রকাশ করিল। টুটব—টুটিবে, ভাঙ্গিবে। ওর—সীমা। বিরহের সীমা ভাঙ্গিবে। যাবক—অলক্তক, আলতা। পাবক—অগ্নি। সুন্দরীর চরণালক্তক, হৃদয়স্থিত পাবকের ন্যায়, আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। থির—স্থির। হোয়—হয়। 'যুবতি' এই পদটী সখী-সম্বোধনে। মোয়—আমাকে। মিলব—মিলিবে। ৯।

অলখিতে—অলক্ষিতে। মোহে—(পাঠান্তরে 'হামে') আমাকে। বিহসলি—হাসিল। জনু—যেন। চান্দ উজোরি—চান্দ—চন্দ্র, উজোরি উজ্জ্বলা:—চন্দ্রোজ্জ্বলা। যেন রজনী চন্দ্রোজ্জ্বলা হইল। অর্থাৎ তাহার হাস্য, আমার পক্ষে অন্ধকার রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় আনন্দজনক হইল। উপমায়,—রমণী রজনী: হাস্য চন্দ্রিকা। মধুকর-ডম্বর—ভ্রমরপুঞ্জ। অম্বর—অম্বরে, আকাশে (লুপ্ত সপ্তমী)। কুটিল কটাক্ষ শোভা পাইল। অম্বর, মধুকর-ডম্বর অর্থাৎ ভ্রমরপুঞ্জবিশিষ্ট হইল। অর্থাৎ আকাশে কটাক্ষে ছটাপাত হওয়ায়, তাহাতে কমল-ভ্রমে, ভ্রমরনিকর তৎপ্রতি ধাবমান হইল। "যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ। তাঁহি কমল পরকাশ।" ইত্যাদি পদে এই ভাব পরে পরিস্ফুট। কো—কে। উহ—উহা। গেও—গেল। হমারি (পাঠান্তরে 'হামারি')—আমার। কমল-দলে, লীলা-কমলে—কমলরূপ নয়নের ভঙ্গিমায়। কিয়ে—কেমন। বারি—বন্দী। চললি—চলিয়া গেল। লীলা-কমলে ভ্রমরকে কেমন বন্দী করিয়া, ধনী চকিতের ন্যায় চাহিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল। (অথবা) বারি—বারণ করিয়া ভুলাইয়া। কেমন লীলা-কমল দ্বারা ভ্রমরকে নিবারণ করিয়া (ভুলাইয়া) চলিয়া গেল। তৈ, (তহি)—তাহে। কাহে—কেন। কনক-কমলে মন মোহিত না হইবে কেন? পাঠান্তরে 'নাহি' স্থলে 'হেরি' দৃষ্ট হয়। তাহাতে অর্থ হয়—কেন আর মনোমোহকর কনককমল দেখিব? অর্দ্ধ-আবৃত, অর্দ্ধ-অনাবৃত। গেও—গেল। আপনকি—আপনার। আশ—অভিলাষ। গোপত—গুপ্ত। কাহে—কাহাকে। ১০।

বেলি—বেলা। ভেলি—হইল। বিজুরি-রেহা—বিদ্যুৎ-রেখা। দ্বন্দ্ব (দুই অর্থ)—(১) যুগ্ম, (২) কলহ। পসারিয়া—বিস্তার করিয়া। প্রথম অর্থ—নবজলধর ও বিদ্যুৎরেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। গোধূলি সময়ের অন্ধকার নবজলধর; ও নায়িকার গতি—বিদ্যুদ্রেখা। দ্বিতীয় অর্থ— নব-জলধর-সম্ভূত বিদ্যুৎরেখা বা রমণীর রূপপ্রভা; কোন্‌টা অধিক সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট, তদ্বিষয়ে বিবাদের সূচনা করিয়া গেল। অলপ—অল্প। গাঁথনি—

গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন-কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১।

কামদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর-ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥১২

তিরোতা-ধানশী।

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥

গাঁথা। যেন পুষ্পের মালা ছড়াটি। পুহপ—পুষ্প। পাঠান্তরে—'পহুপ' (পুষ্পার্থক) এবং 'পঁহুপ' (প্রভুর) শব্দ দৃষ্ট হয়। থোরি—অল্প। গোরি—গৌরবর্ণ। নূনা—ন্যূন, কৃশ। আঁচরে অঞ্চলে। উজোর—উজ্জ্বল। যেন অঞ্চলাবৃত উজ্জ্বল স্বর্ণ। মাঝারি—মধ্য দেশ, কটী। খিনি—ক্ষীণ। দুলহ—(১) দুলিতেছে, (২) দুর্লভ। লোচন-কোণা—(১) নয়ন প্রান্ত, (২) কটাক্ষ। প্রথম অর্থে নয়ন-চাঞ্চল্য; দ্বিতীয় অর্থে—দুর্লভ কটাক্ষ। মুঝে—আমাকে। রহু—থাকুন। পঞ্চগৌড়েশ্বর—শিবসিংহ॥ ১১।

পেখন—প্রেক্ষণ, দেখা। সঞে—হইতে। তড়িতলতা—বিদ্যুৎ-প্রভা। দেই—দিয়া। আধ—অর্দ্ধ, ঈষৎ, অব্যক্ত। খসি—স্খলিত। হি, বাক্যালঙ্কার। নয়ানতরঙ্গ—কটাক্ষ। উরজ—স্তন। হেরি—দেখিলাম। আঁচর-ভরি—অঞ্চলাবৃত। অর্দ্ধপয়োধর দেখা গেল এবং অর্দ্ধ, অঞ্চলাবৃত ছিল। তবধরি—তদবধি। দগধে—দগ্ধ করিতেছে। গোরা—গৌরবর্ণ। কটোরা—বাটী। কাঁচলা উপাম—কাঁচুলির মত। কনক-কটোরা—কুচদ্বয় (রূপক)। অতনু—মদন। তনু একে গৌরবর্ণ, তাহাতে আবার কনকময় কটোরা আরও উজ্জ্বলবর্ণ স্তনদ্বয়। তদুপরি মদনকাঁচুলি-সদৃশ বিরাজমান। হার—কণ্ঠাভরণ। হরল—হরণ করিল। ঐছন—ঐরূপ। ফাঁস (পাঠান্তরে 'পাশ')—ফাঁদ, বন্ধন। পসারল—বিস্তৃত করিল। ঐরূপ বুঝিয়াই, অর্থাৎ মনোহরণ করিবে জানিয়াই কামদেব যেন ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন। পাঠান্তরে—(১) "হরি হরি লব মন"—যেন হরির মন হরণ করিয়া লয়। (২) "হরি হরিলা মন।" পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। অধরু—অধরে। মিলায়ত—মিলাইয়া। কহতহি—কহিতেছে। অতয়ে—অন্তরে; অতএব, আরও॥ ১২।

পেখনু—দেখিলাম। 'পেখলু' 'পেখলুঁ' প্রভৃতি পাঠও দৃষ্ট হয়। উয়ল—উদিত হইল। হরিণীহীন—মৃগচিহ্ন হীন, অর্থাৎ—কলঙ্কবিহীন। হিমধামা—হিমধাম, চন্দ্র। কনকলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল। দেহ—কনকলতা; মুখ—নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। দউ—দয়, দুই। ভাঙ—(১) অনুরাগ, (২) ভ্রূ। বিভঙ্গি—(১) তরঙ্গ, (২) ভঙ্গি। চকিত—চমকিত, চঞ্চল। জোর—যোড়া, দুইটী। কাজর—কাজল, কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ। পাশ—রজ্জু। তাঁহার ভ্রূ-ভঙ্গি-বিলাস-স্থল স্বরূপ (অথবা অনুরাগ-তরঙ্গের বিলাস-ক্ষেত্র-সদৃশ) নয়ন-কমল-

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে যুগশত যাপই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী॥ ১৩।

ধানশী।

কিয়ে মম দিঠি পড়িল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব॥
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥ ১৪।

তিরোতা-ধানশী।

নমুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম-শশী॥
অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী।
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥

দ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত। যেন বিধাতা চঞ্চল চকোর-দ্বয়কে কজ্জল-কৃষ্ণ (অথবা কজ্জল-লেখা-রূপ) পাশ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গুরুয়া—গুরু, ভারি। গীম—গ্রীবা, গলদেশ। গজমতি—গজমুক্তা। কম্বু—শঙ্খ। কনয়া—কনক, সুবর্ণ। ঢারত—ঢালিতেছে। গ্রীবাবিলম্বিত গজমুক্তা-হার গিরিবর-গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, যেন কামদেব শঙ্খ পূর্ণ করিয়া সুবর্ণময় শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গা-জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। এখানে—গ্রীবার সহিত কম্বু, পয়োধরের সহিত সুবর্ণময় শিব-লিঙ্গ এবং গজমুক্তা-হারের সহিত গঙ্গাজলধারা উপমিত হইয়াছে। পয়সি—জলে। যাপই—যাপন করিয়া। সো—তাহাকে, সে। পাওয়ে পায়; প্রাপ্য হয়। প্রয়াগ তীর্থের জলে শতযুগ যাপনরূপ তপস্যা করিয়া বহু ভাগ্য সঞ্চয় করিলে, সেই সুন্দরীকে পাওয়া যায়। অন্য অর্থে—যদি কেহ (ঐরূপ) পায়, সে পরম ভাগ্যবান্। পাঠান্তরে—যাগশত যাগই। অর্থাৎ শত যজ্ঞ যজন করিয়া শত যজ্ঞ করিয়া অথবা শত যজ্ঞ দ্বারা দেবপূজা করিয়া, সুন্দরীকে পাওয়া যায়॥ ১৩।

কিয়ে—কি, কেন, কিরে। দিঠি—দৃষ্টিতে। নিমিখ—নিমিষ। দুয়নয়না—নয়নদ্বয়। আমার নেত্রদ্বয় নিমেষমাত্র তাহাকে দেখিয়াছে, অধিকক্ষণ দেখিতে পায় নাই। তবে সে শশীমুখী কেন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল? অথবা সেই বিধুমুখী আমার কি দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে? বঙ্ক—বাঁকা। থোর—অল্প। হোই—হইয়া। উপজল—উপজিল, উপস্থিত হইল। আমার প্রতি নিমেষমাত্র তাহার নেত্রদ্বয় বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। সেই অল্প বক্র-দৃষ্টিই আমার কাল হইল। রহল—রহিল। লাগি—জন্য। মনোভব—মদন। ঐছে—ঐরূপ। শুনইতে—শুনিতে। রাব—রব, কথা। চলইতে—চলিতে। জাব—যাব, যায়। আমি চলিতে চাহি; কিন্তু চরণ চলে না। তেজই—ত্যাগ করে। আশা-পাশ—আশাবন্ধন। পাঠান্তরে—'আশোআশ' আশ্বাস॥ ১৪।

নমুঞা—(নমুয়া তমুআ) বদনী নবনীতবদনা, কোমল-মুখী। হসি—হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ। বরিখে—বরিষে, বর্ষণ করে। পুনিম—পূর্ণিমার। কমলাননী রমণী হাসিয়া কথা কহিতেছেন, যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র সুধা বর্ষণ করিতেছে। অথবা, ভাব-বিহ্বল নায়ক পরোক্ষ-নায়িকাকে প্রত্যক্ষবৎ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে নমুঞা-বদনী ধনী! ইত্যাদি। আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, 'অপরূপ রূপ' ইত্যাদি। ছিরিফল—শ্রীফল। জনি—যেন, পাছে। কটিদেশ ক্ষীণ, শরীরও অতিশয় কোমল, যেন কুচ-শ্রীফল-ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই উৎপ্রেক্ষা দ্বারা যুবতীর লজ্জানম্র ভাব সূচিত হই-

কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥ ১৫।

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥
অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥

রাছে। বলি—বলিয়া। ভুলল ভুলিয়া আছে। যেন বিমল পদ্মের উপর ভ্রমর আত্মহারা হইয়া আছে। গর গর অন্তর (১) ব্যাকুলিত চিত্ত (২) সাত্ত্বিক-ভাব-পূর্ণ চিত্ত। নায়কপক্ষে—রাই-রূপ দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হওয়া; বিদ্যাপতি পক্ষে—সাত্ত্বিকভাব-পূর্ণ-চিত্ত হওয়া। শেষোক্তস্থলে 'বর নাগর' সম্বোধন পদ: 'সো'—সেই বিদ্যাপতি॥ ১৫

নাহই—(পাঠান্তরে—'নাহলি' 'স্নান করিল'।), স্নান করিতেছে। গোরী—গৌরবর্ণা সুন্দরী। কতিসঞে—কত দ্রব্য হইতে, কত স্থান হইতে কোথা হইতে, আনলি—আনিল। চোরি,—চুরি করিয়া। চামরে—চামর হইতে। গলয়ে—ঝরিতেছে। মোতিম—মুক্তা। হারা—হার। অলকহি—চূর্ণকুন্তল, লম্বমান কেশ। তিতিল—ভিজিল। তহি—তথায়। জলসিক্ত অলকদাম মুখের উপর আসিয়া পড়ায়, বোধ হইল যেন, মধুপানরত ভ্রমরকুল পদ্ম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিরঞ্জন—অঞ্জন-(কজ্জল) শূন্য। রাতা রক্তবর্ণ। সজল—আর্দ্র চীর—বস্ত্র। আর্দ্রবস্ত্রে পয়োধর আচ্ছন্ন। বেলে বিল্বফল। যেন সুবর্ণ-বিল্বফলে শিশির পড়িয়াছে।

ও সুকি করতহি দেহা।
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥ ১৬

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহুঁক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা॥

সুকি—লুক্কায়িত। করতহি—করিতেছে। ও—ঐ আর্দ্রবস্ত্র, দেহ লুকাইতেছে। পাঠান্তরে (অধর বাবুর সংস্করণে) "তূণকি করইতে চাহে কে দেহা।" অর্থ—"সজল বস্ত্র পরিধান করিয়া দেহকে কে নীলবর্ণ করিতে চাহে? তূণকি তূতের নীলবর্ণ।" অবহি—এখনই। ছোড়বি—ছাড়িবে। লেহা—স্নেহ। তেজবি—ত্যাগ করিবে। ঐছে—ঐরূপ। ফেরি ফের, পুনরায়। ইথে লাগি—ইহার জন্য। রোই—রোদন করিতেছে। গলয়ে—ঝরিতেছে। আর্দ্র—সূক্ষ্মবস্ত্র, শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে। শ্রীমতী এখনই পরিত্যাগ করিবেন, এখনই স্নেহহীনা হইবেন, যেন এই ভয়ে বসন তাঁহার দেহে আত্মদেহ গোপন করিতেছে। শ্রীমতীর স্নেহে বঞ্চিত হইলে ঐরূপ আনন্দলাভ আর হইবেনা ভাবিয়া রোদনও করিতেছে॥ ১৬।

করই—করিতেছে। সিনান—স্নান। হেরইতে—হেরিতে। চিকুর—কেশ। কিয়ে—কেমন। রোয়ে—রোদন করিতেছে। মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার যেন রোদন করিতেছে। (এখানে) চিকুর যেন অন্ধকার; জলধারা যেন অশ্রু। তিতল—আর্দ্র, ভিজা। তনুলাগি—শরীরলগ্ন। মুনিহুঁক (পাঠান্তরে—মুনিহক মুনিরও।) মানস—মানসে, চিত্তে। মনমথ মন্মথ, মদন। জাগি জাগে। চকেবা—চক্রবাক। দেবা—দেব, কামদেব। নিজ-

তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে;
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ১৭

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিমহারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ১৮।

সুহই।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি-তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ।
তাঁহি কমল-পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস-সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা-বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ১৯।

কূলে—নিজ বাসস্থলে বা নিজের আশ্রিত তীরে। কবিপ্রসিদ্ধি এই যে, চক্রবাকমিথুন রাত্রিকালে নদীর বিপরীত কূলে অবস্থিতি করে। এখানে দেবতারা যেন চক্রবাক-যুগলকে তাহাদের নিজকূলে আনিয়া মিলাইয়াছেন তেঞি—সেই। ধরল—ধরিল। উড়ব—উড়িবে তরাসে ত্রাসে। ভয় তাহারা পাছে উড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সুন্দরী তাহাদিগকে ভুজপাশে ধরিয়া রাখিয়াছেন; স্নানের পর বক্ষে হস্ত রাখিয়া চলা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ভাব। ১৭।

মঝু আমার। ভেলা হইল। পেখলু—দেখিলাম। সিনানক স্নানের। চিকুর—কেশ হইতে (লুপ্তপঞ্চমী)। অথবা, গলয়ে—মোচন করে। মেহ—মেঘ। বরিখে—বর্ষে। মোছল মুছিল। পরচুর—প্রচুর, উত্তমরূপে। তেঞি—সেইজন্য, অর্থাৎ মুছিবার জন্য। উদাসল—খুলিল। অথবা তেঞি—তাহাতে অর্থাৎ মুখ মুছিতে হস্ত উত্তোলন করায় স্তন-যুগলের কাপড় সরিয়া গেল। পালটি—উল্টাইয়া, উপুড় করিয়া। বৈঠাল—বসান বা বসাইয়াছে। যেন সোণার বাটী উপুড় করিয়া বসান আছে। নীবিবন্ধ—কটীবন্ধ। করল উদেস—অনাবৃত করিল। মনোরথ মনোভাব। শেষ—(১) অবশিষ্ট, (২) পূরণ। বিশিষ্টার্থে অবশিষ্ট কেবল সুন্দরীর মনোরথ, অর্থাৎ শ্রীমতীর মনোভাব এখনও প্রকাশিত হইল না: অন্য অর্থে শ্রীকৃষ্ণ দেখার সাধ পূর্ণ হইল

যাঁহা—যথায়, যেখানে; তাঁহি—সেই স্থলে। তাঁহা—তথায়, সেখানে। সরোরুহ—পদ্ম। ভরই—ধারণ করে বা পূর্ণ হয়। ঝলকত প্রকাশ পায়। হেরিলোঁ—দেখিলাম। অপরুব—অপরূপ। গোরি—সুন্দরী। পৈঠল—প্রবিষ্ট হইল। হিয়া—হৃদয়। মাহা—মধ্য, মধ্যে। মোরি—আমার। তাঁহি—তথায়। পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। লহু—ঈষৎ। হাস—হাস্য। অমিঞা(য়া)বিকার (১) সুধা বিকিরণে, (২) অমৃতে বিকৃতি (স্পৃহাহীন)। সেই হাসে সুধা বিকিরণ করে, অথবা, হাস্য দেখিয়া লোকের সুধায় বিতৃষ্ণা হয়। কটাখ—কটাক্ষ। অব—এখন। আগোর (১)অঘোর, অচৈতন্য (২)আবৃত। এখন সে ধনীকে অল্প দর্শন করিলেই ত্রিভুবন অচৈতন্য হয়। অথবা সে ধনীকে অল্পমাত্র দর্শন করাতেই ত্রিভুবন আবৃত,—অর্থাৎ তাহার রূপে আচ্ছন্ন বোধ

ভিরোত।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
একলি চলল ধনী হয়ে আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান॥
এ সখি পেখনু অপরুব গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি॥
কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিণী হোয়।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব হামে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরয ধরহ মিলব বর নারী॥ ২০॥

মায়ূর।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥
কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক- মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-পরতাপে॥ ২১॥

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কালভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন-খেলা॥
নাভি বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগী নিশ্বাস-পিয়াসা।

হইতেছে। তুয়া—তোমার। দেয়ব—দিব। বশ করিয়া আনিয়া দিব॥ ১৯

মঝু—আমার। চাই—দেখিয়া। একলি—একাকিনী। উমতি—অন্যমনস্কভাবে। কহই—কহে। পয়ান—প্রয়াণ। বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত চুরি করিল (চোরায়ল); কিন্তু সে ধনী আমার প্রতি অনুরক্তা কি বিরক্তা? মোয়—মোর। কৈছে—কিরূপে। দুহুঁ—দুই। রহলা—রহিল। ধৈরয—ধৈর্য্য॥ ২০

চামরী—চমরীমৃগ; ইহার পুচ্ছে চামর হয়। "কুর্ব্বন্তি বালব্যজন চমর্য্যঃ" (কুমারসম্ভব)। কাহে—কেন। মোহে—আমাকে। যাসি—যাইতেছ। দূরহি—দূরে। তুহুঁ—তুমি। কাহে—কাহাকে। ডরাসি—ভয় করিতেছ। রহু—থাকে। পরবেশে—প্রবেশ করে। হুতাশে—(১) অগ্নিতে, (২) হুতাশে। কুচভয়ে পদ্মকলি জলে মুদ্রিত থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, (অথবা হুতাশ হইয়া জলে প্রবেশ করে।) দাড়িম্ব ও শ্রীফল (বিল্ব) গগনে বাস করে ও শম্ভু গরল গ্রাস করেন। তোমার ভুজভয়ে সুবর্ণমৃণাল পঙ্কমধ্যে থাকে, এবং কিসলয় কম্পিত হয়। স্বর্ণপদ্মের বিষয় মহাভারতে আছে স্বর্ণপদ্মের মৃণালও স্বর্ণময়। কালিদাস বলিয়াছেন: "এক বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং, মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।" কহ—কহে। ঐছন—ঐরূপ। কহব—কহিবে। পরতাপে—প্রতাপে॥ ২১

কো—কে, কোন। বিহি—বিধি। মনোভব-মঙ্গল—কামদেবের শুভদায়ক। অরু—অরুণ, আরক্ত। ভেলা—ভেল, হইল। শ্রীযুত—শোভাযুক্ত। যেন কনককমলের মধ্যে কালভুজঙ্গী দ্বারা শোভাযুক্ত খঞ্জন খেলা করিতেছে। এখানে মুখের সহিত কনককমল, নেত্রের সহিত খঞ্জন এবং অঞ্জনরেখার সহিত কালভুজঙ্গীর শোভা—উপমিত। সঞে—হইতে। নিশ্বাস-পিয়াসা—নিশ্বাসপিপাসু। খগ-

নাসা-খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারু বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রসকূপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥ ২২ ॥

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর-বিন্দু
শাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামাহে অধিক চান্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিয়ে গিরি না লুকায়॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণ॥ ২৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি॥

তি—গরুড়। ভরম—ভ্রম। সান্ধি—সন্ধি, মিলনস্থল, গহ্বর। লোমাবলীরূপ ভুজগী, নিশ্বাসবায়ু ভোজনে অভিলাষিণী হইয়া নাভিবিবর হইতে নির্গত হয়: কিন্তু নাসিকাকে গরুড়ের চঞ্চু বলিয়া তাহার ভ্রম হওয়াতে নিশ্বাসের কাছে যাইতে পারে নাই, ভয়ে কুচগিরিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সর্পজাতি পবনভোজী এবং গরুড় সর্পভোজী। দারু—(পাঠান্তরে দারুণ) বিদারক, কঠিন। সোঁপল—সমর্পণ করিল। অবধি—এ পর্য্যন্ত, অবশিষ্ট। নয়ান—নয়ন। পঞ্চবাণ কামদেব তিন বাণে ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, আর দুই বাণ এ পর্য্যন্ত ছিল: বিধাতা বড়ই দারুণ, সেই বাণ দুইটি তোমার নেত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহ—এই, ইনি। ইহাঁকে যে ব্যক্তি জানে তাঁহার কাছে ইনি রসকূপ। ২২

শাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ। সঙ্গহি—সঙ্গে। আন্ধিয়ার—অন্ধকার। রবি যেন অন্ধকার পশ্চাতে করিয়া শশীর সঙ্গে উদিত হইল। কেশজাল যেন অন্ধকার; মুখ যেন শশী; সিন্দূরবিন্দু যেন রবি। চন্দিম—কান্তি। কতনা—কত। অথবা না।—শিরশ্চালনে নঞ। তোহে—তোমাকে। বহি, উহা। বিধাতা কত যত্নে, কত আশ্চর্য্য কান্তি তোমাকে দিয়াছেন। অথবা, না দিয়াছেন? উরজ-অঙ্কুর—কুচকোরক। চীর—বস্ত্র। ঝাঁপায়সি—আবৃত করিতেছ। দরশায়—দেখা যায়, অল্প অল্প দেখা যায়। গোপসি—গোপন করিতেছ। নেহারনি—দৃষ্টি। ঠেলল—ঠেলিয়াছে। উলটায়—উলটাইতেছে। চঞ্চল লোচনে বক্রদৃষ্টি এবং অঞ্জনরেখা দেখিয়া বোধ হয়, যেন পবনকম্পিত ইন্দীবর অলিভরে হেলিয়া পড়িতেছে॥ ২৩

নাহি—স্নান করিয়া। সমুখে—সম্মুখে। বর—সুন্দর। কান—কানাই। কৈছনে—কিরূপে। রাই ভাবিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের মুখ দেখিব? আগুসরি—অগ্রসর হইয়া। ফুকরই—

তঁহি পুন মোতি-হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া-রসপান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল জান॥ ২৪॥

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সংবেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম-সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার॥ ২৫॥

বালা—ধানশী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি॥
সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনী দরশন ভেল।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছরে না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ২৬॥

ডাকিতে লাগিল। তঁহি—তথায়, সেই দিকে। ফেরি—ফিরিয়া। টুটি—ছিঁড়িয়া। ফেলল—ফেলিল। কহত—বলিল। চুনি—রক্তবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। সঞ্চরু করিয়া, কুড়াইয়া। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল। দরশ—দর্শন। কেল—করিল। কয়ল—করিল। অমিয়া—অমৃত। পশ্চাদ্বর্তী সঙ্গিনীগণকে ডাকিবার ছলে একবার, আর অপরে ছিন্ন হারের মুক্তা চয়নে যখন ব্যস্ত, তখন ধনী শ্যাম দরশন করিল। রসহুঁ পসারল—রস বিস্তার করিল॥২৪

কো—কে। পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে। নব-জলধর সদৃশ সুন্দর দেহ। সেহ—তাহা, সেই পীতবস্ত্র। পরিধানের সেই পীতবস্ত্র সৌদামিনী সদৃশ। ঝামরঝামর—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কুটিল—কুঞ্চিত। কিয়ে—কেমন, কিবা। শিখণ্ড সংবেশ ময়ূরপুচ্ছসমাবেশ। শ্রীকৃষ্ণের চূড়াভূষণ ময়ূর-পুচ্ছ কেমন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। জাতকী—জাতী বা মালতী পুষ্প। তদীয় মালা-স্থিত জাতী ও কেতকী পুষ্পের সুগন্ধে পরাজিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া পুষ্পময় বাণ মন্মথকে ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পলাইয়াছে। বিহি—বিধি। জলধর, সৌদামিনী, চন্দ্র, পুষ্পশর- মদনের ভাণ্ডার (সামগ্রী): তাহা একে একে গিয়াছে। সুতরাং বিধাতা মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। ২৫

তদবধি—(পাঠান্তরে তবধরি) সেই অবধি অবোধি—অবোধ, একেবারে বিবেচনাশূন্য, আমি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ মুগ্ধা, তদবধি—(কানুর রূপদর্শন অবধি)—একেবারে বিবেচনাশূন্য হইয়াছি: বুঝয়—বুঝিতে। সাওন—শ্রাবণ। ঘন—মেঘ। শ্রাবণের মেঘের ন্যায়। ঝরু—ঝরে, বারি বর্ষণ করে। কাহে লাগি—কিজন্য। রভসে—বেগে, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া। জীউ জীবন। কি করি আমি তাহাকে মোহন চোর ত (আগে) জানিতাম না। দেখিবামাত্রই আমার মন হরণ করিল। গেও—গেল। দরশাই—দর্শন দিয়া। কানু আমাকে দর্শন দেওয়াতেই আমার সব আদর নষ্ট হইল। গৌরব কিছুই থাকিল না। আমাকে দেখিবার জন্য আগে কানু লালায়িত থাকিতেন, এখন অবধি তাঁহাকে দেখিবার জন্যই আমাকে লালায়িত হইতে হইল। বিছরিয়ে—বিস্মৃত হই, বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি। বিছুর না যাই—বিস্মৃত হই না। যত ভুলিতে চাই, ততই ভুলিতে পারি না। ২৬

বালা-ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন-স্বরূপ॥
কমলযুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর খঞ্জন চঞ্চল যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনী কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হয়ল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভাল জান॥ ২৭।

মানবি—মানিবে। শুনিতে স্বপ্নের ন্যায় হইবে। চান্দকি—চন্দ্রের। মাল—মালা। উপজল—উপজিল, উপস্থিত বা উৎপন্ন হইল। বেঢ়ল—বেষ্টিত হইল। বিজুরীলতা—বিদ্যুল্লতা। কালিন্দী—যমুনা। যমুনার তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখার শিখরে (অগ্রভাগে)। সুধাকরপংক্তি। তাহে—শাখায়। অরুণক ভাতি—সূর্য্যের আভা অর্থাৎ রক্তবর্ণ। কীর—শুক। থির—স্থির। করু—করিতেছে। বেঢ়ল—বেষ্টন করিয়াছে। মোড়—মোর, ময়ূর, ময়ূরকে; অন্য অর্থে—মস্তক। সাপিনী ময়ূরকে বেষ্টন করিয়াছে। এখানে 'কমল-যুগল' যেন শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়; 'চন্দ্রমালা' যেন নখশ্রেণী, 'তরুণ তমাল' যেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকলেবর; 'বিদ্যুল্লতা' যেন পীতবস্ত্র; 'শাখা' যেন বাহু; 'সুধাকরশ্রেণী' যেন নখগণ; 'নবপল্লব' যেন করতল; 'বিম্বফল যুগল' যেন ওষ্ঠাধর; 'কীর' যেন নাসিকা; 'খঞ্জন যুগল'; যেন নয়নদ্বয়; 'সাপিনী' যেন চূড়া; 'মোড়' (ময়ূর-পুচ্ছ) অর্থাৎ চূড়াবদ্ধ মস্তক বা শিখিপুচ্ছ। বল, দর্শন-মাত্রে এই যে জ্ঞান হরণ করিল, তাহার কারণ কি? ২৭।

পঠমঞ্জরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি বহু ধন্দ॥ ২৮॥

বিভাষ।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥

ওর—সীমা। ইহা দুঃখের সীমা, অতি দুঃখ। নিশাস—নিশ্বাস। বংশী প্রবিষ্ট-নিশ্বাস-গরলে অর্থাৎ মধুর বংশীধ্বনিরূপ বিষে দেহ ভোর—পরিপূর্ণ বা আচ্ছন্ন। হাসঞে—হঠাৎ। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। তৈখনে—তৎক্ষণাৎ। জনি কেহ—কোন জন। পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে চাহিয়া দেখি না। সমুখহি—সম্মুখে, সম্মুখেই। ভাব-তরঙ্গ—ভাববিপর্য্যয়। যতনহি—যত্নে। ঝাঁপি—আবৃত করি। লহু লহু চরণে—মৃদু মৃদু পদ-বিক্ষেপে॥ ২৮।

নিয়ড়ে—নিকটে। জানিয়ে—জানি। বেয়াজ—সুদ। অতি পরিচয়ে অন্য কোন ফল দেখি না; ফলের মধ্যে আমাকে সম্ভ্রমও করে না, লজ্জাও করে না। অথবা, আমার সহিত তাঁহার ভাল-রূপ পরিচয় নাই; সুতরাং আমি অন্য কাজে যাই; তাঁহাকে দেখিয়া আমার সম্ভ্রম দেখাইবার বা লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। আপনাকে দেখিয়া

অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হুই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝহ না বুঝ ইহ রস রোল॥ ২৯॥

পঠমঞ্জরি।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেওল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে চীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই॥

বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥৩

দূতী-সংবাদ ও সখী-শিক্ষা।

তিরোতা-ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥

এবং আমাকে দেখিয়া যেন বিভোর হইয়া আলিঙ্গন দিতে যায়। বৈদগধি-কলা—বৈদগ্ধ-কলা অর্থাৎ রসিকতাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গ আদি। অনুপাম—নিরুপম, অতুলনীয়। উদার—সুচারু। দেখিয়ে—দেখি। পরিণাম যে বড়ই সুন্দর দেখিতেছি। আরতি—অনুরাগ। বুঝই না বুঝ ইত্যাদি; ইহা রসের অব্যক্ত ধ্বনি, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না॥ ২৯।

পাতল চীর—পাতলা কাপড়। বেকত—ব্যক্ত, প্রকটিত। দীঠ—দৃষ্টি। মোড়ি—ফিরাইয়া। হরির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া। চীট—চতুরচূড়ামণি। ঝাঁপিতে—ঢাকিতে। তনু—তনু দ্বারা, অঙ্গ দ্বারা। অঙ্গে অঙ্গ-আবরণের চেষ্টা করিলাম, আবরণ করা গেল না; অর্থাৎ, আমার স্থূলদেহের দ্বারা সূক্ষ্ম-দেহ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইলাম না। অগেয়ানী—অজ্ঞানী, নির্ব্বোধ। পালটি—ফিরিয়া। পৈঠলি—প্রবেশ করিলে। পানি—জলে। পুনরায় যমুনার জলে প্রবেশ করিলে না কেন? ৩০।

ধনি—ধন্য। ধনি—স্ত্রী-সম্বোধন—অর্থাৎ ধন্যে! ঝুরয়ে—অশ্রুপাত করে। তুয়া—তোমার। তিয়াসল—তৃষ্ণাযুক্ত। সংসারের সকলেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিয়া কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু সেই কৃষ্ণ তোমার জন্য বিহ্বল। এখানে সকলই যেন বিপরীত। এখানে, তৃষ্ণাযুক্ত মেঘ, যেন চাতকের দিকে চাহিয়া আছে; চন্দ্র, যেন চকোরের দিকে চাহিয়া আছে; বৃক্ষ, যেন লতা অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। মঝু—আমার। ধন্দা—ধাঁধা, বুঝিবার অক্ষমতা। পসারি—প্রসারি, ছড়াইয়া। বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধভাগে বস্ত্র। সো সব—সে সব। ইথে—এ বিষয়ে। সমাধা—নিষ্পত্তি। হসইতে—হাস্য করিবার সময়ে। কব—কবে। দেখায়লি—দেখাইলে। করে কর—(পাঠান্তরে 'কর') হাতে হাত। জোরহি—জুড়িয়া, মিলাইয়া। মাথায় হস্তে হস্ত মিলাইয়া। দিঠি—

এতহুঁ নিদেশ কহলুঁ তোহে সুন্দরি
জানি তুহু করহ বিধান।
হৃদয়পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকা ইহ৷ বড় কাজ॥ ৩২

তুড়ী।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদগদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী॥ ৩৩।

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥ ৩৪॥

তিরোতা।

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃপুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥

দৃষ্টি। পসারলি—বিস্তার করিলে, প্রদান করিলে। কোর—কোল, কোলে। সখীকে কোলে করিয়াছিলে। এতহুঁ—এতাবৎ। শূন—শূন্য॥ ৩১।

জীবন অপেক্ষা যৌবনের মজা বেশী। কিন্তু তবেই যৌবন। সুপুরুখ—সুপুরুষ। কবহুঁ—কখন। ছাড়ি—ছাড়ে। কহসি—বল। তুমি যেমন নাগরী (রসিকা), কানুও তদ্রূপ রসবন্ত (সুরসিক)। করিঞা—করিয়া। অনুষঙ্গ—দয়া, বা নায়ক মনোভাবের অনুবর্ত্তন। চৌরি—গুপ্ত। ঐছন—ঐরূপ। রঙ্গ—মজা। জগ—জগৎ। বরজ—ব্রজ। রূপ-গুণবর্ত্তিকা—রূপগুণবতীর॥ ৩২।

তো—তোমা। উনমত—উন্মত্ত। বিনু—বিনা। উতরোল—উচ্চরব করে। দুরবল—দুর্ব্বল। ধরই—ধরিতে। পারই—পারে। ভাখী—ভাষী, বক্তা। সাখী—সাক্ষী॥ ৩৩।

মাধব বধিলে, কি অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। দিনহি—দিনে। দীনহীনা—দীনহীন, ম্লান। পালটি—পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। পুন—কিন্তু। চন্দ্রকলার দিন দিন হ্রাস হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছেন। ফেরি—ঘুরিতেছে। অঙ্গুরী ও বলয় পুনঃ পুনঃ, ঢক্ক হইতেছে। গড়ায়ব—গড়াইবে। বেরি—বার। কোনও পুস্তকে "কুসুম বলয় পুন ফেরি। ভাঙ্গি বনাওর কত শত বেরি।"—পাঠান্তরের উল্লেখ আছে। 'ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ' হওয়ার সহিত 'কুসুম-বলয়ের' ভাঙ্গাগড়ার সাদৃশ্যটুকু বেশ শোভনীয় হয় বটে! হানি—হানে॥ ৩৪।

মাহ—মাঝে। পরকাশ—প্রকাশ। বিকল—বিহ্বল। বাস—আশ্রয়। পিবইতে—পান করিতে। জীউ—জীবন। উপেখ—উপেক্ষা করিয়া। উহ—

উহ মধু-জীব তুহুঁ মধুরাশে ।
সঞ্চিত ধর মধু অবহুঁ লজ্জাসে ।
ভ্রমর বিকল কতহুঁ নাহি ঠাম ।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম ॥
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে ।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে ॥
ভণহি বিদ্যাপতি পাওব জীবে ।
অসর সুধারস যদি বোহ পীবে ॥ ৩৫ ॥

ভিয়োতা।

শুনলো রাজার ঝি ।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি ?
বেলি অবসান কালে ।
গিয়াছিলি নাকি জলে ।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখায়্যা বদন-চান্দে ।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে ।
তুহুঁ ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কান্দে ॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি ।
মন করিলি চোরি ।

বিদ্যাপতি কহ শুনহ সুন্দরী
কা জিয়াবে কি করি ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী ।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল ।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল ॥
টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত ।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত ॥
সবহু মাতঙ্গজে মোতি নাহি মানি ।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী ॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত ।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারী ।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ ।
কেমনে মিলিব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীতি ।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীতি ॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয় ।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয় ॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ ।
পাঁচশরে মদন মনোরথ জাগ ॥

৩। মধুজীব—ভ্রমর। তুহু—তুমি। অবহু—এখন। লজ্জাসে—লজ্জায়। সে ভ্রমর, তুমি মধুরাশি। তুমি সঞ্চিত মধু লজ্জাক্রমে ধারণ করিয়াই আছ, (দিতে পারিতেছ না। পাঠান্তরে—"উহ মধুজীব তুহু মধুরাশি। সঞ্চিত ধর মধু অবহু ন দেসি।"—এই পাঠ দুষ্ট হয়। কতিহু—কোথাও। ঠাম—ঠাঁই, স্থান। বিসরাম—বিশ্রাম। অবগাহে—তলাইয়া, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া। আপন মনেই তলাইয়া বুঝিয়া দেখ, এই ভ্রমরবধের পাপ কাহাকে লাগিবে? বোহ—ও, ভ্রমর। পীবে—পান করে। জীব—জীবন। পাওব—পাইবে॥ ৩৫।

দেখায়্যা দেখাইয়া। ফেলিলা—ফেলিলে। ত্বরিতে—শীঘ্র। আওলি—আসিলে। লখিতে—লক্ষ্য করিতে। নারিল—পারিল না। দরশি—দেখাইয়া। জিয়াবে—বাঁচিবে॥ ৩৬।

সুজনের প্রেম সুবর্ণের ন্যায়। সুবর্ণ যেমন দগ্ধ করিলে দ্বিগুণ মূল্যবান হয়, বিরহ ঘটিলে, সুজনের প্রেমও তেমনি দ্বিগুণ হয়; অতএব সুজনের প্রেমে বিচ্ছেদও ভাল। আর সুবর্ণ যেমন ভঙ্গিতে চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গা যায় না, উত্তম প্রেমও সেইরূপ। টানিলে, মৃণালসূত্রের ন্যায় বাড়িতে থাকে। সবহু—সব। মাতঙ্গজে—হস্তীতে। মোতি—মুক্তা॥ ৩৭।

রভস—আনন্দ। হোয়—হইতে পারে। মনোরথ জাগ—মনোরথকে জাগাইয়া দিয়াছেন, কামন

দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীব নিকসব যব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই ভরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ৩৮॥

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই।
দূরে রহবি জনু বাত না হোই॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥ ৩৯॥

ভাটিয়ারী।

পরিহর এ সখি তোঁহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতকি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাত॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ-গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ৪০।

ভূপালী।

শুন শুন সুন্দরি হিত-উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নহি বলবি গদগদ ভাষ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুন দেয়বি ভঙ্গ॥
ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥৪১॥

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥

উত্তেজিত করিয়াছেন। নিকসব—বাহির হইবে। রাখব—রাখিবে। কই—কে। নহ—নহে। তাক—তাঁহার। ৩৮।

মুগধিনি—মুগ্ধে। পহিলহি—প্রথমে। বাত—কথা। জগাবি—জাগাইবে। স্তন আবৃত করিবে। কন্দ—মূল। অর্থাৎ স্তন-মূল দেখাইবে। কেহ কেহ সম্ভাবনা করেন, কন্দ—কন্ধ অর্থাৎ স্কন্ধ। নিবিহক—নীবিক, নীবির, কটী। নীবিবন্ধ—কটি-বন্ধ। আব—আইসে, আগমন করে॥ ৩৯।

ঠাম—স্থানে। মেলি—মিলিয়া। বনায়ত—বানায়, করিয়া দেয়। অবকে—এখন॥ ৪০।

গীম—সীমা, প্রান্ত। শয্যাপ্রান্তে প্রথমে বসিবে। গ্রীবা বাঁকাইয়া অর্দ্ধ দৃষ্টি করিবে। পিয়ে—প্রিয়-জন। পানি—হস্ত। প্রিয়, স্পর্শ করিলে, হাত দিয়া ঠেলিয়া দিবে। বলে—বলপূর্ব্বক। লেয়—লইবে। গদ্গদবাক্যে না না বলিবে। পরিরম্ভণে—আলিঙ্গনে। মোড়বি—ফিরাইবে। রভস—রতি, আনন্দ॥ ৪১।

লুবুধল—লুব্ধ। নিয়র—নিকটে। আও—আইসে। মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, লজ্জা তিরোহিত

অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥
বিদগধ সেহ তোঁহে তমু তুল।
একনলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥
ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥ ৪২॥

প্রথম মিলন।

কামোদ।

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মুরতি জনি নাচল পিছারে॥
কর দুহুঁ ধরি পহুঁ নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকায়ল মাধব বুকে॥
বিদ্যাপতি-কবি-কৌতুক-গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥ ৪৩॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপলু ধনি রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচ বাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে॥ ৪৪॥

বালা-ধানশী।

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পাণি॥
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপি।
থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার ৪৫

হইয়াছে। অনতহি—অন্যত্র। এতহি—এইদিকে। নিহার—দেখে। ফিরায়—ফিরাইতে। পার—পারে। বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক। তোঁহে—তুমি। তমু—তাহার। তুল—তুল্য॥ ৪২।

পিয়াক—প্রিয়ের। তরাসে—ভয়ে। ঠাঢ়ি—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া। জনি—যেন। না চল—চলিল না। পিছারে—পশ্চাদ্ভাগে। সুবর্ণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; অগ্রসরও হইল না, পশ্চাৎপদও হইল না। পহুঁ—প্রভু। সরমে—লজ্জায়। খোলি—অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া। সরমহি—সরমে। হরখিত—হরষিত॥ ৪৩।

তোঁহে—তোমাকে। সোঁপলু—সমর্পণ করিলাম। ভোখিল—বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত। পাঁচবাণ—পঞ্চবাণ, কাম। পরবোধি—প্রবোধিয়া। পরশিহ—স্পর্শ করিও। কুঞ্জর—শ্রেষ্ঠ। সরোরুহ—কমল, পদ্ম। মুক্তাহার গণনা করিবার ছলে স্পর্শ করিবে। থোরি—অল্প। ফুলধনু—কাম। দোতিক—দূতীর॥ ৪৪।

কোন কোন পুস্তকে প্রথম দুই পঙক্তি নাই। পরবোধিয়ে—প্রবোধিয়া, বুঝাইয়া। হিয়—হিয়া, বক্ষঃস্থলে। হরখি—আনন্দে। নিজ পাণি—নিজহস্ত দ্বারা (লুপ্ততৃতীয়া)। প্রিয়, হৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে

কামোদ।

একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি বিলাসিনী আকুল কাম।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ৪৬

কেদারা।

বালা-রমণী-রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি-এক কয় ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর মুগধিনী নারী॥ ৪৭

বালা-ধানশী।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি-দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥

তাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। বিধুর কোলেও কুমুদিনী মলিন হইল। "নহি নহি"—"না না"। লোর—জলধারা। শুতি রহল—শুইয়া রহিল। নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ। খোরি—খুলিল। আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ ব্যতীত আর সব খুলিয়া গেল; ঊর্দ্ধ অঙ্গের বসনাবরণ তিরোহিত হইল। স্তনে করস্পর্শ-মাত্রে তাহাও (নীবিবন্ধও) খোরি (অল্প শিথিল) হইল। আঁচল লইয়া মুখ আবৃত করে। মদনের অধিকার দিনে দিনে হয়, একেবারে হয় না। অতএব ধৈর্য্য ধরা কর্ত্তব্য॥ ৪৫।

পদুমিনী—পদ্মিনী। 'রতিমঞ্জরী'তে পদ্মিনীর লক্ষণ,—"ভবতি কমল নেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা। অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচন-সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা। সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥ কমল-নয়ন, কৃশ অঙ্গ, দীর্ঘ কেশ, মৃদু বাক্য এবং পদ্মের স্থায় সৌরভ ইত্যাদি কতিপয় লক্ষণাক্রান্তা রমণীর নাম পদ্মিনী। সহজহি—সহজে, স্বভাবতঃ। ছোটি—ছোট, অপূর্ণ যৌবনা অথবা তন্বঙ্গী। করে—হস্তে। করুণা—কাতরতা। কোটি—অশেষ প্রকারে। পাঠান্তর—'কর না কোটি'। কর—করে। না—(নিরর্থক)। কোটি—কোট, আবদার। একে ধনি স্বভাবতঃ পদ্মিনী, তাহাতে অপূর্ণ-যৌবন। অথবা একে পদ্মিনী, তাহাতে আবার স্বভাবতঃ বিশেষ তন্বঙ্গী। ধরিলে, কত করুণা (কাতরতা-প্রকাশ) ও কোটি (আবদার) করিল। অথবা, কত কোটিবার কাতরতা প্রকাশ করিল। হঠ পরিরম্ভণে—বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে। হরি—সিংহ এবং কৃষ্ণ। ডরে—ভয়ে। হরিণী—মৃগী এবং যুবতী রাধা। হিয়ে—হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে। ডোল—ঢলিয়া পড়িলেন, অথবা কম্পিত হইতে লাগিলেন। বালি—বালিকা। মদন, কৌতুকী কিনা! হঠ নাহি মান—হটিবার পাত্র নহে, পরাজয় মানে না। অঞ্চল—প্রান্ত। পাঠান্তরে—'নয়নক অঞ্জন'; অর্থাৎ—'নয়নের কজ্জল',—কিনা নয়নের প্রান্তভাগ॥

শুতায়ল—শোয়াইল। কোরে—কোলে। মোড়ই—পরিবৃত্ত করে, ফিরায়। বেরি-এক—বারেক, একবার। কর—করে। মোড়সি—ফিরাইতেছ॥

সাঙরি—সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি-দেহা—বিবর্ণ দেহা, অথবা ম্লান-শরীরা। নয়লি—স্থাপন করিলে; অথবা, নয়লি—নওল—নূতন। লেহা—স্নেহ। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল; সুন্দর। পঙার—পিঙ্গল, অথবা প্রবাল। হিঙ্গুলের ন্যায় অধর, আজ নীরস ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, অথবা নীরস প্রবালবৎ হইয়াছে। রঙ্গ—সুন্দর। গোর—গৌর। অতি গৌর হইয়াছে। ধরল—রাখিল, রাখিয়াছে। পয়োধর

না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি বহু পুরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৪৮

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনীকি বাত।
বহু দুখে গোঙায়নু মাধব-সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনী সেই লুবধ মুরারি॥ ৪৯

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগররাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মধু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধমতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলী॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী-সমাজ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥ ৫০

পাঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়।
কেলিকলা-রস কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর।
অলকা তিলক-মিটি গেলহি দূর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন করবা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ৫১

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ-বয়স হাম কানুসে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ ডর অতিহুঁ করুণা॥

অতি গৌর রক্তিমবর্ণ হইয়াছে; সোনার কটোরা মাজিয়া কেহ যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রিয় যথায় আছেন, একমাত্র গুণের অনুরোধে তথায় যাইও না। ফেরি—ফিরিয়া। আওলি—আইলে। পুণে—পুণ্যে॥ ৪৮।

রজনীকি—রজনীর। গোঙায়নু—যাপন করিলাম। পরচার—প্রচার। গোঙার—কাণ্ডজ্ঞানহীন। নাহি মান—মানে না। লুবধ—লুব্ধ॥ ৪৯।

দোতী—দূতী। ঝাঁপ—আক্রমণ। হঠ করি—জোর করিয়া। নাহ—নাথ। পুছারি—জিজ্ঞাসা। জান, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? ধনি—ধন্য। তাকে দেখে যে নারী স্থির থাকিতে পারে, সে ধন্য॥ ৫০।

পুছমো—জিজ্ঞাসা করি। মিটি—মৃত্তিকা, মাটী। অলক এবং তিলকমাটী দূরে গিয়াছে। ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন। চিন—চিহ্ন। ভগন—ভগ্ন। শিবলিঙ্গের সহিত স্তনের তুলনা কবিপ্রসিদ্ধ। স্তনে নখক্ষত দেখিয়া সখী কহিতেছে, হায় হায়, শম্ভু (শিবলিঙ্গ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আলসহি—আলস্যে। বা—বাতাস। লেয়ল—লইয়াছে॥

তাক পরবোধে—তাহার প্রবোধে, তাহার আশ্বাস-বাক্যে। কানুসে তরুণা—কানু হইতে

লোহে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠে ভেল রস হামে হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয়ে মঝু উঠল কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু কয়লহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি॥ ৫২।

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন-লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ-হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছল কত পুরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥ ৫৩।

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পগার।
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম॥
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥ ৫৪

সুহিনী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি।
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥

বয়সে ছোট। পাঠান্তরে—'কানু সে তরুণা' পাঠ দৃষ্ট হয়। অর্থ—সেই কানু যুবা, আমি বালিকা। অতিহুঁ—অতিশয়। আমার অতিশয় লজ্জা ভয় এবং আমি অতিশয় কাতরা। যামিনী যে কত দুঃখ দিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? হামে—আমাতে, আমার পক্ষে। হঠ—বল-প্রকাশ। রস, বলপ্রকাশ স্বরূপই হইল। তৈখনে—তখন। রোই—কাঁদিয়া। তবহুঁ—তথাপি। মন্দা—মন্দ, অর্থাৎ রুক্ষ। রাত্রে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ করিল। কুচযুগে নখ—প্রহার দিল। সচেতনী—সচেতনা॥ ৫২।

গোই—গোপন করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া। শাতি—শাস্তি। মদনলতা—ময়নাগাছ, কণ্টকবৃক্ষ-বিশেষ। দংশল—দংশন করিল। হাতী—হস্তী। হস্তীর যেন কণ্টক-লতা দংশন সার হইল। অনুকূল নায়ক আবার কতই কাকুতি-মিনতি করিল, তবু আমার পাপ-হৃদয় ভুলিল না। 'পাপ-হৃদয়' এই শব্দ প্রয়োগ কিঞ্চিৎ অনুতাপের সূচক। বিহারে অনুরাগ ও ভীতি এই সময়ের লক্ষণ। পুরবক—পূর্ব্বের। ভাগি—ভাগ্য। সম্ভেদ—মিলন॥ ৫৩।

যেন নবকমলোপরি ভ্রমর আক্রমণ করিয়াছে। টুটল—ছিঁড়িয়াছে, ছিন্ন। গীমক—গ্রীবার। পগার—প্রবাল বা পয়ঃপ্রণালী। গ্রীবার ছিন্ন মুক্তাহারই কি রুধিরে ভরিয়াছে, না—ইহা উত্তম প্রবালমালা? অথবা রুধিরাপ্লুত ছিন্ন মুক্তাহার কেমন হিঙ্গুল-বাহিনী পয়ঃপ্রণালীর মত দেখা যাইতেছে। আগুনে পুড়িলেও আবার স্বেদ দিবার জন্য আগুনের প্রয়োজন হয়॥ ৫৪।

দৈব অবঘাত—দেবতা কর্ত্তৃক আঘাত। পারা

আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি ॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড় ॥ ৫৫ ॥

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম ॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই ॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই ॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥ ৫৬ ॥

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ ॥
পাশ যাইতে জাউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নালনীক নীর ॥

মাই হে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান ॥ ৫৭

ধানশী।

পরিহর মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয় ॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ ॥
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান ॥
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার ॥ ৫৮ ॥

বিহাগড়া।

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসোঁ মৃগী
তেজই তীখণি শাস ॥

—যেন। কলেবর প্রেমের সাক্ষ্য দিতেছে। দড়—দৃঢ়, নিশ্চিত। ৫৫।

মোই—আমাতে, আমার পক্ষে। কতহুঁ ছন্দ—কত প্রকার। আনন্দে মৃদু মৃদু হাসিয়া। সোই—সে। মোই—আমার। অমিয়ামিঠ—অমৃতের ন্যায় মিষ্ট। ভাঙর—ভ্রূ ॥ ৫৬।

জনি—যেন, যেন-না যাহ—যাইও। আরত—রতিক্ষম। এ সখি! আমাকে তোমরা যেন লইয়া যাও; (অথবা তোমরা আমাকে লইয়া যাইও না।) কিন্তু (কারণ) আমি অতি বালিকা, আর সেই নাথ সম্পূর্ণ রতিক্ষম। কাঁচা-কমল—কমল-কোরক। চীর—চির, অনেক ক্ষণ, (অথবা) বস্ত্র। আমার বস্ত্র-আচ্ছাদিত (ঝাঁপল) দুর্ব্বল দেহ, অথবা আমার দুর্ব্বল দেহে অনেকক্ষণ আক্রমণ (ঝাঁপল) করিল। ডগমগ—অস্থির। মাই হে—মাগো, (খেদোক্তি)। শাতি—শাস্তি। জীবনের কি শাস্তিই সহিতে হয়! কোন্ বিধি সৃজিল পাপিনী রাত্রি? তখনক—তখনকার। ভাণ—ভাব। ন—না। বিহান—প্রভাত। ৫৭।

পরিহর—ক্ষমা কর বা ত্যাগকর, ছেড়ে দাও। সাধস—সাধ্বস, ভয়। চলু—চল। কহলম—কহিলাম। বিনি—বিনা। বিনি, বিনু শব্দের অর্থ, বিনা। 'যথা পূর্ব্বে' "নীবিবন্ধ বিনি" অর্থাৎ: নীবিবন্ধ বিনা, নীবিবন্ধ ব্যতীত। কবহি—কখন। ইথে লাগি—ইহার জন্য। ঔখদ—ঔষধ। এহিসে—ইহাই ॥ ৫৮।

পরবোধি—বুঝাইয়া। পাশ—পার্শ্ব, পার্শ্বে, কাছে। বিপিনসোঁ—বন হইতে। তীখণি—তীক্ষ্ণ। শাস—শ্বাস, নিশ্বাস। ব্যাধ বন হইতে মৃগীকে

বৈঠলি শয়ন- সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রময়ই দশদিশ
দেলি মনমথ ফোয় ॥
কঠিন কাম কঠোর কামনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পুরব কি রীতে আশ ॥
কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায় ॥ ৫৯ ॥

বালা-ধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি ॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই ॥
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই ॥
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর ॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো নিফল কাঁচে ॥
দরশন পরশন দুয় অনি বারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে ॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ॥৬০॥

বাধিয়া আনিলে, সে যেমন তীক্ষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করে। সুবদনা শয্যার নিকটে বসিয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণ যত্ন করিলেও সেদিকে মুখ ফিরাইলেন না, অথবা যত্ন-সহকারে বিমুখী হইয়া রহিলেন। শ্রীমতীর মনে হইতে লাগিল, দশ দিকে ভ্রমণ করি। (এখানে থাকিব না।) দেলি—দিতে লাগিলেন। ফোয়—ফুৎকার। মন্মথ (শ্রীকৃষ্ণের মদন) তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ মদন-বেগে যতই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীমতীর অন্যত্র গমনেচ্ছা ততই বাড়িতে লাগিল। অথবা, শ্রীমতীই মন্মথকে উড়াইয়া দিবার জন্য ফুৎকারবায়ু দিতে লাগিলেন, সেইজন্যই বুঝি তীক্ষ্ণ শ্বাস। নিবিড়—দৃঢ়। কঞ্চুক—কাঁচুলি। নিরোধ—চাপিয়া রাখা। অর্থাৎ, ওষ্ঠাধর অধিকতর নিরুদ্ধ। গাত—গাত্র, গাত্রে। দুকূল—বস্ত্রাবরণ। কতিহুঁ—কোথাও। পরকাশ—প্রকাশ, অনাবরণ, ফাঁক। সর্ব্ব প্রকারেই কামিনী বাধা দেয়; করস্পর্শেই যেন প্রাণত্যাগ করে; তবে আর কোন্ রীতিতে আশা পুরিবে? কতহুঁ—কত ॥ ৫৯ ॥

বোলন—বক্তা, চাটুনিপুণ। নাগর—রসিক। নায়ক, চাটুনিপুণ অথবা রসিক। পরবোধে—প্রবোধ দিয়া। আনল—আনিল! নাহ—নাথ। শুতায়ল—শোয়াইল। বোধি—বুঝাইয়া। শুতলি—শয়ন করিল। অতি ক্ষীণ—অতি কাতর। বাঢ়ল—বাড়িল বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বাহুড়াব—তাড়াইবে। ধরু—ধরে। গোই—গোপন করিয়া। বাদর—মেঘ, বর্ষা। শ্রীমতী অঞ্চলে মুখ লুকাইলেন; যেন মেঘের ভয়ে (ডরে) চন্দ্র অপ্রকাশ হইলেন। লগ—নিকট, নিকটে। না সরয়ে—আসে না। নিকটে আসে না, কথাও শুনে না। অরু—আর। সাঁচে—সঞ্চিত করিয়া রাখে। বার বার হাত-যোড় (মিনতি) করে; কিন্তু শ্রীমতী দুই হাত দিয়া জীবন-ধন লুকাইয়া রাখেন। কাঁচলকো—কাঁচুলিকে। কাঁচে—বন্ধন করে। কাঁচুলি পরা বিফলই হয়। অনি—অন্য অর্থাৎ অন্য ভুজদ্বয়। বারে—বারণ করে। দর্শন স্পর্শন দুইই বারণ করিতেছে। পাঠান্তরে 'অনিবারে'—অবিরত। অবিরত দর্শন-স্পর্শন হইতে মদন যেন রত্ন-ভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। মুহির—কন্দর্প। মুদল—লুকাইল। এতদিন সখীরা ঠাটমাত্র ছিল, অর্থাৎ কেবল জাঁক-জমকের জন্য ছিল। এখন মদনের পাঠ (তাহারা) পড়াইবে। তরসি—সবেগে। স্পর্শমাত্রে রাই, সবেগে হাত দিয়া হাত ঠেলিয়া দিলেন ॥ ৬০ ॥

ধানশী

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ।
আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন-মহোদধি সাখি।
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিলনহুঁ চাঁদ সরোরুহ-অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকে উঠে গোরী।
জানল মদন-ভাণ্ডারক চোরি॥
কুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি॥ ৬১॥

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।
বড় তুহুঁ ঢীট বুঝল বনমালি॥
হামারি শপথ যদি হেরহুঁ মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরখি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥
কাঁহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস, দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ৬২॥

রতিসুবিশারদ তুহুঁ রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥ ৬৩॥

তিরোতা-ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥

মানই ভীত,—ভয় করে। মদন-মহোদধি—কাম-সমুদ্র। সাখি—সাক্ষাৎ। বেরি—বেলা, সময়। বঙ্কা—বক্র, অন্যদিকে অবস্থাপিত। (হু—কথার মাত্রা।) চন্দ্র যেন অঙ্কে (ক্রোড়ে) পদ্মকে পাইল। চন্দ্র-সমাগমে কমলের যেন সঙ্কোচ ভাব। কুয়ল—উন্মুক্ত, স্খলিত, খোলা। সাঠি—সাঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া, বস্ত্র স্খলিত, কিন্তু বক্ষঃস্থল দৃঢ়ভাবে হস্তরুদ্ধ করিয়া রাখিল। আচরে—অঞ্চলে। গাঁঠি—গাঁঠ, গ্রন্থি। বুঝব—বুঝিবে। তেজি (রাই) ত্যাগ করিলেন, তলপ—তল্প, শয্যা, অন্য অর্থে—গৃহ, ভার্য্যা। পরিরম্ভণ বেরি—আলিঙ্গন সময়ে॥ ৬১॥

'হেরি' পাঠান্তরে 'হরি' সম্বোধন দৃষ্ট হয়। বিছারি—অন্বেষণ করিয়া। না বুঝ—বুঝি না, বা বুঝিতে পার নাই। দর্শনে যে কেমন সুখ, তাহা ত অন্বেষণ করিয়াও বুঝি না বা বুঝিতে পার না। ঢীট—শঠ। হামারি শপথ ইত্যাদি—যদি দেখ, আমার দিব্য। লহু লহু—মৃদু মৃদু, আস্তে আস্তে। গারি—গালি। কাম—কর্ম্ম, কাজ। সো—তাহা। সহব—সহিব। থাকার—কাণ্ড। লই—লইয়া। জার—জ্বালিয়া। পাশে—পরিজন, অতি আস্তে আস্তে বিহার কর। নচেৎ পরিজনেরা তাহা শুনিয়া শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিবে। অথবা, "পরিজনেরা আসিতেছে কি না শুনিয়া শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিবে" —কেহ কেহ এই অর্থ করেন॥ ৬২॥

"অলপে" হইতে "রীতি" পর্য্যন্ত—চন্দ্রকলা যেমন প্রতিপদ হইতে অল্প অল্প বাড়িতে থাকে, তদ্রূপ অল্প অল্প রতি চাহ ত নিত্য হইতে পারে। থোরি—অল্প, ছোট। ছোট স্তনে হস্ত পূর্ণ হইবে না। নখ-রেহ—নখাঘাত॥ ৬৩॥

হঠ—বলপ্রকাশ। থুয়ল—আলুলায়িত হইল,

তুহুঁ ত নাগর-গুরু হাম অগেয়ান।
কেলিকলা সব তুহুঁ ভালে জান॥
খুয়ল কবরী মোর টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহুঁ ত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥ ৬৪॥

তিরোতা-ধানশী।

চাণুর-মরদন তুহুঁ বনমালী।
শিরীষ-কুসুম হাম কমলিনী নারী॥
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি-করে সোঁপল মালতী-মাদ॥
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ-চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখই পরাণ॥
রসবতী নাগরী রস-মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পুরব সাধ॥ ৬৫॥

তিরোতা-ধানশী।

এ হরি বলে যদি পরশিব মোয়।
তিরিবধ-পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুহুঁ রস আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ॥

রস-পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ॥
অসময়ে আশ না পুরই কান।
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে বুঝলহুঁ সাঁচ।
কলহুঁ না মিঠাই হোয়ত কাঁচ॥ ৬৬॥

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অতুল॥
অনুচিত কাজে ভাল নাহি পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥

খুলিয়া গেল। টুটল—ছিঁড়িয়া গেল। গোঙার—দুর্দ্দান্ত॥ ৬৪।

চাণুর-মরদন—চাণুর-মর্দ্দন, চাণুর দৈত্যনাশক (অতি কঠোর কলেবর)। মাদ—দাম, মালা। নিরঞ্জন—রঞ্জনশূন্য, রঞ্জকতাশূন্য। নয়নের অঞ্জনরাগ নষ্ট হইল। মৃগমদ—মৃগনাভি। ভিগি—ভিজিয়া। মরিযাদ—মর্য্যাদা। রসবতী নাগরীর কাছে রসের মর্য্যাদা, অতএব বিদ্যাপতি কহেন, রসের সাধ পুরিবে॥ ৬৫।

তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। লাগয়ে—লাগিবে, হইবে। আগর—আগার, আলয়। রস আগর—রসের আলয়। অথবা, অগ্র্য, অগ্রগণ্য। রসিকতার অগ্রগণ্য। ঢীট—চতুর, শঠ। তীত—তিক্ত। মীঠ—মিষ্ট। কাঁপ—কম্প। কয়লহি—করিল। কয়লহি ঝাঁপ—অস্থির হইল। রসপ্রসঙ্গে আমার কম্প উপস্থিত হয় (উঠয়ে)। শ্রীমতী এই কথা বলিতেছেন, ইতাবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের জন্য ব্যগ্র হইলেন। (তখন) বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় শ্রীমতী অস্থির হইয়া উঠিলেন। অথবা রসের প্রসঙ্গে আমার (এমন) কম্প উপস্থিত হয়, (যে তখন আমাকে দেখিলে বোধ হয়,) যেন বাণবিদ্ধা হরিণী ঝম্প (ঝাঁপ) অর্থাৎ অতীব চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। সাঁচ—সত্য। কাঁচ—কাঁচা। ফলও কাঁচা থাকিতে মিষ্ট হয় না॥ ৬৬।

তরল—চঞ্চল। অথির—অস্থির। গুরু মদন, শরসন্ধান নূতন শিখাইয়াছে, তাই সন্ধানে স্থিরতা নাই। শিক্ষা কিন্তু হইয়াছে, নতুবা অস্ত্র হইলে, ও শরের ব্যবহার হইত না। (তা হউক, তথাপি কিন্তু শ্রীমতী বলিলেন,—"বলে নাহি লেও"—ইত্যাদি।) হামার—আমার। আরতি—আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা। ভীর—ভীরু। চীর—বস্ত্র। লেশ—লেশমাত্রও, অল্পমাত্রও। দারিদ—দরিদ্র। তিয়াস—তৃষ্ণা, পিপাসা। মাধবি—মাধবে, বৈশাখ মাসে। মুকুলিত

কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান ॥ ৬৭ ॥

অভিসার।

ভূপালী।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খণে আওব কুঞ্জরগমনী ॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥
বিহি-পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা ॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চকইতে খলই লখই নাহি পারা ॥
সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভাণত লোলি ॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই ॥ ৬৮ ॥

তিরোতা।

করিবর-রাজহংস- গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল,
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ-লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী,
জিনি আধ-বিধু বর ভালে ॥
নলিনী চকোর, সফরী, সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড়চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর, প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোমলতাবলী, শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরজা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদ পাণি।

---অর্দ্ধস্ফুটিত। ভোখিল—বুভুক্ষু, ক্ষুধিত। মত্তহস্তী অঙ্কুশের বারণ মানে না ॥ ৬৭।

রয়নি—রজনী, রাত্রি। ভীমভুজঙ্গম—ভীষণসর্প-যুক্ত। সরণা—সরণি, পথ। সর্পগতি বক্র পথ। বিধাতার পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অবঘিনে—অবিঘ্নে। করু—করুক। আমার কৃত অপরাধে যেন সুন্দরীর অভিসারে বিঘ্ন না ঘটে। পঙ্কা—পঙ্কিল। বিঘিনি—বিঘ্ন। বিথারিত—বিস্তৃত। খলই—স্খলিত হইতে হয়। লখই—লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। (এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণনা)। সব যোনি—পিশাচ সর্পাদি সর্ব্বপ্রাণী। পালটি—ফিরিয়া, স্ফুরিত হইয়া, অথবা চাহিয়া। ভুলালি—ভুলাইল, ভুলাইয়াছে। ভাণত—ভাণে, অনুকরণে অথবা ভাণ করিয়া রূপ ধরিয়া। লোলী—লোলা, চপলা, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের; অথবা লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, শ্রীমতী আসিতেছেন, তখন আনন্দে তিনি বলিলেন, —শ্রীমতী মানবী হইলেও বিদ্যুতের ভাণে পালটি সব-যোনি ভুলাইয়াছেন এবং আসিতেছেন। অথবা যেন স্বয়ং লক্ষ্মীই মানবী-ভাণে আসিতেছেন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কুলবধূ সকলকে (বিঘ্নাদিকে) পরাজয় করিয়াও প্রেমের নিকট পরাভূত। পাঠান্তরে—"প্রেম লুব্ধজন পরাভব সবই।"—পাঠ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, প্রেমলুব্ধজনের নিকট সমস্তই পরাভূত ॥ ৬৮।

তড়িত-দণ্ড—বিদ্যুল্লতা। ভাঙলতা—ভ্রূ-লতা। আধ-বিধু—অর্দ্ধচন্দ্র। বর—সুন্দর। গিধিনী—(গৃধ্র হইতে) গৃধিনী। বিশেখি—বিশেষী, উৎকৃষ্ট। করগবীজ —করক-বীজ, দাড়িম্ববীজ। কটরি—কটরা, খুরি,

নখ দাড়িম-বীজ, ইন্দু-রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মুরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
একাদশ অবতারা ॥ ৬৯ ॥

তিরোতা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি ॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় ॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি ॥

বাটী। বল্লরী—লতা। তরঙ্গিণী-রঙ্গ—নদী-লহরী। ইন্দুরত্ন—মুক্তা। অথবা দুই পদ, ইন্দু—চন্দ্র ও রত্ন। এখানে, ‘শ্রীমতীর দেহ’ যেন তড়িত-দণ্ড ও হেমমঞ্জরী; ‘কুন্তল’ যেন জলধর, তিমির ও চামর; ‘অলকা’ যেন ভৃঙ্গ ও শৈবাল; ‘ভাউলতা’ যেন ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী; ‘ভাল’ যেন আধ-বিধু; ‘আঁখি’ যেন নলিনী, চকোর, শফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন; ‘নাসা’ যেন তিলফুল ও গরুড়-চঞ্চু; ‘শ্রবণ’ যেন গৃধিনী; ‘মুখ’ যেন কনক-মুকুর, শশী ও কমল; ‘অধর’ যেন বিম্ব ও প্রবাল; ‘দশন-মুকুতা’ যেন কুন্দ, করকবীজ; ‘কণ্ঠ’ যেন কম্বু; ‘কুচ’ যেন বেল, তাল, হেমকলস, গিরি ও কটরি (কটোরা); ‘বাহু’ যেন মৃণাল, পাশ ও বল্লরী; ‘মধ্যদেশ’ (মাঝা) যেন ডমরু ও সিংহ; ‘লোমলতাবলী’ যেন শৈবাল ও কজ্জল; ‘ত্রিবলী’ যেন তরঙ্গিণীরঙ্গ। ‘নাভি’ যেন সরোবর, সরোরুহদল; ‘নিতম্ব’ যেন গজকুম্ভ; ‘উরু’ যেন কদলী ও করিবরকর (হস্তীর শুণ্ড) ‘পদ ও করতল’ যেন স্থলপদ্ম; ‘নখ’ যেন দাড়িম্ববীজ, ইন্দুরত্ন; ‘বাণী’ যেন পিক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ৬৯।

ঝাঁপহ—ঢাক। শুনইছে—শুনিয়াছেন। চান্দকি চোরি—চন্দ্র চৌর্য্য, চন্দ্রাপহরণ। মুখ ঢাক; সেই রাহু-অপহৃত চন্দ্রই যে তোমার মুখ। পাঠান্তরে—“রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি।” পহরী—প্রহরী। যোয়—যে। রাজা ঘরে ঘরে যে প্রহরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবহি—এখনি। হাসি—হাসিয়া। বিজোরি—বিদ্যুৎ। বাণীক—কথার।

অধর-সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর-সমীপ বসায়ল মোতি ॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিষ্কলঙ্ক ॥
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক ॥ ৭০ ॥

কেদারা।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥

বোলবি—বলিবে। মৃদু (থোরি, কথা কহিবে। জনি—‘যদি’ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক। অপহৃত চন্দ্র তোমার মুখ হইলে, তাহাতেও কলঙ্ক থাকিত ॥ ৭০।

পন্থ—পথ। পয়ান—প্রস্থান। সঞে—হইতে। কঙ্কণ—বলয়। মুদরি—মুদ্রিত করিয়া, খুলিয়া। সগরি—সকল। মঞ্জরী—নূপুর। নূপুর ও বলয়ের ঝন্‌ঝনায় পাছে লোকে অভিসারের বিষয় টের পায়—বুঝি এইজন্যই সকল ত্যাগ করিলেন। মন্মথে—মদন দ্বারা, মদনপ্রভাবে। উজিয়ার—উজ্জ্বল। পাঠান্তরে—‘মনমথ হিয়ে উজিয়ার,” অর্থাৎ মদন যেন হৃদয়ে ঔজ্জ্বল্য আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বিঘিনি—

বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন ॥ ৭১।

—

কেদারা।

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি ॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার ॥
ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পরিহণ-বসন আনহি করি ছন্দ ॥
অম্বরে কু চ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয় করি নেল ॥
ঐছনে মিলিল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব ॥
বিদ্যাপতি কহ বিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি ॥ ৭২।

—

বসন্ত-লীলা।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পোগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড ॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল-যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ-মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়াল নিশান।
পাটল তুণ অশোকদল বাণ ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকা-কুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ৭৩ ॥

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।

বিঘ্ন। বিথারিত—বিস্তারিত। বাট—পথ। আয়ুধ—অস্ত্র ॥ ৭১।

সোয়াথ—স্বস্তি। লেহ—স্নেহ, প্রেম। সুন্দরী সন্দেহে পড়িলেন, কি করি। কতয়ে—কতই। কত। পরিশেষে পুরুষ-বেশে অভিসার করিলেন। ধম্মিল্ল—খোঁপা। লোল ধম্মিল্লকে, অর্থাৎ বিলম্বিত-বেণীকে ঝুঁটি (চূড়া) করিয়া বাঁধিলেন। পরিবহণ-বসন—পরিধেয় বস্ত্র। অম্বরে—বস্ত্রে। সম্বরু—ঢাকা। ছন্দ—প্রকার। না চিহ্নই—চিনিতে পারিল না। ধন্দ—ধাঁধা ॥ ৭২।

পতি, রাজ পুনরুক্ত; অর্থ—ঋতুপতি বা ঋতু-রাজ। অথবা, রাজ—শোভা সম্পন্ন। অর্থাৎ,—ঋতু-পতি আসিলেন: বসন্ত বিরাজ করিতে লাগিল। অলিকুল মাধবী-লতার পথে ধাবিত হইল। "পোগণ্ড—কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।" পঞ্চম বর্ষের পর দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। এখানে সূর্য্যের কিরণ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল, এই ভাব। সূর্য্য কিরণ—শীতে ক্ষীণ, গ্রীষ্মে খরতর, বসন্তে মাঝা-মাঝি মধুর—এই অর্থই সূচিত হয়। চন্দ্রাতপ স্বরূপ হইল। কেশর-কুসুম—নাগকেশর ফুল; বকুল ফুল। কাঞ্চন-কুসুম—চাঁপা ফুল। রসাল মুকুল—আম্র মুকুল। মৌলি—কিরীট, মুকুট। দ্বিজকুল—পক্ষীকুল: অথবা, ব্রাহ্মণগণ। কুন্দ—কুঁদ ফুল। বিল্লি—(পাঠান্তরে 'বল্লী'—লতা)—বেল ফুল। পাটল—পারুল। কিংশুক—পলাশ-বৃক্ষ। উধারল—উদ্ধার করিল। (বসন্তের প্রকৃতি এই কবিতায় সুচারু-চিত্রিত।) ৭৩।

নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানীল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নবশোভন,
নব নব প্রেম বিভোর ॥
নবীন রসাল- মুকুলমধু মাতিয়া
নব কোকিল-কুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ৭৪ ।

বিহাগড়া।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর-রসরাজ ॥
মধুর-যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৭৫ ।

নওল—নবীন। কিশোর—একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক পুরুষের নাম কিশোর। মাতিয়া—মত্ত, মত্ত হইয়া; অথবা, মধু—মধুদ্বারা, মধুপানে। উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া। মাতি—মত্ত বা মত্ত করে ॥ ৭৪ ।

মধু—বসন্ত। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। মধুর রস—শৃঙ্গার রস। সুমধুর—পাঠান্তরে "মধুর"। নটন—নৃত্য। গতিভঙ্গ—চলিবার সময় অঙ্গের ভঙ্গিমা। নটিনী—নর্ত্তকী। নটিনী-নট-রঙ্গ—নর্ত্তক নর্ত্তকীর রঙ্গ। এস্থলে নৃত্যপরায়ণা রাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। রঙ্গ—"সঙ্গ" পাঠও দৃষ্ট হয়। ৭৫।

কল্যাণ বা বসন্ত।

ঋতুপতি-রতি রসিকবর রাজ।
রসময়-রাস-রভস-রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস-রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ৭৬ ॥

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।

ঋতুপতি রাতি—বসন্ত রজনী, বসন্ত রজনীতে। রাজ—(১) বিরাজ করিতেছেন; (২) শোভা পাইতেছেন। রভস রস—আনন্দ রস। রসময় ইত্যাদি—রসময়-রাসলীলা-রসের মধ্যে রসিকা রমণীরত্ন রাই, রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসে অবগাহন করিতেছেন। নটই—নটতি, নৃত্য করিতেছেন। রণরণি—রুণুরুণু (অব্যক্ত শব্দ)। রটই—রটতি, বাজিতেছে। রহি রহি—থাকিয়া থাকিয়া (নায়ক বা রঙ্গিণীগণ) রতিরত রাগিণীগণের রমণ রসবন্ত বসন্ত রাগেরই রচনা (অবতারণা) করিতেছেন। ভাবার্থ,—মধ্যে মধ্যে কামরসোদ্দীপক রাগিণীগণের পতি রসময় বসন্ত রাগ আলাপ করিতেছে। রতিরত—শৃঙ্গাররসোদ্দীপক। রমণ—পতি। রসবন্ত—রসপূর্ণ। এই দুটী বিশেষণ বসন্ত রাগের। রবাব, মহতীক, মহতী এবং পিনাশ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ॥ ৭৬ ।

নটতি—নাচিতেছে। কলাবতী—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা-বিশারদা রমণী। করে করু ইত্যাদি—হাতে তালি বাজাইয়া তাল নির্দ্দেশ করিতেছে।

কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া ঝণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥
বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব ॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি ॥ ৭৭ ॥

বিভাষ।

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরুণের ঢাক ॥
শুক বলে শুন সারি আমরা পশুপাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরমকর সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই ॥ ৭৮ ।

মান।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস ॥
কো কহে রসিক-শেখর বর কান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন ॥
মাণিক ত্যজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু ত্যজি ক্ষারে পিয়াস ॥
ক্ষীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাব ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ ৭৯ ॥

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যামনাম তাহে নাহি পেখি ॥
অরুণ-বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ ॥
নীরস-অরুণ-কমলবর-বয়নী।
নয়নক লোরে বহি যাওত ধরণী ॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি ॥

মঞ্জীর—নূপুর। উতরোল—উচ্চশব্দ। নিধুবনে ইত্যাদি—রাসলীলায় গীতবাদ্যধ্বনির একত্র সংমিশ্রণে নিধুবনে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। স্বরমণ্ডল—স্বরমণ্ডলিকা, বীণা-বিশেষ। রাব—রব, শব্দ; পাঠান্তরে "একুরাব"—ঐক্যতান, সমস্বর। বিথারল—বিস্তারিত হইল, খুলিয়া পড়িল। শ্রমভরে ইত্যাদি—বিলোলিত কবরীতে বিন্যস্ত মুক্তা ও মালতী মালা খুলিয়া পড়িল। ক্ষোভিত হোতি—দুঃখিত হইতেছে। বিদ্যাপতি রাসলীলা যথাযথ বর্ণনা করিতে নিজেকে অপারক মনে করিয়া দুঃখিত হইতেছেন।৭৭।

অরুণ—সূর্য্য। সাখী—সাক্ষী। ৭৮।

সুনেহ—স্নেহ। আনহি—অন্যের। তুমি কেন সাঙ্কেতিক বাক্যে অন্যের সহিত রজনী যাপন করিলে। লেহ—স্নেহ। মুরখ—মূর্খ। পিয়াস—পিপাসা। ছিয়ে ছিয়ে—ছি ছি। কবিচম্পতি—কবিচম্পূপতি, কবিশ্রেষ্ঠ। বয়ান—মুখ। ৭৯।

অবনত বয়নী ইত্যাদি—অবনতমুখী নখ দিয়া মাটিতে লেখে; যে কৃষ্ণ নাম করে, তাহার দিকে চায়না। অরুণবসন—রক্তবস্ত্র। বিগলিত—আলুলায়িত। অরুণবসন ইত্যাদি—রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, কেশ-পাশ এলাইয়া দিয়াছে, আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রদ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছে। নীরস অরুণ ইত্যাদি—সূর্য্য প্রভাহীন হইলে কমল যেরূপ বিবর্ণ হয়, সুন্দরীর বদনমণ্ডলও সেই ভাব ধারণ করিয়াছে। নয়নক লোরে—চক্ষের জলে।

অবনত-বয়নী উত্তর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল ॥ ৮০ ॥

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উত্তর না দেল ॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী ॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান ॥ ৮১ ॥

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত ॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ-বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর ॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥
কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক চন্দ ॥

ঐছন—ঐরূপ। ভানুক সেবি—সূর্য্যের পূজা করিয়া। উত্তর—উত্তর ॥ ৮০ ॥

পরকারে—প্রকারে। মুদয়ে—মুদ্রিত করে, ঢাকে। দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া রাখে,—অর্থাৎ নাম শুনিতে চাহে না। মানই—মানিত। সো অব—সে এখন। তোমা সম্বন্ধে কথাও শুনে না। শুনয়ে—পাঠান্তরে 'পুছয়ে'। কেশ, কুসুম, তৃণ ও তাম্বুল, সঙ্কেত চিহ্ন। তাহাতে কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, তুমি যদি দয়া না করিলে ত, আমি কেশ মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইব; সুন্দরি। সেই পুষ্পশয্যা আমার, আর নাই, এখন তৃণশয্যা হইয়াছে, তবে যদি আমার প্রণয়োপহার এই তাম্বুল গ্রহণ কর ত রক্ষা পাই। অথবা,—"হেসুন্দরি! আমারি অপরাধের জন্য মস্তক মুণ্ডণ করিতেও কুণ্ঠিত নই; ক্ষমা করিয়া, প্রণয়োপহার এই কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এরূপ অপরাধ আর কখনও করিব না। আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার চিহ্নস্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।" হেন বুঝি ইত্যাদি—বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রের সারভাগের ন্যায় কঠিন। সিধারহ—আপনি সরল থাকিও; পাঠান্তরে "নিধারহ"—(নির্দ্ধারিত কর), পাঠ দৃষ্ট হয় ॥ ৮১ ॥

সঞ্জাত—সংযত, মান সংযত কর। তাক—তাহার। কোয়—কাহাকেও কাটব—কাটিবে, দংশন করিবে। পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাসযুক্ত। শাতি—শাস্তি। উচিত শাস্তি যথা,—ভুজপাশে ইত্যাদি। তাড়ি—তাড়না করিয়া ॥ ৮২ ॥

ঝাঁপসি—আবৃত করিতেছ। কিয়ে গিরিবর ইত্যাদি,—তোমার বক্ষোপরি বালচন্দ্র-বেষ্টিত শিব। কি গিরিবর, কি সোণার বাটি রহিয়াছে, তা দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিধি যদি বিমুখ না হন, তবে

এ করকমলে পরশিতে চাহি ।
বিহি নহে যদি বামা ।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা ॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত ।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত ॥ ৮৩ ॥

ধানশী ।

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর ।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর ॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান ।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর ।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর ॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার ।
মদন-বেদন হাম সহই না পার ॥
ভণই বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান ।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান ॥ ৮৪ ।

ধানশী ।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান ।
শুনাইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥
গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত ।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত ॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয় ।
কর যোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয় ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান ।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান ॥৮৫ ।

গান্ধার ।

ছোড়ল আভরণ মুরলি বিলাস ।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস ॥
যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান ।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান ॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান ।
সাধয়ে চরণে রসিক বরকান ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত ।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত ॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গতি ।
ভাগ্যে মিলয়ে এহ সুখময় রাতি ॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত ।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত ॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত ।
যাচিত তেজি ন হোয় সমুচিত ॥৮৬ ।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে ।
হাম নহ নাগরী ভয়া, মাধব লাগে ॥
যাকর মরমে বৈঠে বর নারী ।
তা সঞে পিরিতি দিবস দুই চারি ॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল ।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল ॥

একবার এই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রকৃত পদার্থ কি জানিতে চাহি । বালক চন্দ—চন্দন-রাগ ॥ ৮৩॥

পীন—স্থূল। কনয়া কটোর—সোণার বাটীর ন্যায়। হঠ—অত্যাচার, অন্যায়। মহত—মান ॥৮৪

বরনাহ—সুন্দর নাগর। কান—কানাই। নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়। ঠাঢ়ি থাড়ি—দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয়—জোহে, ঔৎসুক্যের সহিত দেখে ॥ ৮৫ ॥

যাক—যাহার। নাহি হেরসি—দেখিতেছ না। সাধয়ে চরণে—পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। সঙ্গতি—সঙ্গতি সঙ্গম, মিলন। রোই—কাঁদিয়া। তেজি—ত্যাগ করা। ৮৬ ॥

হরি পরসঙ্গ ইত্যাদি,—আমার সম্মুখে কৃষ্ণকথা তুলিও না; কৃষ্ণকে পাইবার জন্য আমি নাগরী হই নাই। ভয়া—হইয়াছি। যাকর ইত্যাদি, (হে সখি!) সে যাহার হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করে, তাহার সহিতই দু চারি দিনের জন্য প্রণয় করিয়া থাকে।

আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল ।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব ।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব ॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত ।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত ॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারি ।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥ ৮৭

গান্ধার ।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর ।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর ॥
রামা হে তু বড়ি কঠিন-দেহ ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-তুলহ লেহ ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোর ।
না ঘর বাহিরে ধৈরয না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোর ॥
ি না মানে রহসি
করে ভোজন-পান ।

কাঠ-মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৮৮

কামোদ ।

দিবস তিল-আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব ।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর-উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলী ভাগী ।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই ।
তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই ।
লাখ-লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান ।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৮৯

ভূপালী ।

এ ধনি মানিনি কঠিন-পরাণি ।
এতহু বিপদে তুহু না কহসি বাণী ॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত ।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত ॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ ।
তব তুহুঁ কাসঞে সাধবি মান ॥

' স্থলে "ঘরমে" দৃষ্ট হয় ; তাহা
য়ে সুন্দরী স্ত্রী থাকে ইত্যাদি ;—
আন—অন্য, আর । ভরমে—
—পীড়ন, বন্ধন । হরিণী জানায়
ণ ব্যাধহস্তে স্বজনপীড়নের কথা
ধর গান শুনিতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৭
। । তু—তুমি পাঠান্তরে "তো"
দৃষ্ট হয় । কঠিন-দেহ—কঠিন-হৃদয়া । শুনই—পাঠান্তরে "শুনই" । না ঘর বাহিরে—না ঘরে না বাহিরে । নিরখিয়ে রোয়,—পাঠান্তরে "নিরখই সোই" এবং "নিরখই রই" । রহসি—নির্জ্জনে । কত পরবোধি ইত্যাদি,—গোপনে কত প্রবোধ দিই, তবুও মানে না । কাঠমুরতি—কাষ্ঠমূর্ত্তি, কাষ্ঠপুত্তলিকা, কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ, সেইরূপ আছে ॥ ৮৮ ॥

দিবস তিল আধ—দিবসের তিলার্দ্ধ । অথচ শুধু সে তিলার্দ্ধ কেন সমগ্র দিনই বহিয়া যাইবে (অতিবাহিত হইবে) । কাল বিরহ ইত্যাদি—তোমার বিরহই তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে । মাহা,—মাঝে । ডুবইতে আছয়ে,—ডুবিতেছে লখি দেই,—দেখিতে দাও । ৮৯

কো কহে কোমল-অন্তর তোর।
তু সম কঠিন-হৃদয় নাহি হোর॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ ১০

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।
তালে তালে হাম অলপে চিহ্নিনু
বৈছন কুটিল কান॥
কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পুর॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
জলদ মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পুজসি
সে ফুলে ধরসি বান।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১১

তিরোতা।

কাঞ্চন-জোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে সিচু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝঙ্ঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল
ভালক লাগি মুগ ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত-সমান॥ ১২

কামোদ।

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝয়ে কহসি কটুবাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহুগুণ-হানি॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নীহর
রাহু-বদন-উগারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজি-নাশন
শীল-গুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস-পাণি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কামুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে॥

এতহুঁ—এত। নহ—নহে। অবকে এখন কাসএে—কাহার সহিত। তু সম—তোমার সমান॥ ১০

আন—অন্যরূপ, বিপরীত। কানু সে সুজন ইত্যাদি—কানুই সুজন আমিই দুর্জ্জন, নইলে তার কথা শুনিতে যাইব কেন? যে ফুল তেজসি ইত্যাদি,—যে ফুল পরিত্যাগ করে, সেই ফুলেই পূজা করে এবং সেই ফুলেরই বাণ ধারণ করে॥ ১১

কাঞ্চন-জোতি—সুবর্ণবর্ণ, সুবর্ণতুল্য। সুবর্ণবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, মনে মনে আশা করিয়াছিলাম রত্ন ফলিবে। তাকর—তাহার কুজনের প্রণয় মরণের অধীন, তদপেক্ষা অপকৃষ্ট অথবা কুজনের সহিত প্রণয় করিলে সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়। মূল—আসল। বিদ্যাপতি সখীভাবে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, কুকুরের লাঙ্গুল সরল হয় না। অর্থাৎ কুজনের মন আর কুকুরলাঙ্গুল তুল্য॥ ১২

গরল-সহোদর, গুরুপত্নী-হর—চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। বারিজি পদ্ম। উজিয়ারা—উজ্জ্বল

পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥
অনলহু অধিক যো তনু দহই
রতি-চিন দেখি প্রতিঅঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি-সঙ্গে॥ ১৩

ললিত।

অরুণ পুরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন-মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ-অরবিন্দা॥
কমল বদন কুব- লয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কু- সুম তুয় সিরজিল
কি অ দঈ হৃদয়-পখাণে॥
অসকতি কর ক-ঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপনুব তুঅ ব্যবহারে।

প্রতীত—প্রত্যয়। পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। বিশোয়াসে—বিশ্বাসে। চিন—চিহ্ন। বিদ্যাপতি কহ ইত্যাদি,—বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জীবন বাহির হয় হউক, তথাপি কানুর সঙ্গে মিলিত হইও না॥১৩

এইটীই বিদ্যাপতির প্রকৃত মৈথিলী ভাষায় রচিত কবিতা। বহল—অতিবাহিত হইল। সগর নিশি—সমস্ত রাত্রি। মুনি—মুদি। তইও—তথাপি। তোহর—তোর। মুনল—মুদ্রিত বা মুদ্রিত রহিল। কুমুদিনী মুদ্রিত হইলে, অরবিন্দ (পদ্ম) প্রফুল্ল হয়; কিন্তু তোমার মুখারবিন্দ তবুও প্রফুল্ল হইল না। মধুরি—মধুর, মাধুরীযুক্ত। তুয়—তোমার। পখানে—পাষাণে। সকল শরীর ইত্যাদি,—তোমার সকল শরীর কুসুম-কোমল করিয়া, হৃদয় কি পাষাণবৎ দৃঢ় করিয়াছে? অশকতি—অশক্ত পরিহসি—পর। গরুঅ—ভারি। অপনুব-

অবগুণ পরিহরি হরখি হের ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥ ১৪

ধানশী।

চরণ-নখর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ।
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে-লোর।
কতরূপে মিনতি করল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন করলু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভাণ॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই॥ ১৫

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে আনায়বি হামারি পরণাম॥

অপরূপ। অবগুণ পরিহরি ইত্যাদি,—এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে মান পরিহার কর॥ ১৪॥

চরণ-নখর মণিরঞ্জন—পায়ের নখ কাটিবার নরুণ। লাগল কুদিন—কুক্ষণ উপস্থিত হইল। করলু—করিনু। রোষতিমির—রোষরূপ অন্ধকার। রতনক ইত্যাদি,—শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নও বিবর্ণ হইয়া গেল। ভাগি—ভাগ্য। মোহে—আমাকে; পাঠান্তরে “ভালে”॥ ১৫॥

বান্ধবি—বাঁধিবে। সেয়ানি—সেয়ানা, চতুরা। বচন ইত্যাদি,—কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিও না।

পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে অনু লাগ॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহক পুন যাউক পরাণ॥ ১৬

—

ধানশী।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি, আওল কাহি॥
হামারি বচন কিছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহে পূরল আশ॥ ১৭

—

কেদারা।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী চয় লখি না লখি॥
শুনি ধনি মনোহুদি ঝুর।
তবহি মনহি মনপুর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি দূরে গেল॥ ১৮

—

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

সোহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
যাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাব।
সুন্দরী গদগদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
কব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ১৯

সখীগণ গণইতে ইত্যাদি—সখীদিগের মধ্যে তুমি সর্বাধিক চতুরা, তোমাকে আর চতুরতা কি শিখাইব? ॥ ১৬ ॥

শুনইতে—শুনিয়া। কয়লি—করিল। পয়াণি—প্রয়াণ, গমন। দূর সঞে—দূর হইতে। তোড়ই—ছিঁড়িতে লাগিল। ফেরি—ফিরিয়া। বিপরীত দিকে চাহিয়া ফুল ছিঁড়িতে লাগিল। তহি—তথায়। কাহি—কেন বা কোথায়। আওল—আসিয়াছ॥ ১৭ ॥

গগনে ইত্যাদি,—আকাশে অনেক নক্ষত্র উদয় হয় বটে, কিন্তু চন্দ্রোদয় অন্যরূপ। বিশেখি—বিশেষ করিয়া। লাখ ইত্যাদি—লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াও দেখি না। মনহি মনপুর—মনে মনে মিল হইল॥ ১৮ ॥

পরিরম্ভ—আলিঙ্গন। সুবদনীর তনু যেন স্তম্ভিত হইল। আগোরল—আগলাইল, লইল। সঙ্কীরণরস—মিশ্রিত রস। মানের পর মানিনীর মনে যুগপৎ নানাভাবের উদয় হয় বলিয়া মানসিক স্ফূর্তিপ্রকুলতা নিবন্ধন তৎসাময়িক সম্ভোগও কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। নিরবাহ—নির্বাহ। উরে—বক্ষঃস্থলে। মনহি—মনে। মং ৭/

ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব-সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল-নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁজন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ১০০

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সম- রে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিণি কিণি, কঙ্কণ কণ কণ,
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি-পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ॥ ১০১

ধানশী।

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম-মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ-তরঙ্গ॥
বড় অপরূপ দুঁহে অচেতন কেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥
প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
বদন সোহায়ল শ্রমজলবিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু॥
কুচযুগ-উপর বিলম্বিত হার।
কনককলস পর দুধক ধার॥
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন-বিজয়ে রণ বাজন বাজ॥
ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি॥ ১০২

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুন মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রসগান॥ ১০৩

ভব—কামের উদ্রেক। তোড়ল—খুলিল। নাহক—নাথের। চুম্বই—চুম্বন করিলেন। মাহা—মধ্যে মনসিজ—মদন, কাম। কোর—কোলে। ভোর—অভিভূত, বিহ্বল॥ ১০০॥

বিগলিত চিকুর ইত্যাদি,—খোলা কেশপাশ মুখের উপর পড়াতে, চন্দ্র মেঘমালায় আবৃত হইয়াছে বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। এস্থলে চন্দ্রের সহিত মুখ, এবং মেঘমালার সহিত কেশদাম উপমিত হইয়াছে। বহি—বহিয়া মুছিয়া। বিদ্যাপতিপতি—শ্রীকৃষ্ণ। গাহক—গ্রাহক, গায়ক। "গায়ত" পাঠও দৃষ্ট হয়। যমুনা,—কৃষ্ণ। গঙ্গ-তরঙ্গ—গঙ্গাতরঙ্গ, রাধা॥ ১০১॥

শ্রীমতির কুন্তল ও শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালা মিলিত হইল। ওজ (১) ওজসা, সতেজ, আগ্রহ সহকারে (২) অব্জ—চন্দ্র। রাধা-কৃষ্ণের চুম্বনে কবি বলিতেছেন,—চন্দ্র যেন পদ্মকে চুম্বন করিতেছে। সোহায়ল—শোভা করিল। পাঠান্তরে "সোহাগল"। বদন ইত্যাদি— বিন্দু বিন্দু ঘামে বদন শোভিত হইল, বোধ হইল যেন, মদন মতি দ্বারা চন্দ্রকে পূজা করিল॥ ১০২॥

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশেরতারা।
দুই হাতে সিঁচি যদি সিন্ধুক-ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥১০৪

বরাড়ী।

তুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কেহ নাহি করল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
খোখল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥
যব-কোই-বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগ্ধ দেই নিসরিতে পানি॥
তবহিঁ ক্ষীর উমড়ি পড় তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহিঁ দূরে গেল॥
ভণহিঁ বিদ্যাপতি এতনি সুনেহ।
রাধা-মাধব ঐছন লেহ॥ ১০৫

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজ কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ॥
ফণী মণিবর উপরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু-উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিয়তি কহ
ঐছন সকল শোহে॥
নাকর গোপকে নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি-কৃত কৃপায়ে তাহারি
কোন জান ইহ গান॥ ১০৬

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
বিপরীত-সুরত নায়ক-অভিলাষ।
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরল কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখে হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রমজলবিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনককমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনক-ধরাধর আনি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি

আন—অন্য, আর। কবহুঁ—কখনও। সিন্ধুক ধারা—সমুদ্রের জল। জুয়ায়—উচিত হয়॥ ১০৪

ওর—সীমা। খোখল ইত্যাদি—পৃথিবীর লোক যেরূপ শঠ; তাহাতে পবিত্র প্রণয় আর দেখা যায় না। কোই-বেরি—কখন। উমরি পড়—উথলিয়া পড়ে। সুনেহ—স্নেহ॥ ১০৫॥

ধন্দ—বিস্ময়কর ব্যাপার। চপলে—চপলা, বিদ্যুৎ। উৎপল—পদ্ম। যেন জলধরকে চপলা এবং নীল উৎপলকে চন্দ্র ঢাকিল। আনত—অন্তরালে। তরলে—চঞ্চল। শোহে—শোভে॥ ১০৬॥

মানায়ত—মানাইল সেই কার্য্য করিতে স্বীকার করাইল। নায়র—নাগর।" কুচযুগ ইত্যাদি,—অধোমুখ হওয়াতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে-পড়ে হইল প্রভু তাই হাত দিয়া ধরিলেন। কৈছে—করিয়াছ বা করিয়াছে॥ ১০৭॥

শ্রীরাগ।

হজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটী পড়ল মহীমাঝ।
উরল চারু ধরাধররাজ॥
মরকত-দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আনল গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥ ১০৮

ধানশী

কহ কহ সুন্দরি রজনী-বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ॥
কতহুঁ যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী করল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারী॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতি-হার উতরি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুরল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥১০৯

তাড়িয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে, তিমির সঞ্চারল,
আঁতরে সুরধুনী ধারা।
তরল তিমির শশী সুর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি- জলে জনু ঝাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১০

সরম—লজ্জা। ভঁবর—ভ্রম, বা ঝাঁক (ভড়ং)। উরল—উঠিল। ধরাধররাজ—গিরিরাজ। নিবাসে—গাত্রে; সে পুনরায় গাত্রে কাপড় দিল। গোই—গোপন করিয়া। বিজইতে—বাতাস দিতে। ১০৮

পিয়া—প্রিয়। ফুরল (১) এলায়িত; (২) পুষ্প-শোভিত॥ ১০৯॥

পরতেক—প্রত্যক্ষ। সঞ্চারল—বিরাজ করিতে লাগিল। আঁতরে—অন্তরে। সুর—সূর্য্য। ডোলে—দোলে। চঞ্চরীগণ—ভ্রমরীগণ। তড়িৎলতা,—শ্রীমতী। তিমির,—শ্রীকৃষ্ণ। সুরধুনীধারা,—মুক্তাহার। তরল-তিমির,—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। শশি-সূর্য্য,—শ্রীমতীর কপোলদ্বয়। তারা,—কবরীর পুষ্প ও মুক্তা। অম্বর,—বস্ত্র, অথবা আকাশ। ধরাধর,—স্তন। ধরণী,—নিতম্ব। সমীরণ,—নিশ্বাসবায়ু। ভ্রমরগণ,—নূপুরকঙ্কণ। প্রলয়-সমুদ্রজল,—ঘর্ম্মাদি। ইহ নহ ইত্যাদি—অথচ যুগাবসান এখন নহে। পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে। ১১০।

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে মোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানী॥১১১

সুহই।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই-বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরীতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ১১২

কামদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দন্দ উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে॥
নাগর-অঙ্গল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর-হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কিছুই বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তাহি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ১১৩

ধানশী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস।
দূরে করিবি গুরুজন আশ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী-দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহিঁ তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহক পুন যাউক পরাণ॥ ১১৪

শাশ—শশ্রূ, শাশুড়ী। তহিঁ—তথায়, বা তখন। ধস ধস—ভাববিশেষ-ব্যঞ্জক অনুকরণ-শব্দ, যথা—দুর দুর। চিরথাই—চিরস্থায়ী। মুখ ফিরিয়া কেন না প্রিয়কে হৃদয়ে করিলে॥ ১১১॥

নিছিয়া—বিদারণ করিয়া। দিয়ে—প্রদান করি। মাথায় কুটা ছোঁয়ান প্রভৃতি শুভজনক ক্রিয়া পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমতি—এইরূপ॥ ১১২॥

নিবসই—নিবসতি, বসিয়াছেন। শয়নক—শয্যাতে। রসে রসে—রসালাপ করিতে করিতে। রোখে—রোষে। উরজ—স্তন। রোখ ইত্যাদি,—রাগ শেষ হইলে—রঙ্গ আরম্ভ করিল। মধ্যত—মধ্য হইতে॥ ১১৩॥

মো বিনু ইত্যাদি,—আমাভিন্ন অন্য কাহাকে স্বপ্নেও ভাবিবে না। কবচ—খত। ঐরূপ খত যখন হাতে পাইব॥ ১১৪॥

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগি-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
শাপ-বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোর।
সমুঝনু তব হাম সুকপট সোর॥
যো কছু কহল তব, কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগররাজ।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই॥ ১১৫

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর মুখে কি শোভয়ে পান॥ ১১৬

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস-ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥ ১১৭

রামকেলি।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল-কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাম খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন-ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধুযামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ-গোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহুঁ গোঙারিণি সহজে আহিরিণী
সো হরি না কর পুছারে॥ ১১৮

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি এরনি প্রেমাভাগে॥

বিনহি—বিনা, না সাধিয়া। কো—কে। সমুঝব বুঝিবে? গেল—গেলাম। গদগদ—বিহ্বল সমুঝনু—বুঝিলাম। সোর—তাহাকে। সেই কপটকে চিনিলাম। সো—সে; পাঠান্তরে "তছু"। ১১৫

আজুক—আজিকার। কাচ ও কাঞ্চনের মূল্য জানে না। গুঞ্জা—কুঁচ; কুঁচ ও রত্ন একই দরের মনে করে। ১১৬।

শুতি—শুইয়া। রহলু—রহিলাম। নিদ গেল—ঘুম ভাঙ্গিল। "হে বিহি"—পাঠান্তরে "হেরিহি"॥ ১১৭

কামে নাহি আয়ল—কাজের হইল না। ধাম—গিরি। চন্দন ইত্যাদি,—চন্দন বৃক্ষ মনে করিয়া শিমূলকে আলিঙ্গন করিলাম—কাঁটা শেল সম বাজিয়া রহিল। পুছারে—তাচ্ছিল্য: তুচ্ছ করা; ত্যাগ। ১১৮।

কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাক চলনু, তুহুঁ থির কর হিয়া॥
এত কহি কানু-পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥ ১১৯

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়াছিনু কুসুমশয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাস মুনি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ পোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পঁহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পহু সব রস জান॥ ১২০

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তঁহি দোতিক সঙ্গ॥
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন-নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ যাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল।
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥ ১২১

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলু হাম করি একচিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল স্বজনি শুন স্বপন-সংবাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়লু মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচাওনু নীবিক কাচ॥

কানুসে—কানু হইতে, কানুর কাছে। অবহি—এখনই। দুঃখী—দুঃখ। শুনতহি—শুনিয়া॥ ১১৯॥

বরিহা—বর্হ, ময়ূর-পুচ্ছ। বরিহামাল—বর্হযুক্ত শিরোমালা। নাসার মুক্তা (অর্থাৎ নোলক) ও গলার হার। পরকার—প্রকার, প্রকারে। উতারল—খুলিয়া লইল। কঞ্চুক—কাঁচলি। ফুগইতে—খুলিতে। "ফুজইতে"—পাঠও দৃষ্ট হয়। পহু—প্রভু। কাঁচুলি খুলিতে গিয়া ব্যাকুল (অভিভূত) হইলেন, কামোদ্রেক হইল, আমিও চোরকে বাঁধিলাম। সুজান—সুজন, বা অভিজ্ঞ॥ ১২০

পহিরল—পরিল। উরে—বক্ষঃস্থলে। হেরি হাম ইত্যাদি,—মুখ অবনত দেখিয়া চমকিত হইয়া সমাদরে কোলে লইলাম ১২১॥

মেলি—মিলিয়া, একত্র। পরসঙ্গে—কথায় কথায়। নিন্দে—নিদ্রায়। পরিবাদ—নিন্দা। হসইতে ইত্যাদি—তামাসা করিতে গেলে পাছে নিন্দা হয়। কাচ—বন্ধন। সে ভয়ে ইত্যাদি,—তাহার ভয়ে চুল ও কাপড়

এ পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে ॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল ॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব ॥ ১২২

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ ॥
অধরু আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর ॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর।
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায় ॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুঁক কাম ॥ ১২৩

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয় ॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥

করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপল না যায়।
মলয়শিখর জনু হিমে না লুকায় ॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই ॥ ১২৪

ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি-ঢীট পীঠ রহু চোরি ॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই ॥
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ ॥
পীঠ-আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পাণিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল ॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশন-বিকাশ ॥
জাগল শাশ, চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১২৫

খুলিয়া গেল। অতয়ে—অন্তরে। অতয়ে করব কেহ—কে কি মনে করিবে ॥ ১২২ ॥

আঙ্গিনা—অঙ্গন, উঠান। অধরু—অধরে। আচর-ওর—অঞ্চল-সীমা, অঞ্চলপ্রান্ত। ঢীট—চতুর। পড়ল—পড়িল, ফেলিল ॥ ১২৩ ॥

হীন-পরিধান—ছোট কাপড়। ঝাঁপিতে—ঢাকিতে। উদাস—অনাবৃত আলগা। একদিক্ ঢাকিতে অন্যদিক্ আলগা হইয়া যায়। পাউ—পাই। প্রকাশ—অবকাশ, অর্থাৎ ছিদ্র পাই ত ধরণীর মধ্যে প্রবেশ করি ॥ ১২৪

আগোরি—আগলাইয়া। রতিঢীট—রতি-চতুর। পীঠ—পৃষ্ঠভাগে। চোরি—গুপ্তভাবে। আখরে—সঙ্কেতে। কহলু—কহিলাম। আরতি—আগ্রহ-প্রকাশ, রতি, চেষ্টা। মুখ মোড়ি—মুখ ফিরাইয়া। নিশবদ—নিঃশব্দ। হাস কিরণ ইত্যাদি,—উত্তরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দ হইল না, কেবল মাত্র দশন-বিকাশ হইল ; "হাস কি রণ" পাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১২৫

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
খগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরয লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥১২৬

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ-সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভায।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২৭

খগরি—খাগরা; "সগরি" পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ—সকলি। চীর—বসন। বুতায়ব—নিবাইব। প্রদীপ দূরে রহিয়াছে, হাত দিয়া কি করিয়া নিবাইব?॥ ১২৬

জনি—পাছে। পৈঠব—প্রবেশ করিবে। হরষ-সরস—আনন্দসরোবরে। বুঝই ইত্যাদি—প্রিয়তমের কথা বুঝা যায় না। মোহে অণুভাবি—আমাকে দিয়া; আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া। না বুঝিয়ে—বুঝিতে পারি না; বুঝিতে পারি না ইহাতে সে কি সুখ অনুভব করে॥ ১২৭

ধানশী।

জটিলা পাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব॥
পূজনক মন্ত্র- তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহু বীজ ইহ বর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ জন-মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন ম- ন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী।
"যব ইহ গৌরী আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘর রাখি॥"
এত কহি সবহু চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম॥ ১২৮

ফুকরি—ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া। বহুরি—বধূ। বেরি—বাহিরে। অবগাঢ়ি—বিহ্বল; অভিভূত। ফেরি—ফিরিয়া। এক অঙ্ক—এক রেখা। বঙ্ক—বক্র। বনে পশুপতির সেবা কর। বিশঙ্কউ—আশঙ্কা করিতেছি; পাঠান্তরে "বিশঙ্কহ" পদও দৃষ্ট হয়। দেব—গুরু। বীজ—বীজমন্ত্র কহে ভাখী—কথা কহিল॥ ১২৮

ভাবি-বিরহ।

বালা ধানুসী।

মাধব, বিধু-বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম-পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল-কলরবে উঠয়ে তরাসে॥
লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল॥
আনত বয়ানে রাই, হেরই গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত॥ ১২৯

ধানশী।

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি,
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে, শপথি করহ তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন লোহিত ভূষণ
ফুয়ল কবরীভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার॥

নিভৃত কেতন হয়ল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা॥ ১৩০

তিরোতা।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর বিধু-বদনী
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব্ শ্রবণে
তব্ বিরহিনী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরিল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥ ১৩১

বর্ত্তমান বিরহ বা মাথুর।

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥

ভই—হইয়াছে। পরতাপে—প্রতাপে, প্রভাবে। হরু—হরণ করে, হরিয়াছে। লোরহি—অশ্রুজলে। ভূখণ ভূষণ। মেল—মিলিত হয়; ক্ষীণ হস্তের আভরণ ভূতলে পড়িয়া যায়। গীম—গ্রীবা। ক্ষিতি ইত্যাদি;—হস্ত দ্বারা মাটিতে আঁক কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি ছিন্ন-ভিন্ন হইল। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। "উচিত" পাঠও দৃষ্ট হয়॥ ১২৯॥

বিহসি—হাসিয়া। থোর—অল্প। কয়ল কোর—কোলে করিল। বিছুরি পার—বিস্মৃত হইতে পারি; "বিছুরি যায়" পাঠও দৃষ্ট হয়। নিভৃত কেতনে—জনশূন্য কুঞ্জে। উমতি—উন্মত্ত। বিপতি—বিপত্তিতে॥১৩০॥

ফুকরই—উচ্চৈঃস্বরে। রোয়ত—কাঁদিতে লাগিল। মূরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যবধনী ইত্যাদি,—ধনী এই আশ্বাসে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। পুহু—পুনরায়; "দুহু" পাঠও দৃষ্ট হয়। মাথ—মাথায়। নিশোয়াস—নিশ্বাস। পুহু—পুনর্ব্বার॥ ১৩১॥

রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥ ১৩২

সুহই।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়ে হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥
বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ১৩৩

সুহই।

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন্ বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল-আচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ॥ ১৩৪

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নাগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি।
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিতে তঁহি রহ কান॥ ১৩৫

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে "কালি" ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥

ধাবই—ধাইতেছে। বুলে—ভ্রমণ করে। বাধা—যন্ত্রণা। নীত—উপদেশ-বাক্য॥ ১৩২॥

সোয়াথ—চিত্তের স্থিরতা; শান্তি। নাহি দেখ—যেন নাহি দেখে। ভরমিব—বেড়াইব॥ ১৩৩

কহিতে না লয়—বলা উচিত নয়। রচহ—সুস্থির কর। বেভার—বাহির। পিঞ্জরমধ্যস্থ সারী পাখীর ন্যায় মনোদুঃখে কাল যাপন করিতেছি। ঘরে থাকিয়া এদুঃখ সহিতেও পারি না, আবার গৃহের বাহির হইয়া যাইতেও পারি না। মাহা—মধ্যে॥ ১৩৪

উছলল—উচ্ছলিত হইল, প্রবল ভাবে উঠিল। রোল—ধ্বনি। সগরি—সকলি॥ ১৩৫॥

অবধি—সীমা, প্রত্যাগমনের সীমা। ভীত—ভিত্তি, দেয়াল। কালি—পরদিন, কল্য। ভেল পরভাত ইত্যাদি—রজনী প্রভাত হইলে সকলে

কালি কালি করি তেজিনু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুররমণীগণ রাখল বারি॥ ১৩৬

সিন্ধুড়া।

কণ্ঠ-গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারী।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-বচন-অবধান॥
নারী অবলা হাম কি বলিব আন।
তুঁহু রসনানন্দ-গুণক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসগান॥ ১৩৭

তিরোতা-ধানশী।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ ১৩৮

গান্ধার।

কি কহবি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভৈ গেল॥
হাম অবলা মতি-বামা।
না গণনু পরিণামা॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান॥ ১৩৯

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই॥

জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, সখি "কালি (কল্য) কবে হইবে, বল। বারি—বারণ করিয়া॥ ১৩৬

ভোল—গদগদ। বিছুরিল—ভুলিল, ত্যাগ করিল। যার জন্য কুলমান বিসর্জ্জন দিলাম, সেই এক্ষণে আমাকে (ভুলিল) পরিহার করিল। দোখ—দোষ। যো পুন ইত্যাদি,—হে সখি! যে নাগর বুদ্ধিমান্, তিনি কঠোর বাক্যও মন দিয়া শুনিয়া থাকেন। রসনানন্দ—বাক্‌পটু। অবগাই—দূর করিয়া, প্রশমন করিয়া॥ ১৩৭

কৈছনে—কেমন করিয়া। নিন্দ—নিদ্রা, ঘুম॥ ১৩৮

তেজলু—ত্যজিলাম, পরিত্যাগ করিলাম। কানু ইত্যাদি,—কানু নিষ্ঠুর হইয়া (চলিয়া) গেল। দোখ—দোষ। তুরিতে—ঝটিতি, শীঘ্র॥ ১৩৯॥

বরকে—শঠে, কপটে। বর—বিলাসী, কামুক। এক-ঠামা—একটুও। ঝাঁপন—প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত, লুক্কান। লুক্কায়িত কূপ দেখিতে না পাইয়া, চলিতে চলিতে ডুবিয়া গিয়াছি। "ঝাঁপয়ে" পাঠও দৃষ্ট হয়

মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানল ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপলু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা॥
এতদিনে আসু ভাগে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপনি চাঁচনু
দোখি দেয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে॥ ১৪০

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি না কর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১৪১

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি করল মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া-পাশ উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ,
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরয ধর চিতে
তুরিতহি মিলব কান॥ ১৪২

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী নেহ॥

মানুখ—মানুষ। পহিলহি ইত্যাদি,—প্রথমে জানিতে পারি নাই। আসু—অদ্য। ভাগে—ভাগে, পাঠান্তরে "ভালে"। অবগাহি—মজিয়া। দোখি—দোষ। প্রেম কারণ ইত্যাদি,—প্রণয়ের জন্য জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হয়॥ ১৪০

বিষসম ইত্যাদি,—বিষতুল্য বোধ হইতেছে। মোই—আমাকে। পিরীতি ইত্যাদি,—কেহ যেন প্রেম (পিরীতি) না করে। জনি—যেন না। পানি পিয়ে ইত্যাদি,—জল-পানান্তে জাতি বিচার করিতেছে॥ ১৪১

হয় যুগ চারি—চারি যুগ বলিয়া বোধ হয়। পরকার—উপায়। পাখী জাতি ইত্যাদি,—যদি পাখী হইতাম, নাথের নিকট উড়িয়া গিয়া সমস্ত দুঃখের কথা বলিতাম। আনি দেই ইত্যাদি,—এমন সদয় ব্যক্তি কে আছে যে, প্রাণনাথকে আনিয়া দিয়া আমার জীবন রক্ষা করে? তুরিতহি—ত্বরিতি॥ ১৪২

কবে ইত্যাদি—কত দিনে বিধি সদয় হইবে। বিছুরল ইত্যাদি,—গোকুলের কথা তার বুঝি মনেও নাই। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। পিয়ারী—অধিক প্রিয়, প্রিয়তমা। ভ্রমর ভ্রমরী ইত্যাদি,—ভ্রমর ভ্রমরী সকল কুসুমেরই মধুপান করে, কিন্তু কখন

আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশা-হীন নহ,
আওব সো বরকান॥ ১৪৩

———

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী,
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিখা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি! আজু শমন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোর॥
ঘন ঘন-গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পহুঁ গুণ-বন্ত॥ ১৪৪

———

জয়জয়ন্তী

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝাঁপ্পা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী,
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥১৪৫

———

ধানশী।

যো দিন মাধব পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর॥
দিবি করিয়া শপথ করল
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু
সো সব ভৈগেল আন॥
পথ নিরখিতে চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।

কমলিনীর স্নেহ ভুলে না। আশ নিগড় করি—আশা-বন্ধনে বাঁধিয়া। এখনই প্রাণ যেরূপ করিতেছে, প্রিয়তমের আশার আশায় বুক বাঁধিয়া আর কত দিন প্রাণধারণ করিব? আশাহীন—নিরাশ॥ ১৪৩

তাপিনী—মন্দভাগিনী, দুঃখিনী। পরবেশ—আরম্ভ। নিকসয়ে—বাহির হয়। জীউ—জীবন। ঘনগরজিত—মেঘগর্জ্জন। পাপিহা ইত্যাদি,—নিষ্ঠুর পাপিয়া মেঘের পাশে উড়িয়া পিউ পিউ শব্দে নাথের কোল স্মরণ করাইয়া দেয়। আগি—অগ্নি আগুন। দহন—সন্তাপ, উত্তাপ। জানলু—বুঝিলাম। পহুঁ—প্রভু; "পহু" পাঠও দৃষ্ট হয়॥ ১৪৪

বাদর—বাদল, বর্ষা। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। সন্ততি—সতত, সর্ব্বদা। গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে। পাহুন—প্রবাসী, যে বিদেশে অধিক দিন থাকে, তাহার নাম পাহুন (মৈথিল ভাষা); অন্য অর্থে নিষ্ঠুর। "পাহন" ও "বাহন" প্রভৃতি পাঠও দেখা যায়। দাদুরী—দর্দ্দুর, ভেক। ছাতিয়া—বুক। পাঁতিয়া—শ্রেণী, সারি। গোঙায়বি—কাটাইবি॥ ১৪৫

উথল ইত্যাদি,—সে সব কথা উঠিল। দিবি—দিব্য, শপথের দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, শপথের জন্য দিব্য। নিয়ড়ে—নিকটে। ঠেকায়লু—ঠেকাইল। আমার

কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥
কোন সে নগরে, হয়ল নাগর
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি শুনলো যুবতি
তোহারি নাগর চোর ॥ ১৪৬।

শ্রী-গান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে ॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন-পরাণ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক্ ধিক্ জীবন
মাধব নিকরুণ-অন্ত ॥ ১৪৭।

কড়খা—তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সংবাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ॥
জানলু রে সখি কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে, বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল।
এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লু
বুঝলু আপন নিদান।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ পরাণ ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৪৮

তিরোতা-ধানশী।

সজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পায়ব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়লু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়লু,
ছোড়লু জীবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়লু,
খোয়লু এ তনু আশে।
হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে ॥

মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিল, সে সকলই বৃথা হইয়াছে। যতা—যত ॥ ১৪৬

সিধায়ল—সেঁধুল, ঢুকিল, প্রবেশ করিল। উতাপই—উত্তাপ করে। উতরোল—ঝঙ্কার,—উপবনে অলি ঝঙ্কার দিতেছে। পরিযন্ত—শেষ দশা, পরিণাম। নিকরুণ-অন্ত—অতিশয় নির্দ্দয়হৃদয় (কঠিন) ॥ ১৪৭

তাপায়লু—উত্তপ্ত করিল; "তাপাতনু" পাঠও দৃষ্ট হয়। স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণও তাপ বিকিরণে উত্তপ্ত করিল, দুরন্ত বসন্তও চলিয়া গেল, কিন্তু কাকমুখেও প্রিয়তমের সংবাদ পাইলাম না। পালটি—ফিরে। দিঠি—দেখা। সাধে সাধায়লু—আশায় আশায় রাখিয়াছি। নিদান—পরিণাম। অবধিক—বিরহ শেষ হওয়ার। ভেল সব কাহিনী—গল্পে পরিণত হইল। ইহ ইত্যাদি,—নাথের বিরহ-যন্ত্রণা বড়বাগ্নি অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইল ॥ ১৪৮

পতিয়াই—বিশ্বাস হয়, প্রত্যয় হয়। কিয়ে—কিরূপে। বরিখ—বৎসর; পাঠান্তরে "বরখ"। হিম-কর-কিরণে—চন্দ্রকিরণে। মাধবী মাসে—

অঙ্কুর তপন· তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে ॥
ইহ নব যৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৪৯

—

তিরোতা—ধানশী।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ১৫০।

মধুমাসে, বসন্ত কালে। জারব—জর্জ্জরিত হয়। অঙ্কুর তপন ইত্যাদি,—সূর্য্যের উত্তাপে যদি অঙ্কুর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বারিপ্রদ মেঘসঞ্চারে কি ফল ফলিবে? মেহে—মেঘে। অব নাহি ইত্যাদি,—এখনই নিরাশ হইও না ॥ ১৪৯ ॥

সুখায়ব—শুকাইব। সমুদ্র-নিকটেই যদি পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইবে, তবে পিপাসা কে দূর করিবে? আগি—আগুন। সুরতরু—কল্পতরু। বাঁঝ-বাঁঝা, বন্ধ্যা ॥ ১৫০ ॥

পাহিড়া

যহঁক বিরহ ডরে উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয় বিনা মোহে কো কি না কহলা ॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে ॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি নাহি যে ছিল করমে ॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ ১৫১।

—

তিরোতা-ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥
আওন করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে ॥

প্রথম পংক্তির নিম্নলিখিতরূপ পাঠও নির্দ্দেশ আছে।

"যহঁক বিরহ ভয়ে চীর চন্দন
উরে হার না দেলা।"

যহঁক—যাঁহার। যহঁক ইত্যাদি,—উভয়ের বক্ষ-মধ্যে ব্যবধান হইবে, সুতরাং বিচ্ছেদ সম্ভাবনা মনে করিয়া, প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে অবস্থানকালীন, চন্দন, হার বস্ত্র বুকে রাখি নাই—এক্ষণে কত পর্ব্বত ও নদী আমাদিগকে ব্যবধান করিয়া রুখিয়াছে। আঁতর—অন্তর, ব্যবধান। পূরব জনমে ইত্যাদি,—প্রাণনাথের দেখা পাইব, পূর্ব্ব জন্মে বিধাতা ভুল ক্রমে লিখিয়াছিলেন—কিন্তু আমার কর্ম্ম দোষে দেখা পাইলাম না। ভরমে—ভ্রমে। আনদেশে অন্যদেশে। "আনসে" পাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১৫১ ॥

দোসর—সঙ্গী। কেহ সঙ্গী হইল না। বহি গেলা—কাটিয়া গেল, চলিয়া গেল। পূরবক—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥ ১৫২।

তিরোতা-ধানশী।

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়॥
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়।
কোকিল-কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ অনি সজনি কোন্ গতি মোরা॥
পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন্ অপরাধে॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহে হবে পুন মেল॥ ১৫৩

তিরোতা-ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন করল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত করল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ-সমাপন প্রেম-বিথারি॥ ১৫৪

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কব পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ তব দুখ, মিলত মুরারি॥ ১৫৫

ধানশী।

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন-শরানলে এ তনু জর জর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলিল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে,
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীঁতার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী
দুখ ভেল অবশেষ রে॥ ১৫৬

পূর্ব্বের। বিসরিত—বিস্মৃত। সমঝাইতে—বুঝাইতে॥ ১৫২॥

দুজে—দ্বিতীয়। একে দারুণ বিরহ, তাহাতে আবার মদন সহায় হইয়াছে। পহিল বয়স ইত্যাদি,—প্রথম বয়সে আমার সাধ পূর্ণ হইল না॥ ১৫৩॥

অঙ্কুরে স্থলে "আঙ্কুরে" পাঠও দৃষ্ট হয়। আন—অন্য-মনে। এক ভাবিলাম, বিধাতা অন্যরূপ করিল। করল—করিলাম। শুনইতে ইত্যাদি,—তোমরা আমাকে শ্যাম-নাম গান শুনাও, ঐ গান শুনিতে শুনিতে পাষাণ প্রাণ বাহির হউক। মরণ-সমাপন—মৃত্যু শেষ অবধি। বিথারি—বিস্তার করে। "ভিথারী" পাঠও দৃষ্ট হয়॥ ১৫৪॥

কতদিনে ইত্যাদি,—কতদিনে চাঁদে কুমুদে মিলন হইবে। পুছব—জিজ্ঞাসিবে। ভাগউ—দূরে যাউক॥ ১৫৫

সন্দেশ—সংবাদ। শঙ্খ—শাঁখা। চুর—চূর্ণ, ভাঙ্গিয়া ফেলা। কি কাজ শিঙ্গারে,—বেশ বিন্যাসে আবশ্যকতা কি? ডার—ফেল, বিসর্জ্জন দাও॥ ১৫৬

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহিঁ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা, ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ-সার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণি-হার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ-ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জপঙ্ক॥ ১৫৭

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম- পাশে তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জিয়ব কথি লাগি।
যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর-অনুরাগী॥
অঙ্গুলক, আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর,
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥ ১৫৮

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা।
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈবগঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো অব আন্ধা॥ ১৫৯

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অনন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিলকুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
হই সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ॥
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥ ১৬০

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমেরবীজ অঙ্কুরে মোড়লি,
বাঁচব কোন উপাই॥

কতিহুঁ—কিজন্য, কেন। হে মদন! শঙ্কর নই, আমি কামিনী, তবে কেন আমার তনু জরজর করিতেছ? হুঁ—হই। "হউ" পাঠও দৃষ্ট হয়। মোতিম-বন্ধ—মুক্তাবাঁধা। মৌলি—ঝুঁটি, শিখা, চূড়া। কেলিক কমল—লীলা-কমল॥ ১৫৭॥

"সুখে মুখ" স্থলে "মুখে মুখ" পাঠও দৃষ্ট হয়। কথি—কি জন্য। অঙ্গুলক ইত্যাদি,—প্রিয়তমের বিরহে এত ক্ষীণ হইয়াছি যে, আঙ্গুলের আংটী আঙ্গুলে না পরিয়া বাউটীর মত হাতে পরিলেও হয়॥ ১৫৮॥

মনে ছিল ইত্যাদি,—সুজনের প্রেম পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় অটুট বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এ প্রণয় আর ভাঙ্গিবে না। না জানিয়ে—জানি নাই। ঐছন—এরূপ। মোড়ি—নষ্ট করিয়া। আঁকুর—অঙ্কুর। যাকর—যাহার॥ ১৫৯॥

অন্ত—[illegible]ধো। অবযদি যাই ইত্যাদি,—আমার মনে হইতেছে, এই সময় কাহারও নিকট সংবাদ পাইলে (কেহ গিয়া সংবাদ দিলে), কানু নিশ্চয়ই আসিবেন। সংবাদহ—সংবাদ দাও। কা-সঞে ইত্যাদি—কাহার সঙ্গে বিলাস করিবে? ১৬০

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খনহি শুখায়লি,
ঐছন তুহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়নু
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঞ্জইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম-দোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ১৬১

— —

পঠমঞ্জরী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ে কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না-পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে॥
সই ত তমাল-তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়॥
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ-মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ-আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬২

— —

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহুঁ লিহে মোর নাম।
অরুণ-ডুলহ করে দিহে জল-দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬৩

— —

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখি মাঝে॥
আছইতে আছল কাঞ্চ পতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥

রোপিয়া ইত্যাদি,—প্রেমের বীজ বপন করিয়া। অঙ্কুরে বিনষ্ট করিলে, কি উপায়ে বাঁচিবে? পসারল—পসারয়, ভাসিয়া বেড়ায়। তৈল যেরূপ জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তোমার স্নেহও সেইরূপ। শুখায়লি—শুখায়। জল যেরূপ বালির উপর শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, তোমার সোহাগও তদ্রূপ। তাকর-তাকর—তাহার। লোভাই—লোভে। চোর-রমণী ইত্যাদি,—চোর রমণী যেমন (পাছে লোকে টের পায়, এই ভয়ে) চেঁচাইয়া কাঁদিতে পায় না, আমিও সেইরূপ মনে মনে কাঁদি। শলভ—পতঙ্গ। ধায়ল—ধাবমান হয়॥ ১৬১

নিচয়—নিশ্চয়। পাঠান্তরে "নিশ্চয়"। মঝু—আমার। সহি—সখী। অবিরত ইত্যাদি,—সেই কৃষ্ণবর্ণ তমাল বৃক্ষে, আমার তনু যেন সর্ব্বদা থাকে। কবহু—কখনও। "কবহু" পাঠও দৃষ্ট হয়। আনল মাহ—অগ্নিমধ্যে॥ ১৬২

পরণাম—প্রণাম। লিহে—লয়। অরুণ-ডুলহ—অরুণ-তুল্য, অরুণকান্তিবিশিষ্ট। বিদগধ—সুরসিক। পহু—প্রভু॥ ১৬৩

এবে ভেল বিপরীত ঝাম্বর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদকি রেহা ॥
বাম-করে কপোল লুলিত কেশ-ভার।
করনখে লিখু মহী আঁখি জলধার ॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ ॥ ১৬৪

বালা-ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিনী রোয়িতি মন্দির মাঝ ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনকপুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি ॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী ॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী ॥১৬৫

বালা-ধানশী।

মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা ॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল- কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।

পদ-অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার ॥ ১৬৬

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমল মুখী
মুদি রহয়ে দুনয়ান।
কোকিল-কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ ॥
মাধব! শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১৬৭

বরাড়ী।

লোচন-লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥

আছইতে ইত্যাদি—পূর্ব্বে সে স্বর্ণপুত্তলিকার ন্যায় ছিল। ঝামর-দেহা—মলিন অঙ্গ। দিবসে, ইত্যাদি—দিবাভাগে শশিলেখা যেন বিবর্ণ হইয়াছে ॥ ১৬৪

দিঠি—চক্ষু। লোটি—লুটায়। বাঢ়ই—বাড়াইয়া ॥ ১৬৫

অবিরত ইত্যাদি,—তাহার নয়নে ঝরণার জলের ন্যায় অনবরত বারিধারা বহিতেছে, যেন শ্রাবণে মেঘমালা বর্ষণ করিতেছে। পুনমিক ইত্যাদি,—পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দিত সুন্দর আনন এক্ষণে ক্ষীণ শশি-লখার ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। পাণি ইত্যাদি,—গালে হাত দিয়াই থাকে। কুলিশক সার—বজ্রের সার ভাগের ন্যায় কঠিন। ১৬৬

ঝাঁপল—ঢাকিল। হাত দিয়া কর্ণ আবৃত করিল। দুবরি—দুর্ব্বল। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় ॥ ১৬৭

লোচন ইত্যাদি,—চক্ষের জলে নদী বহিল। তহি—তাহাতেই, "ততহি" পাঠও দৃষ্ট হয়। করত

কুন্তল কবরী উলটি উরে পড়ই ।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দা না হোয় ।
অবনত আননে ধনী কত রোয় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান ।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥ ১৬৮

মল্লার ।

মলিন চিকুর তনু চীরে ।
করতলে নয়ান নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয় ।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয় ॥
কোই কমল-দলে করই বাতাস ॥
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আয়ল হরি ।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
উরে দোলে শ্যামল বেণী ।
কমলিনী করে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে ।
বিরহিণী-বেদন সখী সমুঝাওয়ে ॥ ১৬৯

মল্লার ।

নদী বহে নয়ানক নীরে ।
মুরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্ক ।
তোহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা ॥
তৈখনে থির ভেল শাসা ।
কোই নলিনী-দলে করয়ে বাতাসা ॥
চৌদশী চান্দ সমান ।
তুয়া বিনু শূন-ভেল প্রাণ ॥
কোই রহ রাই উপেখি ।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥
কোই সখী পরিখই শ্বাস ।
হাম ধাওলু তুয়া পাশ ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ ॥
মনে গুণি পূরব সিনেহ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান ॥ ১৭০

কানড়া-কামদ ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই ।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি ।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥

সিনান—স্নান করিল। যব তুয়া ইত্যাদি,—তোমার রূপমাধুরী নয়ন ভরিয়া একবার দেখিতে পাইলে, তোমার রাধা বাঁচিতে পারে। অবনত ইত্যাদি,—আনত বদনে ধনী তোমার জন্য কত কাঁদে। বুঝনু ইত্যাদি,—বুঝিলাম, তোমার হৃদয় বড়ই কঠিন ॥ ১৬৮

সোয়—সো, সে। লুবুধি—লুব্ধ। মুগুধি—মুগ্ধ। উরে ইত্যাদি,—কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম বক্ষোপরি দুলিতেছে ॥ ১৬৯

তছু—তাহার। বঙ্ক—বাঁকা, কুটিল। তিরিবধ-শঙ্কা—স্ত্রীহত্যার আশঙ্কা। তৈখনে ইত্যাদি, তখন নিশ্বাস ক্ষীণ হইল। শূন—শূন্য। ধুনি ধুনি—নাড়িয়া চাড়িয়া। পরিখই—পরীক্ষা করে। সিনেহ—স্নেহ ॥ ১৭০

অনুখণ—সদা সর্ব্বদা। সুন্দরী ইত্যাদি,—সুন্দরী মাধব হইল, অর্থাৎ শ্রীরাধা মাধবকে স্মরণ করিতে করিতে নিজেকে কৃষ্ণ-জ্ঞান করিতে লাগিল। লুবধই—লুব্ধ হইয়াছে বা লুব্ধ করিয়াছে; মোহিত হইয়াছে। নিজগুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বভাব বিস্মৃত হইল। ভোরহি—বিহ্বল হইয়া। কাতর দিঠি হেরি—করুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। রাধা

রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব
মাধব সঙে যব রাধা।
দারুণ প্রেম, তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশ দারুণ- দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৭১

মাথুর।

মাধব! অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সোহেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ-বিখ-জ্বালা॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পূর্ণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পকদামে॥
সোহি অবধি দিন বহু আশোয়াসলু
তৈঁ ধনী রাখত পরাণে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে॥ ১৭২

গুর্জরী।

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।
আজিহিঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীতল সলিল কমল-দল শেজ হি
লেপই চন্দনপঙ্কা।
সো সব যতহিঁ আনল-সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি॥
কিয়ে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি নিরমিল
অবহু করহ অবধানে॥ ১৭৩

ধানশী।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা

সঙে যব ইত্যাদি,—যখন আপনাকে রাধা মনে করে তখন মাধবকে চিন্তা করে, আর যখন নিজেকে কৃষ্ণ জ্ঞান করে তখন রাধার বিষয় ভাবে। পুনতহি স্থলে "গুণতহি" পাঠও অনেকস্থানে দৃষ্ট হয়। বাধা —বাধা, যন্ত্রণা। দুহু দিশ—দুই দিকে। দুইদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কীটের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হয়। ঐছন ইত্যাদি,—সুধামুখীও প্রিয়তমকে দেখিয়া অবধি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৭১

সারঙ্গ—ভ্রমর, কোকিল, চাতক পক্ষী, হরিণ, সিংহ, ময়ূর প্রভৃতি। কিন্তু এস্থলে "সারঙ্গ শবদে" অর্থ "ভ্রমর-ঝঙ্কারে" কি "কোকিলের শব্দে" করাই প্রশস্ত, যুক্তিসঙ্গত। আগরি—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। তাহার ন্যায় রূপ-গুণাগ্রগণ্যা সুন্দরীকেও বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত করিয়াছে। উর বিনু শেজ—বক্ষঃস্থল বিনা অন্য শয্যা। শেজ—শয্যা, বিছানা। মহীঠামে —মহীস্থলে, ভূতলে। টুটি পড়ল—খসিয়া পড়িয়াছে। হরল গেয়ানে—জ্ঞান হরণ করিয়াছে॥ ১৭২

"যাই না পেখসি" পাঠও লক্ষিত হয়। পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে। আজি কি কালি প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। কমল-দল শেজ—কমলদলতুল্য কোমল শয্যা অথবা কমলদলতুল্য সুশীতল শয্যা। লেপই—লেপন, প্রলেপ। মৃগঙ্কা—চন্দ্র। স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণও দশগুণ দগ্ধ করিতেছে। ক্ষেপহি—যাপন করে। পাঠান্তরে "নিশি"। উপচার—চিকিৎসা। দশমী-দশা—শেষাবস্থা, মৃত্যুর দশা॥ ১৭৩

পরবোধ—প্রবোধ দিব, বুঝাইব। বেরি বেরি

সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তিতল কলেবর
বিলোলিত দীঘলকেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণত হি শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন-বন্ধন আশ পাশ॥ ১৭৪

— —

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই॥
বিরহ-বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই॥
মরকত-স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ-দেহা।
নিকষ-পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা॥
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক সোহে।
রাহু-ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে॥
বিরহ-বেদন কি তোরে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবনসংশয় জান॥ ১৭৫

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেড়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চনরেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সংবরি মাথ॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুখণ ঘোর বিরহজ্বর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥ ১৭৬

—·—

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত কর আনন,
রহত করুণা-পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি॥
মাধব কঠিনহৃদয় পরবাসী।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী
অবহু পালটি গৃহে বাসি॥
দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুঃখ দেই অনঙ্গ।

—বারম্বার। জগমাহা—ভূথিবীভিতরে। দীঘল—দীর্ঘ, লম্বা। বিলোলিত—আলুলায়িত। ভেদ জনু ইত্যাদি,—যেন মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। জীবন ইত্যাদি —আশা-বন্ধনেই যেন জীবন বাঁধিয়া আছে॥ ১৭৪

বিপতি—বিপত্তি। মরকতস্থলী—মরকত-মণ্ডিত শিবির বা হরিৎ ক্ষেত্র। নিকষ পাষাণে—কষ্টি পাথরে। মদন যেন কষ্টি পাথরে পঞ্চবাণ দ্বারা স্বর্ণ-রেখা অ াকিয়াছে। মোহে—(১)আমার; অন্যার্থে(২) মোহ। উপজল—(১) বোধ হইল; (২) জন্মিল॥১৭৫

চিত পুতলি—চিত্রিত পুতুল। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অতি ক্ষীণ ইত্যাদি,—তাহার তনু স্বর্ণরেখার সদৃশ ক্ষীণ হইয়াছে, দেখিলে তাহার নিজ দেহ বলিয়া কেহ প্রত্যয় করে না। গলিত—খসিয়া পড়িয়াছে। ফুয়ল ইত্যাদি,—আলুলায়িত কেশপাশ মাথায় আটকান যায় না। তাহার চেতনা ও মূর্চ্ছা বুঝা যায় না। জারি—জর্জ্জরিত করে। অনুলেহ—স্নেহ॥ ১৭৬

রহত ইত্যাদি,—কাতরা হইয়া পথপানে চাহিয়া থাকে। বিধুন্তুদ—রাহু। টেরি—কুপিত ভাবে। "ঠারে" পাঠও দৃষ্ট হয়। অবহু এখনও। এখন

গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥ ১৭৭

মল্লার।

সখীগণ কন্দরে খোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয়।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয় ॥
মাধব কত পরবোধব তোই।
দেহ-দীপতি গেল হার তার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই ॥
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তক দোসর দেহা ॥
নবমী দশা পেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী-অবসানে।
আজুক এতখণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহিপয়ে জানে ॥
কেলি-কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ১৭৮

দূতী।

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা ॥
সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কোখিক পাথরে
তেজল কনক-রেহা ॥
খুলল কবরী না বান্ধে সংবরি
ধনী অবশ এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা ॥
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধি
তা কর জীবন কাহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে
ভরম হৈল যথা ॥ ১৭৯

গৃহে ফিরিয়া যাও। গেলহুঁ—গতপ্রায়। পরভৃতক—কোকিল। নিয়ড়ে—নিকটে ॥ ১৭৭

কন্দরে—স্কন্ধে। সখিগণের স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হয়। ঘর সঞে—গৃহ হইতে। দীপতি—কান্তি, পিন্ধাওল—পরাইল। তন্তক দোসর—তাঁতের ন্যায়। "সখীগণ" স্থলে "হখীগণ" পাঠও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। বিহিপয়ে—কেবলমাত্র বিধাতাই। ১৭৮

ডারলি—অর্পণ করিলে, প্রদান করিলে। নিমালিক—নির্ম্মাল্যের। গণি—অনুভব করি, বোধ করি। দেখে দিন ইত্যাদি,—বোধ হয় তোমার আসার আশায় পথ চাহিয়া চাহিয়া তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। ঝামরু—শুষ্ক, বিবর্ণ। যেদিন হইতে সেদিকে তোমার বংশীধ্বনী হয় না, অর্থাৎ যেদিন হইতে তুমি ব্রজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই অবধি তাহার দেহ শুষ্ক হইতেছে। সোনারে—স্বর্ণকে; অথবা স্বর্ণকারে। রুখলি—রুক্ষ। ভুখলি—কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা। চাকর ইত্যাদি,—যাহার ব্যাধির ঔষধ অন্যের অধীন। ১৭৯

পাহিড়া।

যব রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
ততহিঁ পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ গদ স্বরে লহ লহ আখরে
যো কছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত্ত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঙ্গে রাজ সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী॥
দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব বাই॥ ১৮০

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নহি রসিকবর বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধব থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥ ১৮১

বিছুরণ—বিস্মরণ। ততহি ইত্যাদি,—তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। লহ লহ আখরে—লঘু লঘু স্বরে। সোই ঠামা—সেই স্থানে। "শরীর" স্থলে "হৃদয়" পাঠও লক্ষিত হয়। ভাওই—শোভা পায়। তুহুঁ ইত্যাদি—তুমি তাহাকে প্রবোধ দিও। বাই পাঠান্তরে "বাই"॥ ১৮০

বিদগধ—সুপণ্ডিত। উদ্‌ভট—(১) উৎকট, তীব্র; (২) শ্রেষ্ঠ। ঐছন ইত্যাদি,—হৃদয়মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হয়। বান্ধহ থেহ—ধৈর্য্য ধর। থেহ—স্থিরতা॥ ১৮১

ভাব-সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন।

ধানশী।

যব হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাবে জয়তুর।
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার-পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥ ১৮২

ধানশী।

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বানাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব হাতে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ ১৮৩

জয়তুর—জয়সূচক তূর্য্যধ্বনি, জয়তুরী। আলিপন—আলপনা। দেবি—দিব। মুক্তাহার আলপনার, কুচযুগ মঙ্গল-কলসের এবং কুচাগ্রভাগ আম্রপল্লবের কার্য্য করিবে। ভাগে—অদৃষ্টে, ভাগ্যে॥ ১৮২

মঝু—আমার। মঙ্গল ইত্যাদি,—যতপ্রকার মঙ্গলাচরণ আছে, সে সমস্ত আমার দেহেতেই সম্পন্ন করিব। ঝাড়ু—চামর, চমরীপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনবিশেষ। বিছানে—বিস্তারে। ঠাঠ—শ্রেণী।

বালা-ধানশী।

অয়নে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন বহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি।
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥১৮৪

সুহই

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দবয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর।
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তোহারি পিরীতক যাও বলিহারি॥ ১৮৫

ধানশী।

আওল গোকুলে নন্দ-কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর-রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ-পিয়ারে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
ধৈরয ধর তোহে মিলব মুরারি॥ ১৮৬

পঞ্চম-শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥ ১৮৭

কামিনী ঠাঠ—কামিনীবৃন্দ। চারিদিকে চাঁদের কাটা মিলিবে॥ ১৮৩

রসিয়া—রসিক। তহু—সে। কাঁচুয়া—কাচুলি। হঠিয়া—(১) সরিয়া; (২) বলপূর্ব্বক। করে কর বারব—হস্ত দ্বারা হস্ত নিবারণ করিব (আটকাইব)। আধদিঠিয়া—আড়নয়নে' চাহিয়া। মো—আমার। "আজু" পাঠও দৃষ্ট হয়। ধনি—ধন্য॥ ১৮৪

দিঠি ভরি—নয়ন ভরিয়া। কোর—কোলে যাও—যাই॥ ১৮৫

পেখনু—হেরিলাম, দেখিলাম। প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন করিলাম। নিরদন্দা—সুপ্রসন্ন। আজু মঝু ইত্যাদি,—আজি আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া মনে করিলাম। টুটল ইত্যাদি,—সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। সোই—সেই। লাখ ডাকউ—লক্ষ ডাক ডাকুক। অব ইত্যাদি—এক্ষণে, সে যতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া না যায়। তবহুঁ—ততক্ষণ। পরিহোয়ত—

ধানশী ।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর ।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ-দেল ।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই ।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা ।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥ ১৮৮

ধানশী ।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল ।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূরে গেল ॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল ।

* * *

চিরদিনে বহি আজু পূরল আশ ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নাহি আধি ।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি ॥ ১৮৯

ভূপালী ।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু ।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে ।
কিঙ্কিনী রোল করত পুনঃ সঘনে ।
বিদ্যাপতি অব কি কহিব আর ।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥ ১৯০

ভূপালী ।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল ।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে ।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান ।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর ।
ত্রিভুবনবিজয়ী নাগরী চোর ॥ ১৯১

ভূপালী ।

হাতক দরপণ মাথক ফুল ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পানি ।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি ॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহবি মোয় ।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয় ॥ ১৯২

ধানশী ।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

ত্যাগ করে, পরিহার করে। "অবনহ" পাঠও লক্ষিত হয় ॥ ১৮৭

ওর—সীমা। ওঢ়নী—চাদর। বা—বাতাস। দরিয়া—নদী। না—নৌকা ॥ ১৮৮

কৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখিয়া সমস্তই দূরে গেল। "দূর" স্থলে "দুখ" পাঠও দৃষ্ট হয়। পরসাদ—অনুগ্রহে। আধি—মনোদুঃখ। ঔখদে—ঔষধে ॥ ১৮৯

অনুকূল—সদয়। যৈছে—যেরূপ ॥ ১৯০

দুলহ—দুর্লভ ॥ ১৯১

দরপণ—দর্পণ। মৃগমদ—কস্তুরী। সরবস—সর্ব্বস্ব। মীনক পানি—মাছের জল। জীব... ইত্যাদি,—তোমাকে জীবের জীবন বলিয়াই জানি। কৈছে—কিরূপ ॥ ১৯২

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে নাহি পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥ ১১৩

আত্ম-নিবেদন।

ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহ বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥ ১১৪

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম
সুত-মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগত-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতএব তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগরী লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।

বাখানিতে—বর্ণনা করিতে গেলে। তিলে তিলে ইত্যাদি—প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন হয়। তিরপিত—তৃপ্ত। রভসে—আনন্দে। তবু হিয়া ইত্যাদি,—তবুও প্রাণ শীতল হইল না। কাহু—কাহারও। না পেখ—হেরিলাম না॥ ১১৩

বাঁটায়নু—ভাগ করিলাম, বাঁটিয়া দিলাম। বেরি—কাল, সময়। মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া কেহই জিজ্ঞাসা করে না, কেবল মাত্র কর্ম্মই সঙ্গে যায়। পয়োনিধি—সমুদ্র। তোমার পদ পরিত্যাগ করিয়া, পাপসাগর কিরূপে পার হইব? মঝ—মধ্যে। মেলি—মিলিত হইয়াছি, আসক্ত হইয়াছি। অমৃত পরিত্যাগ করিয়া কি বিষ পান করিলাম। "সেহ" স্থলে "লেহ" এবং "কি বাঢ়ব" স্থলে "কি জানি" পাঠও দৃষ্ট হয়। সাঁঝক বেরি—অন্তিম দশায়। শেষ (অন্তিম) কালের সেবা কে চায়॥ ১১৪।

তাতল—উত্তপ্ত। সৈকতে—বালুকাপূর্ণ ভূমিতে। উত্তপ্তবালুকাপূর্ণ ভূমিতে। সুত—পুত্র। মিত—মিত্র। রমণীসমাজ—নারীগণ,। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া। পরিণাম-নিরাশা—পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশ (আশাহীন)। তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং দীন-দয়াময়, অন্তরে কেবল তোমাকেই নির্ভর করিয়া আছি—অর্থাৎ অন্তিম কালে কেবল তোমার চরণই ভরসা। নিন্দে গোঙায়নু—নিদ্রায় কাটাইলাম। চতুরানন—ব্রহ্মা। তোমার আদি অন্ত নাই। তোহেই ইত্যাদি;—সমুদ্র-তরঙ্গবৎ তোমাতেই জন্ম এবং তোমাতেই

আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অবতারণ তার তোহারা ॥ ১১৫

বরাড়ী।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিলে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ১১৬

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

মাধব, কি কহব সুন্দরী রূপে।
কতনা যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে ॥
পল্লব রাজ- চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনককদলীকর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে ॥
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মনিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায় ॥
অধর বিম্বসনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবি শশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥
সারঙ্গ বচন জানু সারঙ্গ নয়ন
স রঙ্গ তনু সমধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে ॥
ভণয়ি বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
এহন জগৎ নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমাদেবী পরমাণে ॥ ১১৭

বিলীন হয়। আদি অনাদিক—তুমি অনাদিরও আদি ॥ ১১৫।

দয়া জানি ইত্যাদি,—দয়া করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দাও। ছার—অধম। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। তিল এক ইত্যাদি,—তিল মাত্র স্থান বা সময় দাও ॥ ১১৬।

মাধব! সুন্দরীর রূপের কথা কি বলিব? নয়ান স্বরূপে—প্রত্যক্ষে। ভানে—সদৃশ। সমাহল—স্থাপন করিল। "সিংহস মাহল" পাঠও দৃষ্ট হয়। ফুলায়ল—ফুটাইয়াছে। নালবিনা—নালবিশিষ্ট না হইয়াও। সুরসরি—গঙ্গা। বীজু—বীজ। গরসে—গ্রাস। সারঙ্গ—চাতক, হরিণ, ভৃঙ্গ, হস্তী রাজহংস, ময়ূর ইত্যাদি। সুন্দরীর কোকিলের ন্যায় বচন এবং হরিণের ন্যায় চক্ষু। তনু—তাহার। দউ—দুই। এহন—এমন। আনে—অন্য ॥ ১১৭

চণ্ডীদাস।

কাল-প্রভাবে বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীও রূপান্তরিত—পরিবর্তিত না হইয়াছে, তাহা নহে। তবে বিদ্যাপতি মিথিলাপ্রদেশে এবং চণ্ডীদাস বঙ্গ-প্রদেশে অবস্থিতি করায়, এদেশে চণ্ডীদাসের ভাষা-বিকৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই সমসাময়িক, উভয়েই ব্রাহ্মণ, উভয়েই বাঙ্গালী, উভয়েই প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; আবার উভয়ে একই প্রেমের পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অথচ, উভয়ের মধ্যে ভাষাগত বিষম পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, বিভিন্ন প্রদেশে বাস হেতু তত্তৎ প্রদেশ প্রচলিত ভাষার প্রভাব ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? এই যৌবনোদ্গমের দিনেও বঙ্গভাষা যখন প্রাদেশিকত্বের প্রভাবপরিশূন্যা নহে, তখন তাহার শৈশবের অস্ফুটস্বরে এ বৈচিত্র্য থাকিবে—সংশয় কি?।

শ্রীবলরাম। *

গান্ধার।

স্ফটিক অঙ্গের জনু, রজত সুন্দর তনু,
রসে ঢল ঢল বলরাম।
বিগত-কলঙ্ক চাঁদ, কোটি গুঞ্জা মুখছাঁদ,
মৃগমদ তিলক অনুপাম॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া, বনফুল-মালা বেড়া,
টলমল শিখিদল তায়।
পরিমলে উনমত, মধুকর শত শত,
মধুপিবি মধুরিম গায়॥
পরিসর ভাল স্থল, বিলোল অলকামাল,
মুখচন্দ্র অতি অপরূপ।
হেরিতে চকিত চিত, চমকিত অতি ভীত,
কত শত মনমথ ভূপ॥
উন্নত বঙ্কিম চারু, কন্দর্প-কামান ভুরু,
কমলপলাশ দুটি আঁখি।
বারুণী অলস ঘোরে,
মেলিতে না পারে জোরে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যেন দেখি॥
নাশাপুটে ঝলমল, বিলসে মুকুতাফল,
সুরঙ্গ অধরে সদা হাসি॥
হেরিয়া দশন পাঁতি, সিন্দুর মুকুতাজাতি,
অমিয়া উগারে রাশি রাশি॥
বাম কর্ণে ঝলমল, মণিময়কুণ্ডল,
দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী।
কণ্ঠহার পরিপাটি, দেখিতে সোণার কাঁঠি,
উরে গুঞ্জা অতি মনোহারী॥
রঙ্গণ মালতী কুন্দ, করবীর অরবিন্দ,
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।
মুকুন্দ মল্লিকা জাতী, কনক চম্পক যূথী,
রমণক তুলসীর পাতে॥
মন্দার অশোক ধূপ, শেফালিকা সাওলা ফুল,
আর যত বনফুল ডালে।
ভ্রমিছে ভ্রমরা তায়, মধুর মধুর গায়,
উরুপর দোলে বনমালে॥

* শ্রীকৃষ্ণলীলায় দ্বাপর-যুগে শ্রীবলরাম অবতাররূপে পরিবর্ণিত। ভক্তকবি জয়দেব দশাবতার স্তোত্রে তাই গাহিয়াছেন,—
'বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্,
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।"
কবি চণ্ডীদাসের গ্রন্থারম্ভে তৎকৃত বলরামের রূপ বর্ণনাই প্রথমে সংযোজিত হইল।

গুঞ্জা—কুঁচ। পরিমলে—সৌরভে। উনমত—উন্মত্ত, পাগল। মধুপিবি ইত্যাদি—মধুপান করিয়া সুমধুর গান করে। বারুণী—এক প্রকার মদ। মঞ্জরী—মুকুতা। উরে—বক্ষে। মনোহারী—মুগ্ধ-

করভ শাবক শুণ্ড, সুবলিত ভুজদণ্ড,
কনককেয়ূর তায় সাজে।
অঙ্গদ বলয়া মণি, নীল পাটের থোপনি,
মণিবন্ধ বাহুতে বিরাজে॥
শ্রীদাম সুদাম সাথে, চলিলা ভাণ্ডীর পথে,
চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে।
দেখ দেখ রাম রায়, না ঠেলিও রাঙ্গাপায়,
চরণেতে রেখহ আমাকে॥ ১

সুহিনী।

দেখ বলরাম ভুবন মাঝে।
রূপ দেখি কাম মরমে লাজে॥
চাঁচর চিকুরে চামরী মজে।
নানা ফুল ডাল তাহাতে সাজে॥
রজত মুকুরে মাজিয়ে মুখ।
তা দেখিয়ে চাঁদের মরমে দুঃখ॥
তিলক-বলিত ললিত ভালে।
মুগ্ধ ভ্রমরা অলকজালে॥
অরুণ দীঘল নয়ন দেখি।
বিকচ কমল কিসে বা লেখি॥
পাত সহিত কদম্ব ফুলে।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলে॥
তিল ফুল জিনি সুন্দর নাসা
নাগরী জনার মনের বাসা॥
অরুণ বরণ দশনবাস।
বাঁধুলি ফুলের গরবনাশ॥
কুন্দকোরক জিনিয়া দ্বিজ।
কি ছার তাহাতে করকবীজ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে॥ ২

কর, সুন্দর। অরবিন্দ—পদ্ম। করভ—হস্তিশাবক। মণিবন্ধ—হাতের কবজা॥ ১

মুকুরে—দর্পণে, আয়নায়। বিকচ—বিকসিত, প্রস্ফুটিত। দশনবাস—ঠোঁট, ওষ্ঠ। দ্বিজ—দন্ত। করক—দাড়িম্ব॥ ২

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ী।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
তততহি উদয় ভেল॥
সই জনমিয়ো দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে মরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তহু॥
চলন-ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মার॥
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর॥ ৩

তুড়ী।

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিতে যায়।

বিজুরি—বিদ্যুৎ। মতিম—মুক্তাগ্রথিত। হারি—হার। তহু—তাহাতে। সমাধি—শেষ॥ ৩

সকল অঙ্গ, মদন-তরঙ্গ,
হসিত বদনে চায় ॥
সই, কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ ॥
ললিত আকার, মুকুতা-হার,
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া আল ॥
কুচ যে মণ্ডলি, কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসর রাশি, মনে মনে খুসি,
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশ রহি যায় ॥ ৪

তুড়ী।

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই, রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বদন-শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক-কটোরি হাতে।
সীঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মকুতা শোভে নথে ॥
নীল সাড়ী, মোহন কবরী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ ॥
কুচযুগ গিরি, কনক-কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে, পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, মুরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে ॥ ৫

তুড়ী।

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে ॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ ॥
সোণার কোটারি, কুচযুগ গিরি,
কনকমন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চুড়াটী বনালে,
সে আর অধিক ভাগে।
কে এমন কারিগর, বনাইলে ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ শিরোপা করিতুঁ
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।

লেহ—প্রণয়। কনক-কটোরি—সুবর্ণ-বাটিকা, সোণার বাটী ॥ ৪
অসকালে—অবসানে, শেষে। বসন—পাঠান্তরে "বরণ"। "নথে" স্থলে "মাথে" পাঠও দৃষ্ট হয়। পাঞাছে—পাইয়াছে ॥ ৫
দিঞা—দিয়া। চুড়াটি—চুচুক। পাইতুঁ করিতুঁ

শ্রীহন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর-সুধা, পড়িছে জুধা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥ ৬

শ্রীগান্ধার

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥
নয়ান-চাহনি, বিভঙ্গী সে যনি,
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর ॥
সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোনার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল ॥
আজানু লম্বিত, কবিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমানচাক।

চরণ-কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু ॥ ৭

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী, কনক-পুতলী,
খঞ্জন-লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার ॥
সই, নবীন বালিকা সেহ।
দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরয উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে ॥
দন্তটি যে, দাড়িম্ববীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুকে, মদন কুলুকে,
মন যে হইল লোভা ॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত-চর্ব্বণে, পড়িছে বর্দ্দনে,
শোভিত পিচ্ছন ধার ॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে ॥ ৮

—পাইতাম, করিতাম, শিরোপা—পুরস্কার, বকশিস। পসারল—বিছাইল। জুধা—পৃথক্‌ ।৬

তিখিণী—তীক্ষ্ণ। ভালি—ভাল, উত্তম। যাবক—আলতা। মিহির—সূর্য্য ।৭

কলুকে—মোহিত হয় ।৮

তুড়ি।

চম্পকবরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়াধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে ধনি,
কপিলা-চামর পারা॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী, হরিণ-নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারি বটে॥ ধ্রু।
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চঞ্চল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে॥ ৯।

ধানশী।

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈয়াছে আসন,
আলাএগ দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম-হার দোলে,
সুমেরুশিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্বতটীতে,
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥

কিবা সে দুগুলি, শঙ্খঝলমলি,
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ১০

তুড়ী।

থির বিজুরি, বদন গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই, মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচযুগ বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে, মল্ল-তাড়ল,
সুন্দর যাবকরেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয়-উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥ ১১

ভানুর ঝিয়ারী—বৃষভানু রাজার কন্যা। ৯
কৈয়াছে—করিয়াছে। আলাএগ দিয়াছে—এলাইয়া দিয়াছে। সিনিয়া—স্নান করিয়া। সাঁজেতে সন্ধ্যাকালে। ১০

থির—স্থির। 'বদন'—পাঠান্তরে 'বরণ'। কানড়া সর্পবিশেষ। গেড়ুয়া—ভোঁড়া, গুবক। মল্ল-তাড়ল—এক প্রকার মল। যাবক—আলতা। ১১

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ, মণির কিরণ,
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী, বরণ বিজুরি,
সদাই মনেতে জাগে॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া, অলত এ হিয়া,
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে, না রহে জীবন,
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস, পুরাহ লালস,
নাগর আতুর বড়॥ ১২॥

তুড়ি।

কাঞ্চন-বরণী, কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে,
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া,
ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখি-ভায়্যঁছটী, বিরলে বসিয়া,
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি, লুবধ ভ্রমরা,
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্তভাঁতি, মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথার সিন্দূর, জিনিয়া অরুণ,
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল-যুগল, জিনি কুচযুগ,
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর, মণিময় হার,
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি, কৃশ মাঝাখানি,
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি, নিতম্ব-বলনি,
উরু করি-কর পারা॥
চরণ-যুগল, জিনিয়া কমল,
আলতা-রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে, কাহে না ভুলব,
মদন মুরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী,
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে, বল বল সখা,
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে, ভেব না ভেব না,
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার, সরবস ধন,
তোমারি আছে সে ধনী॥ ১৩

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরযে ধৈরয যায়॥
সই, চাহনি মোহনী থোর।
মরমে বাদ্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর করয়ে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিবে হিয়া॥

দে—দেহ। দড়—দৃঢ়। লালসা—ইচ্ছা, লালসা। আতুর—কাতর। ১২

মানস—সরোবর। মাঝা—মধ্যদেশ। করি-কর—হস্তিদন্ত। মঝু—আমার। ১৩

বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন-কাঁতি, মুকুতা-পাঁতি,
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলি, হইনু পাগলি,
মরমে রহিল পশি॥
শূন যে হিয়া রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥ ১৪

তুড়ী।

কনক-বরণ, বিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দূর অরুণ আর॥
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি, কনক-গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর তার।
বহিয়া দুকূল বরণের ফুল,
জলদ-শোভিত ধায়॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
হেরিলে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন্ জনে॥ ১৫

—

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগরি,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি, ফুকুরি ফুকুরি,
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াও উহারে,
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুল শীল,
পুরাহ মনের সাধা॥ ১৬

—

১ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

থোর—অল্প। ওর—সীমা। টাগ—জঙ্ঘা। আন্ধারে—তীরে। কাঁতি—কান্তি। শূন—শূন্য। ১৪
নিছনি—উপমা। গগনমণ্ডল হের—গগনমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে। গাগরী—ঘড়া। মেরু—সুমেরু। দুকূল—বস্ত্র। ১৫
অতএ—অতএব। আরতি—আশক্তি। ১৬

নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈসে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল-নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১৭

তিরোতা।

হায় সে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হলো।
বিষম-বাড়বা, অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়েসে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়নযুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণ,
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নাহি চিতে,
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম-নবরসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি॥ ১৮

কামোদ।

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥
সখি, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন-ভুলনী,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহি রসাল
দুইটী মোহন, নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে,
পরাণ সহিতে টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল-বিচার॥ ১৯

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ানকোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই, এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়ে লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিগরে, কুঁদিলে তাহারে,
প্রতিঅঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী-ধরম, ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে॥

কতেক—কতই। পরতাপে—প্রভাবে, প্রতাপে। ঐছন—এইরূপ। কৈসে—কিরূপে। যাচায়—উপযাচক হইয়া (যাচিয়া) প্রদান করে॥ ১৭

অখলা—সরলা। ডারিয়া—ফেলিয়া। বিদরিয়া—কাটিয়া॥ ১৮

জনু—যেন। পিতে—পান করিতে। পান করিতে উৎকণ্ঠিত হয়। নিমিখ—নিমিষ॥ ১৯

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে, লোম-লতাবলী,
সাপিনী-আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্রধনুকের আভা॥
চরণ-নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস-হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ২০

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে যেন শশী রবি॥
সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক-ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা॥
তরুণ মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইলাম,
কি করিবে দোসর পরে॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে আপনার মনে
বুঝিয়া করিবে যে॥ ২১

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥ ২২

কামোদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল-নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে।
গোকুল-নগর মাঝে, আর কত নারী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে "রাধা রাধা"॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ে পরে লাখে লাখে॥

ভাং—ভ্রূ। হাসিতে সুধা ক্ষরে। বিধু—চন্দ্র। মঞ্জীর—নূপুর॥ ২০

উদইছে—উদিত হইয়াছে। চেঞা—চাহিয়া ধেঞা—ধাইয়া॥ ২১

থেহা—স্থৈর্য্য। গণ্ড—গাল। কম্বু—শঙ্খ। আরদ্র—হলুদ। সারদ্র—পীতবর্ণ। আদলি—ঘৃতকুমারী॥ ২২

সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শিরবেড়ল বৈলানজালে, নব গুঞ্জামণিমালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা॥ ২৩

সখী-সংবাদ।

ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হ'লো।
গুরু-দুরুজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসিয়ে পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়য় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছি কালিয়া ফাঁদে॥ ২৪

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি, ময়ুর-ময়ুরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া-বঁধুর সনে॥ ২৫

ধানশী।

কালিয় বরণ, হিরণ পিঁধন,
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহিয়ে, আনি দেও এবে,
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া,
তবে উঠিবেক বালা।

বৈলান—চূড়াবদ্ধ বেণী। বড়ু—ব্রাহ্মণ-সন্তান॥২৩
দেব—উপদেবতা, ভূত॥ ২৪

একলে—একলা। পারা—মত। "ফুলের গাঁথনি" —পাঠান্তরে "ফুলয়ে গাঁথনি।" চুলি—চুল। হসিত-বয়ানে—হাঁসি মুখে। এক দিঠ—এক দৃষ্টি॥ ২৫
হিরণ-পিঁধন—পীতাম্বর। দে—দ্বারা, দিয়া॥ ২৬

ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥
কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥২৬

—

ধানশী।

ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা ॥ ধ্রু
কালিয় কোঙর হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে
মুরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূম খানে ॥
রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বোলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত।
শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত ॥২৭

—

ধানশী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি,
লইয়া বাউরী পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে, কদম্ব-তলাতে,
দেখিলা যে কোন্ জনে।
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
বসি থাকে সেইখানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের, কলঙ্ক রাখিল,
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল-শীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু ॥ ২৮

—

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন,আইস যাও পুনঃপুনঃ,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায় ॥
যমুনার জলে যাও, কদমতলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামলবরণহিরণ-পিঁধন,বসিথাকে যখনতখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥
ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে,কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥
একে তুমি কুলনারী,কুল আছে তোমারবৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু ॥ ২৯

—

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্বমূলে,
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নব-জলধর-রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি জলে যেতে করি মানা ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি বহিয়া মদন জিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনীকলা,
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥
নয়ান-কটাক্ষছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে,
আর তাহে মুরলীর তান।

কোঙর—কুমার। পুত—পুত্র ॥২৭

কেনি—কেন। বাউরী—পাগল, বায়ুগ্রস্তা। বড়ুয়ার—ব্রাহ্মণের ॥ ২৮

অঝর—ঝরণা। বুঝিলাঙ—বুঝিলাম ॥ ২৯

থানা—আড্ডা। মানা—নিষেধ ॥ ৩০

শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ,
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥
কামড়া কুসুম জিনি, শ্যামচাঁদের বদনখানি,
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দ পানে,
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥ ৩০

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া,
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি ॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল,
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ-মেঘেরি ধারা ॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা,
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে ॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর,
কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে, বেজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতিবাণ ॥ ৩১

তুড়ী।

অঙ্গ পুলকিত, মরম সহিত,
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি, কালা রূপখানি,
তোমারে করিয়া ভোরে ॥
দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশ,
নাহত এ বড় ভারে।
সে বর নাগর, গুণের সাগর,
কিবা না করিতে পারে ॥
শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই,
ভাল না দেখিয়ে তোরে।
সতী কুলবতী, তুয়া যে খেয়াতি,
আছয় গোকুল পুরে ॥
ইহাতে এখন, দেখিয়ে কেমন,
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে,
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥ ৩২

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি ॥
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে ॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥ ৩৩

ধেয়ায়—ধ্যান করে। কপোল—গণ্ডস্থল। চাঁচর-চিকুর—আলুলায়িত কেশ। অগেয়ান—অজ্ঞান। ৩১

খেয়াতি—খ্যাতি। আছয়—আছে। ৩২
গাত—গাত্র। ভরয়ে—পরিপূর্ণ হয়। ৩৩

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে উখদ রাধা॥ ৩৪

গোষ্ঠ-বিহার।

কামোদ।

ব্রজ-কুলবাল রাজপথে আইল,
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ, ভায়া বলরাম,
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে, তার কান্দে হাত,
আরপি নাগর-রায়।
হাসিতে হাসিতে, সঙ্কেতে বাঁশীতে,
এ দুই আখর গায়।
এ কথা আনেতে, না পারে বুঝিতে,
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি, রাজপথে চলি,
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন, দিয়ে প্রেমময়ী,
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলিল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ, মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেকে না করে বাধা॥
কেমন যশোদা মায়ের পরাণ,
পুথলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাসে কহে ইহা॥ ৩৫

——

ধানশী।

কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই, তাহার হৃদয়ে,
একথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ, এমন কঠিন,
এহেন নবীন তনু।
অতি খরতর, বিষম উত্তাপ,
প্রখর গগন-ভানু॥
বিপিনে বেকত, ফণী কত শত,
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে, ছেদিয়া ভেদিবে,
মোর মনে ইহা ভায়॥
ননীর অধিক, শরীর কোমল,
বিষম রবির তাপে।
কি জানি অঙ্গ, গলিয়া পরয়ে,
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা, নন্দঘোষ পিতা,
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।

চীর—বসন। না পিয়ে—পান করে না। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। না চিহ্নে—চিনে না। মানুখ—মানুষ। চাই—চাহিয়া। শোয়াস—শ্বাস। দিব—দিবা। উখদ—ঔষধ। ৩৪

বাল—বালক। আরপি—অর্পণ করিয়া। দুই আখর—“রা”, “ধা”, এই দুইটী অক্ষর। আনেতে—অন্যে, অপরে। তিলেকে—এক তিলের জন্য। ৩৫

কেমনে হৃদয়, ধরিয়া রয়েছে,
এই মনে আমি ডরি ॥
ছাড়ে খারে যাও, এ সব সম্পদ,
অনলে পুড়িয়া যাক।
হেন নবীনে, বনে পাঠাইয়া,
পায় কত সুখপাক ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন বিনোদিনি,
সকল সপথ মানি।
যাহার কারণে, বনেতে গমন,
আমি সে কারণ জানি ॥ ৩৬

শ্রীরাগ।

ঘন শ্যাম শরীর কেলিরস,
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম, ভায়া বলরাম,
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী ॥
ঘন চন্দন ভাল, কাণে কুণ্ড ডাল,
অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাঁচনি, বাজিছে কিঙ্কিণী,
পদ-নূপুর ঝুনুঝুনু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান,
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে, মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব-পুষ্পফলে ॥
কেহ রূপ চাহে, কেহ গুণ গায়ে,
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ,
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥ ৩৭

রাই রাখাল।

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি ॥
বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥ ৩৮

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে, নটবর সনে,
কাননে করিব দেখা ॥
পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা-তীরে ॥
পর ফুল মালা, সাজাহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে ॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাসে ভণে, দেখিগে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই ॥ ৩৯

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া ॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি।
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু ॥
চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী ॥ ৪০

কায়—কাহাকে। যাও—যাক ॥ ৩৬
ভাল—কপালে। গিরি—গিরি মাটি। পূরে—শব্দ বা ধ্বনি করে: নিনাদ করে ॥ ৩৭
যেয়া—গিয়া ॥ ৩৮
পৌর্ণমাসী—বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ॥ ৪০

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে।
বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মৃদঙ্গ-বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥ ৪১

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নাসিয়া পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটি, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে ধায়।
চণ্ডীদাসে ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়। ৪২

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলী আনন্দিত অঙ্গে॥

আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোর সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি॥৪৩

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য।

তুড়ী॥

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি নিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারি, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দাঁড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উপরে সকল,
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥

পোরে—বাজায়॥ ৪১
নাসিয়ে ইত্যাদি,—হেলিয়া বুকের উপর পড়িয়াছে। ভেটিবারে—দেখিবার জন্য॥ ৪২

কুহকের—বাজীকরের। ফিরয়ে—ফিরে। ফেলাঞা—ফেলিয়া। দড়ায়ে পায়ে—পায়ে দড়ি

কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে ॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে ॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥ ৪৪ ।

—

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয় ॥
সই, বাজিকরে নিবে যে কি ?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি ॥
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ ক্ষুধা ॥
সুন্দরীগণে, বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
চীটের চীটানি, খেতের মিঠানি,
সকলি জানি যে আমি ॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কানা ॥ ৪৫ ।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে ॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় থোব,সাপিনী বাড়য়ে কোব,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে।"
থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥
বটের ভিখারী হও, বহু মূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে,
তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥
"চুপ করে থাক বেদে,যা পাও তা নেও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি,ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ॥

জড়াইয়া। উগরে—উগরাইয়া দেয় : উদ্গীরণ করে।
বই—পরে ॥ ৪৪

চিটের চিটানি—চতুরের চতুরতা। মিঠানি—মিষ্টত্ব। চতুরপনা—চাতুর্য্য ॥ ৪৫

ভানুর মহলে—রাজা বৃষভানুর বাড়ীতে। থোব—থাবা। কোর—ক্রোধ রাগ। বটের—টাকাকড়ির। তেনা—ছেঁড়া কাপড়। ভরমে ভরমে—মানে মানে। লঞা—লইয়া। ৪৬

তোমা লঞা করি ক্রীড়া,
তুমি কেন মানপীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জানে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥ ৪৬

বালা-ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হইল পসারী॥
দোকান দোকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গ্রাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মেনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥"
খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান-নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা॥"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সুচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর॥"
কাড়াকাড়ি যখন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা॥
রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দোকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে॥ ৪৭

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
"কি লাগিয়ে ধুলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই॥"
চরণ-মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥

পসারী—দোকানদার। খন্তিক—খন্তা। পরিমাণ হলো—প্রমাণ হলো, মাপে ঠিক হইল। বেতন—মূল্য, দাম। সমাধান—সমাপ্ত। ৪৭

ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী ॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
"আর না করিব মান" চণ্ডীদাসে বলে ॥৪৮

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ;
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জনী,
বোলে বৈস, দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলল কনকবাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জনী, চাঁছয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে ॥
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলী ঝামা,
বুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগাল তায়,
রচয়ে মনের হরষেতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণে হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে, "কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার।
নাপিতিনী কহে "ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়
কামাইলা যাও নিজ ঘরে ॥ ৪৯

নখ-রঞ্জণী—নরুণ। "চাঁছয়ে"—পাঠান্তরে "চাকয়ে" পরকাশি—প্রকাশ করিয়া। হহে—উহাতে ॥ ৪৯

সুহিনী।

নাপিতিনী কহে শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে ॥
রাই কহে "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ॥"
সখী যাই তবে ডাকিয়া আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥"
বসিল দুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
"কহয়ে বেতন দেহ যে রামা।"
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই ॥
এমতে ধন যে করেছ কত।"
সে কহে "ভুবনে আছয় যত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
"ভাল নাপিতিনী, পরাণ চুরি ॥
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥"

নছে—পশ্চাদ্ধারে। ওর—সীমা ॥ ৫০

চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ ॥ ৫০

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ ॥
মালিনী হইল রসিক রাজ ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে ॥
ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি ॥"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত চাটপনা আসিয়া ঘরে ॥
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥ ৫১

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শির-শূল, পিরীতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।"
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে ॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে "যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন ॥"
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই ॥"
এই বাড়ী হইতে, আসিছি ত্বরিতে,
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি ॥ ৫২।

ভাটিয়ারি।

আপন বসন, ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবলক ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাটি ॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিচ্ছার কাজে,
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুছায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে ॥"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরীতের জ্বরে, জ্বরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয় ॥"

রভস—রহস্য। রসিক-রাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ফুকারে—চীৎকার করিয়া ডাকে। মূল—মূল্য, দাম। চাটপনা—চাতুরি ॥ ৫১

জ্বরি—জ্বর। বট—দাম, কড়ি, মূল্য ॥ ৫২
নিকর—সমূহ। মোড়ি—মুড়িয়া। বেয়াধি—ব্যাধি, ব্যারাম ॥ ৫৩

হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
"ভাল যে কহিলা বটে ।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম ।
ভাল যে হইত, জর যে যাইত,
যদি সে সময় পেতেম ॥"
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
ঢাঁট নাগররাজ ।
বাশুলী-নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ ॥ ৫৩

বড়ারী ।

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ বর ।
ধীরি ধীরি করি চলে হরষ অন্তর ॥
গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল ।
এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন ।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে ।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ।
কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥৫৪

শ্রীরাগ ।

মথুরা পুরেতে ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
আইলাম এই বৃন্দাবনে ।
মম মনে বাঞ্ছা এই, সকল তোমারে কই,
শুন শুন বলি তোমা স্থানে ॥
দেবী আরাধনা করি, ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি,
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ ।
হই আমি তীর্থবাসী, সদাই আনন্দে ভাসি,
এই সত্য বলিহে বচন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই,
তাহাতে তোমারে কই,
ব্রজমাঝে রব কিছুকাল ।
ইহা বলি দেয়াশিনী, চলে পুন একাকিনী,
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে, আনন্দিত হ'য়ে মনে,
জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর ।
দেখিব তাহার ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
রস লাগি রসিকচতুর ॥ ৫৫

সিন্ধুড়া ।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে ।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে ।
পিঁধিয়া বিভূতি, সাজল মুরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥
কহে "জয় দেবি, ব্রজপুর সেবি,
গোকুলরক্ষক নিতি ।
গোপ-গোয়ালিনী-, সুভাগা- ম্বিনী,
পুজ দেবী ভগবতী ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে ।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বোলে "গোপ ভাল আছে ॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে ।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে ॥"
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণে ধরি ।
আমার বধুর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি ॥

ভানু র—বৃষভানু রাজার বাড়ী ॥ ৫৫

পিঁধিয়া বিভূতি—অঙ্গে ভস্ম-লেপন করিয়া ।

শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা-সমুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
কুটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী,
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী যশোদা-নন্দিনী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকূতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
নাজটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী-চুলে।
"আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানিয়ে তোয়।
একটী শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি-সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী ঘর কোথা?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নল তখন,
শ্যাম নাগর ঢীঠে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে॥ ৫৬

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক, কস্তুরী, দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা-শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে, আসি দেহ" বোলে
"অনেক নিতে যে হবে॥
থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি
"চুয়া সুচন্দন, করহ রচন"
বেণ্যাণী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহিয়ে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥"

বধূর—শ্রীরাধার। ঘুচায়া ইত্যাদি—মাথার কাপড় খুলিয়া। আকূতে—আগ্রহাতিশয্যে। তাক করে ইত্যাদি,—এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। চিহ্নল—চিনিল। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত॥ ৫৬

বর্ত্তন—গুলি। নিন্দ—নিদ্রা। সেহ—সেই।

আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়-পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী-কোরে।
নিন্দ সে আইল, অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল সে বলে,
যাইতে চাহিবে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
"কহে কি লাগিবে মোরে"
বট আনিবারে, কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগররাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহিয়ে আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে, "হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া,
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখিয়ে কোন স্থানে॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৫৭

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাইপাশে ভানুরাজ-পুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনা নগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥ ৫৮

তুড়ি।

একদিন বর, নাগর-শেখর,
কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনাজলে॥
রসের শেখর, চতুর নাগর,
উপনীত সেই পথে।

উঘারিয়া—খুলিয়া। কান—কানাই। বনে—মনের মিল হয়॥৫৭

গ্রহবিপ্র—গ্রহাচার্য্য। লহু লহু—অল্প অল্প॥৫৮

শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করল তাতে ॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে ॥ ৫৯

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ-পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
"যাও আন বাটে, গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা ॥"
হয় বোলা-বুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছিছি লাজে মরি মোরা ॥ ৬০

প্রেম-বৈচিত্র।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সাগরমাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাধুরী,
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ ॥
সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে ॥ ধ্রু
ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুনল সুন্দরি,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার ॥ ৬১

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল,
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস-বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।

নীর—জল। ঝিয়ে—কন্যা ॥ ৫৯
ঠারি—দাঁড়াইয়া। আন—অন্য। বাটে—পথে ॥ ৬০
লুবধ—লুব্ধ, লোলুপ। তেঁহ—তেঁই, সেই জন্য।
চরচাতে—চর্চ্চায়, আলোচনায় ॥ ৬১
নিবাইল নহে—নিবিল না ॥ ৬২

পিরীতি ল'গিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীত মিলায় তথা॥ ৬২

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু,
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কিনা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে দুয়ারে॥ ৬৩

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, শুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি-মুরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল॥

পরতীত—প্রত্যয় প্রতীতি, বিশ্বাস। নিছি—বিসর্জ্জন, জলাঞ্জলি। সায়রে—সাগরে॥ ৬৩

সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল-নগরে, কেবা কিনা করে,
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
পর-চরচায় থাকে॥ ৬৪

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে॥
সই এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি,
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান,
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়ায়া,
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়,
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জর জর,
পাগলী হইয়া গেনু॥

সিরজিল—সৃজন করিল। অবধি—সীমা। পর চরচায়—পরনিন্দায়॥ ৬৪
তিতিল—ভিজিল। দে—দেহ। দেহ তিত হইল। আরতি—আসক্তি। বাঢ়ায়া-বাড়াইয়া॥৬৫

এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৬৫

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায়।
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন-জ্বালা, জলের সিহালা,
পড়সী জীয়াল মাছে।
কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল পড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটকুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ-দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁঞি॥ ৬৬

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু,
ভুষণে ভুষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ॥
সই মদন-সোণারে না চিনে সোণা,
সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা॥ ধ্রু
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমনি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়ে জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পুরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে, বাশুলী কৃপায়ে,
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায়॥ ৬৭

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু।
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে॥

নাহিতে—স্নান করিতে। বায়—বাতাস। ঠাঁঞি—কাছে, সঙ্গে॥ ৬৬
ভুষিতে—অলঙ্কৃত করিতে। সোণারে—স্বর্ণকারকে। ভিতে—কূলে। বাশুলী—দেবী-বিশেষ॥ ৬৭
মুঞি—মুই, আমি॥ ৬৮

সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাস,
সুখ যে পাইব কোথা॥ ৬৮

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কি না করিব বিধানে॥
সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু।
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥

চণ্ডীদাস মন, বাশুলী চরণ,
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥ ৬৯

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ৭০

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।

মৈলে—মরিলে। কদর্থন—কুৎসিত প্রবৃত্তি, কুভাব। ঘোষয়ে—ঘোষণা করে॥ ৬৯

সেহেন—পাঠান্তরে 'কে হেন'ও দৃষ্ট হয়। সরবস—সর্ব্বস্ব॥ ৭০

কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু।
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥ ৭১

ধানশী।

আমরা সরল, পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি, বিছুরিনু পতি,
কলঙ্ক সবাই কয় ॥
সই, দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীত রীতি ॥ ধ্রু।
মাটি খেদাইয়া, খাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে ॥

এমতি করিয়া, পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে ॥ ৭২

সুহিনী।

শুন সহচরি, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর
কি জাতি মুরতি, কানুর পিরীতি,
কোথাই তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে, ঠিকে কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে, পারাবার করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে ভেজিব,
সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার, দেখি নরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে ॥
মনই তার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে, বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি বাস ॥ ৭৩

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি মালা।

"জ্বলিল সে" স্থলে "জ্বলিল দে" পাঠও লক্ষিত হয়। লেহ—স্নেহ ॥ ৭১

বিছুরিনু—পরিত্যাগ করিলাম। খেদাইয়া—খুঁড়িয়া, কাটিয়া। চড়াঞা—চড়াইয়া। দরিয়াতে—সাগরে ॥ ৭২

ঠিকে—থাকে। বা—বাতাস ॥ ৭৩

শীতল মহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল।
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,
আগুণ হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ ॥ ৭৪

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ ॥
সই, প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল ॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা ॥ ৭৫

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়
মধুর পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময় ॥
সই, কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমতে গঠিল দে। ধ্রু ॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুনে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিত এমতি শেল ॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এগতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে ॥ ৭৬

সম্ভোগ মিলন

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকসিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়

পীযূষে—অমৃতে। দে—দেহ ॥ ৭৬

দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণি-মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত ॥
শ্বেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা
অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডল ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর ॥ ৭৭

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী ॥
মধুর মুরলী, পুরে বনমালী,
'রাধা রাধা' বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখ রাশি ॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকলি করিল বাধে ॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান;
কেমন করিছে প্রাণী
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সীঁদ

উজর—উজ্জ্বল। জগমনোলোভা—জগজ্জনের মনোমোহকর। রম্য—রমণীয় ॥ ৭৭

পুনি—পুনরায়। বরজধনী—ব্রজাঙ্গনা। পূরে—বাজায়, শব্দ করে। অবিচলকুল—যে সকল রমণী কুলভ্রষ্টা নহে। বেকতে—ব্যক্ত ধ্বনিতে, পরিস্ফুট শব্দে। বিসরিত—বিস্মৃত, ভুল। রভস—রহস্য। আগুয়ান—অগ্রসর। কাহা—কাহাকে ॥ ৭৮

কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজ নারীগণে, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, করল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥ ৭৮

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্র-নীল-কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ-সুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী ॥
নীল উজলি নীলমণি ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারা ঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে ॥ ৭৯

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখিরে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে
হা হা কুলাঙ্গনাগণ,
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥ ৮০

কথি—কোনস্থানে, কোথায়। এনা—এমন উজলি—উজ্জল। ৭৯

আচম্বিতে—হঠাৎ। বিমোহনে—মুগ্ধ, মোহিত ॥ ৮০

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু, সই।
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে,
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত ঢাটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার॥ ৮১

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি, তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৮২

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুমকস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥ ৮৩

নিদের—নিদ্রার। বঁধুর ধাধসে—বঁধু মনে করিয়া, বঁধুভ্রমে। রুষিয়া—রাগিয়া। যজে—তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কোপ প্রকাশ করে॥ ৮১

নিনু—লইলাম। আগি—অগ্নি, আগুন। অথির—অস্থির, অধৈর্য্য। তাজনি—তর্জ্জন। কিরাত—ব্যাধ॥ ৮২

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥"
রাধা বিনোদিনি, তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা নাকি একা।
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা॥
সেই দিন হৈতে, সেহত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এছার পাড়ার লোকে॥
পর চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে খাকু তার বুকে॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তোলে,
সেই নারী গরল খাউ॥
চিত দড় করি, থাকল সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥ ৮৪

সুহই।

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ে গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেঁলো কি না তোর হইল।
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥৮৫

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল॥
তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞিঃ সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি॥ ৮৬

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি॥
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥

আনাগোনা—আসাযাওয়া। সঞে—সহিত। খাউ—খাউক॥ ৮৪

স্বতন্তরী—স্বতন্ত্র, ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। তেঞি—তাই॥ ৮৬

কোরে ইত্যাদি,—কোলে রাখিয়াও, যেন মনে

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবে, অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥ ৮৭

সিন্ধুড়া।

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেয় কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু ॥ ৮৮

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া তিতিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, গলায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥ ৮৯

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইল রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি ॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মুগধা এখন রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥ ৯০

বিভাষ।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরম ধন্দ ॥

করে, অনেক দূরে রহিয়াছে। গোঙাই—কাটাই। পরমাণ—প্রমাণ-যোগ্য ॥ ৮৭
পালটিয়া—ফিরিয়া। চাটু—প্রিয়বাক্য ॥ ৮৮
বাটে—পথে। আনল ইত্যাদি,—ঘরে আগুন দিই ॥ ৮৯
কৌতুক—রহস্য। সাধা—ইচ্ছা, সাধ ॥ ৯০

সজনী পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলী,
বুঝি না করলি কাজ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বিষয় বসতি,
তেজিয়া দেয়হি রঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥ ৯১

সওয়ারি।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়ায়,
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে, অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইতে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এথানে সে বিপরীত।
এ তিনভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত॥ ৯২

কোরহি ইত্যাদি,—কোলে শ্যামচাঁদ। তবহুঁ তথাপি। বড়ি—বড়। হেরলি—দেখিল॥ ৯১
নিতই—নিতাই। দরবে—দ্রবীভূত হয়, গলিয়া যায়॥ ৯২

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ ৯৩

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥৯৪

কুঞ্জ-ভঙ্গ।

কামোদ।

পদউধ কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ॥
তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

দন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি ॥
মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
নিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ ॥
ণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড়ুয়ার বহু।
মের মোহন, গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কেহু ॥ ১৫

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যাথা ॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে, বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুনহে রসিক জন।
সদা আলা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন ॥ ১৬

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস ॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি,
পুন কি পাইব দেখা ॥
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত ॥
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী, রসশিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ ॥ ১৭

সিন্ধুড়া।

রাই, আজু কেন হেন দেখি,
আঁখি ঢুলুঢুলু, ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি ॥
রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহনা আমারে,
মনের মরম সখি ॥
এক কহিতে, আন কহিতেছ,
বচন হইয়া হারা।

পদউধ—দোয়েল। পরিবাদ—নিন্দা। বহু—
উ, বধূ। কেহু—কেহ ॥ ১৫
তুরিত—ত্বরিতে, শীঘ্র, ঝটিতি ॥ ১৬

বিহানে—প্রাতঃকালে। আগরি—ডালি। বিথার—
বিস্তার বিস্তৃত ॥ ১৭
স্বরূপ—সত্য। রসিয়ার—রসিকের ॥ ১৮

রসিকার সনে, কিবা রস রঙ্গে,
সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ,
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহনা কহসি,
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দুর, আধেক আছয়ে,
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, এমন করিয়া,
কেবা লুটিল সকল॥
চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়,
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে,
কিবা কর আর লাজ॥ ৯৮

ধানশী।

ঐছন শুনইতে, মুগধ রমণী।
সখিগণ ইঙ্গিতে, অবনত বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখিগণে কহইতে, প্রিয়তম ভাষ॥
কহইতে না কহসি, রজনীকো কাজ।
আমার শপথি তোরে, যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগমে, হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ॥
ঐছন বচন শুনি, কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশী॥ ৯৯

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখিগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহনা দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস লাগয় ধান্ধা॥ ১০০

সুহই।

কহে সুবদনি, শুনগো সজনি,
দুঃখ কি কহিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
দেখা নাহি পেলে তার॥
তাহার আরতি, কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥
সেহেলাক আর, করি অভিসার,
আজি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে,
সঁপিবে তোমার করে॥ ১০১

বিভাষ।

প্রথম পহর নিশি, সুস্বপন রাশি, র
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে, সে কানু করিছে কোলে
চুম্ব দিছে বদন-কমলে॥
অঙ্গে দেই চন্দন, বলে মধুর বচন,
আরে বাঁশী বায় সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি, না দিনু যে পাপমতি,
দেখিনু কানু দোয়জ পহরে॥
তৃতীয় পহর নিশে, নাগর কোলেতে ব'সে,
নেহারয় সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি, প্রাণ মোর নিল হরি,
বেয়াকুলি হইনু মদনে॥
চতুর্থ পহরে কান, করিল অধর পান,
মোরে ভেল রতি আশোয়াসে।

বায়—বাজে। সুরতি—রতিক্রীড়া। দোয়জ—দ্বিতীয়॥ ১০২

দারুণ কোকিল নাদে, ভাঙ্গিল মোহর নিদে,
রহ পাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০২

অনুরাগ।—নায়ক সম্বোধনে।

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নট-চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে ॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ককালিম লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালী।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি ॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥ ১০৩

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন
বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল ॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি ॥১০৪

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥১০৫

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অণুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ
মুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায় ॥ ১০৬

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায় ॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন ॥

ভাদরে—ভাদ্রমাসে। নটচাঁদে—নষ্টচন্দ্রে ॥ ১০৩

ভায়—জাগে, দীপ্তি পায়। দরবয়ে—গলিয়া যায়, দ্রব হয়। পূরয়ে—পূর্ণ হয় ॥ ১০৪

ভখিমু—খাইব। ভুক—ক্ষুধা। টুটে—নিবৃত্তি হয়। বোলে—কথায় ॥ ১০৬

"চিরদিন'—পাঠান্তরে "এই চিন"। 'নানাদুঃখে' পাঠান্তরে মনোদুঃখে ॥ ১০৭

তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা॥
একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
যায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥১০৭

ভাটিয়ারি।

তুমিত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমিত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরু জন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বন্ধু রায় বহু।
পিরীতি বিষদ, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহ॥ ১০৮

কামোদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়ামুখ॥
লোক মুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুঃখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর॥
পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
আঙ্গিনে পড়িতে পরমাদ॥ ১০৯

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইবে এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতিকুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি,
করয়ে সুজন জনে॥ ১১০

প্রীত—পিরীতি। বিষদ—যে বিষদান করে, বিষদাতা॥ ১০৮

লখি—লক্ষ্য করিয়া। ইন্দু—চন্দ্র॥ ১০৯

কৈরাছি—করিয়াছি। অলপ—অল্প॥ ১১০

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা,আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হইতে আজিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥ ১১১

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওল, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুগ্ধিত অবলা, অথলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পিরীতি মুরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীত বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীত বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে ?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিনু,
বিষেতে জ্বলিল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীত না জানে কেউ ॥

চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
তবে সে পিরীত রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥ ১১২

অনুরাগ ।—সখী সম্বোধনে।

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥
পরীতি আরতি মনে,যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে তার পাকে ॥ ১১৩

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই,
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।

অথলা—সরল। পরমাদ—প্রমাদ, অনর্থ ॥ ১১২

"কালিয়া রভস কালা" ও "জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল"—পাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১১৩

সরবস—সর্ব্বস্ব ॥ ১১৪

হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল ॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরি হরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম, ধৈরয ধরম,
সরম মরম-কাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী ॥ ১১৪

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১১৫

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই, জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরি যুবতী জনা ॥
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
ডাক করে এক দিঠে।
অড়াল আটা, লাগয়ে কাঁটা,
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমেতে, ধর-কড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥ ১১৬

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রস লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে ॥
কুলবতী-কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥ ১১৭

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি ॥
সখিহে, বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
মুরলী সরল হবে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গ দোষে কি না হয়
রাহু-মুখে শশী মসী লাভ ॥১১৮

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ-কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি
লোকলাজে ॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী ॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হৈনু শ্যামের দাসী।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥১১৯

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হইলাম দোষী ॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইতে, লোক-চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে ॥
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে ॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥ ১২০

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥

বৌহারী—বধূ। "কাহারে কহিব কথা"—"না শুনে ধরমকথা"—পাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১১৮
অসার—কঠিন ॥ ১১৯

ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া। মৈলে—মরিলে ॥ ১২০
ভরমিব—ভ্রমণ করিব, বেড়াইব ॥ ১২১

চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথি যেই,সে কি ছাড়ে পাশ ॥১২১

ধানশী।

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা ॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হৈল জপমালা ॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া,
যাইব গহন বনে ॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি-কুল-শীল-ছাড়া ॥ ১২২

তুড়ী।

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, মো পুনি মরিব,
নতুবা লউক শমন ॥
সই, জ্বালহ অনল-চিতা।
সিমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সীঁথায় ॥ ধ্রু
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত।
তখন জানিবে, বিরহ-বেদনা
পরের লাগিয়া যত ॥
তাপিত হইলে, তাপ সে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত ॥
বিরহ-বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর দরদের,
দরদী হইলে হয় ॥ ১২৩

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন-স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পারি ॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল ॥
ফুটিল যে শ্যাম-শেল বাহির নহিল ॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ ১২৪

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥
সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।

বয়ানে—মুখে। 'অন্তরে জাগয়ে'—"অন্তরে না ছাড়ে" পাঠও দৃষ্ট হয়। বিদায় 'হইয়া'—পাঠান্তরে "কহিয়া-বলিয়া" ॥ ১২২

মো—মুই, আমি। সিমন্তিনী—সধবা স্ত্রী। দরদের—ব্যথার ; দুঃখের দুঃখী নয় ॥ ১২৩

কাণাকাণি ইত্যাদি—অন্য পাঠ "সদাই শুনিতে পাই, কাণে কাণে কহে তুয়া কথা।" কালার ভরমে ইত্যাদি,—শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে পড়িবে বলিয়া,

যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা ॥১২৫

তোড়ি।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো ॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন
ঝুরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাঁপে গো ॥
ঘরে মো'র সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে
পাব গো ॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি
আছে গো ॥ ১২৬

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হায় নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥

চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে
তিলেক ॥ ১২৭

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি ॥
বঁধুর পীরিতি, শেলের ঘা,
পশিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে ॥
অন্ত ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন্ কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রয়েছে শুয়া ॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর ॥ ১২৮

ধানশী

সখিরে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা-রাতে,
সদাই চমকে চিত ॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা ॥

লজ্জায় আমি মেঘের দিকে চাই না, কাজরও পরি না ॥ ২৫

পাসরিল ইত্যাদি :—ভুলিলাও ভুলা যায় না। ঝাঁপে—জাগে ॥ ১২৬

"আছে কত খল" স্থলে "আছে কত জন"; "সে বড় বিরল" স্থলে "সে বড় সুজন"; "যেজন ভাঙ্গায়" স্থলে "যে জন ভাঙ্গিবে"; এবং "হায়নারী" ইত্যাদি স্থলে "অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে" প্রভৃতি পাঠ দেখা যায় ॥ ১২৭

"ভরম" স্থলে "ধরম", পাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১২৯

সে ডালি মাথায় করি. দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব ঘরে।
সতী-চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥ ১২৯

— —

ধানশী।

আগো সই, কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পীরিতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি-লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বন্ধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত॥ ১৩০

ছুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোক-লজ্জা নাহি মানে চিত॥১৩১

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই, ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যেদিন যেখানে, যে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হইয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে রহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
কঠিন বিষের জ্বালা॥ ১৩২

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটী লইয়া যায় পাছে॥
সই, অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হৈল অনুকূলে॥

নিছিয়া ইত্যাদি,—কুলে জলাঞ্জলি দিলাম॥ ১৩০ নিছনি—ছবি॥ ১৩৩

...ুরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
...ানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
...ণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
...নের মরম-কথা কারে জানি পুছ॥ ১৩৪

দাস পাড়িয়া।

...দ্র কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
...জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো॥
...র সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো
...বুত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো॥
তার সনে মোর দেখা নাই,
রটে মিছা কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি,
তার বোলে সইত গো॥
মিছা কথা কহিয়া পরের
মন ভারি করে গো।
পর-কুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা
কেমন করে রহে গো॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে
আপনি বুঝে, দেখ গো॥ ১৩৫

তুড়ী।

সুজন কুজন, যে জন না জানে,
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা, যে জন জানয়ে,
পরাণ কাটিয়া দিই॥
সই, কহিতে যে বাসি ভয়।
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি, বলিতে বলিতে,
পাঁজর কাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের, করাত যেমতি,
আসিতে যাইতে কাটে॥

কুচ্ছা—নিন্দা॥ ১৩৫

সোণার গাগরি, যেন বিষ ভরি,
দুধেতে পুরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া, যে জন না খায়,
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাসে কয়, শুনহ সুন্দরি,
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে, করিয়া পিরীতি,
কেবা কোথা ভাল আছে॥ ১৩৬

সিন্ধুড়া।

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবুত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পাইনু॥
কি হৈল কলঙ্ক রঙ্গ শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈনু খাইয়া
আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ॥
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া করি সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে, কুজনে কুজনা॥ ১৩৭

তুড়ী।

এক জ্বালা গুরু জন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ-অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু-পরিবাদে॥

“এক জ্বালা গুরু জন” স্থলে “এক জ্বালা ঘরে হৈল”; “দে” স্থলে “প্রাণ; “কোথা যাইব সই” স্থলে “কোথা যাব কি করিব”,—প্রভৃতি পাঠ দৃষ্ট হয়। জারিলেক—জর জর করিল॥ ১৩৮

লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ
চণ্ডীদাসে ॥ ১৩৮

সিন্ধুড়া।

সই, একি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে ॥
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি।
কানু-পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথায় জীবনে জী।
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জর জর প্রাণ হৈল ॥
কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিব পার।
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার ॥ ১৩৯

শ্রীরাগ।

পর পুরুষে, যৌবন সঁপিলে,
আশা না পুরয়ে তার।
আপন পতি, বিছুরিলে কতি,
দ্বিগুণ সুখ সে পায় ॥
সই, বিধি করিল এমত রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া,
পর পতি সনে প্রীতি ॥
পড়সী সকল, এবে সে জানিল,
দুকূল ভাসিল জলে।
পিরীতি করিতে, আসিবে চটাই,
দুই কূল ফাকু হলে ॥
দুদিকে ভাসিতে, উঠু ডুবু করিতে,
কিনারা হইল দেখি।

মহাজন-ঘরে, চোরে চুরি করে,
পড়সী দেয় সে সাখী ॥
তলাস করিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
ধনের না পায় লেশ।
মনে যে বুঝিয়া, দেখিনু ভাবিয়া,
তাহারি কপাল-দোষ ॥
এমন আকতি, কানুর পিরীতি,
হরি নিল মোর মন।
আপন পর, যে দুষিল সব,
তেজিল গৃহ গুরুজন ॥
রাধ চিহ্ন পায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়,
দোসর বোধিক জনা।
সকলি পাইবে, কুশলে রহিবে,
আসিবে নন্দনন্দনা ॥ ১৪০

সিন্ধুড়া।

গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে,
সবাই ভালবাসে।
হাম অভাগিনী, আপন বলিলে,
দারুণ লোকেতে হাসে ॥
সই, কি জানি কি হইল মোরে।
আপন বলিয়া, দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে ॥
কুলের কামিনী, হামু অভাগিনী,
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর, গুরুজনা বৈরী,
এবড় মুরখপণা ॥
বিধির বিধান এমন করল,
বুঝিনু করম-দোষে।
আগে পাছে বুঝি না কৈলে সমঝি,
কহে চণ্ডীদাসে ॥ ১৩৮

গান্ধার।

পিরীতি লাগিয়া হাম সব তেয়াগিনু।
তবুত শ্যামের সঙ্গে গোঙা'তে নারিনু ॥

জী—বাঁচিয়া থাকি। বুঝায়া—বুঝাইয়া ॥ ১৩৯

বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি খেনে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহা'ল রাতি॥
চল চল আর দেখি ওঝা বাড়ী যাও।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি দাও॥
পিরীতি মরণে করি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ১৪২

পঠ মঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যায় তার অধিক পিরীতি॥ ১৪৩

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই, পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি।
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ১৪৪

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৪৫

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পিরীতি, না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে।
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে॥

সই, এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক,
তবুঁ যে না পানু হরি॥
পুরুষ-পরশ, হইল ভুরস,
বিছুরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, না পাই সোয়াস্তি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরিতি, পাষাণে লেখতি,
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥ ১৪৬

ধানশী।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া,
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে॥
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণ সয়॥

যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ, যে মতি করিছে,
সে মতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরি,
দিয়া পরমনে দুখে॥ ১৪৭

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
এত সাধের, বন্ধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিলে কে।
শুনি সীদতি, আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৪৮

ধানশী।

সই, তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম-গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতী সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥

গোপত—গুপ্ত। সালঙ্ক—অলঙ্কার। লেখতি—লিখিত॥ ১৪৬

সীদতি—শিহরিয়া উঠিতেছে॥ ১৪৮

হিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ,, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা!
কথা সে কহিবে যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥ ১৪৯

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যাভার,
দেখি যে জগৎ ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই! জানি কি হইবে মোর?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর?
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরু জনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

পরখি—পরীক্ষা। দরখি—দেখিয়া। সদাতন—সর্ব্বদক্ষণ। সদা—সর্ব্বদা। জানিতুঁ, করিতুঁ—জানিতাম, করিতাম ইত্যাদি॥ ১৪৯

কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমত যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত॥১৫০

শ্রীরাগ।

সই! মরম কহিএ তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব,
এ দুটি নয়ান কোণে॥
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নাগরে. বসতি তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীত পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদে সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা॥ ১৫১

ধানশী।

শুন শুন সই! কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানের নীর।
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোষর ধাতা পিরীতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল।

নিলাজ ইত্যাদি,—নির্লজ্জ প্রাণ স্থির হয় না। সিধি—সিদ্ধি॥ ১৫২

চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি ॥ ১৫২

শ্রীরাগ।

ও সই! আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে ॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়ন স্বপন মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥ ১৫৩

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা ॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হায় অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি ॥ ১৫৪

সিন্ধুড়া।

যে দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে ॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে ॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি ॥ ১৫৫

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে ॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায় ॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে ॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৫৬

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥

"ধনী" স্থলে "জন", "প্রেমে ছল" ইত্যাদি স্থলে "সদাই ঝরয়ে আঁখি", এবং "যেমতি হইল" ইত্যাদি স্থলে "যে দুখ" উঠিল, জীবন সংশয় দেখি —প্রভৃতিপাঠও দৃষ্ট হয় ॥ ১৫৪

"নৈল" স্থলে "নাহি"; "ননদী বচনে" স্থলে "ননদীর বোলে" এবং "এ পাপ পরাণে" স্থলে "শাশুড়ীর বোলে" প্রভৃতি পাঠও লক্ষিত হয়। খায়া—খাইয়া ॥ ১৫৬

নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত
মরমে রহল শেল॥ ১৫৭

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে কে হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কিমতে হইবে ভাল?
সই! বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে।
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥ ১৫৮

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত সে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥
তেমতি নহিলে, যায় এমতি ব্যাভার।
কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লইয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥১৫৯

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই!
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সুতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসান যতন ক'রে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়ে,
বন্ধু পরশিল মোরে॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাড়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥ ১৬০

কপালে—অন্যার্থ "করমে"। চাহিতে—পাঠান্তরে "সেবিতে"। বজর—বজ্র॥ ১৫৭
পরিহরি—পরিহার করি, বিস্মৃত হইতে পারি। ডরি—দড়ি, বন্ধন॥ ১৫৯

তুড়ি।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীরে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে, যে মত রাবণে,
যোই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কুলেতে কি করে তাকে॥ ১৬১

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই! বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হায় অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ॥ ১৬২

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই! যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব করিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে সব পাপ ছুটে॥ ১৬৩

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুঃখ পরাধিনী বালা?
পিরীতি যদি অন্তরে শামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥ ১৬৪

শপতি—শপথ, প্রতিজ্ঞা॥ ১৬৩
পরসে—পরের সহিত; অপরের সহিত। শামাইল—ঢুকিল, প্রবেশ করিল॥ ১৬৪

ধানশী।

লব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
ান আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই! এমনি কানুর রসে
নম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
ই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
দহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে।
লাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে আনলময়।
নের মাঝারে, ছট ফট করে,
কত বা পরাণে সয়॥
াহিরে আসিয়া, বাণ যে খাইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল আনলে, শরীর বিবশ,
থামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি, না পায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে।
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পিঁজরে,
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে, না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী॥ ১৬৫

সিন্ধুড়া।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা॥
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য নয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন॥
খলের সংহতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ॥ ১৬৬

সিন্ধুড়া।

সখি! কেমনে জীব গো আর
বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল,
পীঠে হৈল পার।
মনু মনু মৈলাম, গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে॥
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো,
বুকে খেয়েছি ঘা।

পিঁজরে—খাঁচায়। বিনে—বিহনে॥ ১৬৫

সংহতি—সহিত॥ ১৬৬

জলে, পথ মাঝি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পীরিতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
বিপরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরু জনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ১৬৭

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া,
সাঁঝে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুখ॥
সই। দধি কেন ছিঁড়ে গেল।
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ॥ ১৬৮

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
ত্যজিয়ে সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া দৈনু
যে চিতে দাড়াঞাছি সই সে হয়।
ফেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভাবে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ ১৬৯

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাইতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই। কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মুড়॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে,
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া, ভিয়ান করিয়া,
এবে সে লাগিল সীঠ॥
মসলা আনিনু, আগুনে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভাব।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ॥ ১৭০

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

রা—কথা, বাক্য॥ ১৬৭
বেসালি—দুগ্ধ জ্বাল দিবার মৃত্তিকা পাত্র বিশেষ। সাঁঝে—সন্ধ্যাকালে। ছিঁড়ে গেল—নষ্ট হইল॥ ১৬৮

মুড়—মাথা। মীঠ—মীঠা। সীঠ—সারহীন।

খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা ॥
কে বলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল ॥
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল ॥
সোণার গাগরী, বিষ জল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে ॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে ॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ১৭১

অনুরাগ—আত্ম প্রতি।

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে ॥
হায় অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়ানি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে ॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥ ১৭২

গান্ধার ॥

কেন বা পিরীতি কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে ॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি ॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে ॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি ॥
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই ॥ ১৭৩

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥
ঘরে পরে কিনা বলে করিব হায় কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করি বিষ খাইয়া মরিতে ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে ॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে ॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ॥ ১৭৪

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥

গাগরী—কলসী। চঞ্চু পসারল—ঠোঁট বাড়াইল। কুলিশ—বজ্র। বারিক কারণ—জলের নিমিত্ত ॥ ১৭১

শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে॥
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে।
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল।
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁপর॥ ১৭৫

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন, নাহি হয় সম্বরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি।
একলা মন্দিরে থাকি, কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা, সে কেমনে জানে আমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল, দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি, কানু সে পরশ মণি,
ঠেকা গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥ ১৭৬

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের আনলে মৈনু॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাস।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥ ১৭৭

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়ে আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥ ১৭৮

গান্ধার।

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু পীঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পর মুখে যেবা শুনে,
তেঞিত অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি অনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ১৭৯

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরু জন আগে, দাঁড়াইয়া নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।

গোঙানু—কাটাইলাম। তেঞিত—সেইত॥১৭৯

পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখার সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয়?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ ১৮০

সুহই।

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তোয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
অনন্ত আনলে মোর পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে?
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥ ১৮১

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু।
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ ॥
জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে ॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার ॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে ॥ ১৮২

লোক চরচার, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তরে টানে ॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী ॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিব কি।
মরণ সমান, করে অপমান,
বন্ধুর কারণ সে ॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরম দুখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ ॥ ১৮৩

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয় ॥
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয়?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয় ॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা ॥
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভ ময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১৮৪

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি,
সেই সে মরম জানে।
এমত ব্যাভার, না জানি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেনে না
বেকত করিলে কেনে ॥

আমিঞা—অমিয়া, অমৃত ॥ ১৮১
বচন ইত্যাদি,—বাক্য নিঃসৃত হয়না ॥ ১৮২

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে? ১৮৫

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায়রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ॥ ১৮৬

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হ'য়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ভাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এছার জীবনের মুঞি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস? ১৮৭

গান্ধার।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ ১৮৮

বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ়, পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা॥
ঘর দুয়ারে আগুণ দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১৮৯

গোপত ইত্যাদি,—গোপন না করিয়া প্রকাশ করিল কেন? পোয়ের—পুত্রের॥ ১৮৫

রতি—অনুরাগ; আসক্তি॥ ১৮৭

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমি কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১৯০

ধানশী।

…কাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু
সহজে পিরীতি কথা।
…ই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
…বের ঘটিতে, বন্ধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
…ন অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
…তি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
…ম, করম, সরম, ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
…লের কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
…তর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
…রের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কান্দিতে নারে।
…তী হ'য়ে, পিরিতে করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
…এ অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজ নারী।
পিরীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি॥ ১৯১

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিপট,
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাঁহা পানে,
সেছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১৯২

সিন্ধুড়া।

সে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে,
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥

…ঘটিতে—ঘটনায়। মেলি—মিলিয়া। মুঞি—আমি॥ ১৯১

নিপট—নিতান্ত॥ ১৯২

কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন; পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে ॥ ১৯৩

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পীরিতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
তাগো দরশন পায় ॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৯৪

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ!
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত, তবে কেন হব রত,
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগৎ ভরিয়া রইল লাজ ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পেনু করিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় দিতে॥

পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন,
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয় ॥ ১৯৫

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"!
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে
এ তিন আখর সার ॥
ধরম করম, সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার ॥
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১৯৬

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরল ময় ॥

চিন—চিহ্ন। "তার বুঝি" ইত্যাদি "তার বুঝি এই দশা হয়" ইত্যাদি পাঠও হয় ॥ ১৯৫

একচিতে—এক মনে। উপজিল—উৎপন্ন হইল ॥ ১৯৬

পিরীতেরি কথা, শুনিব হে যেথা,
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া র'ব ॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে ॥
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৯৭

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মুরতি হইলে,
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি, সমান করিলে,
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥
যদি হাম শ্যাম, বঁধু লাগি পাউ,
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুণি,
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥
পরাণরতন, পিরীতি পরশ,
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন, অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতী চরচাতে।
তনুধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু কালা পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল,
মরিলে না যায় ছাড়া ॥
তিলেক মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহল,
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু ॥ ১৯৮

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পীরিতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ ॥ ১৯৯

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে।
বেদ বিধি পর, সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সোই সে মরম জানে ॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়াত, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর ॥ ২০০

পাউ—পাই। জুকিনু—ওজন করিলাম। চরচাতে—চর্চ্চায় ॥ ১৯৮

বিরিখের—গাছের, বৃক্ষের ॥ ১৯৯

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগলে সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥ ২০১

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দু'পরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল-নগরে।
কেনা বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার কাছে গালি পাড়িছ,
কেনে?২০২।

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে॥
জালার উপার জালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বৈমুখ ননদী হইল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়?॥
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥২০৩

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনু সকল পর॥
পিরিতি ঘরের, কবাট করিব,
পিরীতি বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে, সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে, আলিস ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি পরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব।
পিরীতি নাসায়, বেশর করিব,
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০৪

ভেজাই—প্রদান করি, দিই। বিধাতার বিধানে অগ্নি প্রদান করি। দুরজন—কুলোক, দুর্জ্জন॥২০২

সম্বিত—সংবরণ॥ ২০৩

বিনু—বিনা, ব্যাতিরেকে। আসকে—অনুরক্তিতে, অনুরাগে। শিথান—মাথার বালিশ।। সরসে—সরোবরে। বেশর—নাকের একপ্রকার গহনা॥ ২০৪

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নূনলি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল।
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ২০৫

বাসক সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যূথি,
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিশ, আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায়॥
উজরোল রাতি, মণিময় বাতি,
কর্পূর তাম্বুল বারি॥
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
বাসক করল গোরি॥ ২০৬

নূনলি—নবীন। ব্যথিত—দুঃখের দুঃখী॥২০৫
শেজ—শয্যা। মুরছিত—মূর্চ্ছিত। পিক—কোকিল। উজরোল—দীপ্ত হইল॥২০৬

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু,
গাঁথনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারিনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই! পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান?
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০৭

দ্বারের আগে, ফুলের বাগ,
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাইতে খাইতে, ভ্রমর মাতল,
বিরহ জ্বালাতে মৈনু॥
জাতী রুইনু, যূথি রুইনু,
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে, নিদ নাহি আসে,
পুরুষ নিঠুর জাতি॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা তেয়াগিয়া,
শেজ বিছাইনু কেনে?
যদি শুই তাই, কাঁটা ভুকে গায়,
রসিক নাগর বিনে॥
রতন মন্দিরে, সখার সহিতে,
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
যেন দরিদ্রের হেম॥ ২০৮

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না পশিল বঁধু,
মরমে বাঢ়ল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাএ যমুনাজলে॥
কঙ্কুম কস্তুরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
গরল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে॥ ২০৯

সুহিনী।

সে	যে	বৃষভানু	সুতা।
মরমে		পাইয়া	ব্যথা॥
সজল		নয়ান	হৈয়া।
রহে		পথপানে	চাইয়া॥
ফুল		সেজ	বিছাইয়া।
রহয়ে		ধেয়ানী	হৈয়া॥
উজর		চাঁদনি	রাতি।
মন্দিরে		রতন	বাতি॥
কহে		সব ভেল	আন।
কাহে		না মিলল	কান॥
সকল		বিফল	হৈল।
আধ		রজনী	গেল॥
শ্যাম		বঁধুয়ার	পাশ।
চলু		বড়ু	চণ্ডীদাস॥ ২১০

থির—স্থির। রাজে—রাজাকে॥ ২০৯

খণ্ডিতা।

কামোদ।

এই পথে স্থিতি, কর গতাগতি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাস,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বন্ধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই, দেখিতে পাব॥
শুন সখিগণ, করিয়া যতন,
ল'য়ে চল নিকেতনে।
অন্ধকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বন্ধুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২১১

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

চন্দ্রাবলী! আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে॥
কাল আসি হাম, পুরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।

ধেয়ানী—মৌনী। চলু—চলিল॥ ২১০
গতাগতি—যাওয়া আসা। বঞ্চি—কাটাই॥ ২১১
কাম—বাসনা, কামনা। ইথে ইহাতে॥ ২১২

চন্দ্রাবলী-নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে ?
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি,
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ?
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে ।
চণ্ডীদাসে কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে ॥ ২১২

বিহগড়া ।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি ।)

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী ।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী ॥
বঁধুহে, তুমিত রাধার নাথ ।
তব ভারি ভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ ॥
এতেক বলিয়া, গলেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে ।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙে বাণী;
কহয়ে কাতর ভাবে ।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২১৩

ধানশী ।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম ।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে ।
দেখে ফুলমালা,

নাগরে দেখিয়া কার উক্তি ।)
আছেন
. কালিয়া নাগর,
ভয়ে যে ভুরুর, দ-কথা ।
নাগর ভর
মজালে যখন,
রোষেতে নাগরী, নাথ। ।
নাগরেরে পাড়ে
রম-কাহিনী,
চণ্ডীদাস ভণে,
কথা কৈলে তবু গালি ।
ভেক,

ললিত ।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে ।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই ।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা ।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর ।
ভালে সে কঙ্কণ চিন বাহুয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী ।
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে ।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে ॥
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে ।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ ২১৫

রামকেলী ।

ছুঁওনা ছুঁইওনা বন্ধু ঐখানে থাক ।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালর উপরে কাল ।
প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥

চিকণ চূড়া,
ধানশী। ঝে।
হুকাণ পাতিয়া, যাছে সর্ব্বপায়,
বঁধু পথ পানে চাই গাজে ॥
পরভাত নিশি, মেরু হইয়াছে,
চমকি উঠিল রাই দহ।
পাতায় পাতায়, পেয়ে সুধানিধি,
সখীরে কহি রছে সেহ
বাহির হইয়া, কহিছে সুন্দরী,
বধুর অধিক করিয়া ত্বরা।
পুন কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥ ২১৬

বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস ॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল বাগ?
নখ পদ হির'জিত রুধিরে কবিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত ॥
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥ ২১৭

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহনা রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে, যাপিলা যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালা রজনী ॥
নীল নলিনী আভা, কে নিলে অঙ্গের শোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বড়িয়া কাঁদ,
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাখী।
রক্ত উৎপল ফুলে, বৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে দুল আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষভানুসুতা ॥ ২১৮

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভাল ত সুখেতে ছিলে?
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত-বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর-আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমত কপট, ধূর্ত্ত লম্পট, শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমিত সুখেতে ছিলে।
রতি-চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এই মিনতি রাখ, ঐ খানেতে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
কভু না করিবে পরশ ॥
লোক মুখে কভুকত, শুনিতাম যত,
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাথ দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব ॥ ২১৯

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর ॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর-ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥

শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ ২২০

ললিত।

[আ]হা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
[কে] সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
[ক]পালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
[কে] করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী।
[অ]রুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
[র]ক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরো মাঝে॥
[কে]মন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
[কে] কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
[ছ]ল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
[আ]ছে বসি আঁচলিতে মুখানি মুছাই॥
[ব]ড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
[চণ্ডী]দাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥ ২২১

রামকেলী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেইত পাপিনী॥
পরে পরিবার দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥২২২

রামকেলী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম-কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা।
চোরার মুখেতে, ধরম-কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ-পুণ্য-জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে।
আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপীনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলা আছে॥ ২২৩

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু বিন্দু দেখি সিন্দুর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ২২৪

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুনহ হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥

শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা আপন কিবা সে পর॥
শিশু কাল হ'তে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে [illegible] কি না পায়॥
সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥ ২২৫

ভাটিয়ারি।

রামা হে কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে, শরণ সো হরি,
অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি,
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কণ,
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালিয়-দমন, করল যেমন,
চরণ যুগল ধরে।
এবে সে ভুজঙ্গ, ভরমে ভুলল,
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত,
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর, বরিখণ বিনু,
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব-দোষে, অধিক পিয়াসে,
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহুঁ তাহারি, নাম সোঙরিয়া,
গলয়ে শতগুণ লোর॥
চণ্ডীদাস-বাণী, শুন বিনোদিনি,
কি আর করহুঁ মান।
তুয়া অনুগত, শ্যাম মরকত,
তো বিনু তাবে না আন॥ ২২৬

সুহই।

শুনলো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি?
মিছই করসি মান।
তোবিনু আগল কাণ॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা আগাইল হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥ ২২৭

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ, শ্যাম-অঙ্গ-মুকুর প
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ॥
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব,
কৈছন রস নিরবাহ?
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগেল,
উলসিত দুহুঁ দোঁহা হেরি॥
পুন সব জন মেলি, করয়ে বিনোদ-কেলি,
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত
সকল সখীগণসাথে॥ ২২৮

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর-শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ॥
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।

জগমাহ—পৃথিবীর মধ্যে। বিলসব—বিহার করিবে। নিরবাহ—নির্ব্বাহ॥ ২২৮

কাহে—কেন। পয়াণ—প্রয়াণ। কোথায় লুকাকাইল। যো—যে। কো—কেহ॥ ২২৯

হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায় ॥
আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু হে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায় ॥
সে অবধি মোর, এশেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥ ২২৯

শ্রীরাগ।

রাই মুখে শুনল ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পায়ল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ ॥
তুহুঁ কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল ॥
ঐছে বিচার করত যাঁহা রাই।
তুরিতহি এক সখী মিলল তাই ॥
এ ধনি পদুমিনি কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখি রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই ॥ ২৩০

ধানশী।

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ ॥
কহইতে সকল সম্বাদ।
গদ গদ কয়ই বিষাদ ॥
চল চল নাগর রস-শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী ॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝা হৃদয় ॥ ২৩১

নহ উতরোল—উতলা হইও না। ভৈ গেল—হইয়া গেল। পদুমিনি—পদ্মিনী। নিয়ড়ে—নিকটে। ২৩০

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী, কহে ধিরি ধিরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচাইলাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায় ॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুইক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥ ২৩২

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমি ত কেবল, তোদের অধীন,
য বল শুনিতে হয় ॥
সখি, তোরা মোর কর এহি হিতে।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভাল মতে ॥
পুন যদি আর, এমত ব্যভার,
করয়ে এ ব্রজ ভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ-গোচরে,
না করিব এ জনমে ॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনি, জনমে জনমে,
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥
এত শুনি গোরী, দু বাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই খানে হয়, রসামৃতময়,
চণ্ডীদাসে ইহা বলে ॥ ২৩৩

ধানশী।

ছিছি মানের লাগি, শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়া ছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হৈলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি॥
নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ॥ ২৩৪

সুহই।

ছি ছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥

সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া॥
তোরা সখিগণ, করহ সিনান,
আনিয়া যমুনানীরে।
আমারে বন্ধুর, যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকলে,
ভুঞ্জাহ পায় সদধি।
বঁধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে,
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে,
ইথে কি পরাণ রয়॥ ১৩৫

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখিগণ,
আনল যমুনাবারি।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরী॥
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীত বাস।
পরিয়া বসন, হরষিতমন,
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী, তেরছ চাহনি,
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর, প্রেমে গর গর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না পায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ২৩৬

কলহান্তরিতা।

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সমুখে দাঁড়াইল,
গলে পীতবাস লৈয়া।
সো চান্দ বদনে, ফিরি না চাহলি,
তো বড়ি নিঠুর মায়া॥
সো শ্যাম নাগর, জগত-দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেলে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি আপন সুখে।

ওদন—অন্ন। ২৩৪

মায়্যা—মেয়ে। তেজলি—পরিত্যাগ করিল। ২৩৭

আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২৩৭

বিভাষ।

র নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ
এখন উহাঁর অনেক হল আমরা পেলাম লাজ,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ করে তনু হইল শেষে॥ ২৩৮

প্রবাস।

ধানশী।

লিতার কথা শুনি,হাসি হাসি বিনোদিনী,
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়ে শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন,
এ কথাত কভু শুনি নাই ॥
হিয়ার মাঝারে মোর, এঘর মন্দির গো,
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়,
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥
তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন,
কোন্ পথে বন্ধু পলাইবে।
বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব,
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পকলতা,
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো,
[illegible]

ধানশী।

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ,
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু'আঁখি হইল অন্ধ ॥
এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল ॥
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল।
চণ্ডীদাস কহে মিছা আশা আশে,
থাকিব কতেক দিন ?
যে থাকে কপালে, করি একেকালে,
মিটাইব আখর তিন ॥ ২৪০

সুহই।

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হ'ব কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে ॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে ॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ-দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে ॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে ?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে ॥২৪১

সিন্ধুড়া।

পিয়া গেল দূর দেশ হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণি ॥
পরসে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে ॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে ॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
[illegible]

সুহই।

অগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বুল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লৈয়া সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত না ছুটিল লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥
পিয়ার চূড়ায় ফুল গলায় গাঁথিয়া।
আনহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এপাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥২৪৩

তুড়ী।

অকথ্য বেদনা ঃ ই কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি॥"
চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥২৪৪

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, আনিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২৪৫

সিন্ধুড়া।

সখিরে বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ-রতন-ধন,
কাচের সমান ভেল॥
কোন্ সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আসে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী-বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে তৎসরে,
কবি বড় চণ্ডীদাস॥২৪৬

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায় ।
সে সুখ-সাগর, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায় ।
বিরহ-আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন ।
যেমন করিলে, আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥ ২৪৭

মাথুর ।

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে ।
হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধে ॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে ।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুসি,
পলায়ে এসেছে পুরে ।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা রেখেছে ধ'রে ॥
আপনার ধন, করিতে প্রার্থন,
রাই পাঠাইল মোরে ।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, ভব ভজবিজে,
পেতে পারে কি না পারে ॥ ২৪৮

শ্রীরাগ।

বিরহ-কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে ।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী ।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ ।
কোন সখী অঙ্কে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে ।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়ে না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীয়া মেলি ।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলি,
রাই দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই ।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই ॥ ২৪৯

সাঅর—সাগর । তিয়াষে—তৃষ্ণায় । বোল ইত্যাদি,—বলিতে ত্রুটী করিও না। ভাবনে—চিন্তা "হৃদয়ে দ্বিগুণ" স্থলে "দহয়ে দ্বিগুণ" এবং 'আইসে, করিবে" স্থলে "আইসে যে জন" প্রভৃতি পাঠও দৃষ্ট হয়॥ ২৪৭

মনোহি ইত্যাদি,—মনরূপ শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিল। আকুসি—শিকলের কড়া। ভজবিজে বিধানে, বিচারে॥ ২৪৮

নিদান দেখিয়া—অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া। শপথ—দিব্য। পুলিনে—তটে। ঝাট—ঝটিতি, শীঘ্র॥ ২৪৯

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মিঠ কি তীত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার, সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে॥ ১৫০

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া,
তোরে যে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া,
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি, কালিয়া বদন,
না খুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ গোপীদে' হ'তে, মথুরা-নাগরী,
কত রূপে গুণে বটে হে॥
কিম্বা কুবুজা, নামে কুবুজিনী,
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মুরারী,
বিহি মিলায়েছে জেনে॥
কিম্বা কুবুজা গুণে গুণবতী,
গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি সুখের, কিজানে বলিতে,
কিবা সে রেখেছে বশ॥
যতেক তোমারে, পিরীতি করুক,
তেমন পিরীতি হ'বে না।
রাধানাথ বিনে, কুবুজার নাথ,
কেহ ত তোমারে ক'বে না॥
কি আর কহিব, মনের বেদনা,
কহিতে যে দুখ পাই।
চণ্ডীদাস কহে, কহিতে বেদনা,
পরাণ ফাটিয়া যায়॥ ২৫১

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরিছ রাই-মুখইন্দু॥
হে পাপধারি।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠা'ল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে দেখি॥
তুমি ব্রজে যা'বে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥ ২৫২

বেলাবলী।

রাই'র দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥
অব যতনে ধৈরয ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার।

"এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥"
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥ ২৫৩

ধানশী।

সই, জানি কু-দিন সু-দিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব,
কপাল কহিয়া গেল॥ ধ্রু
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল॥ ২৫৪

ভাব-সম্মিলন।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ান-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তীরক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী,
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥ ২৫৫

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলিল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারা নিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলন আজি, নিভাওল আনল,
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক পর, বৈঠল দুহুঁ জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল-ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিখে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানীল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাব ভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥ ২৫৬

সুহই।

কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে,
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছাঁদে।

তৃষিত চাতক নব, জলধরে মিলল,
ভুখিল চকোর চাঁদে ॥
আধ নয়ানে দুহুঁ, রূপ নিহারই,
চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে, দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি,
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ, গোরী পরশে সেহ,
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে, আলাইল আনন্দভরে
শিরীষকুসুম কমলিনী ॥
অতসী কুসুম সম, শ্যাম সুনাগর,
নাগরী চম্পক-গোর।
নব জলধরে জনু, চাঁদ আগোরল,
ঐছে রহল শ্যাম-কোর ॥
বিগলিত কেশ কুন্তল, শিখি-চন্দ্রক,
বিগলিত নিভল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম-রসে, ভাসল নিধুবন,
উছলল প্রেম-হিলোল ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ রূপ নিরখিতে,
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড় বর, সুন্দর রসরাজ,
সুন্দরী মিলই রসাল ॥ ২৫৭

সুহই।

ভাবোল্লাসে ধনী, বঁধুরে পাইয়া,
ভাবে গদ গদ কয়।
ব্রজ-পিরীতের, প্রদীপ জ্বালিয়ে,
দীপ কি নিভা'তে হয় ॥
কালিয়া কুটিল, স্বভাব তোমার,
কপট পিরীতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে, মুচকি হাসিয়ে,
অবলা ভুলাইলে কত ॥
পিরীতি রসের, রসিক বোলাও,
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরের, যত নাগরীর,
পিরীতের ধার ধার ॥
শুন গিরিধারি, মথুরাবিহারি,
নারী-বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়ে, তোমারে ভজিলে,
শেষে কি এই দশা হয় ॥
পিরীতি করিলে, কেন দগধিলে,
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন, দয়া-হীন জন,
তোর নিদারুণ হিয়ে ॥
সোই রসিকতা, পিরীতি মমতা,
সমতা হইলে রাখে।
পিরীতি রতন, রসের গঠন,
কুটিলাতে নাহি থাকে ॥
পিরীতির দায়, প্রাণ ছাড়া যায়,
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের, পসরা তা নাকি,
রাখালে বহিতে পারে ॥
যে জনা রসিক, রসে ঢর ঢর,
মরমি যে জন হয়।
হেরে রে রে ক'রে, ধবলী চরায়,
সে জনা রসিক নয় ॥
রসিকের রীতি, সহজ সরল,
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে, রাধার গঞ্জনা,
সুধা-সম কানু মানে ॥ ২৫৮

সুহই।

শুন শুন হে রসিকরায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায় ॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায়ে হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।

প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ॥
সখীগণে কহে, শ্যাম-সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাড়ায়লি,
অব টুটায়ব কে ॥
তোহারি গরবে, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ ॥ ২৫৯

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণ-বন্ধু হইও তুমি ॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞি সে পরাণে মরি ॥
বড় শুভ ক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি ॥
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল-নগরে,
দুকূল হইল হাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হ'য়ে,
সদা অন্তরে থাক ॥ ২৬০

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক-মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়া'ব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ-রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ২৬১

সুহই।

শুনহে চিকণ কালা।
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম ॥
অবলার যত, দুঃখ প্রাণনাথ!
সব থাকে মনে মনে।

চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে ॥ ২৬২

সুহই ।

বঁধু, কি আর বলিব আমি ।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি ।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজপুরে ।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি ।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয়-বচন সার ।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার ॥ ২৬৩

সুহই ।

বঁধু কি আর বলিব তোরে ।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা ।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা,
সহজ কুলের বালা ।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥২৬৪

ধানশী ।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর ।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার ॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া ।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া ॥
নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম ।
তোমার পিরীতি খানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি ।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার ।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যাম ধন ।
কৃপা করি এদাসেরে দেহ শ্রীচরণ ॥ ২৬৫

সুহই ।

শুন সুনাগর, করি জোড় কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী ।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি যেনে,
নবীন পিরীতিখানি ॥
কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে ।
এ নব যৌবন, পরশ-রতন,
সঁপেছি চরণ তলে ॥
তিনহি আখর, য করিয়ে আদর,
শিরেপ্পে, পায় আমি ।
অবলার আশ, ই অ কর নৈরাশ,
সদা কু মি ॥
গেনু ।
তুমি রসরাজ স সের সমাজ,
বি কি আর হেলাযে মি ।
মনু ॥
চণ্ডীদাস কনে, নমে জনমে,
হিণনাথ মায়ের মি ॥ ২৬৬
ড় আ

সুহই।

বঁধু, তুমি সে পরশ মণি হে,
বঁধু তুমি সে পরশ মণি।
ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণখানি॥
তুমি রস-শিরোমণি হে,
বঁধু তুমি রস-শিরোমণি।
মোরা অবলা অখলা, আহিরিণী বালা,
তো' সেবা নাহি জানি॥
তোঁহার লাগিয়া, ধাই বনে বনে,
আমি সুবল-বেশ ধরি হে।
এক তিলে শত যুগ, দরশনে মানি,
ছেড়ে কি রইতে-পারি হে॥
অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন,
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটী চরণ, পরাণে ধরিয়া,
নয়ান মুদিয়া থাকি॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুহুঁ সে পিরীতি জান হে।
বঁধু সে তোমার, এক কলেবর,
দুহুঁ সে এক প্রাণ হে॥ ১৬৭

সুহই।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥ ২৬৮

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

সুহই।

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রস-তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে, তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়।
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয়॥ ২৬৯

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

সুহিনী।

অনেক সাধের, পরাণ-বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥

তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন,
কিনেছি বিশাখা আগে।
কিনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গাপায়॥ ২৭০

সুহই।

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত-কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥ ২৭১

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি॥
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি॥
ধাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হ'ল ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এই দশা হৈল মোর॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সাগরে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর॥ ২৭২

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ভূপালী

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥

এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥২৭৩

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী,আইনু গোকুল পুরী,
বরজমণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখে নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমলআঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত, পিরীতি করিনু কত,
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হৈল তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥ ২৭৪

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

সুহই।

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলায় হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম সাড়ি পড়ি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হ'ল রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হরিয়া যাঁহারে. রাখিহ শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥ ২৭৫

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়নতারা॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি
পরাণে পরাণ বাঁধা॥ ২৭৬

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।

কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী-চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী, ফিরে দিবানিশি,
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে, পরাণ সঁপেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরি, অনুগত জনে,
ক'রো না চরণ-ছাড়া ॥
কিশোরী-দাস, আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে, রসিক নাগর,
ভিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে, নবীন কিশোরী,
বঁধুরে করিল কোলে ॥ ২৭৭

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গাচরণে,
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িও রাই ॥ ২৭৮

রাগাত্মিক পদ।

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
বসুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যুজিতে,
সহজের এই রীতি ॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি-পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারি,
রামিণী নাম যাহার ॥
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত ॥
শুন রজকিনি রামি!
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদ বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

এক নিবেদন, করি পুনঃপুন,
শুন রজকিনি রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়নের তারা॥
তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি॥
ওরূপ-মাধুরী, পাসরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা-রস॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী-চরণ সার॥

পুন আর বার, আসি তরাতর,
রামিনী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিনী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিণি,
এ কথা ভুবনপার।
পরকীয়া-রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডীদাস নামে, আছে একজন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে,
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া, সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া, নরকে যাইবা,
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া,
সতত তাহাই যজ।
নিত্য এক মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদা ভজ॥
ব্যভিচারী হৈলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজ পাইবে তবে॥
আর এক বাণী, শুনহ রামিণি,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এ কথা পাছে কেহ শুনে॥

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।

আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয়রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা-মাধব সঙ্গে, আনন্দ-কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে ভুয়া পাব॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

চণ্ডীদাসে কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন-কথা॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ খতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস বজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে।

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজে যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি॥
সতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর॥
বীজে মিশাইয়া রাগিণী যজ।
রসিক মণ্ডলে সতত ভজ॥

বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয় ॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি ॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয় ॥
আসকরূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই ॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে ॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয় ॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি ॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি ॥
চতুর্থ আখর সামান্য রস।
তাহতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত-পার ॥

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে, জিজ্ঞাসয়ে কর যোড়ে
রামী কহে শৃঙ্গারসাধন ॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বাউল হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ॥
হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম-দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাসহ যতনে তাহারে ॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান ॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন-কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধনগুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল ॥

এই সে রস নিগূঢ় তত্ত্ব।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য ॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে ॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা ॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে।
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই ॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি ॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে ॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঙ্ক মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী ॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে ॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু ॥
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু ॥

অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিত্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তত্ত্ব নাম মেয়ে॥
নিশি-যোগে শুক সারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী-কৃপায়॥

খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে,
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব-রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
শুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি-ভবাদি সীমা না পায়॥
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে।
শুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক রসিক, সবা ই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।

রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম-পিয়ারা॥
অবলা-মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রসপ্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস॥

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্মগতি,
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয় ত,
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক যোটন, বিনহি কখন,
না হয় পুরুষ নারী॥
প্রকৃতি পুরুষে, যো কছু হয়ত,
রতি প্রেম পরচারি।
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে॥
রতিসুখ কালে, অধিক সুখহি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে।
দুহুঁক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।

রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকষয় ॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল-কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া,
যবে তেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাস উপজে,
তাহারে রস যে কয় ॥
বাশুলী-আদেশে, চণ্ডীদাস ভণি,
রূপ নারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসল প্রেম তরঙ্গে ॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায় ॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল ব'লে ॥
মানুষ অভাবে, মন মরীচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥
তাহার মরণ, জানে কোন্ জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥
বাঁটিলে মরণ, জীয়ে ছুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছট ফটি
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিবা তখন,
এড়ায় টানিবা শ্বাস ॥
তাহা হইলে, মন বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তা হৈলে কখন, না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ।
বেদ-বিধি-পার, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন,
তাহার উপর কে ॥
সানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে,
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন-গোচর,
জানয়ে রসের কূপ ॥
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়,
হৃদয় আনন্দ-ভোরা।
নয়নে নয়নে, থাকে ছুই জনে,
যেন জীয়ন্তে মরা ॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধানিধি,
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভীর,
উপরে শেহালা দল ॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।

স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা, যাহারে হইয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা॥

— —

আপন বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়॥
সখি হে, পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমরা-সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত, কুমুদ-পিরীতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

সুজনের সনে, আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে॥
সখি হে, কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পন, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
স্বকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পর ভত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায়॥
সখি,না কর সে পিরীতি আশ।
ঝুটিয়া পিরীতি, কেবল রীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

— —

শুন গো সজনি আমারি বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাত॥
সুজন পিরীতি পাষাণ-রেখ্।
পরিণামে কভু না হবে টোট্॥
ঘসিতে ঘসিতে চন্দনসার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥

—

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীতি॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মেলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥

চণ্ডীদাস কহে সহজ রীতি।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীতি॥

পিরীতি করিয়া ভাজয়ে যে।
সাধনা-অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥
রাগ-সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনার তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে॥
আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান।
দাউ উঠাইল যেমন মান॥

প্রেমের পিরীতি, কিসে উপজিল,
প্রেমাধরে নিব কারে।
কেবা কোথা হইল, কেবা সে দেখিল,
এ কথা কহিব কারে॥
পাতের ফুলে, ফুলের কিরণ,
তাহার মাঝারে যেই।
তাহারে অনেক, যতনে নিঙ্গাড়ে,
চতুর রসিক সেই॥
প্রেমের চাতুরী, চতুর হইয়া,
তিনের কাছেতে থাকে।
চারিটি আখর, হরিলে পুরিলে,
তাহে যেবা বাকি থাকে॥
তাহার বাকিতে, প্রেমের আখর,
পিরীতি আখর অড়।
সকল আখর, এক করি দেখ,
প্রেমের কথাটী দড়॥
ছয়টী আখর, মূল করি দেখ,
তাহার বুচাই ছুই।
চণ্ডীদাস কহে, এ কথা বুঝয়,
রসিক হইবে যেই॥

পিরীতি-উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের বসতি,
তাহার উপর লাভ॥
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক-উপরে ধারা॥
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ॥
গন্ধ-উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেহ কেউ॥
ছুখের উপরে, ছুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে,
সকলি পলায়ে যায়॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈদিগ থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি।
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝায়া,
মরম কহিব তারে॥
এমতি করণ, যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।

চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী ॥

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কার ॥
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তার ॥
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিল,
শুন বৃকভানু-ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলয়, ক্ষীরোদ সাগর,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গন্ধ পদ্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমনি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে ॥
চান্দের কাছে, অবলা আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার, একটি দুয়ার,
ভিতরে তিনটি আছে ॥
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আম্র ফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা ॥
অভাগিয়া কাকে, স্বাদু নাহি জানে,
মজয়ে নিম্বের ফলে ॥
রসিক কোকিলা, জ্ঞানের প্রভাবে,
মজয়ে চুত-মুকুলে ॥
নবীন মদন, আছে এক জন,
গোকুলে তাহার থানা।
কামজীব সহ, ব্রজ-বধূগণ,
করে তার উপাসনা ॥
সহজ কথাটী, মনে ক'রে রাখ,
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে, জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি ॥
রূপ-করুণাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনেরি ধাঁধা।
কহে চণ্ডীদাস, পুরিবেক আশা,
তবে ত খাইবে সুধা ॥

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা-উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লৈয়া যে যত ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয়
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা ॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন-সার।
রাগ-মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার॥
অণ্ডকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতি-বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উগারিল কে?
দল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে।
পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
রাত পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
রতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥
কার ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
টীক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি-সাধক হই॥
ভ হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
র চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

াধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু-সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ-নিবৃত্তি, সভে দুরগতি,
ভজন-ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত, সবে দুরগত,
সদ্‌গুরু-আশ্রয়ে হবে॥
রতি-আস্বাদন, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুঃখে নয়,
কিশোরীচরণ দেখে॥

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায়॥
ধনি, কহব তোমার ঠাঁঞি।
পরকীয়া-রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পুরবমুখে।
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবেত রসিকরাজ॥
যে জন চতুর, সুমেরু-শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥
পিরীতি যা সনে, আদরে সে ধনে,
সতত না লবি ঘর।

অন্তরে পরাণ, বাঁটিয়া দেওবি,
বাহিরে চাহিবি পর ॥
বেদ-বেদান্তর, না করিবি বিচার,
না লৈবি বেদে বিরস।
হইবি সতী, না হবি অসতী,
না হইবি কাহার বশ ॥
হইবি কুলটা, কুল ত্যাগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি,
স্বপতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক-সাগরে, সিনান করিবি,
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি,
সম-দুঃখ-সুখ-ক্লেশ ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুইবি হাঁড়ী ॥

মরম কহিতে, ধরম না রয়,
নাহি বেদ-বিধি-রস।
সতী যে হইবে, আগুনি খাইবে,
না হবে অঙ্গের বশ ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভবনদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কামরতি ভজে অঙ্গপতি
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব, নীরে না ভিজিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
অঙ্গের পরশে, সিনান করিব,
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এবড় উল্লাস,
থাকিব যুবতীমাঝে ॥

হইলে সুজাতি, পুরুষের রীতি
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় হইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচপোকা করে ॥
সহজ করণ, রতি-নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেইত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি ॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস ॥
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ ॥
কন্তার বিবাহ আর অন্তের উপপতি।
ভাব ভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি ॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ ॥

এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস-ভেদ একপাত্রে॥

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হব
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে
কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়,সকল আনন্দময়।
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে
মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে,
তরুলতা চারি ভিতে।
কোন্ বৃন্দাবনে, কিশোর কিশোরী,
শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে,
সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম,
ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপতের পথ, না হয় বেকত,
রসিক জনার সনে॥
উপাসনা-ভেদ, যাহার হয়েছে
সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস, না জানিয়ে তত্ত্ব
কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে, লভিয়ে জনম,
ছি, নীচ-সহ ব্যবহার॥ *

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যে রূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের, সম আপনার
দেহ করিতে হয়॥
সে কালে মরণ, অতি নিত্য করণ,
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ, রতির গঠন,
তখন দেখিতে পাবে॥
সে রতি সাধন, করেন যে জন,
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পুরিয়া,
মরম বুঝয়ে তার॥
তাহার উপর, জলদ বরণ,
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সজনি, শুনগো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে।
কহিতে বাসিবেক লাজ॥
কমল-উপরে, জলের বসতি,
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
পরাণে হানিছে হারা॥
সুমেরু-উপরে, ভ্রমর পশিল,
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
হারায়েছে জাতি কুল॥
হরিণ দেখিয়া, বেয়াধ পলায়,
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে, আলসের বসতি,
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
এ কথা বুঝিবে কে?
চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে,
বুঝিতে পারিবে সে॥

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভবনদী হয় পার॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাছিয়া লবে।
তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ-ধরম যাবে॥

সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে,
পরশ পাষাণময়॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী-মদহ যোগ॥
রমণ রমণী, তারা দুই জন,
কাঁচা পাকা দুটী থাকে।
এক রজ্জু, খসিয়া পড়িলে,
রসিক মিলয়ে তারে॥
মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সেই নারী,
তলাটে নাহিক আর।

নারীর স্বজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্রে রয়॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগত ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যেজন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

এতিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়।
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে॥

রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম,
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমেতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে॥
ছাড়িতে বিষম, তাহার করণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিকে কেমনে করে॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে।
বুঝিতে না পারে, আনা-গোনা করে,
কাঁফরে পড়িয়া মরে॥
তার একূল ওকূল, দুকূল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সে দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে॥

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ-নগরে তাহার বাস॥
প্রেম-সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এরূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি॥

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে, কার্য্য সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মুঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি, আটটা আখর,
তিনের জনম তায়।
এগার আখরে, মূল বস্তু জানিলে,
একটি আখর হয়॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
যাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে॥
পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অরূপা, সোণাতে সোহাগা
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি,
রতির আশ্রয় নয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলী আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিনি আনে নাহি জানে।
নিগম, দুর্গম সুগম,
পিঃ শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি-নগর,
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সেজন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।

এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥
দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে ॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সূতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাস
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল ॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড়্‌রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নানাত্মক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু ॥
মহভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞা[য়া]
এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
নাসামূলে দ্বিতল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
তত্ত্ব পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি ॥
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলাম্বুজ নিযোজিত।
তার মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল কয় ॥
সহস্র দল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয় ॥
ষট্‌ চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গল রহে।
মধ্যস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে ॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ আপন ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান ॥
চতুর্দ্দলে আপন সর্ব্বভুতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোমউর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক ॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ-নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয় ॥
রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে ॥

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম কয় ॥
ভ্রূ-মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল চতুর্দ্দল গুহ্যমূলে।
বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে ॥

সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়॥

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটী আখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনকআসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীতভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥
অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনকআসন জানিবে তবে॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধের কয়॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তায় স্বরূপ লক্ষণ কয়॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোক-ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ
কায় মন বাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত করণে উপজয়ে প্রেমধন॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে॥

পরিশিষ্ট

অনুরাগ—ব

সুহই।

জনম গেল পর দুঃখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন্ দিন গরল ভখিবে॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি
দেশান্তরি হব গুরু পিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঞি সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপাল ক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

শ্রীরাগ।

পিরিতীনগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরশি, পিরীতি প্রেয়সী,
অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে, এ দেহ রাখিব,
পিরীতি করিব আল।
পিরীতি রিকথা, সদাই কহিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি বালিশ মাথে।
পিরীতি-বালিশে, আলিস করিব,
রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সাগরে, সিনান করিব,
পিরীতি-জল যে খাব।
পিরীতি-দুঃখের, দুঃখিনী যে জন,
পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি-বেশর, নাসেতে পরিব,
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয়পিঞ্জরে, পিরীতি থুইব,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

কাকমাল্য মান।

ধানশী।

হলধর-ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে॥
হেন কালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য ব'লে।
সেই হেতু নীল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হ'লো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥
আসিয়া পড়িল ঠোকা চন্দ্রাবলীঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যাম রায়।
দেখিতে না পায় পুন সাঙলী খেলায়॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
ভাল বেশ করি সেই মালা পরি এল॥
রাইকে দেখিবার তরে এলো তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস॥

নায়িকার প্রতি সখী-বাক্য।

বালা-ধানশী।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়॥

নায়িকার বাক্য।

বিভাষ।

আমি ত অবলা, তাহে এত জ্বালা,
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি,
তোমারে কহিল দঢ়॥
সহজে আপন, বরণ যেমন,
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভাবিয়া, সে রূপ কালিয়া,
না রহে আপন প্রাণী॥
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল,
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
এইত রসের কূপ
এক কীট হ'য়ে, আর দেহ পায়ে,
ভাবিয়ে তাহার চুপ॥

নায়ক বাক্য।

বিভাষ।

সেই কোন বিধি, আনি সুধানিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মুরছি পড়ল হামে॥
সই, কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর, কৈল জর জর,
হইল অন্তর গামী॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি, বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ মিত॥
কহে চণ্ডীদসে, বাশুলী আদেশে,
সেই সে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাঢ়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচব জ্বালা॥

অনুরাগ—সখী-সম্বোধনে।

শ্রীরাগ।

কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥

কি বুদ্ধি করিব সই, কি বুদ্ধি করিব।
নিত নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
গৃহকাজে নাহি মন কয় নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
কেমন কেমন করে মনু লোক-লাজে॥

অনুরাগ—প্রকারন্তর।

শ্রীরাগ।

যাবট-নিকট দিয়া, যায় বেণু বাজাইয়া,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলি আইনু আমি,
ফিরিয়া না চাহিলে তুমি,
আঁখি রহিল চাঁদমুখ চেয়ে॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হায়, হয়ে বাউরী দিয়ম,
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
তোঁহা রূপ গুণ স্মরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
মুরছিনু মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি,
যে না মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম নাহি জানে॥

জ্ঞানদাস।

[কবি জ্ঞানদাস একজন সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা। বীরভূম জেলার ইন্দ্রাণী থানার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে মঙ্গল-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। মঙ্গলবংশে জন্ম হেতু 'মঙ্গল ঠাকুর', 'শ্রীমঙ্গল' ও 'মদন মঙ্গল' প্রভৃতি আখ্যায় ইনি অভিহিত। জ্ঞানদাসের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে মতবৈধ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান দাস,—মনোহর দাস বা বাবা আউলের সমসাময়িক। উভয়েই শ্রীনিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবীদেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, উভয়েই একত্র থাকিতেন, এবং উভয়েই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র গমন করিতেন,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সে হিসাবে উভয়েই বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে (১৬০০ শকে) বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ আবার অনুমান করেন, জ্ঞানদাস ১৪৫৩ শকাব্দে (৯৩৮ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে বাবা আউল তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তিনি ১৬০০ শকে 'মনোহর দাস' নাম গ্রহণ করেন; এবং তাঁহার এই নাম গ্রহণের বহু পরে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীজাহ্নবীদেবীর সহিত তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদির তীর্থ ভ্রমণ করেন। জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিগণ এখনও বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। জ্ঞানদাস, শ্রীজাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া, 'গোস্বামী' পদবীতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই কারণ, তাঁহার জ্ঞাতিগণ আজিও 'গোস্বামী' উপাধিতে অভিহিত। জ্ঞানদাস সুপুরুষ ও সুরসিক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি কাঁদড়া গ্রামে তাঁহার নামে অদ্যাপিও এক মঠ বর্ত্তমান আছে। আজিও প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় সেই মঠে তিনদিবস ব্যাপী এক মেলা হয়, এবং তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে অনেক বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানদাস তন্মধ্যে প্রধানস্থানীয়। তাঁহার পদাবলীতে কবিত্ব ভাব জীবন্ত পরিস্ফুট। তাঁহার রচিত 'ষোড়শ গোপালরূপ বর্ণনা' অতুলনীয়।]

শ্রীরাধা।

মল্লার।

কনক বয়ান কনক কাঁতি।
মুকুতা নিকর দশন পাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকূল॥
চললি হরিণনয়নী রাই।
ত্রিভুন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু॥
উচ কুচযুগ কনকগিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি॥
পবন তরল বসন মেলি।
দামিনী বেড়লি চাঁদনি বেলি॥
বিভ্রম সারিম সময় সাজ।
রবিশিলা যত তটনী মাঝ॥
রোমলতাবলী ভুজগী ভান।
নাভি সরোবরে করু পয়াণ॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলী যৌবন জনি তরঙ্গ॥
মদন বিমান চারু নিতম্ব।
উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল যায়।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিণীনাদ।
রতন মঞ্জীর কর বিবাদ॥
চরণ-কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥

।

বরাড়ী।

গুরু অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত-মণি, মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যামর দে॥
নব কুবলয়দল, কিয়ে অতসী ফুল,
নীল মুকুর মণি আভা।

কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নব ঘন,
বরণে না পায়হ শোভা ॥
কুসুমিত চিকুর, বলিত বয় বরিহা,
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ-তিলক,
চাঁদ উয়ল ঘনমালে ॥
কোটি ইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥

যুগল রূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী-উপরে, এ চারু পঙ্কজ,
নয়নে দেখ চাহিয়া ॥
পঙ্কজ-উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত,
যুগল কেশরি-রাজ ॥
কেশরী উপরে, এ দুই উদর,
উদর-উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি ॥
তাহে আছে সখি, একটি তমাল,
নব ঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ,
শুনলো মরম সখি ॥
তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শাখা দল ॥
তা-পর এ দুই, কীরের বসতি,
তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি,
পিবইতে ইহ বারি ॥
তাপর দেখহ, বিধু সে অরুণ,
তাপর মধুর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমক বাত,
একথা আনে না কহি ॥

গোষ্ঠ-লীলা।

তুড়ী।

গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে ॥
উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা,ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ আন।
একেলা মন্দিরমাঝে, আছ তুমি কোন কাজে।
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ ॥
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
মাথেতে ছিঁদন দড়ি, হাথেতে কনক-লড়ি,
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার পাছে ॥

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া।
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে দ্বারে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে ॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে ॥
চারি দিগে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনি পাঁচনি কার হাতে শিঙ্গা বেণু ॥
সভার সমান বেশ বয়েস এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিল শ্যাম চান্দ ॥

খাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায় ।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায় ॥

মঙ্গল ।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে, রঙ্গিয়া রাখাল সাথে,
বাহির হৈলা রোহিণীনন্দন ।
শিঙ্গা-দিয়া চাঁদমুখে, উভ করি দিল ফুকে,
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন ॥
পরিধান নীল ধটী, গলে শোভে হেমকাঁঠি,
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন ।
আকর্ণ শোভিত ঠাম, আঁখিযুগ ঘূর্ণমান,
শোভে কত রতন ভূষণ ॥
এক কাণে কোকনদ, দেখিতে লাগয়ে সাধ,
আর কাণে মকর-কুণ্ডল ।
জিনি মদমত্ত হাতী, গমন মন্থরগতি,
ধরণী করয়ে টলমল ॥
বাহির হৈলা বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যাম,
প্রেমে ছল ছল দুনয়ান ।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখালময়,
মাঝে করি নন্দের নন্দন ॥ ৩২

মঙ্গল ।

যমুনা-তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায় ।
ইন্দু বরণ, ব্রজ বধূ কামিনী,
স্বজন তেজিয়া বনে ধায় ॥
অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ,
অসীত কুসুম হিমকর ।
ইন্দ্র নীলমণি, উদয়ে মরকত,
শিখি-চূড়া অহিবর ॥
গোধূলি-ধূসর, বিশাল বক্ষস্থল,
গো-ছাঁদ-রজ্জু করে ।
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর,
জ্ঞানদাসের জ্ঞান হরে ॥

মঙ্গল ।

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণঘটা,
ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড,
মুখমণ্ডল মোহনফাঁদ ॥
রাম কানু দোঁহে, ভুবনমোহন বেশে,
বনে যায় গোধন লইয়া ।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে, বাজায় ব্রজবালকে,
ডাকে সভে সাঙলি বলিয়া ॥
সোণার নূপুর তাড় বালা,
আপাদ লম্বিত বনমালা,
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায় ।
ধড়ার অঞ্চলা চলে,
ভাব ভরে কেহ নাচে গায় ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন,
তাহে অলি বসি করে গান ।
জ্ঞানদাসেতে বলে, কি আনন্দ যমুনাকূলে,
হেরি দুই ভাইর বয়ান ॥

তুড়ী ।

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলন,
ভরু হেলন পদ পঙ্কজ দোলনীয়া ।
অতি বল সুবল, মহাবল বালক,
কান্ধে ছান্দ করে ভাও দোহানিয়া ॥
গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম সুন্দর,
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল ।
নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা তট,
চঞ্চল ধায় গোপাল ॥
সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ নন্দন,
উপনীত যমুনা তীর ।
পাঁচনি বেত্র, বাম কক্ষে দাবই,
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥
প্রিয় শ্রীদাম, সুদাম মধুমঙ্গল,
তীরে রহি হেরত রঙ্গ ।
শ্যামল সুন্দর, মুরতি মনোহর,
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ ।

জ্ঞানদাস কহ, পরিমল সুন্দর,
কুসুম ষট্‌পদ জোর।
যমুনাক তীর, রমণ অতি সুখদ,
সুরস-রসের ওর॥

তুড়ী।

কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন দাগ,
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
শ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে অনু,
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
আসিবার কালে, হাতে হাতে সঁপি দিলে,
ঘরকে গেলে কি বলিব মায়॥
ব বলিয়া বনে, আইলাম তোমা সনে,
সবে মিলি বসিয়া তরু ছায়।
বনে উকটিয়া, তোর লাগি না পাইয়া,
আমা সভা প্রাণ কাটি যায়॥
নদাস বহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন চরিত তোর বল।
ফেলে বনে, যাও তুমি অন্যস্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

তুড়ী।

ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল। ধ্রু
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণুরব শুনইতে,
ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দিরদ্বারে দাঁড়ায়॥
-ধর, মুখ জিনি বিধুবর,
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
বাইয়ি মোহন বংশ॥
ব্রজবাসিগণ, বাল বৃদ্ধ জন,
অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জানু পওল,
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ নব হুঁ, গোঠে পয়ালেল,
মন্দিরে চলু নন্দ লাল॥
আকুল পন্থে, যশোমতি অন্তে,
জ্ঞান ভণিত রসাল॥

শ্রীরাধার বাল্য-লীলা।

তুড়ী। (প্রশ্ন)

প্রাণ নন্দিনি, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে,
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনীক দলক,
কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম,
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন,
নব মল্লিকার মালে॥
অলকা-তিলক, ললাটে ফলক,
কে দিল চম্পকদাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম॥

ধানশী। (উত্তর।)

মা গো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোরে ঘরে॥
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিণী,
যশোদা তাঁহার নাম।

তাঁহার বেটার, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি, তাঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥
বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গখানি,
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি,
কি হেতু মাগল বর ॥
তবে মোর গোরা, গা খানি মাজিয়া,
নাস-বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেখ,
এ সব আঁচরে দিয়া ॥
ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী,
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস, হিয়ায় বরিষে,
কহে কবি জ্ঞানদাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরীমাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই ॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥
উলটি উলটি অলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে বমু অমিয়া উঘারি ॥
মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট ॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
অগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই ॥
পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহিব রসিক সুজান ॥

কল্যাণ।

চল চল কষিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি।
বয়ন শরদসুধানিধি নিকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক ॥
রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার।
কুটিল কবরী বেড়ি কুসুমক দাম।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি পরমাদ ॥
নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে।
ঊর্দ্ধ উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটি মাঝ দেশ।
উলট কদলী ঊরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব।

ধানশী।

সরস সিনান, সমাপরি সুন্দরী,
মন্দিরে হলু সখী সাথ।
নিরজন জানি, কান তহি উপনীত,
সহচর সুবল সাক্ষাত ॥
দেখবি মোহন গোকুলচন্দ।
রাধা রসবতী, রসিকা-শিরোমণী,
নব পরিচয় অনুবন্ধ ॥
সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত,
স্বরূপে কহবি বর রামা।
রমণী-সমাজে, গজবর-গামিনী,
এ ধনী কে অনুপামা ॥
সরস সম্বাদ, সাম্বোধই সহচরে,
কনক দ..প রুচি গৌরী ॥
মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী,
বৃকভানু-কিশোরী ॥
শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল,
মাধব অমিয়া-সিনান।
জ্ঞানদাসে কহে, আর কি বিছুরয়ে,
নিশি দিশি ধরণ ধেয়ান ॥

ধানশী।

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি।
তাহি চলল মন বাহু পসারি॥
আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বাণ কত গেলি উভারি॥
কেশ বিথারল পিঠহি লোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল॥
পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ।
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥
চাতুরী কতয়ে কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহল আজু বড় পুণভাগে॥
কহইতে কি কহব কহয়ে না পারি।
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥

বরাড়ী।

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পায়।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায়॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস পরসঙ্গে শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন কেলি॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ॥
উহাকে লাজ বল হামার ত লাজ।
জ্ঞানদাস কহে দূরে রহু কাজ॥

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর হৈতে গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে তাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী-ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি॥
কি রূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ।
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চাঁদের উদয়-দিন॥
জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বিয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডু বরণ বেয়ারি বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তাই।
গোকুল-মঙ্গল সবাই পায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনই শ্যাম।
জীবন-সুখদ তোঁহারি নাম॥

বিভাষ।

চলিতে না পারি রসের ভরে।
আলস নয়ানে অলস করে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিএ কিবা অন্তর সুখে।
আচরে ঝাঁপন ঝলকে মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ

কানর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াক ওর না পাও ॥
কপোলে তিলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ভড়হিঁ সাখী ॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেতার লুকা না যায় ॥

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা-সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে ॥
এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে
সই, বড়ি পরমাদ হৈল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল ॥
ক্ষণে ধনী চমকএ ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর-পরশিল নহে এত অনুতাপ ॥
মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন-কলেবরে ॥
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত ॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভাল বাসে।
জ্ঞানদাস বলে কালা কানুর ভাব আছে ॥

শ্রীরাগ।

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছ। নাই পুন ॥
আন পরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল ॥
লাজ লাজাই কহনু এক বেরি।
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি ॥
মুকুলিত করজ কুসুম নাহি ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল ॥
কুবলয়কর চোর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥

অপরূসে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে ॥

তুড়ী।

কেনে গেলাও জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে,সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে ॥
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশো
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠা
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ ॥
ললাটে চন্দনপাঁতি, নব গোরোচনা-ভাতি
তার মাঝে পূর্ণমিক চাঁদ।
অলকা-বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূ
কামিনী জনের মন ফাঁদ ॥
লোকে তারে কাল কয়,সহজে সে কাল ন
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্বগাছেতে ঠেকা,
ভুবনমোহন রূপ-ভাতি ॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
শ্রীজ্ঞানদাসেতে কয়,তারে তোমার কিবা ভ
সেকি সতী বোলইতে পারে ॥

ভাটিয়ারি।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাঙ না
কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।
রূপে পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥

কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

তুড়ী।

র মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
পনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনু আর কার নই॥
জনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
লঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
খরে শিখণ্ড-রোল, মত্ত দাদুরি বোল,
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥
রমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
খিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
পে গুণে রসসিন্ধু, মুখ-ছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
স মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে,
আমা কিন বিকাইনু বোলে॥
বা ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
সি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল,
মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

তিরোথা—ধানশী।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঁজর শেষ,
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
লয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
যায় যায় কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা,
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি,
যবে হবে কানু পরিবাদে॥
কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজপতি,
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপে দাঁড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম-পায়॥
মনেতে করিয়া সাধ, যদি হয় পরিবাদ,
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসে কয়, এমত যাহার হয়,
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥

সুহই।

কিশোর বয়স মণি, কাঞ্চনে আভরণ,
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ, সাগরে মন ডুবল,
বহুভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখিহে, পেখনু পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা, একলা পথ যাইতে,
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান-সন্ধান, বাণে তনু জর জর,
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন, পুলকে পূরল তনু,
পানি না পূরলু কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়ে স্বপন হেন,
আরতি কহনে না যায়।

জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বাস করব নীপছায় ॥

সোহিনী।

চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥
অধরের দুটী কুল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতি কুল মজাইল তায় ॥
উরযুগসন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ নয়ান-কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি ॥
যমুনার ঘাটে হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু ॥

শ্রীরাগ।

দেইখা আইলাম তারে,—
সই, দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে।
বান্ধ্যাচে বিনোদচূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥

বরাড়ী।

নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশরিতে কুলবতী,
কলঙ্ক আগে আগে চলে ॥
বড়ি মাই, কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি-ঠারে ॥ ধ্রু
শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে,
প্রতি-অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।
ভুবন-বিচিত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম,
কান্দে কত কুলের রমণী ॥
না জানি না শুনি তায়,
সে বা কোন্ দেবতায়,
তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কর্য়, না করিলে পরিচয়,
কে জানিবে তাহার চরিত ॥

তুড়ী।

সখিহে, কি পেখনু নীপমূলে।
একে সে বরণ কালা, বিবিধ বিনোদ মালা,
লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ ॥
ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত,
কোরে কুমুদবন্ধু সাজে।
হরি-অরি সন্নিধানে, অলি রস পুরে বাণে,
রমণী মুনির মন বান্ধে ॥
খগেন্দ্র-নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুম্ভীর নন্দন-মূলে, কশ্যপনন্দন দোলে,
মনমথ মনমথ তায় ॥
জলধিসুতা-পতি, তা বলে যার স্থিতি,
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচীপতি-রিপুসুতা, বাহন বিজুরীলতা,
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে ॥

সুহই।

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু ॥
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিনু ॥
একে সে কালিন্দীকূল, ত্রিভঙ্গিম রূমুল,
সজল-জলদ-শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু ॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক-লাজে ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ওরাঙ্গাচরণ ॥

শ্রীরাগ।

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী,
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ,
তরনী নয়ন বিলাসে ॥
সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে।
তপনতনয়া-তীরে, তরু অবলম্বনে,
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥
ও মুখমণ্ডল, ও মণি-কুণ্ডল,
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্রনীলমণি, মুকুর-উপরে জনি,
করু অবলম্বন অরুণে ॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি,
উরে গজমোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহত, পীত ধটি অঞ্চল,
বিজরী ঘন আন্ধিয়ারে ॥

শ্রীরাগ।

শ্যাম-রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া
দুকুল ঠেলিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া, অপযশ-ঘোষণা,
নিছিয়া লইনু মাথে ॥
সজনি, কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আর মনে নাহি লয় ॥
অপযশ-ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া ॥
কি মোর সরস, ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙ্গা পায় ॥

ইমন।

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে ॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥
ঐ রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী ॥
তাহে হাসি কয় কথাখানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিকমণি ॥

গান্ধার।

সজনি, মুরতি পিরীতি বরদাতা।
প্রতিঅঙ্গে অনঙ্গ, সুখ-সায়র নাগর,
নিরমিল ধাতা ॥
রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো,
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরূপ দেহ, উপর সুখ সমপদ,
শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥

লীলা লাবণি, অবনী অলঙ্করু,
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে, কত কুলকামিনী,
শুতল মনসিজ-শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অপহর,
পাশরিল না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে, তবহুঁ কৈছন হয়ে,
তনু তনু যব হয় মিলনে॥

গান্ধার।

মন্দির-মাঝে, বৈঠল বর সুন্দরী,
দিনকর চুপর ঠানে।
যব হাম পুছল, পিরীতি সম্ভাষণ,
প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব, তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজনবাধা॥
ভাবে ভরল তনু, পুন পুন কম্পিত,
পুন পুন শ্যামরী গোরী।
পুন পুন পুছত, পুন দিগ নেহারত,
ভূয়ে শুতয়ে পুন বেরি॥
ফুয়ল-কবরী, উরহি লোটায়ত,
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমঝত
কোন্ করব চিতে আনে॥

ধানশী।

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরী।
তুয়া পরথায় কয়ল কছু থোরি॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি॥
শুন শুন মাধব নিজ পুণভাগ।
রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ॥
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
লীপ নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥
অধর শুখায়া দীঘল নিশাস।
তনু অনুরোধে ঝাঁপায় নিজ বাস।
কত কত ভাব পেখনু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ।

শ্রীরাগ।

হাসি রহল করে বয়ন ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব॥
আজু আপনে ধনি কহিলি সুধাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ।
শুনইতে তৈখন যো করু চিত।
কাহে কহব কে যাবে পরতীত॥
এতদিনে জানলু সিদ্ধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝু লাজ॥
লোচন-লোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরী॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর।
জ্ঞানদাস কহুঁ ক মনোরথ পূর॥

গান্ধার।

সহজে ননীক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহনু তোয়।
সমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলিফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল-কবরী উরহি লোল।
সুমেরু-উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥

অঙ্গুলী অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মরমে দেল॥

সুহই।

ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী,
ছাড়ল কুল-অভিমান॥
কুঞ্চিত অলকা, উপরে অলি মণ্ডল,
কাম কামান ভুরু ভঙ্গী।
মলয়জ-তিলক, ভালে অতি বিলখন,
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥
পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল,
পূরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,
তরুণ তমাল।

মল্লার।

সই কি আর কথার বাধে।
যা পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন-ফান্দে॥
কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগ্ধ-বিধি॥
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেম গায় মুকুতা সিচনি।
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥
কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যাম সূতে নব গুঞ্জা মাল॥
নাসাস্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানুসুতা॥

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিম মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতী পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধাখানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
অমনি নেহারি হেরল মোহে থোর
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ॥
হরি কত দূরসে পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঝারি॥
বসনক ওর ঝাপল তব গোরী।
নীলকমলে মুখ রোপল থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কানু মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥
ধনি ধনি ভাক চাক হই নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি॥

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা-সিনানে গেলি॥
কানু দরশন ভেল।
কিয়ে দুহুঁ ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে।
পৈশলি নিকুঞ্জবনে॥
কি দুহু করলি লেহ।
জ্ঞানদাস তব থেহ॥

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কথিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥
পুলকে পূরল তনু ঝরঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম॥
ননদী কহয়ে তঁহি কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুনবেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম॥
তাহে পুনঃ পুন সে কহলু ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥

ধানশী।

যাইতে যমুনা সিনানে
সঙ্গহি কাল সমানে॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক বয়ান॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তঁহি কিছু কহিতে না পায়॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে করল নিরবাহ॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল॥
বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ॥

ভূপালী।

একসরি যাইতে যমুনাতীর।
অলখিতে আওল শ্যামশরীর॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায়॥
আন ছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা কুলনাশ॥
শুনইতে মধুর মুরলীরব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি-নিচোর॥
কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায়॥

ভূপালী।

বরুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে।
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিখিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি, পাওলি পিরীতি ওর।
শ্যাম সুনাগর, শৈশব কিব,
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধল কবরী,
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল বদন, কমল মাধুরী,
না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনি, ধরণী হেরসি,
হাসি না কহসি বাত॥

কিবা রতিপতি, বসতি বিষয়ে,
দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ-গৃহে, ধনী নিবসহ,
ভুরিতে গমন করু তাই॥
এত শুনি নাগরী, বেশ ধরি সখী,
সঙ্গে চলু বনমালী।
যোই নিকুঞ্জে, আছয়ে বর মানিনী,
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষ প্রকৃতি।
দুহুঁ রস উজ্জ্বল পরিপাটী অতি॥

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনোগ্রাহা হয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি কয়ল পয়াণ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধু রসকূপ॥

ভূপালী।

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল॥
নয়ানে বহই ঘন আনন্দ-লোর।
পদ আধ চলে রাই সখা করি কোর॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহ্নাই॥

শ্রীরাগ।

একলি কুঞ্জহি কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরইতে নাগর কান্থ।
হোয়ল অমিয়া-সিনান॥
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ-দরশন ভেল ভোর।
কো কহই আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখীপাশ॥

তিরোতিয়া।

উরজ উঠল জনু বদরী।
করে জনি ঝাঁপহ সগরি॥
পরবোধি পরশি রহ থোরে।
কমলিনী পড়ু যৈছে করিবর কোরে॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপনু গোরী।
তুহুঁ বিদগধবর এহ রস থোরি॥
সাচল নবীনক পুতলী।
অরুণকিরণে জনু শুতলি॥
সরসে না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥
সহজে সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধী দোতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহ এহ রসসারে॥

ধানশী।

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলো মুঞি মনসিজ নাম॥
অকল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥

এ হরি এ হরি অতএ আমার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রসবিচার॥ ধ্রু
আরতি অধিক নাহি কিছু লাজ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাথ॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি॥
দেখইতে শুনইতে লাজ তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ॥
সো যব আনয়ে এ সব সুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥

ধানশী।

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে।
কিবা লাগায়েছে মদন ফান্দে॥
সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥
সই, বলিব কি।
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
সোতী পাইয়াছে পরতেক হে॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আন ছলে এত কথা কি কয়॥
হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনু-ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য।

তিরোতা—ধানশী।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কাহ্নাই॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥
খীণ তনু মদন-হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত-পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥

ধানশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয়সখি, দেখাও সে নীরজাঁখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম।
শুন শুন প্রাণসখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী,
পুনঃ দেখা না পাইবা তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ডজলে।
তাহা শুনি রাই ধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যামকুণ্ডনীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম-অন্বেষণে চল যাব॥

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি, আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি, ভাবিতে, ভাবিতে,
বিভোর হইয়াছি॥
স্থির নহে মন, সদা উচাটন,
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশ দিশগণে,
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া,
গিরি-নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।

একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন,
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥

সম্ভোগ মিলন।

কেদার।

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি ॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ ॥
পিরীতি বচন পুনঃ কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ ॥
পহিরণ বসন ধরিল যব হাতে।
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে ॥
রস পরসঙ্গে করল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ ॥
নাহক আদর অধিক বাড়য়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না জুয়ায় ॥

কেদার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক ॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহি লাজে ॥
মণিময় দীপ উজয়োল গেহ।
সুকুসুম-শেজহি ঝলমল দেহ ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
সারী শুক কত কপোত ফুকার ॥
মলয়পবন বহ পঙ্ক সুগন্ধ।
দ্বিজকুল-শবদ গীত অনুবন্ধ ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দীতীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জকুটীর ॥
সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাঁপি।
আরতি অধিক তিরপিত নহে আঁখি ॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ ॥

ভৈরবী।

কুসুম-শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর ॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু জঘন চরণ এক ছন্দ ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে অড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি ॥
শিখি-কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ ॥
কলহ করল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা ॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল ॥

ধানশী।

নিমগন দুহুঁ জন রতি-রণরঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে ॥
কুসুম-শেজপর রাধা কান।
দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান ॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচযুগ পর খরতর নখ হান ॥
কুঞ্জহি দুহুঁ জন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥

ধানশী।

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ-বাণে ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন সাগরে ভেল ঝম্প ॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে ॥
দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান ॥

দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ॥

কেদার।

বিগলিত কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল,
ঝুণু ঝুনু আভরণ বাজ।
ঝামহি অলকা, তিলক বহি যাওত,
ঘন দোলত মণিরাজ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি,
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥
গীমহি ভুজযুগ, উপর শশধর,
কনক-ধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে, সঘন তনু দোলত,
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ, কমল মণি নূপুর,
শবদ মঙ্গলপুর।
মনমথ-কোটী. মথন করু ঐছন,
জ্ঞানদাসচিতে ফুর॥

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দুহেঁ দুহুঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ॥
নবীমধুমাসে নিধুবনে সাজ।
দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ॥
রাধা মাধব রতি-রস কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগধি মেলি॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক ভুজদণ্ড।
চুম্বনে পুবধল দুহুঁ জন গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পিব।
উতপলে পূজত হেমক শিব॥
অদ্ভুত নায়রী অদ্ভুত কান।
অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাণ॥
দুহুঁ গুণ রূপ কলারস সীমা।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা॥

ভূপালী।

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া॥
বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহেঁ একহিয়া।
কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদবন্ধুয়া॥
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি বাড়য়ে উল্লাস॥
পুণিম চাঁদ মুখে ঘেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য-ফুলে পূজল ইন্দু॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতিরস হরষে বহে দীর্ঘ নিশ্বাস॥
আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাঁদের মিলান।

ভূপালী।

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুমশরে রাই কানু অসম্বরি॥
পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভণ কেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেল দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণগান॥

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে যুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥

চান্দচন্দন মলয়জ বাতে।
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধা মাধব মধুর বিলাস।
সাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥
নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে শীৎকার॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই মহত নব ভেদ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥

ললিত।

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখি এ সখি শ্যাম কিশোর।
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্প-শয্যার উপর॥
রতির অলসে দুহুঁ আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥
কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥

ললিত।

উঠিয়া নাগররাজ নিদের আবেশে॥
দুটি আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী-পাশে॥
ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ হৈয়া চাঁদ-বদন নেহারে॥
সুবাসিত জলে চাঁদ বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন-চাঁদ আপন অঞ্চলে।
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

বিভাষ।

প্রাণনাথ, কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চুড়া আউলাইয়া কবরী॥
কাণের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়নী॥
জ্ঞানদাস কহ কাহ্নাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয়-নূপুর॥

সখী-সম্বোধনে।

সিন্ধুড়া।

সই কি, না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে, নহে পরতীত,
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া,
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, রাইবের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে,
আচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত, দূর হেন মানয়ে,
তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে,
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি,
আর কি জগতে আছে॥

সিন্ধুড়া।

নিজ পর-সঙ্গ, স্বপনে না করে,
আনরে পাতে না কাণ।
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে,
নিরখে মধু বয়ান ॥
সই, কিনা সে বন্ধুর, পিরীতি কি রীতি,
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে,
পরাণ নিছনি দি।
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকূল,
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ,
অমিয়া সিনায় অঙ্গ ॥
এত করি মোরে, কোরে আগোরল,
রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ,
যাহে এ পিরীতি-লেশ ॥

ধানশী।

শিশু কাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল,
ভিন ভিন করি দেহা ॥
সই, কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাশরিতে,
কি দিয়া সুধিব ধার ॥ ধ্রু
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া,
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী,
লইতে আমার নাম ॥
আমার অঙ্গের, বরণ-সৌরভ,
যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখনে সে দিকে ধায় ॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি,
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর-নাগরী,
পিরীতে বান্ধল তায় ॥

সিন্ধুড়া।

যব দেখা-দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে ॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি ॥ ধ্রু
রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়,তোমার চরিতে যেবা লয়,
তাহা বা কহিবা তুমি কায় ॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া,
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই, সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে,
কি জানি কি তার হয় ॥
সহজে রসের, আকর সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তার।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন,
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি, ওপিম দোলনী,
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি,
মরমে পশিল তোর ॥

পঠমঞ্জরী।

যব কানু আওল মন্দিরমাঝে।
ঝাঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে ॥

করে কর ধরি ফুরল চীর মোর।
পিয়া বড় ঢীট কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু
প্রেম পরশ রস কয়ল অপার।
খণ্ড পয়ধাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চুরল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥
উপজিল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
সুধুই সুধারসি চকিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরুকম্প।
ঝামল সব তনু উপজল কম্প॥
তরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বুল অধরে অধরে লই বাটি॥
করে কত ভাতি করল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ।

শ্রীরাগ।

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥
ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লই গেও বসনহি চোর॥
কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
মদন-মণিমন্দিরে কয়লু নিবাস॥
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহুঁ তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধরাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভাল হি ভাল।
চন্দনে লাগল সিন্দুরজাল॥
বসন বসন দুহুঁ আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥

শ্রীরাগ।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচীত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রের আলসে যদি পাশ-মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ-উদয় দেখি পড়ি প্রেমফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত আনি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেমফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিলে না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল ভাল মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥

সুহই।

সজনি, ও কথা কখন নয়।
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর,
পড়িনু কোরে ঘুমায়॥
কত পরকারে, চেতন করয়ে,
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ-মোড়ি রহি,
দুঃখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া, দেখি নাই পিয়া,
হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন-বাণেতে,
জর জর হৈ গেল॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল,
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে,
বিদরয়ে মোর হিয়া॥

সিন্ধুড়া।

প্রভাত-সময়ে, কাক ফুকরিয়া,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, বচন কহিতে,
উড়ি আন থলে যায়॥
সখি, এ কথা কহিয়ে তোরে।
চির দিন পরে, কোন বিধাতা,
সদয় হইল মোরে॥ ধ্রু
নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে,
নিদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত, অতি ভীত পিয়া,
আসিয়া দাঁড়াইল সমুখে॥
চমকি উঠিয়া, কোরে আগুরিতে,
চেতনা হইল মোর।
মুরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা,
আমারে করিল কোর॥
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়য়ে,
তব হি সন্তোষ হয়।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
বঁধুয়া মিলব তোয়॥

সিন্ধুড়া।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে জোড় করি হাত॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি॥
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥ ৪
পাইয়া পরাণনাথ পুন হারাইনু।
আপন করম-দোষে আপনি মরিনু॥
যে দেশে পরাণবন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥

সুহই।

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়নু,
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ,
ননদী পাওল আসি॥
ননদী বলে গা-ভোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা,
জে কে না বলিবে কি॥ ধ্রু

কেনে তোর তনু, হেন বিবরণ,
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে, মথিয়া থুঞাছে,
শিরীষকুসুম-মালা॥
কে দিল হের, রঙ্গের নূপুর,
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন,
গুপতে আনিলি কার॥
আপাদ মস্তক, নাহি পরকাশ,
কে দিলে চন্দন চুয়া।
সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইতে,
কে দিল তাম্বুল গুয়া॥
নাসার বেশর, ভালে সে তিলক,
কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত,
জ্ঞান পড়িল ধান্দে॥

সুহই।

ননদিগো, রহিতে নারিনু ঘরে।
না দেখি না শুনি, এমন দেবতা,
যুবতী দেখিয়া ভুলে॥
নিশির স্বপনে, চাঁদ-উপরাগ,
হেরিয়া মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে, সে বন-দেবতা,
মোরে গরাসিল আসি॥
গরাস-তরাসে, আকুল হইয়া,
মুরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি, কত না ডাকিনু,
শুনিয়া না শুনিলি কাণে॥
এ মোর বিতথা, সে বন-দেবতা,
শুনি চমক এ চিতে।
যুবতী দেখিয়া, ফিরিয়া হেরিয়া,
এমতি তাহারি রীতে॥
যে জন হেরয়ে, সে বন-দেবতা,
হরয়ে তাহার চিতে।

এ বোল শুনিয়া, ননদী চমকি,
ভ্রমিয়া বোলয়ে তাতে॥
গোকুল-পতির, মতি ভুলাইয়া,
ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে, ননদা ভুলাইতে,
কিবা পরমাদ তারে॥

সিন্দুড়া।

অবহুঁ রভস রস, কয়লহু ধাধস,
কামর দুপর বেলি।
উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বরে,
কহ কেয়া গায়ী বা দেলি॥
সখি হে, কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমলফুল, লোচন ছল ছল,
অব কাহে মুদিত ভেল॥
তাম্বুল অধরে, মধুর বিম্ব ফলে,
কিরদ দংশন কিবা দেল।
কুচ-ছিরিফল-পর, বিহগ কিয়ে বৈঠল,
তাহে অরুণ-রেখ ভেল॥
কাজর কপোল, লোল অমিয়ফল,
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ, চলহ চলহ সখি,
রাইক মিলাহ সিনানে॥

ধানশী।

সখি, রাই কলাবতী কানে।
এ দুহুঁ মনোভাব, মনহি বুঝায়ল,
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে॥
দুহুঁ দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল,
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল,
ঐছন দুহুঁ যে সিনানে॥
ভুজে ভুজ বান্ধি, উরহি দরশায়ল,
রমণী সমুঝল কাজে।
আনন-সরোরুহ, করে পরশাওল,
সময় বুঝায়ল সাঁঝে॥

করকমলে মুখ, কমল লুকায়ল,
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, তরুণী ভুল নহ,
তৈছে করল নিরবাহ॥

রসোল্লাস।

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি-নিরবন্ধ।
লাজ কপাট করল মুখ বন্ধ॥
এ সখি এ সখি মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়॥
তিলে তিলে প্রতি-অঙ্গ পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীতি দেখিয়ে আর রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদে তোঁহে করল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ॥
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাজে॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরকান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার॥
ক্ষণে ক্ষণে অলসে মুদসি দুটী আঁখি।
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী॥
জলধর হেরি তেলি চমকিত।
শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত॥
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি ঝাড়ারি।
মৃগমদ উরজে বড়লে চীয়ে বারি॥

কুসুম কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥

বরাড়ী।

লহু লহু মুচকি, হাসি চলি আওলি,
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতি সঙে, মিলল রঙ্গভূমে,
ঐছন করল পুছেরি॥
ধনি হে, বুঝলু এসব বাত।
এত দিনে তুহুঁক, মনোরথ পুরল,
ভেটলি কানুক সাথ॥
যব তোঁহে সখীগণ, নিরজনে পুছল,
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব, বেকত করল সখি,
কৈছনে গোপবি তায়॥
চৌরিক বচন, কহত সব গুরুজন,
সো সব পায়লু সাখী।
দশ দিন দুরজন, এক দিন সুজনক,
আজু দেখিনু পরতেকি॥
হাম সব নিজ জন, কহসি রাতি দিন,
সো সব বুঝনু আজে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহ,
রাই পাওল বহু লাজে॥

কামোদ।

রূপ কলা গুণ, সব সম্পূরণ,
ঐছন কানু বরমাহ।
আছিল আমার চিতে, তুয়া সহ মিলাইতে,
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥
সখি হে, কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি পরসাদে, সাধ সব পুরল,
বুঝল মো অপরূপ কাজে॥
যাকর কাহিনী, ছাড়ি তুহুঁ আন দিন,
আন না শুনসি কাণে।
বচন রচন করি, সব উলটায়সি,
আজু দেখি আন সন্ধানে॥

সব আন রীত,　　চিত তুয়া অন্তর,
　　বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ,　　বচন আন নহ,
　　কো পাতিয়াব ইথে ॥

পাহার।

কাহে কানু ঘন ঘন,　　আওত যাওত,
　　ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখশশী,　উগারে অমিয়া-রাশি,
　　তোহে ফিরে কয়ল পুছারি ॥
　　সুন্দরি, কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে,না জানি কাহার ভীতে,
　　আছয়ে পিরীতি-নবলেশ ॥ ধ্রু
সহজে রসিকরাজ,　　অলখিতে সব কাজ,
　　অনুভবি ওর না পাই।
যাহার নয়ন-শরে,　　জাতি কুল শীল হরে,
　　ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥
একই নগরে বৈসে,কখন এ দিগে আইসে,
　　দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে, কহ দেখি কোন্ ছুলে,
　　করিতে না পারি অনুমান ॥

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে ॥
পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা ॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে ॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ-ধরম ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি ॥

ধানশী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘন আলসে ঝাঁপসি আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি হিয়ার কি আছে ব্যথা ॥
কিবা বা মনে আসিয়াছে।
দোষ দিঠে কেবা দেখিয়াছে ॥
বসন সঘন না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥
যদি বা বোলহ লাজের কাজে।
মরম লোকের মরমে বাজে ॥
কালা কানুর পথে যে জনা যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায় ॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞানদাস বোলে কেন না মান ॥

ভূপালী।

অঞ্জন রঞ্জই দিঠে অরবিন্দে
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে ॥
হেম-মুকুট দূর করএ ললাট!
সিঁথার সিন্দূর মনমথ পাট।
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার ॥
ইন্দু কোটি জিনি চন্দনবিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু ॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরি হরিষে পুলক পহু অঙ্গ ॥
চন্দনে রাজিত কয় কুচকুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু ॥
বেশ বনাইতে না পাই ওর।
জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর ॥

মুরলী-লীলা।

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥

কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিতধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী।

(কৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনি রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজবাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশ দিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোহার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবনসীমা।
যত কিছু লীলা-খেলা তোমারি মহিমা॥
জানে সব ব্রজজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণ-ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুঞ্জলতার আড়ে॥
শ্যাম-কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাজাচরণ-মাধুরী॥

(রাধার উক্তি)

ধানশী।

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥

)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর,
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বনমালা পরাইব,
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব-হিলনে থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে দেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি দোলায়্যা দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে,
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥

বসন্ত বিহার।

ভূপালী।

নব মধু মাস কুসুম ময় পুঞ্জ।
রজনী উজোরল গগনহি চন্দ॥
মলয়পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥
তবহিঁ চলিল ধনী কালিন্দীতীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥

সখীগণ সহ তঁহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহু মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥

বসন্ত।

আওবয়ে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদনমধূৎসব পিককুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত-ভীত রহু শিখর কোর॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥
সরোবর-সরসিজ শ্যাম লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥

বরাড়ী।

যত নারীকুল, বিরহে আকুল,
ধৈরয ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর,
দাঁড়াইল যমুনার ধারে॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে,
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজবধূগণে,
তাহাই মিলল আসি॥
মরণ শরীরে, পরাণ পাওল,
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন,
অমিয়া-সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ, হেরি নবঘন,
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি জলধর, বদন সুন্দর,
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত,
বরিখে অমিয়ারাশি।
জ্ঞানদাস ভণে, শ্যামের বদনে,
আধ ঈষৎ হাসি॥

কামোদ।

সাজল শ্যাম, সুরত-রণ-পণ্ডিত,
করে করি কুসুমকামান।
সৌরভে ভ্রমরে, কতহুঁ কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি, অপরূপ ছান্দে।
বেশ-বিলাস, রসময় মাধুরী,
কামিনী লোচন-ফান্দে॥
চুয়া চন্দন, অগোর বিলেপন
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর সমিত, কেশ করু বন্ধন,
বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী, ঝন ঝন রণ রণি,
রতিরণ-বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক-শিরোমণি
সাজল রমণীসমাজে॥

বসন্ত।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগুরঙ্গে আজি দোঁহে হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

বসন্ত।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরু-লতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি।
রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

বসন্ত।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অনঙ্গে॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম-মরকতে জনু জড়িত পঙ্গার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ॥

ধানশী।

মধুর যামিনী, কাম-কামিনী,
বিহরে কালিন্দীতীর।
কোকিলা কুহরত, ভ্রমরা ঝঙ্কৃত,
বহত কি রসধার॥
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
গাওয়ে রস-পরসঙ্গ॥
করহি বলন, ঝনকে কঙ্কণ,
চরণে মঞ্জীর বোল।
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজয়ে কিনি কিনি,
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত, কতহু অদভুত,
কানু কত কত গায়ই।
সবহুঁ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী,
জ্ঞানদাস-মতি ভায়ই॥

বসন্ত।

মলয়জ পবন, পরশে পিক কুহরই,
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহুঁ লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চূত, দূত ভেল ষটপদ,
সবদহিঁ দেওল বাঢ়াই।
সন্ত বসন্ত, পুজায়ল ঘরে ঘরে,
জগ জনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে, কপোত শিখণ্ডক,
দুহুঁ জন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর বসন্ত, বিহঙ্গ শুকমুখ,
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি,
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাসল, রাসহুল ঝলমল,
কানু শুনল নিজ কাণে॥
মাধবী মধুমতী, বিমল চন্দ্রমুখী,
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রাজ পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে,
সুন্দরী রসবতী রাই॥
ইহ মৃদুবচন, শুনিয়া রজদারিনী,
দোতি চলল উল্লাসে।

গুরুয়া গমন ভর, চলিতে না দেখে পথ,
সবহুঁ কহল ধনী পাশে॥
শুনহ বচন মোর, কানু পাঠাওল
মোহে, কহলি নিজ কাছে।
শ্যাম সুঘড়, নাগর রস শেখর,
রাস করব বনমাঝে॥
দোতিক বোলে, দোলে ঘন অন্তর,
আনন্দে ঝোরে দুই আঁখি।
রাধা সুধামুখী, সকল তনু মানই,
পুন পুন কহ চল দেখি॥
যতনহুঁ আননে, আন নাহি বোলয়ে,
স্বপনেঁ নাহি আন ভান।
রাতি-দিবসে ধনী, আন না ভাবই,
নয়ানে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চন্দন কেশর ভরি,
কুচযুগে শোভিত হারে।
বেশ বনাওল, যো যাঁহা সাজল,
ঐছনে চলল বিহারে॥
রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী সুন্দরী,
সঙ্গীত সঙ্কল্প নাই।
নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে,
সন্তে মেলি শ্যামর পাই॥
সব নব নাগরী, বর রসে আগরী,
রসভরোচলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে,
হেরইতে কত মনহারি॥
দুহুঁক দুলহুঁ দুহুঁ দরশনে পহিলহি,
আধা নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত,
বাঢ়ল কতয়ে আনন্দ॥
পহিলহি হাস, সম্ভাষ মধুর দিঠে,
পরশিতে প্রেমতরঙ্গ।
কেলি-কলা কত, দুহুঁ রসে উনমত,
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান, ঢুলাঢুলি উরে উরে,
অধরে অমিয়ারস নেল।
রাস-বিলাস, খাস বহ ঘন ঘন,
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ, কুসুম শিখিচন্দ্রক,
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ, পরিপূরিত ভেল,
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥
ধনী বৃন্দাবন, ধনী রঙ্গিণীগণ,
ধনী রাস-রসময় কান।
ধনী ধনী সরস, কলারস ঋতুপতি,
জ্ঞানদাস গুণ গান॥

রাসোৎসব।

বিহাগড়া।

দেখিবি সখি, শ্যাম চান্দ,
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, যুবতীবৃন্দ,
গাওয়ে রাগমালিকা॥
মন্দ পবন, কুঞ্জ-ভবন,
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।
মদনরাজ, নব-সমাজ,
ভ্রমর-ভ্রমণচাতুরী॥
তরল-তাল, গতি দুলাল,
নাচে নটিনী নটন সুর॥
প্রাণনাথ, করত হাত,
রাই তাহে অধিক পুর॥
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর,
কেহ রহত কানুক কোর।
জ্ঞানদাস, কহত রাস,
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥

কামোদ।

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয়,
মন্দ পবন পিকরাব।
বরিহা কপোত, জোড়ে জোড়ে নাচত,
চিত্তক মিলি পরথাব॥

ভালিয়ে ভালি, অভিনব অভিনব,
মদন-সমাজে।
রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি,
কানু রসিকবররাজে॥
কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ,
নব নব রঙ্গিনী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ, কতহুঁ রস মধুকীর,
ভ্রমি ভ্রমি করু রস-কেলি॥
ধনিয়ে ধনিয়ে ধনি, দুহুঁ রূপ লাবনী,
ধনি বৈদগধি কত ভাঁতি।
আর কে কহুঁ কত, দুহুঁ রসে উনমত,
জ্ঞান কহে নাহি দিন-রাতি॥

কামোদ।

মনমথ-যন্ত্র, সুধীর সুনায়রী,
শ্যাম সুন্দর রসসীম।
সব বৈচিত্র, কলারস-চাতুরী,
নাগরী গুণ-গরীম॥
বিলসই রাসে রসিক বরকান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম॥
নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহিঁ,
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেম পরশ রস, লীলা-রস-লহরী,
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু, চিকুরে শিখিচন্দক,
সুন্দর সিন্দুরদাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ-সম্পদ,
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥

বেহুলায়ার।

রাস-বিলাসে, রসিকবর নাগর,
বিলসই রসবতীমাঝে।
দুহুঁ বনি বেশ, বয়েস বৈদগধী,
অবধি করিয়া ধনি সাজে॥
এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতিমণ্ডলে,
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি, দিবস রস আরতি,
শ্যামর ঘন রসপুঞ্জে॥
অলিকুল-বর শুক-রাব।
কোকিল কুলগুরু পঞ্চম গাব॥
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি।
মদনে হাট পড়য়ে দিন-রাতি॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র এক তান।
নিজ সব অঙ্গে রঙ্গে রস গান॥
নারী পুরুখ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥

কামোদ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম-সঙ্গে॥
দেখিবি সখি কুঞ্জ মাঝ।
শ্যাম নাগর নাগরী-সাজ।
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান॥
তাতা থ্রিমি থ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজ শ্যাম ললিতঅঙ্গ।
তাহে কতহুঁ নয়ন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া-অধিক বোলয়ে মিঠ॥
হিয়ে হীরহার আলস লোল।
চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গর-বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস-চিত-বিলাস॥

বায়ুর।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আর সে কেলিকদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।

ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি,
বিবিধ রাগ গায়নী ॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মুরছি পড়িত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী ॥
শাঙল ধবল কালিম গোরী,
বিবিধ বসন বোলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিজোরি,
সবহুঁ বরজকামিনী ॥
বিশাল পিনাক ভাল,
সপ্তসুর বাজত তাল,
এসব রস মণ্ডল,
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী ॥
নূপুর ঘুঙ্গর মধুর বোল,
ঝন নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী ॥
জ্ঞানদাস পঢ়ত তাল,
গায়ত মধুর অতি রসাল,
শুণত ভুলত জগত উমত,
হৃদয়-পুতুলী দোলনী ॥

বেলোয়ারী।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন বিলাস, উলাস-পুলক তনু,
এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ ॥
বাজত বলয়, নূপুর মণি-কিঙ্কিনী,
শ্যাম বামে রহ গোরীকিশোরী।

ভুজ দুহুঁ দুহুঁক, কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী ॥
মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ, সাগরে শুতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান ॥

মঙ্গল।

ব্রজ-রমণীগণ, হেরি হরষিতমন,
নাগর নটবররাজ।
নটন-বিলাস, উলাসহি নিমগন,
চৌদিগে রমণী-সমাজ ॥
যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি,
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
মাঝহি রাধা কান ॥
শরদ সুধাকর, গগন নিরমল,
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুস্বর,
অমল কমল পরকাশ ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি,
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ, নাগর রসময়,
করু কত কৌতুক কেলি ॥

কনাড়া।

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ন কিশোর।
রাধা-বদন-সুধাকর
চন্দ্রাবলী-মুখ-চন্দ্র-চাকোর ॥ ধ্রু
খেনে তিরিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত,
খেনে রমণীগণ-অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেণে, চলত মনোহর,
উপজায়ত কত অনঙ্গ-তরঙ্গ ॥
শ্যাম নটেন্দ্র, কোটিইন্দু-শীতল,
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।

ঈষত হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী ইহ, রসিক-শিরোমণি,
নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি-নিবন্ধ॥

কেদার।

কুঞ্জ-কুটীর, কুসুম নবপল্লব,
ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী শুক, পুরুখ জোড়ে জোড়ে,
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে॥
ভুবনে অনুপ রাস, রস অতি মোহন,
ষড়ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে, নিতি নব নিরবাহে,
খেনে খেনে নবীন পিরীতি॥
নয়নে নয়নে রস, পরশিতে শুণ দশ,
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেণে খেণে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে,
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ॥
নাচত গাওয়, কোই কোই বাওত,
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তনু,
তাহে কত কেলি-বিশেষ॥

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যামরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলীমাঝে॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজলাঁকত কত মদনতরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতিরসে আবেশে বাঢ়ল দুই রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেম মরকত জনু লাগল জোর॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধররস নেল।
দুহুঁ মুখচান্দে দুহুঁ চুম্বন দেল॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন-দালাল।

কেদার।

শ্যামর সকল কলারস সীম।
গোরী নাগরী কত গুণহি গরীম॥
দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাঞ্জিত কুঞ্জ মুঞ্জ মুখচান্দ॥
বিলসই রাসে রসিকবর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস-নিরবাহ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিগে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈয়ঠে দুহুঁক সোহাগ॥
দুহুঁক পরশরসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল॥
পূরল দুহুঁক মনোরথসিন্ধু।
উছলিত ভেল তঁহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ উনমতায়॥
জ্ঞানদাস কহ মদন-সহায়॥

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা-রভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটী।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি॥
ধনী বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজযুবতিভা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রকচূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হীর হারক চন্দ্রক জ্যোতি।
জনু আন্ধিয়ার তলে গজমোতি॥
কটি কিঙ্কিনী ধটী উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ॥
চরণকমলে মণি-মঞ্জীর-রোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল॥

ভূপালী।

বিহরিত রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম॥
কত শত নব নাগরী অনুপাম॥
অবিরত সেবই পুরু মন কাম॥
শীত কলেবর মনোহর ধাম।
জগমন রমইতে যাকর নাম॥
তাই রস আবেশে ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুক গুণগ্রাম॥

মল্লার।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ-ভবনে,
আলুঞা আলসভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
প্রাণনাথের কোরে॥
সখি, হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদবদনী,
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, করিয়া সিথান,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে, রতন-বেশর,
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধিরি কহি বোল, না করিহ রোল,
জ্ঞানদাস রস ভণে॥

নৌকাবিহার।

মল্লার।

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকূল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবিট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তাহিঁ জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান।
চঢ় সবে পার উতারব হাম॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চঢ়ল তরণী পর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী লেই করল পয়াণ॥
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানী কবি জ্ঞানদাস॥

কামোদ।

দধি-ঘৃত-পসরা, লেই সব রঙ্গিণী,
আওল কালিন্দীর তীরে।
যমুনা তরঙ্গ, রঙ্গ হেরি আকুল,
পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবৃট্ সময়ে, উঠয়ে ঘন গর্জন,
গরজন দুকূল পাথার।
ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী,
কৈছনে হোয়ব পার॥
মুখরা সঙে ধনী, রমণী-শিরোমণি,
বদন পানী তলে নাই।
হেরি নাগরবর, হরষিত অন্তর,
তরণী লই চলু যাই॥
কর্ণধারবর, চঢ়িয়া তরণী পর,
আওল রাইক পাশ।
"চঢ় সভে পারে, উতারব এ ধনি,
কছু নাহি ভাব তরাস"॥
এত কহি সবহুঁ, পাণি ধরি নাবিক,
তরণী উপরে সবে নেল।
জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণীগণ,
গহন পানী মহা গেল॥

ভটিয়ারী।

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥

দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥ ধ্রু
নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়,
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, স্থির হৈয়া থাক দেখি,
এখনি না ভাবিহ বিষাদ॥

মল্লার।

একি দায় দেখ দেখ ওগো বুড়ি মা।
জীরণ শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না।
অথির নীর, গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা, আসিয়া পবন
উপজিল বহু বা॥
পাইয়া অশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হালিছে পা॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চলবল স্রোতসা।
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা,
ওরাঙ্গা দুখানি পা॥

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নায়িকা হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন ল'য়ে কিসের পরমাদ॥

জয়জয়ন্তী।

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার।
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে।
নেয়ে হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নেয়ে বড় রসরাজ॥

গান্ধার।

ওহে নাবিক, কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী,
ভব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সার,
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু, পাষাণ মানবী-তনু,
কাষ্ঠ নৌকা পদে হৈল সোণা॥
অজামিল পাপী ছিল, সেহত তরিয়া গেল,
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে,
নাহি তার যমের যন্ত্রণা॥
আমরা আহীর নারী, কুল শীল পরিহরি,
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি,
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥

বরাড়ী।

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
ফের হাল খসি পৈল জলে।
পবনে পাড়িল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥

এ-কূল ও-কূল, দুকূল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনা-জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি, লোকমুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ-বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হল বিষম দায়,
মধ্যতরঙ্গে ডুবে তরী॥

অভিসার।

ভূপালী।

সখীগণ-বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহি দেওল সিন্দুর-বিন্দু।
চন্দনরেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপিল গোরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি॥
মদনমোহন-মনমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারী॥

কামোদ।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেতগেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ॥

ধানশী।

কানু-অনুরাগ, হৃদয় ভেল কাতর,
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার, ভুজগ-ভয় কত শত,
তনু নহুঁ মানয়ে ভীত॥
সখীগণ তেজি, চলু একশরী,
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদ্ভুত প্রেম,— তরঙ্গে তরঙ্গিত,
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ,
মনহি উজোরল কান॥

ধানশী।

সময় জানিয়া ভানুর বালা।
নিকসে যেমন চাঁদের মালা॥
পরিধান নীল পট্ট শাড়ী।
অঞ্চলে বাঁধয়ে নব কস্তুরী॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী।
শশী করে আলো চৌদিগে ঘেরি॥
সাঁথাতে শোভিত সোণার সাঁথি।
তাহাতে দুলিছে কনকমোতি॥
কপালে সিন্দুর চন্দনবিন্দু।
উদয় হইল অরুণ ইন্দু॥
নাসায় শোভিত সুন্দর বেশর।
মৃগমদবিন্দু চিবুক-উপর॥
কর্ণে শোভিত সোণার ফুলে।
মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥

কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি।
নীলমণি-হার কাঁচলী পরি॥
বাহুবন্ধ তাহে সোণার ঝাঁপা।
কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা॥
নীলমণি-চূড়ী ভুজের আগে।
রতনকাঞ্চন তাহার যুগে॥
রতন পহুঁচে তাহার পরে॥
মাণিক অঙ্গুরী অঙ্গুলি পরে॥
ক্ষীণ-কটিমাঝে রতনকিঙ্কিনী।
রাম রম্ভা জিনি উরুর বলনি॥
পদতলে কত চাঁদের ঘটা।
তাহার উপরে সোণার পাটি॥
সোণার শিকলি তাহার পরে।
মরাল-নূপুর বাজিছে জোরে॥
তাহার উপরে ঘুঘুর ঘন।
রতন চুটকি হইলা জ্ঞান॥

কেদার।

বৃষভানু-নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণ নাথের দরশনে,
রসভরে ডগমগ-অঙ্গ॥
রাই রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি, গঢ়িল কেমন বিধি,
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ ধ্রু
নীলমণি-চূড়ী হাতে, কনয়া-কঙ্কণ তাতে
নীল বসন শোভে গায়।
নবযৌবন-ভরে, গতি অতি মন্থরে,
হংসগমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনকচাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয়মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে,
বৃন্দাবন-ভূমি প্রবেশিলা।
রাই-অঙ্গকান্তি-মালা, দশ দিগ কৈল আলা,
জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা॥৫

কেদার।

শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত-হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানু-মনলোভা॥
ভালে সে সিন্দূরবিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি দিগে চায়।
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যাম রায়॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গাচরণ-মাধুরী॥

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি।
নয়ান নয়ান-বাণে, আকুল দুহুঁ তনু,
ধনী লেই কোরে আগোরি॥
দেখ সখি, রাধা-মাধব প্রেম।
অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই,
যৈছন দারিদ হেম॥ ধ্রু
কুচ-কর পরশনে, আকুল মাধব,
ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরী জনু, জলদে ঝাঁপি রহ,
ঐছন অপরূপ ভেল॥
নারী পুরুখ দুহুঁ, লখই না পারহ,
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দুহুঁ জন,
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

দানলীলা।

ধানশী।

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনকমুকুর কত মুখ নিরবাহ॥
অধর অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
উরপর বিরাজিত কনকমহেশ।
চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দূরবিন্দু ভাল পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিক্রমলোভ॥
নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥
সখী সনে যুকতি করয়ে আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই এ পথের দানী॥
সীথার সিন্দূর তোমার নয়ানে কাজর
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতিহার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিনী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গিণ আলতা পায়ে রতননূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানিরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় ঢীটপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন্ জনা॥

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরানগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন্ ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥
সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী॥
সীথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষৎ চাহসি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥

ভাটিয়ারী।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে।
মো যদি জানিতাঙ্ পাছে, এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাঙ বাহিরে॥
ঘরে হৈতে বারাইতে, ও চাল ঠেকিত মাথে,
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে লেয়, বাদ দিবার বেলে দায়,
একি কলঙ্কের পরমাদ॥
মণি-আভরণ ছিল, ভয়ে ভয়ে সব দিল,
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ,দানীত না ছাড়ে কাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥
ঘরে বৈরী ননদিনী, পথে বৈরী মহাদানী,
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ,
না রাখিব এ ছার জীবন॥
অবলা বলিয়া পায়, বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
জ্ঞানদাস কয়, মোর মনে হেন লয়,
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু॥

সিন্ধুড়া।

শুন শুন সুজন কানাই, তুমি সে নূতন দানী।
বিকি-কিনির দান, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি ॥
মাথার সিন্দূর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায় ॥
একি বিকি-কিনির ধন, নারীর যৌবন,
ইথে কার কিবা দায় ॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
আন কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি, তুমি ত গোলোকপতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
আমরা চলিতে না জানি, কহিতে না জানি,
তোমারে কেন সে বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব,
পরের মনের কাজে ॥

সৌরাষ্টি।

কহ লহু লহু, জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এতনা গরব কেনে ॥
পসরা লইয়', যাইছ চলিয়া,
দানীরে না কর ভয়।
রাজ-কাজ করি, দান সাধি ফিরি,
এথা কিবা পরিচয় ॥
এ নব যৌবনে, নানা আভরণে,
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান দিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে ॥
অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ,
ইথে কি আবার লাজে ॥
এত কহি হরি, দুবাহু পসারি,
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, বনফুল তাহে বেড়া,
গুঞ্জমালা তাহে বন সোপা।
গোঠে থাক ধেনু সাথ, আপন নাহিক দেখ,
বড় হেন বাসহ আপনা ॥
ওহে কানাই, বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস, আপনা কেমন বাস,
আন হেন নাহি যে আমরা ॥
গায়ের গরবে তুমি, চলিতে না পার জানি,
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান, কংস-দরবার জান,
দেখি কেনে নহ এক পাশ ॥
চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরত,
কাঁচা কাঞ্চনে সমান।
জ্ঞানদাস কহে, হিয়ায় কষিয়া লহ,
কাঁচা নহে কোষ্টিপাষাণ ॥ ১৫৪

ভাটিয়ারী।

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরীপনা, জগমাহা জানিয়ে,
যৈ রাখয়ে নিজমান ॥ ধ্রু
হাসি হাসি নিয়তে, আসিছ অবলা হেরি,
ভাল নহে তোহারি ব্যাভার।
লোকলাজ ভয়, এক না মানসী,
ও কূলে কংস-দরবার ॥
নহ কুলটা হাম, বরকুল-কামিনী,
নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহু বনচারী, চোর মতি চঞ্চল,
তাহে সাহস এত তোর ॥
শ্রুতি সম্বর নহ, ইহ সব কুবচন,
যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহ, ঐছে কহসি কাহে,
আওলি নব অনুরাগে ॥

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি ॥

কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোণার সাধ॥
মুখের সুখে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চাঁদের পরশ পাও॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ-ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর নারী দেখিয়া না কাঁপ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঁই সে বাতাস রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজরূপ, কাম হেরি কান্দে হে,
ভুবন ভুলিল ওনা বেশে॥
আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে,
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়,
দেখিয়া হাসিছে মোর গায়॥
কেমনে তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন,
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক,
দেখিয়া হইনু বড় দুখী।
জ্ঞানদাস কয়, পসারি যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি॥

ধানশী।

এত ছান্দে কেনা বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি কুল॥
এইত চন্দনের ফোটা কেবা নাহি পরে।
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈলা আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥

বরাড়ী।

এহি মনে বলে, দানী হৈয়াছ কাহ্নাই
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে,
না জানি কিসের রঙ্গ॥ ।ধ্রু
গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর,
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে, শরণ্য শৈলজা,
পূজা কর এক ভাবে।
জলধি জাহ্নবী, সঙ্গম-নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর॥

তবে বৃকভানু- নন্দিনী-নিচোল,
অকল ছুঁইতে পার॥
অলপে অলপে, সঘনে সঘনে,
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ারে,
হারে বাড়াযাছ দিঠ॥
মদনে আকুল, আপনে দুকুল,
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নাহলে,
কি লাগি বাহ পসার॥

সিন্ধুড়া।

বড়ি মাই, ভাল বিকি—কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ, ঘুচাব মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জালে॥
আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পূরালে মনের সাধ,
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হ'য়ে,
আইলাম বড়ায়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলে ফলে,
নাবিকে কেহ না কিছু খেতে॥

অনুরাগ।

ধানশী।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিণী সহজই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহিঁ যত তুহুঁ আরতি কেলি।
সো অব দূরহিঁ দূরে রহি গেলি॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥

ধানশী।

বন্ধু কানাই, কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি,
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥
সহজে বরণ কাল, তিমিরপুঞ্জ ভেল,
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসি বান্ধিয়া গলে,
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আনুছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি বনাইলে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয়-উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহলি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ।

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই, বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমতি তোমার রীত॥
যখন আমাকে, সদয় আছিলা,
পিরীতি করিলা বড়।

এখন কি লাগি, হইয়া বিরাগী,
নিদয় হইলা দড় ॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে,
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে, খলের বচনে,
পরাণ সোঁপিনু তায় ॥
তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে,
যে দুঃখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা,
তোমার পিরীতি-রীতে ॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ-আকার,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে,
সে দুঃখ কহিব কারে ॥
পূরবে জানিতাঙ, হইবে এমতি,
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরয ধরি রহ,
আপন সুখের কাজে ॥

শ্রীরাগ।

ভাল হৈল বন্ধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা ॥ ধ্রু
সহজে অবলা, অখলা-হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ যেন,
দুপুরে আন্ধার বেলে ॥
বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি এ কোই রীতি।
সমুখে সরস, অন্তরে নীরস,
বুঝিনু কাজের গতি ॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুঃখের ঘর ॥

করুণ—বরাড়ী।

আরে মোর বন্ধুরে কানাই।
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই ॥ ধ্রু
এ ঘর বসতি মোর আনন্দের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী ॥
মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়শী ॥
তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ ॥

সুহই।

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে ॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণবন্ধু জান মোর মন ॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি ॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি ॥

তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

ধানশী।

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল ॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥

মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিনু অপরাধ ॥
মনদী-নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়া পড়শী ॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই ॥

সুহই।

গুরু জন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদা কহে উহার ঐ সে ব্যভার॥

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতিঅঙ্গ লাগি কান্দে প্রতিঅঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার॥
গুরু-গরবিত-মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

তুড়ী।

একে কুলবতী, চিতের আরতি,
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর, পিরীতি-কণ্টক,
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই, মরম তোমারে কই,
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন, বেড়ি ফণীগণ,
দেখিয়া পরাণ কাঁদে।
গুরু-গরবিত- বোলে অবিরত,
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল, দুকুলে চাহিতে,
সংশয় পড়িল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ল, এলোক সে লোক,
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ,
কাহার ডরে বা এড়॥

ভাটিয়ারী।

একে দেখি অতি, চিতের আরতি,
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে,
নিতি নিবারিব কত॥
সই, ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি, তিলেক বিরতি,
তিলেক পরাণ কাঁদে॥
সহজে মধুর, শ্যামের মুরতি,
পিরীতি বুঝিবা কে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
চিতের বিচার, উচিত করিতে,
জগত ভরিয়া লাজ।

জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক,
রসিক গোপত কাজ ॥

সুহই।

বর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি ॥
বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায় ॥
সখি, মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রবে পুন ভাগে ॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁদি।
তিলে কতবার দেখি স্বপনসমাধি ॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন, স্বামি-তরজন,
যা লাগি না দিনু কাণে।
এখন কি লাগি, সে জন আমারে,
না চাহে নয়ান কোণে॥
সই, পরখে বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে, সাধিল বাদ,
জগত ভরিল লাজে ॥
সে সব পিরীতি, আদর আরতি,
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব, এমন জনিয়া,
এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা, আশু অনুসারে,
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে,
কে জান এমন আছে ॥

ভাটিয়ারী।

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুঃখী তেঞি তোরে কই ॥
সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল ।।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল ॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন।
তহোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া পড়শী।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী ॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি ভইল ॥
ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি।।

সুহই।

সজনি, না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর,
তিল এক নাহি অবসাদ ॥
পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি,
আর তাহে কানুক সোহাগ।
এত রস আদর, বাদ করল বিধি,
কুলবতী কেমন অভাগ ।।
গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন,
তাহাতে অধিক শ্যাম লেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর,
সে তাপে তাপিত তনুদেহা ।।
কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়,
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞান দাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বিষাধিক বিষম পিরীত ।।

ধানশী।

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপচিত
আন না শুনে কাণ বিন্ধে।

সে নব নাগর, আগর সবগুণে,
তারে সে পরাণ কাঁদে॥
না জানি কিবা হৈল, কিবেশে পরশিল,
সে রস পরশমণি।
জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছারে,
তাঁহারে করিনু নিছনি॥
সজনি, ও বোল না বোল জনি আর।
কি যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
হইল কুলের খাঁখার॥
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি,
কহিলোঁ রহিয়ো ঘরে।
এবে সে জানলুঁ, প্রেমের এই ফল,
ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝেরে॥

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর, দুয়ারের কাজ,
লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ,
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
শুন শুন তোরে, মরম কহিও,
মোর পরাণনাথে।
ও রস-পরশে, উলস গা,
দুকুল ঠেলিলুঁ হাতে॥
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গাচরণে, আপনা বেচিলুঁ,
তিল তুলসী দিয়া॥
আপন ইচ্ছায়, বাছিয়া লইলুঁ,
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ,
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে,
রহিতে নারি যে বাসে।
এমত পিরীতি, জগতে নাহিক,
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন,
তাঁহারে সঁপিয়াছি॥
প্রাণসই, কি আর কুলবিচারে।
প্রাণ-বন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জীউ,
কি মোর সোদর-পরে॥
সে রূপ-সাগরে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া॥
সে সব চরিতে, ডুবল মন,
আনিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইতে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাসে কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
আগুন দিবে দুয়ারে॥

সোহিণী।

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,
পতি ক্ষুরধার তায়।
কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,
কলঙ্ক এ লোকে গায়॥
সই গো, মরম কহিনু তোরে।
কানুর পিরীতি, শপতি করিতে,
যে বলু সে বলু মোরে॥
ধরম বচন, মনেতে না লয়,
করমে আছিল যে।
সে সব আদর, ভাদর-বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া-অধিক লাগে॥

—

সুহই।

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ॥
তবু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥
কি খেণে দেখিনু সখি বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমিরবিলাস॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সে রূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভণে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥

তুড়ী।

জিমু না গো মুঞি, জিমু না কালা,
বন্ধুর পিরীতির পাকে।
আপনার দুটী আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ ধ্রু
একদিন আয়ান আইল ঘরে,
কালিয়া দেখিনু তারে,
বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বন্ধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটী কই।
হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে,
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই॥
কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে,
তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণী॥

ধানশী।

কানু সে জীবনধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম-রসে হৈয়াছি বিভোর॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ-সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন-পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক, হিয়ার পুতলী,
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধু বিনু,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ,
আর কার আনি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী, দেখিনু দুকতি,
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।

জ্ঞানদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

সুহই।

সহজে শরীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখি গো, তোমারে কহিতে কি।
এ রস-লালস, সব সন্তাপনা,
এ নাকি নহিলে জী।
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে কালা বন্ধুর সনে,
বান্ধিল করম-সূতে॥
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি,
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥

সুহই।

কিয়ে মধু রূপ, কলা-রস-চাতুরী,
সব ভেল চুরে।
গুরু জন বৈরী, বিগুণ ভেল ধাতা,
ডর সঞে কয়ল বিদূরে॥
স্বজনি, হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মধু অন্তর, দগধ নিরন্তর,
নাহ অধিক অনুরাগী॥
বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল,
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর।
যবহুঁ দৈবদোষে, দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল॥
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহে করব বিশোয়াসে॥
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ,
পরবশ পিরীতিক আশে॥

সুহই।

তুহুঁ কুল-পরিস, অসীম দুখ অন্তর,
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন,
সোঁঙরি সঘন মন রঞ্জে॥
স্বজনি, বুঝয়ে না পারিয়ে চিত।
অবিরত অভিমত, আদর যত যত,
দগ দগ করয়ে পিরীত॥
সব গুণ-সীম, অসীম রূপ-লাবণী,
ও নব কৈশোর দেহা।
গুরুজন-বচন, তাপ-নিবারণ,
শীতল সুখময় গেহা॥
পরবশ প্রেম, পুরয়ে নাহি আরতি,
অনুখণ অন্তরদাহ।
জ্ঞানদাস কহে, ভিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ॥

সুহই।

অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিখয়ে জলধারা।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যারা॥
পিরীতি-রতন, করিয়া যতন,
গলার হার পরিমু।
জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিমু॥
সই লো, পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরমকথা॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাকর সঙ্গ
জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি,
নিতুই নূতন রঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হৈবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু
যে চিতে দাড়াঞাছি সেই সে হয়।
ফেলিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেমফাঁদে সকলি নাশ॥
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥

ভাটিয়ারী।

তেজিলুঁ নিজকুল এ লোকলাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
সে সব নব লেহার নিছনি কৈলেঁা।
যে মোরে বোলে তাঁরে জীয়ন্তে মৈলো॥
না বোল স্বজনি আর কিছু না লয় মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছোঁ পরাণ সনে॥
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতির পিরীতি বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দড়াইলুঁ সেই সে হয়।
ফেলিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে নিহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিএ তাহি॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করমদোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু,
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে, পিরীতি করিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইনু,
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে,
সে নাকি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে, পিরীতি-কাহিনী,
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি,
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥

তুড়ী।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি॥

অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ॥
সই, বড়ি পরমাদ।
শয়নে স্বপনে সঙ্গে মনে নাহি অবসাদ॥ধ্রু
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরমকথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যামলেহ॥

ধানশী।

কানু-অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥
শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর॥
এতহি কহই কয় বেশ রসাল।
ধনী অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাল।

শ্রীরাগ।

মরম-কথা শুনলো স্বজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
দেখিবারে কারি সাধ নহি স্বতন্তর॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥

কোরাগিণী।

অরুণ-উদয়কালে, ব্রজশিশু আসি মিলে,
বিপিনে পয়াণ প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথ পানে,
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
স্বজনি, না জানি কি হয় প্রেমলাগি।
দারুণ পিরীতি পর- বোধ না মানই,
কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে কুলকামিনী, তাহে নব-যৌবনী,
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম-শরে, রহিতে না পারি ঘরে,
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি-দিশি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত,
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে,
তিল আধ থির নাহি পাই॥

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেমজ্বালা॥
তাহে গুরু-গঞ্জন-বোল॥
অহনিশি অন্তরে রোল।
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
সোঙরি কাঁহই নহ ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
শ্যাম-চরিত্র অনুসারি॥
সকল কহব কানু ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥

ধানশী।

বলনা সখি যাহার মনেতে যে।
কানুরে সঁপিয়াছি আপনার দে॥
চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জয় জয় কৈল মোর হিয়ার পুতুলি।
এমন পামর দেশে বৈসে কোন্ জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তাহে করে মানা॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি॥

কল্যাণ।

এতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সভে অযশ-ঘোষণা॥
সই, কহিনু নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান।ধ্রু
যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড় অখেয়াতি॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ল নব চোর॥
তৃষুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা-অনলে॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল॥

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার, নয় অঙ্গ জনা,
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে,
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন,
এমন হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

সুহই।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুরগম,
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
সজনি, দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পাওব,
সোই নাগরে হাম যাব॥
যা বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে,
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুঃখিনী, সহজে একাকিনী,
আপন বলিতে নাহি কোই॥
তুহুঁ কুল চাহিতে, আকুল অন্তর,
পাঁতরে পড়ি রহুঁ হেম।
জ্ঞানদাসে কহে, ধিক ধিক জীবনে,
যাকর পরবশ প্রেম॥

সুহই।

ভালই আছিনু আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেন শুনাইলি তার গুণ।
উথলিল আগুনের খুন॥
নিশি দিশি যার গুণ গাই।
সে কেনে এতেক নিঠুরাই।
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥

যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই॥
সতীর সমাজে হৈনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ॥

ধানশী।

এ সখি, হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি, প্রেম-ছায়া পায়লুঁ,
বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ ধ্রু
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত,
দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥
যব দুহুঁ দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
দুহুঁ ভেল পন্থক চোর॥
দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতিখানি, কোন টুটায়ল,
মঝু মনে লাগল ধাঁধা॥
কান্দিব রে কত, কান্দি গোঙায়ব,
কাহাকে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ, ধিক রহু জীবনে,
যে করে পর-প্রীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিব দেহে গুরু-গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
সজনি, নিবেদন তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুলনগরে॥ ধ্রু
তিলেক সে তেয়াগিনু পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম-বিচার॥
অবলা অথলা জাতি ভুলে পরবোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁঝ বেলে।
দুখের উপরে দুখ পরিজন-বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব দুখ সহনে না যায়॥

তুড়ী।

বড়ই বিষম, কালার প্রেম,
এ ঘর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণপুতলী॥
কাহারে কহিব মরম কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরমব্যথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে মোরে।
আখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে।
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মন কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া॥

সুহই।

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা॥ ধ্রু
প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র॥
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতিঅঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে॥
সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া গেলা॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিকশিরোমণি॥

মান।

তিরোতা—ধানশী।

সজনি, না কর কানু-পরসঙ্গ।
পানী না সেঁচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুঁহু দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন-বচন কয়লু হাম আন।
সো ফল ভুঞ্জহ ইহ পরিমাণ।
পহিলহি কি কহব আরতিরাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরবক পুণ্যফলে পায়লুঁ পরাণ॥
চন্দনতরু বলি বিষতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥

তিরোতা—ধানশী।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল-শিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানী তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট-উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥

কেদার।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহু মলিনমুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাহাঁ বরকান।
আওল সখী তাঁহা বিরসবয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান।
জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥

কেদার।

সজনি, তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত অহিত, সবহুঁ হাম বুঝিয়ে,
আনে হোয়ত বিপরীত॥
লঘু উপকার, করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে,
মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥
কানুক রীত, ভীত মঝু চিতহিঁ,
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক, রস নাহি হোয়ত,
যৈছন কি রস মানে॥
কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখনু,
অতএ চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ, কবহুঁ না যাওত,
জ্ঞানদাস পরমাণ॥

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলে জলধার॥
বাউরী সম কত করু পরলাপ।
শতগুণাধিক মনে মনসিজতাপ॥
রাধা রাধা ধরি আখর এক।
গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক।

মানিনী মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির॥
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির॥

সুহই।

সহজহি শ্যাম, সুকোমল শীতল,
দিনকর-কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ, পবন নব পরশিতে,
মলয়জ পঙ্ক শুকায়॥
সজনি, কতয়ে বুঝায়ব নীতি।
কানু কঠিন পথ, করল আরোহণ,
শুণি শুণি তোহারি পিরীতি॥
অনুখণ দুনয়নে, নীর নাহি তেজই,
বিরহ-অনলে দিয়া জারি।
পাবক-পরশে, সরস দারু যৈছে,
এক দিশে নিকসই বারি॥
সজল নলিনী দলে, শেজ বিছায়ই,
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে,
অধিক উপজি পরমাদে॥

সুহই।

করে কর যোড়ি, মিনতি করু মো সঞে,
চরণকমল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ॥
সুন্দরি, ইথে কি মনোরথ পুর।
যাচিত রতন, তেজি পুন মজল,
সো মিলন অতি দূর॥
কোকিল নাদ, শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান॥
কোটি-কুসুমশর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥

মঝু এত বচনে, তুয়া নহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দক্ষিণ, পবন যব পরশব,
তবহি ত দূর মান॥
গুণ শুন ছোড় দোষ, এক সোঙরসি,
নিকটহি কই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল,
অব জ্ঞানদাস দুখ লাভ।

সুহই।

মানিনি, হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহি নিকট পাই, যো জন বঞ্চয়ে,
তাকর বড়ই অভাগি॥
দিনকর বন্ধু, কমল সবে জানয়ে,
জল তোহি জীবন হোয়।
পঙ্ক-বিহীন তনু ভানু শুখায়ত,
জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ-সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত বোই।
তাকর বিরহে, সকল সুখ, সম্পদ,
খেনে দগধই সোই॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি,
পরিজন ঐছন ভাব।
শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ,
অনুমত করল প্রকাশ॥
জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর,
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর, সফল করতুঁ,
যুগল পরমহি সাজ॥

সুহই।

না বুঝলুঁ অন্তর, কোপ নিরন্তর,
বচন না সঞ্চরে বয়ানে।
সহজই কমলিনী, ভৈল মলিন অতি,
ধারা শত শত নয়নে॥
মাধব, রাধা বোধি না ভেল।
কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু,
তবহুঁ উত্তর নাহি দেল

সঘন নিশাস, উদসল কুন্তল,
আকুল অতিশয় গোরী।
কনক-মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত,
ঐছন ভেলি কত বেরি॥
তোহারি কেশ, কুসুম, জল তাম্বুল,
ধরল যো রাইক আগে।
কোপে কমল মুখী, পালটি না হেরল,
মোহে হেরি রহল বিমুখে॥
এক কর মুঠি, বান্ধি মুখ মুদল,
মোহে কহল পরিণামে।
জ্ঞানদাস কহ, তুঁহু ভালে সমুঝহ,
নীরস না ভেল বয়ানে॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি, আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশি নিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহই যদি পন্থিক,
শুনইতে আকুলপরাণ॥
যো হরি হরি করি তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপসুত-পদ অভিলাষে।
সো হরি সতত, তুয়া নাম জপই
দারুণ মদন-তরাসে॥
পুরুষ বধের হেতু, তুহারি অভিলাষ,
কে না শিখায়লি তোঁ।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি,
ভাবিতে আকুল কানুক চিত॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুখণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন।
আন-জন বচনে না পাতয়ে কাণ॥
তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন পুরুখ কতহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥
এসব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত-উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রীতি আশে।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাসে॥
সজনি, বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী উহ, রসিক শিরোমণি,
হঠ-রস না করহ বাধা॥
প্রেম-রতন জনু, কনককলস পুন,
ভাগে যো হোয় নিরমাণ।
মোতিম হার, বরু শত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হর-কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া-উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান, কানু-মুখ হেরহ,
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥

কামোদ।

কত কত ভুবনে, আছয়ে কত নাগরী,
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ-রতন, যতনে নাহি পাইয়ে,
সো তুয়া দাসক অংশে॥
সুন্দরি, কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক, মুকুট বর নাগর,
চরণেহি সাধয়ে কান॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে,
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছমি যৈছে, চরণে লোটায়ই,
তাহে এত বিরকতি তোর॥

জীবন যৌবন, সফল করি মানসি,
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরীতি কহই নিরবাহ॥

কামোদ।

গগনক চাঁদ, হাতে ধরি দেয়লু,
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহিনু, সবহ ঐছন ভেল,
চিত্রপুতলী সম রীত॥
মাধব, বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে অবুঝ, অবুঝ করি মানই,
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥
তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলু,
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন, রবিখে রজনীকর,
কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহি বহু, চরণ ধরি সাধলু,
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে, তা কর সহচরী,
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিতে আওলুঁ যে বিপরীতি॥
কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি॥
তোমা আগে করি কহিব যে॥
আপন কাণেতে শুনিব সে॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঙ্গে হরি মিলল রাই॥

ভূপালী।

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উত্তর না দেল॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥
কাহে তুহুঁ পুনঃপুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহু যাঁহা নিবসই সোয়॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি।
তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম-চিন্তামণি॥

ভাটিয়ারী।

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর,
আকুল অথির পরাণ।
তুরিতহিঁ গমন, কয়ল যাঁহা মানিনী,
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি, কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ, করয়ে যত রঙ্গিণী,
হাম যৈছে উহ পরমাণ॥
তাহে বিনু নিশি দিশি, আন নাহি হেরিয়ে,
ও মুখ সতত ধেয়ান।
যো মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহ,
সো গুণ অহনিশি গান॥
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে,
ঠারি রহল তাঁহা যাই।
অবনত বয়নে, রহল অভিমানিনী,
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥

বালা ধানশী।

শুনি সখী বচন মনহি অনুমান।
নাগরী-বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম, বাম গতি চাহনি,
বামে কুন্তল অনুপাম।
বাম ভুজে বসন, ঢুলায়ত ঘন ঘন,
যৈছন পেখনু শ্যাম॥
পটঅম্বর পরি, অভিনব নাগরী,
ঐছনে কয়ল পয়াণ।
চারু সীথোপরি, কাম সিন্দুর পরি,
লখই না পারই আন॥
এমন চতুরবর, কবহুঁ না পেখনু,
এ মহীমণ্ডল মাঝ।
মণিময় কঙ্কণ, দুহুঁ ভুজে সাজল,
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝ॥
পদতলে অরুণ, কিরণ মণি পেখনু,
তেঞি হোয়ত অনুমান।

জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে,
নাগর করল পয়াণ ॥

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী ॥
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়াণ ॥
রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
হাসি দরশই মুখ কাঁপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম ॥
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রীতি-আশ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস ॥

সুহই।

অনুনয় করইতে, অবগতি না কর,
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি,
তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর ॥
মানিনি, অব কি করব দুরদিনে।
মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল,
তোহারি পরশ রস বিনে ॥
অনুগত জানি, পাণি পসারয়ে,
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে,
জগতে বহয়ে যশোভার ॥
সময় জানি অব, কোপ নিবারহ,
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া,
অতএ করবি সমাধানে ॥

তিরোতা-ধানশী।

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে,
জানি করহ নিরবাহ ॥
কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ,
সেবই যাকর আশে।
সো বহুবল্লভ, তোহারি পরশ বিনু,
জগধল মদনহুতাশে ॥
শ্যাম সুধাকর, নিকটহিঁ রোয়ত,
কুরুচিত কুমুদবিকাশ।
অঞ্চল-অন্তর, মান-তিমির রহু,
লোচন পড়ল উপাস ॥
সো সুখ-সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরি,
হাসি হাসি আপনে যোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপভাগি নহ,
দূতীক পরশ না পাই ॥

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয় ॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তহি লাগি কেলিকদম্বে করি বাস ॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন ॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া ॥
তোমার অধর-রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস ॥
মনমথ কোটী মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও ॥

ভাটিয়ারী।

রামা হে কেম অপরাধ মোর।
বদন বেদন, না যায় সহন,
শরণ লইনু তোর ॥

ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি,
সদাই মরমে জাগে ॥
মুখতুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ,
আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের, পরশে আমার,
চিরজীবী হউ তনু।
জপ তপ তুহু, সকলি আমার,
করের মোহন বেণু ॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার,
তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি, তোমা না দেখিলে,
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহারে, কহিয়ে তোমারে,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার,
দাস করি অভিমান ॥
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া,
কেনে না করহ প্রীতি ॥

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥
যে চাঁদের সুধা দানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদবদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি করে পরসাদ ॥

কেদার।

মানিনি যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা,
কি দেখি না হয়ে পরসাদে ॥
জনমে জনমে হাম তুয়া আরাধন বিনু,
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহু মনেজানহ, হাম তুয়া কিঙ্করী,
ভবহু তেজ সহবাসে ॥
রূপগুণ বিহি, তুয়া নিরমাওল,
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক ওর, থোর না হেরসি,
এ মোহে কেমন অভাগে ॥
অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি,
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরহ,
পুরব পিরীতিরস আশ ॥

তুড়ী।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি রসময়ি ধনি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহরস বাধা ॥
অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই।
সুখের সাগরে রহি ওর না যাই ॥
লোচন ইঙ্গিত কর মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
রাই, কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতিপুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

বরাড়ী।

শুন শুন মাধব, না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি-আশ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক চরিত।
নামহি যৈছে অন্তর সেহ রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর অবধান।
তুয়া নিজজন কাহে এত অপমান॥

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচন-লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর॥
বুঝল হিয়া-অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নীরস-কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ॥
ধনীক কষাইতে চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥

খণ্ডিতা।

ললিত।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝল বিদগধরাজ॥
নয়নকি কাজর অধরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু কামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহু যামিনী রঙ্গ॥
খণে খণে নয়ন মুদসি আধতারা।
কহইতে বচন বচন আধ হারা॥
যাবক অধিক উর পর লাগ।
অনুখণ সো ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দূরবিন্দু ললিত কপালে।
ধয়ল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত-তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি॥

ধানশী।

সুন্দরি, কাহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ,
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখসি,
হাম কাহাঁ যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি,
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে,
জ্ঞানদাস-চিতে ভীত॥

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

এ ঘোর রজনী, মেঘ-গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া,
পথ পানে নিরখিয়া॥

সই, কি করব কহ মোরে।
এতহু বিপদ, তরিয়া আইনু,
নব অনুরাগভরে॥
এ হেন রজনী, কেমনে গোঙাব,
বন্ধুর দরশন বিনে।
বিফল হইল, মোর মনোরথ,
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী, ঘন ঝনঝনি,
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
মিলবি বন্ধুর সনে॥

বাসক সজ্জা।

ধানশী।

অপরূপ রাইক-চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ, মাঝে ধনী সাজয়ে,
পুন পুন উঠয়ে চকিত॥
কিশলয় শেজ, বিছায়লি পুনঃপুন,
জারত রতনপ্রদীপ।
তাম্বূল কর্পূর, খপুরে পুন রাখয়ে,
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ-চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম,
লেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ,
কাতরে সখীমুখ চাই॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, মণিময় আভরণ,
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে,
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

কলহান্তরিতা।

বরাড়ী।

আঁচরে মুখশশী, গোই ঘন রোয়সি,
কহইতে কহন না ফুর।
সো গিরিধর বর, অবনত চলল,
যবহুঁ মিলল বহু দূর॥

সখিহে, কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি, তাহে তুহুঁ বিরকতি
অতএ বিমুখ ভৈ গেল॥
নিজগণ-বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
না বুঝি করল তুহুঁ রোখে।
সে সব বাণী, সাখী মোহে মিলল
অতএ পাওসি অব দুঃখে॥
সো বহু বল্লভ, জগজন-দুর্লভ,
তেজলি নিজ মন-সাধে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহু,
কাহে বাড়াওসি খেদে॥

বরাড়ী।

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তো বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥
নহেত কহয়ে যেন এ দুঃখে এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন॥

সুহই।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ॥
কোন্ দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর হিয়া পিয়া লৈতে আইল॥
কাম পূর্ণঘট মুই ভাঙ্গিনু বাম পায়।
পদাঘাত কৈনু কোন্ ভুজঙ্গ-মাথায়॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল
কোমোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করয়ে সম্বিত॥

বরাড়ী।

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরমাদ ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিয় ।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয় ॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি।
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব ॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ ।
চলিল ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥

গান্ধার।

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥
আর কত পিয়া-গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণপুতলী মোর কে হরিয়া নিল ॥
আর না যাইব সই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ॥

গান্ধার।

কানু রহল পরদেশ।
জলদ-সময় পরবেশ ॥
দামিনী দশ দিশ ধাব।
নিদারুণ কান্ত না আব ॥
স্বজনি কাহে কহব দিন বন্ধ।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক ॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর ॥
যব নিশি বাহিরে পয়াণ।
শশিকরে নিকসে পরাণ ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ ॥

গান্ধার।

সখিহে, বিরাটতনয় দেহ দান।
বায়স অজ রবে, তনু মোর জর জর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ ॥
বক্র যার তিন দুন, তাহার বাহন পুন,
তাহার ভক্তের ভক্তের নিজ সুতে।
বাণ দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দেল মোকে ॥
সুরভিতনয় প্রভু, তাহার ভূষণ-রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।
তাহার কটাক্ষশরে, দহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কি মতে ॥
মুনি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরি,
দেখ সখি একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোরে হল বামা,
গরাসিব বাণ ঘুচাইয়া ॥
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়,
দেখ সাধ আছে কোন্ দেশে।
যাহ দূতি ত্বরা করি, আন পিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সেই আশে ॥

গান্ধার।

পাঁচ পঞ্চগুণ, সিন্ধুবিন্দু তাহে,
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল,
পুন তিষ্ঠতি নাহি ভেল ॥
সখি, সো যদি বিছুরল মোহে
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন নন্দন তা সুত,
তা সুত হৃদয় মম দাহে ॥

ব্যাসসুত যেই জন, তা সুত মণ্ডলী,
পরিহর পঙ্কজ বিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, সো মবু ভখিব,
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ॥

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী-বেশ,
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ-রতন,
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া-বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বান্ধিব বসন দিয়া॥
আপন বন্ধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ, তেজিব এ জীউ,
নারী-বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বন্ধুয়া-হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাসে কহে, বিনয়-বচনে,
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা॥

সুহই।

ফুটল কুসুম নব, কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাবইরে।
মলয়ানীল হিম, শিখরে সিধারল,
পিয়া নিজ দেশ না আইবরে॥
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময়, সহয়ে এত শঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ॥
চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই,
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত দূর দেশে,
জানলুঁ বিহি প্রতিকূল॥
দিনে দিনে খীণ তনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি কি হয় পরযন্ত।
জ্ঞানদাস কহ কো সমুঝায়ব,
শ্যামর নিকরুণ অন্ত॥

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চুর॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত রতন খসে কোন অভাগী॥
হিমকর উগ হতে দিনকরতেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টকশেজ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত॥
রতন হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অণুসার॥
বিহি সে করল মোরে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার॥

তিরোতা।

শৈশব সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন-জনম অব ভেলা॥
আর নাহি করল উদেশ।
কি কহব কাহিনী বিশেষ॥

সজনি দুরগহ করু অবগাহে।
বিছুরতে গোকুল-নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ-বেয়াধি।
মনমথ পরম বিরোধী॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস চিতে অনুমান।
দোতী অব করব পয়াণ॥

ধানশী।

ফানুক ঐছে দশা, শুনি বিরহিণী,
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি, ক্ষিতিতলে মুরছলি,
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখী তুরিতহিঁ, কোরে আগোরল,
কহতহিঁ আগোরত কান।
শুনইতে ঐছন, বচন-রসায়ন,
পাওল জীবনদান॥
চেতন পাই হেরই, পুন দশদিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, কহি ফুকারয়ে,
অবহুঁ না আওল সই॥
রোয়ত হসত, খসত মণি যোজত,
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি, জ্ঞান পুন ভৈখনে,
মথুরা-নগর সিধারি॥

শ্রীগান্ধার।

গগন ভরল, নব বারিদহে,
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকী সব,
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই,
মদনবিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ,
বরখা কেমনে গোঙাব॥
সরসিজ বিনু সে, শোভা না পাবই,
ভ্রমরা বিনু শূণ দেহা।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুখ-দেহা॥
সঞ্চরু সঘন, সৌদামিনী জনু,
বিরহিণী বিন্ধিল জান।
মাস শাঙনে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অনিবার॥
নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকী কল কল ভাখ।
বিরহিণী-হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥
উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দর দর, দেহ দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী॥
উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী,
নাহি জানে ইহ দিন-রাতি॥
চিরপরবাসী, যতহুঁ পরদেশী
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন, খিণ ভেল দেহা,
জ্ঞান কহে দুখ কোনহি দেল॥

গান্ধার।

কানু কুশলেপর-দেশ সিধরল,
লাগল মনমথবাদে।
নয়নক লোরে, লহরী দিঠি বাদর,
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখিহে, পরাণ ভেল উপহাস।
আশা-পাশ, পাপ মন বান্ধল,
জীবন মরণক আশ॥

এত দিনে অমিয়া, সরোবরে আছিনু,
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন, হুতাশন হিমকর,
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥
কেশ কুসুমে ধরি, সম্বরি না বান্ধই,
না করব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহাবিহিনী সব, দাহক মানিয়ে,
জ্ঞানদাস কহল উপচার॥

—

শ্রীরাগ।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥
শিরস দিবসপতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
ঐছন বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ-চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥

—

আড়ানি।

সোণার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ জরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস॥

—

গান্ধার॥

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে,
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গঞ্জনে, সব মন রঞ্জনে,
মিলল মধুকররাজ॥
রাইক চরণ, নিয়ড়ে উড়ি যাওত,
হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে,
বৈঠল চেতন পাই॥
অলিহে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ বৈছন,
ঐছন ভবহুঁ তোহারি॥
পুর রঙ্গিণী কুচ, কুঙ্কুম-রঞ্জিত,
কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তা কর শেষ, বদনে তুয়া লাগল,
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥

—

সুহই।

ওরে কালাভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি,
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি,
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ-অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যাম-শোকে,
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ,
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে,
দুঃখ দিতে মোর প্রাণে,
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর,
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।
কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম,
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥

—

মাথুর।

ধানশী।

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥

সো ধনী বিরহ-বিষাদে ।
খোয়ল কুল মরিযাদে ॥
জীবন তনু ছিল শেষ ।
সোই রহত অব লেশ ॥
তাকর নাহিক আশ ।
অতএ আয়লু তুয়া পাশ ॥
খেণে মুরছিত খেণে হাস ।
খেনে ভনি গদগদ ভাষ ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার ।
জীবন মানয়ে ভার ॥
চোদশী চাঁদ সমান ।
মলিনতা ধরল বয়ান
ভূতলে শুতলি তায় ।
সহচরী করু কি উপায় ॥
জ্ঞানদাস কহ রোয় ।
তিরি-বধ লাগব তোয় ॥

সুহই ।

শুনহে বিকরুণ কান ।
তুয়া রাই ভেল নিদান ॥
যব পরশে সরসিজ-শেজ ।
তব চমকে জনু জীউ তেজ ।
তাহে শরদ-যামিনীকান্ত ।
হেরি জীবন তেজব নিতান্ত ।
যব রোয়ত সহচরী মেলি ।
তব রচিয়া পূরবক কেলি ॥
যব হেট করি রহু শির ।
তব সঘহং স্তবধ শরীর ॥
যব তাপ উপজিয়ে অঙ্গ ।
তব যৈছে দহন-তরঙ্গ ॥
যব সঘন কাঁপয়ে দেহ ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ ॥
যব তেজই দীঘল নিশ্বাস ।
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস ॥

গান্ধার ।

শ্রাবণ মাসে, আশ বহু আছিল,
মিলব করি অনুমানি ।
সো সব মনোরথ, দূরহি দূরে রহু,
জীবইতে সংশয় জানি ॥
শুন শুন নিরদয় কান ।
ইহ দুঃখ শুনি তুয়া, চিত না দরবয়ে,
কৈছন হৃদয় পাষাণ ॥ ধ্রু
পৌর রমণীগণ. বহুগুণ জানত,
তাহে বুঝি বারণ চিত ।
রসময় সদয়, হৃদয় গুণ কিছুরলি,
ভুললি সো হেন পিরীত ॥
আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াসলি,
সো কছু আছয়ে চিত ।
শুনইতে তোহারি, নিঠুরপণ গুণগণ,
জ্ঞানদাস চিত ভীত ॥

ধানশী ।

মাধব কৈছন বচন তোহার ।
আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে,
জীবন ভেল অতি ভার ॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নোখ গেল ।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখ কত ভেল ॥
আওব করি করি, কত পরবোধব,
অব জীউ ধরই না পার ।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন,
নিতি নিতি ভেল তনু ভার ॥
চপল-চরিত তুয়া, চপল বচনে আর,
কতই করব বিশোয়াস ।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙাব,
তব কি করব জ্ঞানদাস ॥

বরাড়ী।

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী।
কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিন্দোল॥
এহরি এ হরি জগতরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ ধ্রু
কেহ কেহ রাইক কোরে আগোর।
কেহ ল দেই কেহ চামর ডোর॥
কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী॥
আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই॥
বধ তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ-ভাগী॥

সুহই।

আজু পরভাতে, কাক কলকলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধুর আসিবার, নাম শুধাইতে,
উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখিহে, কুদিন সুদিন ভেল।
ত্বরিতে মাধব, মন্দির আওব,
কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন,
গিরিবর উপরে শশী।
মালতীর মালা, দধির ডালা,
নিকটে মিলল আসি॥
গণক আনিয়া, পুন শুনাইনু,
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল,
সুখের নাহিক ওরে॥
মোরে একাদশ, গৃহে বৈসে পাঁচ,
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানু সুত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে,
প্রভাতে শিখি বিচারু॥

দেয়ালিনী আসি, দেব আরাধিনু,
পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধু নামেতে, আগ তুলাইতে
কোলে মিলাওল কূল॥
কুল পুরোহিত, আশীষ করিল,
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন, সব দূরে গেল,
কহইছে জ্ঞানদাসে॥

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা॥
আজুক প্রাত সময়ে।
বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ॥
অনুখণ হৃদয় উলাস।
পুরল পথিক পরবাস॥
বাম নয়ন করু ফন্দ।
সঘনে খসয়ে নীবীবন্ধ॥
এ লখণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব॥
মনোরথ কহে শুক সারী।
জ্ঞানদাস সুবিচারি॥

সুহই।

অচিরে পুরব আশ।
বন্ধুয়া মিলব পাশ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর
অধর অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিব পিয়া॥
পুলকে পুরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥

ছল ছল দু'নয়নে।
চাহিব বদন পানে ॥
কিছু গদ গদ স্বরে।
এ দুঃখ কহিব তারে ॥
শুনিয়া দুঃখের কথা।
মরমে পাইবে ব্যথা ॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত ॥

ধানশী।

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে ॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন থোর ॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে,
কত না সাধিবে মোরে ॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া,
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি,
কহে কবি জ্ঞানদাস ॥

ভাব-সম্মিলন।

তুড়ী।

পহিলহি অঞ্চল পরশিতে কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়াণ ॥
রস নব লেশ দেখায়লি গোরী।
পায়ল রতন কমল ধনী চোরি ॥
অনুনয় বোলাইতে অবনত বয়নী।
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম ॥
রাইক অঙ্গুরি পহিলহি মেলি।
পরিচয় ভুলহ দূরে রহু কেলি ॥
মনমথ ভরমে বাঢ়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস ॥ ২৬১

কামোদ।

হেদে হে কিশোরি গোরি, তাহে পরিহার করি,
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চাঁদ মুখের হাস, হৃদয়ে রহল পশি,
বৈদগধি বধহ পরাণ ॥
রাই তোমার বৈদগতা, কি কহব তার কথা,
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে,
তোমার গুণের নাহি ওর ॥
যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়,
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী, তাহাই কহিয়ে আমি,
নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বথা ॥
যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি,
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয়, দুহুঁ তনু এক হয়,
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ।

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে, পাইয়াছি লাগ,
আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ধ্রু
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ,
সকল করিনু ভোগ।

আর না করিব, আঁখির আড়
রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না বাহিব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর ॥
এতহুঁ কহিতে, বিভোর হইয়া,
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর,
ভাসিল নয়ান লোরে ॥

ধানশী।

বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব ॥
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব,
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পুরিল মনের সাধ ॥
প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া,
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি,
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
অবলা পরাণে, হারাও হারাও বাসি,
খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন,
রাখিতে নরিলাম কোলে।
তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল,
জ্ঞানদাস ইহা বলে ॥

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিণী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ;
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি ॥
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয়, তোমারি পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

কেদার।

ওহে নাথ, কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার।
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার ॥

কেদার।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥

ষোড়শ-গোপাল-রূপ।

সুহই।

নন্দের বাড়ী, তমাল গাছি,
কনক লতায় বেড়া।

কালা কলেবর, পীত বসন,
গৌর কলেবর নীরে।
কনক অষ্ট দলে, অমিয়া সাগর,
ভাসল মত্ত অলিকুলে॥
এক শিরে শোভে, মেঘের মালা,
আর শিরে ইন্দ্র ধনু।
এক কপোলে, শশধর শোভিত,
আর কপোলে শোভে ভানু॥
এক মুখে, অমিয়া বরিখে,
আর মুখে বায় বেণু।
জ্ঞানদাসের মন, অনুখণ ভাবই
রাধার পরাণ কানু॥

ধানশী।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল
বন ফুল মালে কুন্তল বাঁধে ভাল॥
অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি॥
প্রবাল মুকুতা গঞ্জে গলে ঝলমল॥
হেলায় দুলিছে কাণে মকর-কুণ্ডল॥
সর্ব্ব অঙ্গভূষিত গোক্ষুরের ধূলা।
উরু পর দুলিছে বন ফুল মালা॥
নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু ধ্বনি॥

ধানশী।

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্ব গাত্র॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার।
দিগবিদিগ নাহি আনন্দ অপার॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি॥
শ্রবণে সোণার কঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালে অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরী॥

বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায়॥

ধানশী।

স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্যামল বরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন॥
দ্বিরদশাবকগতি বিক্রমে বিশাল।
গীম দোলনে দোলে গলে বনমাল॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলাসত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥

ধানশী।

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল॥
কনক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্ট সারি তাহে বাজে রণুরণ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুঞ্জা মালে॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥
উরু'পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবন মোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনকরচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূরিত॥

ধানশী।

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমান্।
কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দিঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মূরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥

বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উর'পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল।
কণ্ঠ তটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর॥

ধানশী।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুল দাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুলরাগ॥
উপরে দুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল ডাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ॥
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পুর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোলে তার দোলে কলেবর॥

ধানশী।

নীল পদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল।
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনী টালনী ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী আথি যুথি থরে থর॥
গোরোচনা তিলক অলকা পাঁতি কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংশে।
পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে টলমল।
উরু পরে দোলে মাল নব গুঞ্জা ফল॥

ধানশী।

অতসীসম-আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণবস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুণু ঝুনু গান॥

বীণা বেণু আর হাতে কাঁচনি পাঁচনি।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদসাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক প্রীত যে তাঁহার॥

ধানশী

দেবদত্ত গোপাল যে দূর্ব্বাদল শ্যাম।
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ূর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুণু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি।
বন ফুল মালায় ধূসর তনু খানি॥

ধানশী।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ি মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা॥
সুগন্ধি ছটায় ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটী কাণে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার॥
গলায় দুলিছে গজ মুকুতায় হার॥
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভাসিত গোক্ষুরের ধূলি॥

ধানশী।

বরূথপ গোপাল যে অতি সে মনোহর।
সিন্দূর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বরণ পরে গলে বনমাল।
অরুণ বরণ দুটী নয়ন বিশাল॥

ভুবন মোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ি প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি॥

ধানশী।

নন্দক গোপাল যেন দূর্ব্বাদলশ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মিছুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে।
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল আলা॥
উরু পর দুলিছে বনজ ফুল মালা॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি॥

ধানশী।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্য-বিভ্রঙ্গে॥
বিশালা বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ॥
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝুনু ধ্বনী॥
দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে নটপটি।
গলায় দোসতিহার শোভে পরিপাটী॥
সুবর্ণ পাটের থোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ দুলিছে কাণে রতন কুণ্ডল॥
সোণার শিকলি শিঙ্গা শোভে দুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁন্দে॥

সহই।

দনমণি বল্লভ, দুহু কর পল্লব,
সুবলিত অঙ্গুলী সুছাঁদ।
অমৃত অঙ্গুলীমাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবণী সদ্য চাঁদ॥

সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে।
কনয়া কিঙ্কিনী জাল, ঝুনু রুণু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত ধৌতরাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণ খানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥
যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পূরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞান দাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥

সুহই।

পহিরহ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
পদ দুই চলে পুন চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
ডিয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগনে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে বিবিধ বিকার॥
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কাণে দোলে।
একুই নূপুর বাম চরণ কমলে॥
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টল টল করে ক্ষিতি তরে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥

নির্ম্মল ধরাতল দেখিতে সুছাঁদ।
দিবসে উদয় যেন পুর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া রসে দিগবিদিগ নাহি মানে।
আনন্দে বলাইর গুণ জ্ঞানদাস ভণে॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়,
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত,
গৌর সুললিত তনু॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু,
অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥ ধ্রু
কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল,
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর
উজোর মরমের সুখে॥
অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত,
সঘনে বলে হরি বোল।
জ্ঞানদাস কহে, পহুঁর পদভরে,
অবনী আনন্দে হিলোল॥

গৌরী।

কাঞ্চন কিরণ, গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত, আজানু লম্বিত,
ভুজ যুগে শোভিত পুলক ভরে॥
জয় শচী নন্দন গৌরাঙ্গ নাম।
জয় জগতারণ কারণ ধাম॥ ধ্রু
হরি গুণ কীর্ত্তন, প্রকট অনুক্ষণ,
নাহি পরাভব ভরে।
শিব শুক নারদ, ব্যাস বিশারদ,
অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
রূপ সুধাকর মোহ করে॥
জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে,
হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে॥

ভূপালী।

সুরধুনী তীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
নাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে॥
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥

বিভাষ।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হৈয়া, রাধার প্রেমে,
তার গুণ কহি কান্দে॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা,
পুলকে পুরল অঙ্গ।
খেণে গরজয়ে, খেণে সে কাঁপয়ে,
উথলে ভাব তরঙ্গ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে,
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর,
যে লাগি আইলা এথা॥

সুহই।

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥

কোথায় পরাণ নাথ বলি খেণে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

বরাড়ী।

কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌররাজ চাঁদ জীবন হামার॥ ধ্রু
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি।
শিব শুক নারদ জনা দুই চারি॥
সেতু বন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে।
এবে সে অলপ তোমার আশ এ সংসারে
কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সেতু বন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি॥
না জানি এ জপ তপ এ বেদ বিচার।
জ্ঞানদাস কহে গৌর পদ সার।

মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরা চাঁদ।
হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব প্রকাশ।
কে বুঝিয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরীত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গে সুখ ভরিপুর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু।
কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥

গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা॥

ধানশী।

সোণার গৌর চাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়ানে নেহারি॥
বিরহ আনলে, দহয়ে অন্তর,
ভস্ম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব,
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ,
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে,
সতত যে রসে ভোরা॥

ধানশী।

হেম বরণ বর, সুন্দর বিগ্রহ,
সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব, প্রেম পক্ব ফল,
কুসুম বন্দ মৃদুহাস॥ ধ্রু
নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত,
রাজিত সুরধনী ধার।

ত্রিজগত লোক, ওক ভরি পাওল,
ভকতি রতন মণিহার ॥
ভাব বিভব ময়, রস রূপ অনুভব,
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্ত গতি, অতি মনোহর,
মুরছিত লাখ অনঙ্গ ॥
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর,
ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার, ধনিরে ধনি কীর্ত্তন,
জ্ঞানদাস নহ পর।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

গান্ধার।

পট্টবসন পরে মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে ॥
পিঠে পাটথোপা তাহে শোভে হেম ঝাঁপা।
কলি-কলুষ-রাশি নাশি করে কৃপা ॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায় ॥ ধ্রু
লাফে ঝাঁপে যায় পহুঁ গৌর আবেশে।
পাপ পাষণ্ডমতি না থুইল দেশে ॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি ॥
সঙ্গে রঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর ॥
চৌদিগে হরিদাস হরি হরি বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ গুণ গায় ॥

গৌরী।

দেখরে প্রবল মল্লবেশধারী।
নাম নিত্যানন্দ, ভাইয়া বলি রোয়ত,
ভাব বুঝিতে না পারি ॥ ধ্রু
ভাবে ঘূর্ণিত, লোচন ছল ছল,
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
মত্ত সিংহ জিনি, গরজন ঘন ঘন,
অগমে কাহু না মানে ॥
লীলা রসময়, সুন্দর বিগ্রহ,
আনন্দে নটন বিলাস।
কলি মন দলন, দোলন গতি মন্থর,
কীর্ত্তন করল প্রকাশ ॥
কটিতটে বিবিধ, বরণ পট পহিরণ,
মলয়জ লেপন অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে, বিধি মিলায়ল,
আনি কলিমে ঐছন রঙ্গে ॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায় ॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপীয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে ॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে ॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর ॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায় ॥

বেলোয়ার।

সুবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত,
মূরতি পিরীতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শরদ চাঁদ ছাঁদ, মুখমণ্ডল,
লীলা গতি রতিপতি কো ভাঁতি ॥
গৌর মেহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরণে, মণি মঞ্জীর রঞ্জিত
অঙ্গ ভঙ্গে কত কাঁচনি কাঁচে ॥ ধ্রু
গদ গদ ভাষ, হাস রসে রোয়ত,
অরুণ নয়ানে কত চরকত লোর।
নটন রঙ্গে, কত রঙ্গ বিভঙ্গিম,
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল ॥
বনি বনমাল, উর উপর,
কনয়া শিখরে কিরণাবলি ভাঁতি।

জ্ঞানদাস আশই, অহনিশি গাওই,
গৌর গুণ ইহ দিন রাতি ॥

শ্রীরাগ।

পুরবে গোবর্দ্ধন, ধরল অনুজ যার,
জগজনে কহে বলরাম॥
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে,
ধরি পঁহু নিত্যানন্দ নাম ॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ,
ভুবন মঙ্গল গুণধাম।
গৌর প্রেম রসে, কটির বসন খসে,
অবতার অতি অনুপাম ॥
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত,
নিরবধি যে মাতয়াল।
হাস প্রকাশ, মিলিত মধুর রসে,
লোলত রসাল ॥
রামদাস পঁহু, সুন্দর বিগ্রহ,
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত, এই রসে উনমত,
জ্ঞানদাস গুণ গান

— —

গোবিন্দদাস।

[বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে অন্যূন পাঁচ জন গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ প্রসিদ্ধ। ৯৪৪ সালে (১৪৫৯ শকে) বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন, বিবাহ-সূত্রে উক্ত গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের মাতার নাম সুনন্দা। ৯৮৪ সালে ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাস বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১০২০ সালের (১৫৩৩ শকের) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার [illegible] হয়। শ্রীখণ্ড পরিত্যাগের পর ইনি শেষ তিলিয়া বুধুরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর অতি প্রিয় ছিলেন। ইঁহার পদাবলী রত্নভাণ্ডার সদৃশ। বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনে ইনি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে প্রাণ সমর্পণ করেন।]

একান্নপদ।

বিভাষ।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ,
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে, শুতি রহুঁ দুহুঁ জন,
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই॥
তুরিতহিঁ করহ পয়াণ।
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে,
নিকটহি হোয়ত বিহান॥
শারী শুক পিক, সকল পক্ষিগণ,
তুহুঁ সব দেহ জাগাই।
জটিলাগমন, সবহুঁ মেলি ভাগই,
শুনইতে জাগই রাই॥
বৃন্দাদেবী সব, সখীগণে জনে জনে,
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটহি, ঝারি লই ঠাড়ই,
হেরিতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

বিভাস বা ললিত।

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন দুহুঁ দুহুঁ মুখ চাই॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরী মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরী রব দেই, করুখটী নাদ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥

বিভাষ বা রামকেলী।

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই,
জাগলি রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল,
তুরি তঁহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতঁহি বেশ, বনাহ যতন করি,
যামিনী ভেল অবসান॥
শারী শুক পিক, কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক, যব জাগি বৈঠব,
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন,
তুহুঁ কিনা জানসি রীত।
গোবিন্দদাস কহে, উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পিরীত॥

বিভাষ।

হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মুছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা-তিলক দেই, সিঁথি বনায়ই,
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥

মাধব সিন্দূর দেয়ল সাঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উরুপর লেখই,
মৃগমদ-চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় নূপুর, চরণে পরায়ল,
উর পর দেয়লি হার।
তাম্বুল সাজি, বদন ভরি দেয়ল,
নিছই তনু আপনার॥
নয়নহি অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদবিন্দ।
চরণকমল-তলে, যাবক লেখই,
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

বিভাষ।

বেশ বনাই, বদন পুন হেরইতে,
পড়ু বারে বার।
ঢর ঢর লোর, চমকি বহে লোচনে,
নিজ তনু নহে আপনার॥
বিনোদিনী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যাওব,
দিনকর করল পয়াণ॥
কানুক চিত, থির করি সুন্দরী,
কুঞ্জসেঁ গমনহি কেল।
বসনহি বারি, ঝাঁপি মণিমঞ্জীর,
নিজ মন্দিরে চলি গেল॥
রতন-শেজোপর, বৈঠলি সুন্দরী,
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল,
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

রামকেলী।

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপল জান॥
কো সখী দধিমন্থন করু যাই।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাই॥
কোই সখী গুরুজন-সেবন কেলি।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেলি॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নিতি নিতি করতঁহি ঐছন রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ চরিত॥

রামকেলী।

রামক নীল বসন কাহে পিন্ধ।
অরুণ উদয় ভেল না ভাঙ্গল নিন্দ॥
ব্রজকুলচান্দ নিছনি যাঙ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু-মোড়॥
ফাগু ভরল কিয়ে লোচন জোর।
কাঁহা লাগল হিয়া কণ্টক আঁচড়॥
ঝামরু ভেল নীল-উতপল দেহ।
না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কেহ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি ওদন এহ॥
এতহুঁ শুনল যব যশোমতী ভাষ।
আঁচরে বারি নিবারল হাস॥
গোবিন্দদাস কহে ব্রজ-অধিদেবী।
পুনহি নিরাপদ গৌরীক সেবী॥

সুহই।

নিজ গৃহে শয়ন করল যব কান।
জননী জাগায়ল ভৈ গেল বিহান॥
আলস ত্যজি উঠ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়॥
শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরের নাদে জাগল পাঁচবাণ॥
প্রাতহি দোহন করত যদুচাঁদ।
তুরিতঁহি দেয়ল দোহনছাঁদ॥
নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়।
গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায়॥

সুহই।

গোঠ মাঝহি করল পয়াণ।
গোধন দোহন করতহিঁ কান॥

ঘন ঘন হাম্বা-রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ।
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ॥
গোধন গরজত বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর॥
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ॥
মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস পহুঁ করত নেহারি॥

বিভাষ।

রজনী প্রভাতে, চলল বররঙ্গিণী,
নদী-অবগাহন রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল হলদি অই আমলকী,
প্রিয় সহচরী সঙ্গে॥
গজবর-গতি-জিনি, গমন সুমন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখজ্যোতি।
কবরী বিরাজিত, মণিময় সুরচিত,
সীঁথে উজ্জ্বল মোতি॥
নীলবসন মণি, বলয়া-বিরাজিত,
উচকুচ কঞ্চুক তার।
শ্রবণহি তাটক, মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ-কমলতল, আতুল রাতুল,
রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে, ওরূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগধরাজে॥

কর্ণাট বা পুরবী।

রাধা-বদন, চাঁদ হেরি ভুলল,
শ্যামের নয়নচকোর।
ছন্দ বন্দ বিনা, ধবলী দোহত,
বাছিয়া কোরহি কোর॥
শুনহি দেহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি, করত গতাগতি,
হেরি হসত ব্রজনারী॥
লাজহি লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
পুন সেই ছান্দন ডোর।
ধবলী ভরমে ধবল, পদ ছান্দই,
গোবিন্দ দাস মন ভোর॥

ভাটিয়ারী।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমজলে ভাসল রে॥
মুরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে॥
অঙ্গ পুলকে অতি পুরল রে।
গোবিন্দদাস-মনমোহন রে॥

ভাটিয়ারী।

দুহুঁ জন মিলল উপজল প্রেম।
মরকতে যৈছন বেড়ল হেম॥
কনকলতাবলি তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ।
দোঁহ তনু পুলকে মদন-তরঙ্গ॥
দোঁহ অধরামৃত দোঁহে করু পান।
গোবিন্দদাস কহে দোঁহে সে সুজান॥

ভাটিয়ারী।

বিপিনহি কেলি করত দোঁহে মেলি।
জল মাহা পৈঠি করত জলকেলি॥
নাহি উঠল দোঁহে মুছত অঙ্গ।
দোঁহ মুখ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দোঁহ নব নব বেশ।
কবরী বনায়ল বাঁধল কেশ॥

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়াণ।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

ভাটিয়ারী।

যশোমতি যতনহি, সখীগণে কহতহি,
তুরিতে গমন করু তাই।
হামারি সন্দেশ, কহবি সব গুরুজনে,
আনবি রসবতী রাই॥
রতন থারি ভরিপুর, বিবিধ মিঠাই ক্ষীর,
দধি শাকর পিষ্টক বড়ই মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর,
বাসিত চন্দনকটোর।
সহচরী থারি, চীর দেই ঝাঁপই,
গোবিন্দদাস মনোভোর॥

ধানশী।

শিরোপর থারি, যতন করি সহচরী,
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতি-বচন, কহল সব গুরুজনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখীসঙে করল পয়াণ।
রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু,
কাজরে উজল নয়ান॥
দশনক জ্যোতি, মতি নহি সমতুল,
হসইতে খসই মণি জানি।
কাঁচা কাঞ্চন, বরণ নহে সমতুল,
বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
পদতল থল, কমল সুকোমল,
রুণু ঝুনু মঞ্জীরী বাজে।
গোবিন্দদাস কহে, অপরূপ সুন্দরী,
জিতিল মনমথরাজে॥

ধানশী।

নিজ মন্দির তেজি, চলিল বররঙ্গিণী,
নন্দমহল গেহ মাহ।
ঝলকত অঙ্গহি, মণিগণ ভূষণ,
বদনকিরণ তঁহি ছাহ॥
যশোমতি নিরখি আনন্দ।
কত কত চান্দ, চরণে পড়ি কান্দই,
মনমথে লাগল ধন্দ॥
সুবাসিত অন্ন, ব্যঞ্জন মনোহর,
পাক করল তাহঁ গোই।
নিতি নিতি ঐছন, করত গতাগতি,
লখই না পারই কোই॥
চন্দন ঘোরি, কুঙ্কুম তঁহি ডারল,
কর্পূর তাম্বুল মুখবাস।
সুবাসিত বারি, ঝারি ভরি রাখল,
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ বা সারঙ্গ।

সখীগণ সঙ্গে, রঙ্গে যদুনন্দন,
ভোজন করু দোন ভাই।
রোহিণী দেবী, করত পরিবেশন,
রসবতী দেওত বাঢ়াই॥
কনক থারি ভরি পুর।
বিবিধ মিঠাই, ক্ষীর দধি শাকর,
দেওল করিয়া প্রচুর॥
অন্ন ব্যঞ্জন, সুমধুর ভোজন,
কি কহব আনন্দ ওর।
ভোজন সারি, শয়ন পুনঃ পল এক,
সুখময় নন্দকিশোর॥
যো কিছু শেষ, রহল থারি পর,
ভোজন করলহি গোরী।
গোবিন্দদাস, ঝারি লই ঠাড়হি,
পবন ঢুলায়ত খোরি॥

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁখর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥

নগরক লোক লখই না পারি।
ঐছন গতাগতি করত সুকুমারী ॥
বেশ বানাগ্নি কানু বল-বীর।
গোধন লই চলু যমুনাক তীর ॥
গোপ গোয়াল সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিশাল ঘন ঘন রাব ॥
সুবল সখা সঞে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস ॥

করুণশ্রী বা সুহই।

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে সব ধায়ত,
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়-কার, করত নব বধূগণ,
কনক কুম্ভ ভরি বারি ॥
আনন্দ কো কহু ওর।
রসবতী ঠাড়ে, অট্টালিকা-উপরি,
হেরইতে দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর ॥
নয়নে নয়নে কত, প্রেমরস উপজত,
দুহুঁ মন দৈত গেল ভোর।
প্রেম রতন ধন, দোঁহে দুহুঁ পিয়াওল,
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর ॥
চলইতে চরণ, অথির যদুনন্দন,
শিথিল পীতপটবাস।
নিজ নিজ মন্দিরে, আওত নিজ জন,
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে যদুনন্দন,
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয় দাম শ্রীদাম, সুবল মহাবল,
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর ॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাজ, হাম্বারব গরজন,
আনন্দে চরত সব ধেনু ॥
সম বয় বেশ, কেশ পরি মণ্ডল,
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার, গুঞ্জা নব মঞ্জুল,
হেরইতে জগমনোভোর ॥
বলয়া বিশাল, কনক কটি-কিঙ্কিণী,
নূপুর রুণু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস, পহুঁ নিতি নিতি,
ঐছন বিহরত বিদগধ রাজে ॥

শ্রীরাগ।

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বনমাহ।
তরু সব হেরি, কুসুম তহিঁ তোড়ল,
যতনহিঁ হার বনাহ ॥
মাধব কুণ্ডকতীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
কাতরে মনো নহে থির,
নব নব পল্লব, শেজ বিছায়ল,
নব কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি, চিক ভেল আকুল,
হেরইতে অথির ভেল আঁখি ॥
তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
জর জর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দদাস পঁহু, সুবল কোরে রহু,
ঢর ঢর নয়ন-তরঙ্গ ॥

বরাড়ী বা সুহই।

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয় সহচরী-মুখ চাই।
যাহাঁ যদুনন্দন, করত গোচারণ,
তুরিতে গমন করু তাই ॥
সুন্দরী থানিক বিলম্ব জানি।
সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী,
বোলত মধুরিম বাণী ॥
বংশীবট তট, কদম্ব নিকট মণি,
কর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি, কদম্ব কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডক তীর ॥

কালিন্দী- পুলিন, বৃন্দাবন বন,
নিধুবন কেলি-বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন, গোবর্দ্ধন-কানন,
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

প্রিয়সখী গমন, করল প্রতিবনে বন,
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।
সুশীতল বারি, কুঞ্জ অতি শোহন,
মলয় পবন বহে ধীর।
সুবলসখা করু কোর।
সহচরী পথ হেরি, অন্তর গর গর,
ঢর ঢর নয়নকো লোর॥
সচকিত নয়নে, নেহারই সহচরী
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পটাম্বর, মুখরুচি মোছই,
বসন ঢলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বূল, বদনহি পূরল,
সচকিত ভেল পীতবাস॥
সুন্দরী গমন, করল অব নিকটহি,
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

করুণা বা ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহি গেল॥
কানুর গুণ শুনি ভোরি।
বেশ বনায়ত গোরী॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে।
বসন ভূষণ করু অঙ্গে॥
নব নব নাগরী বালা।
বৈছন চান্দকি মালা॥
গাওত কত কত তান।
কত রস করতহি গান॥
রসিক রমণী রস-ভাব।
শুনতহি গোবিন্দ দাস॥

ধানশী বা বরাড়ী।

সখীগণ সঙ্গে, চলিল বররঙ্গিণী,
ভানু-আরাধন লাগি।
বহু উপকার, কর্পূর তাম্বূল,
লেয়ল গুরুজন মাগি॥
সুন্দরী সুগন্ধি, চন্দন লেল।
চিনি কদলী সর হার মনোহর,
সখীগণ মিলি চলি গেল॥
জয় জয় কার, করত হুলাহুলী,
শঙ্খশব্দ ঘন ঘোর
কেলি করত, কোকিলগণ কুহরত,
নৃত্যতি ময়ূরক যে'ড়॥
কুণ্ডক তীরে, মিলল বরনাগরী,
দুহু মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
গোবিন্দদাস পঁহু, রসময় নাগর,
কত কত রস পরকাশ॥

গান্ধার।

নব নব কুসুম, তোড়ি সব সখীগণ,
সরস সমরু করু তাই।
মাবুত বদন, নেহারি কুসুম-শর,
মোহত সব সখী মাই॥
কো কহুঁ মরমক কেলি।
নূতন কিশোরী, নূতন নাগরী,
ললিতাদিক সখী মেলি॥
মণিময় ভূষণ, তনু অতি শোহন,
ঝুণু ঝুণু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে, রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে॥

করুণশ্রী বা মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ।
বিকশিত কুসুমে শোভিত পুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শরী শুক পিক বোলত রসাল॥

তঁহি বলি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তঁহি পর বৈঠল কিশোরী-কিশোর॥
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝঙ্কার।
ভীত জানি ধনী করলহি কোর॥
কত কত উপজল রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

আন ছলে আন পথে, গমন করল দোঁহে,
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল, নূতন সব মঞ্জরী,
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে॥
দুহুঁ জন মিলন ভেল।
রসময় রসিক, রমণ রস নাগর,
বহুবিধ কৌতুক কেল॥
মদন মহোদধি, নিমগন দুহুঁ জন,
ভুজে ভুজে বন্ধনছন্দ।
তরুণ তমালে, কনক লতাবলি,
নব জলধর কিয়ে ঝাঁপল চন্দ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে, নিমগন দুহুঁ জন,
স্বেদবিন্দু মুখ-জ্যোতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, রতিরণপণ্ডিত,
যৈছন জলদে বিথারিল মোতি॥

গান্ধার।

শ্রম জলে ভিগেল দুহুঁক শরীর
তনু তনু লাগল পাওল চীর॥
পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই॥
রসময় নাগর রসময় গোরী।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি॥
শুতল বিদগধ নাগররায়।
রতিরসে অবশ শুতি নিন্দ যায়।
সব সখীগণ মেলি বিনোদিনী রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥
পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জলসেচন করু গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

সখীগণে পুছত কানু বা য়ে বার।
কৌন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাহাঁ পর ছোড়ি কাহাঁ হামে চাই।
অবতুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরম ধন তুয়া কৌন চোরায়॥
কাতর নয়নে নেহারই কান।
সখীগণ মোহে মুরলী দেহ দান॥
করগহি মুরলী গৃহমাঝ।
গোবিন্দদাস তাহিঁ রমণী সমাজ॥

বরাড়ী।

সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়াণ
কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবদান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥
বিথারল কুন্তল অরু অরু অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ।
সখীগণ বেঢ়ল নাগরচন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহুঁক ধন্দ॥

ধানশী বা বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে, সব সখী সমরে,
রসবতী নাগররায়।
বসন নিচোরি, মুছই সব সখী তনু,
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ, করত বরকান।
চিকুর সাঙরি, কবরী পুনঃ বান্ধই,
অলকতিলক নিরমাণ॥
সঁীথি বনাই, তা পর লেখই,
মৃগমদ-চিত্র নিশান।
রতি জয় রেখা, চরণ যুগে লেখই,
আর কত বেশ বনান।
কতহি যতন করি, বেশ বনায়ই,
নপুর পরায়ল অঙ্গে।

গোবিন্দদাস কহে, দুহুঁ রূপ হেরইতে,
মুরছত কতেক অনঙ্গ ॥

বরাড়ী।

রতনথারি ভরি, চিনি কদলী সর,
আনলি রসবতী রাই।
শীতল বিপিনথল, গন্ধ সুপরিমল,
বৈঠল দুহুঁ জন যাই ॥
ভোজন করত ব্রজরায়।
সুশীতল জল, কর্পূর তাম্বূল,
সখীগণ দেই বাঢ়ায় ॥
গন্ধ সুচন্দন, সব অঙ্গে বিলেপন,
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে, বিহরই দুহুঁ জন,
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

ভাটিয়ারি।

তঁহি সুগমন, করল বর-রঙ্গিনী,
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তঁহি জয় শঙ্খ, হুলাহুলি ঘন ঘন,
ভানুক সেবন কেলি ॥
দ্বিজবর বিদগধ রাজ।
সুবাসিত কুসুম, সুগন্ধি চন্দন,
কর্পূর খর্পর করু সাজ ॥
বহু উপভোগ, কর্পূর তাম্বূল
চিনি কদলী উপহার।
সুশীতল নীর, ক্ষীর দধি শাকর,
সেবন বহু পরকার ॥
কুসুমক অঞ্জলি, দেয়ত সখী মেলি,
কো কহু আনন্দ ওর।
গিরিধর কনক, লতাবলি বেড়ল,
গোবিন্দদাস মনভোর ॥

ভাটিয়ারি।

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুল-হার ॥
নিজ মন্দিরে ধনী করল পয়াণ।
ঘন বনে রহল সুনাগর কান ॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময়-ভূষণে অঙ্গ উজোরি ॥
শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয় কার।
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার ॥
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দদাস পঁহু এহ রস গায় ॥

আশোয়ারী বা পূরবী।

নিজ মন্দির যাই, বৈঠল রসবতী,
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি, তনু অতি সুকোমল,
ঢর ঢর ও মুখচন্দ ॥
নিতি ঐছন করতঁহি রীতি।
রসবতী রসিক, মনোহর নাগর,
অপরূপ দুহুঁক চরিতি ॥
বিবিধ মিঠাই, থারি থারি ভরি,
ভোজন করতঁহি গোরী।
কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি পূরল,
কুঙ্কুম চন্দন ঘোরি ॥
গৃহ নিজ কাজ, সমাপল সখীগণ,
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দদাস, পহুঁ দাপ সায়াহ্ন,
বেলি অবসান ভৈ গেলি ॥

গৌরীলট বা গৌরী।

গোখুর ধূলি উছলি, ভরু অম্বর,
ঘন ঘন হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিশাল, নিশান সমাকুল,
সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব ॥
ঘন সঙ্গে গিরিধরলাল ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু, হরখিত চাতকী,
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥
কুটিল অলকাকুল, গো-রজ-মণ্ডিত,
বরিহা-মুকুট মনোহরভাঁতি।

বিপিন-বিহার, ছরমে ঘরমাইতে,
ঝামরু নীলউৎপল দলকাঁতি ॥
কিশল-বলিত, ললিত মণিকুণ্ডল
গণ্ড মুকুর উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহুঁ, নটবর-শেখর,
হেরইতে জগভরি মদনবিথার ॥

গৌরী বা টৌরী।

গেহে প্রবেশ, করল সব ধেনুগণ,
সখা সব মন্দিরে গেলি।
বৎসক বান্ধি, ছান্দি সব ধেনুগণ,
ঘন ঘন দোহন কেলি ॥
সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ-পটাম্বর, হার মনোহর,
গোধূলিধূসর অঙ্গ ॥
নব নব পল্লব, গুচ্ছ সুমণ্ডিত,
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম ॥
মকরাকৃতিমণি, কুণ্ডল দোলনি,
হেরইতে চমকি পড়য়ে কত কাম ॥
বন-ফুল-মাল-, বিরাজিত উরপর,
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু, জগমনমোহন,
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায় ॥

গৌরী।

সাঁঝ সময়ে গৃহে, আওত যদুপতি,
যশোমতি আনন্দ-চিত।
দীপহি জ্বালি, থারি পর ধরতঁহি,
আরতি করতঁহি গায়ত গীত ॥
ঝলকত ও মুখচন্দ।
ব্রজরমণীগণ, চৌদিকে বেঢ়ল,
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল, মৃদঙ্গ বাজত,
সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার
বরখিত কুসুম, রমণীগণ হরখিত,
জগজন আনন্দ নগর বাজার ॥

শ্যামরু অঙ্গ, মনোহর সুরচিত,
নব বনমাল বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহে, ও রূপ হেরইতে,
সংশয় যৌবনরাজ ॥

গৌরী।

বদন নিছাই, মুছি মুখমণ্ডল,
বোলত মধুরিম বাণী।
কতহুঁ যতন করি, যশোমতি সুন্দরী,
মন্দিরে বসায়ল আনি ॥
সুবাসিত তৈল, সুশীতল জল দেই,
মজাই যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি, আজি পুনঃ বাঁধিল,
চূড়হি কুসুম সুরঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে সুলেপন,
যতনে পিন্ধাওসি বাস।
সুবাসিত কুসুম, হার উরে লম্বিত,
কহতঁহি গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

কতহিঁ যতন করি, রসবতী নাগরী,
করলহি বহু উপহার।
কনক-থারি ভরি, চিনি কদলী সর,
চণ্ডল মনোহর মাল ॥
প্রিয় সহচরী হাতে দেল,
তুরিত নন্দগৃহে, মিলল সহচরী,
যশোমতি আগে লই গেল।
বিবিধ মিঠাই, যতন করি দেওল,
চিনি কদলী উপহার।
ক্ষীর সর নবনী, ছেনা দধি শাকর,
দেয়ল সব রস সার ॥
ভোজন করায়ল, বহু সুখ পায়ল,
কর্পূর তাম্বুল দেল।
অবশেষে যো কিছু, রংগল থারপর,
গোবিন্দদাস লই গেল ॥

সুহই বা সিন্ধুড়া।

মন্দির-বাহির, থল অতি সুন্দর,
তাহি সাজায় অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন, পাট পটাম্বর,
লম্বিত মুকুতাদাম॥
শোভাবলি অপরূপ।
নৃপ গোয়াল, সভাজন মণ্ডল,
বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥
কোই গায়ত, কোই বাজায়ত,
কোই নাচত ধরতঁহি তাল।
কোই সখাগণ, পাখা লেই বীজত,
কোই জ্বালত প্রদীপ রসাল॥
কনক-সম্পুত পর, কর্পূর তাম্বূল,
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দদাস ভণ, অপরূপ শোহন,
উপনীত নাগররাজ॥

সুহই।

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম॥
সভাজন মাঝ বৈঠল দুন ভাই।
সভাজন-চিত লেয়ল চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদবদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ানযুগল নীলকমল সমান।
হেরইতে যুবতীজন অথির-পরাণ॥
তিলক-বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ।
ফুলধনু করে করি মুরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

করুণশ্রী বা ভূপালী।

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়।
সভাজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সব চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাঁহা চলি গেল॥
ময়ুর ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥

ধানশী।

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধু লোভে মাতি আনন্দে বিভোল॥
তাঁহি সুগমন করু বিদগধ রাজ॥
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকুল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়াণ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিক নেহারত গোবিন্দদাস॥

ধানশী বা কেদার।

গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়াণ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পায়ল সমাধান॥
দুহুঁ দুহুঁ অধরে করয়ে মধুপান।
চাঁদ চকোর জনু মিলায়ল আন॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত কত গায়ত মদনতরঙ্গ॥
কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল।
কোই কোই নাচত কোই ধরে তাল।
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর॥
হরখি হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥

বাঢ়ল প্রেম বহুত সখী জানি।
সুবাসিত কুসুমে শেজ বিছায়লি আনি॥
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ বা গান্ধার।

রাধামাধব, দুহুঁ তনু মিলন,
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনক-লতাবলি, তমালে বেঢ়ল,
জনু রাহু ধরলিহ চন্দ॥
জনু কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদ কোরে কিয়ে, তড়িতলতাবলী
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীলরতন কিয়ে, কাঞ্চনে যোড়ল,
ঝামরু ভেল মুখজ্যোতি।
শ্রমভরে স্বেদ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
যৈছন জলদে বিথারল মোতি॥
নারী পুরুষ দুহুঁ, লখই না পারই,
অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহে, নিতি নিতি ঐ ছন,
উপজয়ে রস-পরসঙ্গ॥

কামোদ বা কেদার।

বাঢ়ল রতি-রস, বৈঠল দুহুঁ জন,
মোছই আননচন্দ।
দুহুঁ জন-বদনে, তাম্বূল দুহুঁ দেয়ল,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি, বদন পুন চুম্বই,
দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই॥
নীল পীত বসন, দুহুঁ তনু মোহন,
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রমণী, রসিকবর নাগরী,
তৈছন বিদগধরাজ॥

কতহুঁ যতন করি, বিহি নিরমায়লি,
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম, শোভিত নব পল্লব,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ভূপালী বা কেদার।

রতি-রসে অবশ, অলস অতি ঘূর্ণিত,
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুমদে ভ্রমর, ভ্রমরী ঘন ঝঙ্কারু,
বিকশিত ফুল ফল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী রাধা মাধব-কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু, কনক লতাবলি,
দুহুঁ রূপ অধিক উজোর॥
ভুজে ভুজে ছন্দ, বন্ধ করি সুন্দরী,
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতি-রসে অবশ, দুহুঁ জন জর জর,
প্রিয় সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত নীর, ঝারি ভরি সহচরী,
রাখত দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির-নিকটে, পদতলে শুতল,
সহচরী গোবিন্দদাস॥

গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরী।

জয় নন্দ-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
রাধানায়ক নাগর শ্যাম:
সো শচীনন্দন, নদীয়াপুরন্দর,
সুররমণীগণ-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজ কান্তা- কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাববিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী, লোচন মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন,
প্রেমপ্রবর্দ্ধন নবঘনরূপ।

জয় রামাদি, সুন্দর প্রিয় সহচর,
জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতিবল, বলরাম-প্রিয়ানুজ,
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ ভয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ ॥

সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলিমদমন্থন নিত্যানন্দ রাম ॥
অপরূপ হেম-কলপতরু জোর।
প্রেম-রতন-ফল ধরল উজোর ॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয়-হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় আঁধ।
কান্দিতে অখিল ভুবন জন কাঁদ ॥
তেই অনুমানিয়ে তুহুঁ পরমেশ।
প্রতিদরপণে জনু রবির আবেশ ॥
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে নাহি বিন্দু বিকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহে কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

সারঙ্গ।

চম্পক শোণ, কুসুম কনকাচল,
জিতল গৌরতনু লাবণীরে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগমনোমোহন ভাঙনীরে ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়খণ্ডন ॥
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত কত ভকত মেলি।
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল,
গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

কামোদ

গৌর বরণ তনু, শোহন মোহন,
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ- কিরণ জিনি অম্বর,
সুন্দর চারু বয়ান ॥
পেখনু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ, তিমির ঘোর নাশক,
নবদ্বীপচাঁদ উজোর ॥
ভাবহি ভোর, ঘোর দুহু লোচন,
মোচন ভবনদ বন্ধ।
নব নব প্রেমভর, বরতনু সুন্দর,
উয়ল ভকত সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ, বীজ দেই তারল,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

বিভাষ।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেমতনু,
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাবি, অবধি নাহি পাইয়ে,
প্রেমসিন্ধু সহ নয়নহি লোর ॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগ-বারণ- মদ-বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগতবিথার ॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি খণে রোয়ই,
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
পতিত জনের দেয় কোল ॥
ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর,
দিন রজনী নাহি জানি।
গোবিন্দদাস, বিন্দু লাগি রোয়ই,
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥

সিন্ধুড়া বা বসন্ত।

পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চরু,
সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ।
যাকর ছায়, সুরাসুর নরবর,
পরমানন্দ নিরদ্বন্দ্ব॥
পেখনু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
অঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল,
কিয়ে নবদ্বীপমাঝ॥
নব নীরদ জিনি, কত মন্দাকিনী,
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে॥
নিত্যানন্দ চন্দ, অভিরাম দিনমণি,
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণ, সমাধয়ে শঙ্কর,
চতুরানন কর আশ।
সো পহুঁ পতিত, কোরে ধরি কাঁদই,
কি কহব গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

তপত কাঞ্চন, কান্তি কলেবর,
উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর-কর জিনি, বাহুর সুবলনী,
বিহি সে গড়ল বহুরঙ্গী॥
গোরারূপ জগমনোহারী।
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল
বধিতে কুলবতী নারী।
আপাদ মস্তক, পূর্ণ পুলকিত,
প্রেম-ছলছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি, আপহি রোয়ত,
হেরি কাঁদয়ে পশুপাখী॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা, কুমুদ মল্লিকা,
জিনিয়া মধুর মৃদু হাস।
মধুর বচনে, অমিঞা সিঞ্চনে,
নিছনি গোবিন্দদাস।

টোড়ী।

দেখত যেকত গৌরচন্দ্র,
বেড়ল ভকত-নখতবৃন্দ,
অখিল ভুবন উজোরকারী
কুন্দকনক কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমুদবন্ধু,
হেরি উছল রসকি সিন্ধু,
হৃদয় কুহর তিমিরহারী,
উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ,
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ,
ঢুলি ঢুলি চলত খলত,
মত্ত করিবর ভাতিয়া॥
নটন খটন ভৈগেল ভোর,
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল,
রোয়ত হসত ধরণী খসত,
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥
মহিম-মহিমা কো কহু ওর,
নিজ পর ধরি করই কোর,
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি,
ভরখিত মহী মাতিয়া।
যোরসে উত্তম অধম ভাব,
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস,
কো জানে কি ক্ষণে কোন গড়ল,
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া॥

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনীতীরে, তীর মহা বিলসই,
সমবয় বালকসঙ্গ।
করতল-তাল, বলিত হরি হরিধ্বনি,
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অনুরঞ্জন, ভবভয়-ভঞ্জন,
সংকীর্ত্তন-পরচার॥

চম্পক-গৌর, প্রেমভরে কম্পই,
ঝম্পই সহচর-কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ, পুলক কুল আকুল,
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনা, চতুর শিরোমণি,
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস, এ হেন রসে বঞ্চিত,
অবহুঁ শ্রবণে নাহি পিব॥

কানাড়া।

নিরুপম হেমজ্যোতিঃ জিনি বরণ।
সঙ্গীতে রঙ্গিত রঙ্গিত চরণ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনিয়া॥
শরদ-ইন্দু নিন্দ সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেম নিঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা।
নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগভরি পুরল এ হেন আনন্দ।
মহী মহা বাঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

সুহই।

অপরূপ হেম-মণি-ভাস।
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদ তারা।
দূরে করু কলি আঁধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপমাঝ॥
পুলকিত স্থিত চর জাতি।
প্রেম-অমিঞা রসে মাতি॥
কেহ কেহ ভকত চকোর।
নারী পুরুখে দেই কোর॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি লব লাগি বিভোর।

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা।
মদন মোহন বয়সে কিশোর॥
তাহে ধরু নটবর বেশ।
প্রতিঅঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র।
জগমন নিমগন প্রেম-আনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে।
বিকশিত ভেল তঁহি ভাবকদম্বে॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ভকতহি কোর॥
রসভরে গদগদ বোল।
চরণ পরশে মহী আনন্দ-হিল্লোল॥
পূরল জগ মনো আশ।
বঞ্চিত ভেল তঁহি গোবিন্দদাস॥

টোড়ী।

চিত-চোর গৌর-অঙ্গ,
রঙ্গে ফিরত ভকত-সঙ্গ,
মদন মোহন ছান্দুয়া।
হেম বরণ হরণ দেহ,
পুলক অরুণ তরুণ সেহ,
তপত জগত-বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবস রাতি,
নীপকুসুম পুলকপাঁতি,
বদন শরদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস,
আনহি বরণ বিরস ভাষ,
নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল,
অরুণ চরণে মঞ্জির রোল,
চলত মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে ভাস,
আশ করত গোবিন্দদাস,
প্রেম-সিন্ধু বন্ধুয়া॥

সিন্ধুড়া।

গোরা করুণা-সিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
জগতে পরাওল হার ॥
কলি-তিমিরাকুল, অখিল-লোক হেরি,
বদন-চাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেম-, সুধারস বরিষণে,
জগজন-তাপবিনাশ ॥
ভকত-কল্পতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপল ঠামহি ঠাম ॥
তছু পদতলে, অবলম্বন পন্থিক,
পূরল নিজ নিজ কাম ॥
ভাব-গজেন্দ্রে, চঢ়াওল অকিঞ্চনে,
ঐছে পহুঁক বিলাস।
সংসার-কালকূট, বিষে তনু দগধল,
একলি গোবিন্দদাস ॥

বেলোয়ার।

লাখবান কনক, কষিত কলেবর,
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম ॥
গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই,
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধান ॥
দেখরে মাই সুন্দর শচী-নন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥
মদমত্ত হাতী ভাতি গতি নলনা।
কিয়েরে মালতির মালা, গোরা-অঙ্গে দোলনা
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়ানা।
প্রেম-আনন্দে পরিপূরিত হয় না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বাঁধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥

ভাটিয়ারী।

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারি।
কলি-ভুজঙ্গম দেখি, হরিনামে জীব রাখি,
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিতপাবন যার বানা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গদাধর আদি যত, মহামায় ভাগবত,
তারা সব গোরা গুণ গায়।
অখিলভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি,
হরি বলি অবনি লোটায় ॥
সোঙরি পূরবগুণ, মুরছয়ে পুনঃপুন,
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণকমল কিবা, নখর উজর শোভা,
গোবিন্দ দাস বঞ্চিত ॥

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের চরিত,
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছলু ছল, নয়ানযুগল,
ভকতি যাচএ সব জীবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন মাতঙ্গ,
রূপ জিনি কতকোটি কাম।
না জানি কি ভাবে, আপাদ মস্তক,
পুলকে জপয়ে শ্যামশ্যাম ॥
গৌরবরণ, সুধাময় তনু, কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি,
যাচত মধুর হরি-নাম ॥
গোবিন্দ দাসক, চিত উনমত,
দেখিয়া ও মুখচাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক,
গোরা গোরা বলি কান্দে ॥

সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরা-তনু,
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ওরূপ মাধুরী, পিরীতি-চাতুরী,
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
বরণ আশ্রম, কিঞ্চন অকিঞ্চন,
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি, দুলহ-প্রেমধন,
দান করয়ে জগজনে॥
ঐছন সদয়, হৃদয় রসময়,
গৌর ভেল পরকাশ:
প্রেমধনের ধনী, কয়ল অবনী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সুহই।

কুন্দন কনয়া-কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকপাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণাময় কো বিহি মিলায়ল আনি॥
জপি জপায় মধুর নিজ নাম
গাইয়া গাওয়ায় আপন গুণগান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেয় কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারী।
গোবিন্দ দাস কহে যাও বলি হারী॥

গান্ধার।

জাম্বূনদ তনু, বদন অম্বুজ,
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান-অম্বুজে, বহই সুরধনী,
কম্বু কন্দরে দোল॥
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর,
উয়ল নবদ্বীপমাঝ॥
তরুণ প্রেমভরে, দিন রজনী নাচত,
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল,
নীলবরণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত,
কবহুঁ গদগদ ভাষ।
অখিল জগজনে প্রেম পূরল,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল, কান্তি কলেবর,
বিহরই সুরধনী-তীর।
তরুণ তরুণ তরু, তরু হেরি তোড়ই,
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয় সকল, সখীগণ সঙ্গহি,
হরস-রভস রসে ভোর।
গজবর-গমন, গঞ্জি গতি মন্থর,
গোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পুরব প্রেম, পরমানন্দে পুরিত,
পুলকপটলময় অঙ্গ॥
নিরুপম নদীয়া, নগর পুর নিতি নিতি,
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু, দুরতি দুঃখ হরু,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ॥
প্রকট প্রেম, বিনোদ নব নাগর,
বিহরই নবদ্বীপমাঝ॥
কুটিল কুন্তল, বহু পরিমল,
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী, লাজ মন্দির,
দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বাঁধুলি, বন্ধু বন্ধুর,
মধুর বচন রসাল।

কুন্দ হাস, পরকাশ সুন্দর,
ইন্দুমুখ উজিয়াল ॥
করি-কর জিনি, বাহু সুবলনী,
দোসরি গজমতি হার,—
সুমেরু শিখর, উপরে যৈছে,
বহই সুরধুনীধার ॥
রাতুল যুগল, চরণ পেখনু,
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল,
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল,
অরুণ নয়ান বাণে ॥
সেই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে ;
নাগরী না রবে ঘরে ॥
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দৃঢ়াইনু,
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন পুণ্যবতী, যুবতী ইহার,
বুঝয়ে রস বিলাস।
তাহার চরণে, হৃদয় ধরিয়া,
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে, নীরঘন সিঞ্চনে,
পুরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
বিকসিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম, কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর ॥
চঞ্চল চরণ, তলে ঝঙ্করু,
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ, সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত আগোর ॥
অবিরত প্রেম, রতন ফল বিতরণে,
অখিল মনোরথ পুর।
তাকর চরণে, দীনহীন বঞ্চিত,
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

গান্ধার।

ভাবে ভরল হেম তনু, অনুপম রে,
অহর্নিশি নিজরসে ভোর।
নয়ান যুগলে, প্রেম জল ঝর ঝর রে,
ভুজ তুলি হরিহরিবোল ॥
নাচত গৌর-কিশোর।
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ পহুঁ মোর ॥
জিতল নীপফুল, পুলক মুকুল রে,
প্রতি-অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই নখই রে,
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥

সুহই।

লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মু খাও নিছনি ॥
কি কাজ শরদ-কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরা-মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গি মাধুর কাঁতি।
মনু মনু অনুরাগে এ বর যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মুরতি।
মরমে ভরমে জাগে পীরিতি আরতি ॥
ভাও গঞ্জে মদন ধানকী।
কুলবতী উনমতি কৈল দুটি আঁখি ॥
অলকা-তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাঁঢ়ে ঐ লোভে ॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানাফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥

চন্দন কেশর মাখা শত।
রজিনীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছ জনু॥
মদনবিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পট্টবাস।
পহিরল নিতম্বিনী রস-অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচাঁদ:
পামরি গোবিন্দদাসে রচিত বাঁধা ফাঁদ॥

ধানশী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে,
শচীর দুলাল দেখি আনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে॥
কৈল ঠারাঠুরি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঙল দোলা।
মোর হিয়ামাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝলমলি বদনছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতী কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥

পাহাড়ী।

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনকবরণ তনু, ঝামর ভেল জনু,
জাগয়ে নিদ নাহি তায়।
যেই পরশে পুন, তাকর বদন ঘন,
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে বদন, পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নর-নারী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

পাহাড়ী।

হরি হরি কি কহব গৌর-চরিত।
অকুর অকুর বলি, পুন পুন ধাবই,
ভাবহি পুরব পিরীত॥
কাঁহা মঝু প্রাণ, নাথ লেই যাওই,
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বলবহি ঐছন,
সবজন রহল নিযুপে॥
রোই ভকত সনে, বোলই পুনপুন,
তুহুঁ সব না কহসি ভাব।
ঐছন হেরি, ভকত রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

যামিনী জাগি, জাগি জগজীবন,
জপতঁহি যদুপতি-নাম।
যাম যাম যুগ, তৈছন জানি,
জর জর জীবন মান॥
বুঝত গৌরকিশোর।
ঝাঁপত ঝিকয়ে, ঝর ঝর লোচন,
বুঝি পুরব রসে ভোর॥
চম্পক গৌরচাঁদ, হেরি চমক
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে, চলই নাহি পারই,
চকিতঁহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন, ছাপি করযুগ
ছোড়ল রজনীক নিদ।
ছোড়ন নাহি, কবহুঁ জগজীবন
ছন্দ না কহতঁহি দাসগোবিন্দ॥

মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেম ভোরা ঘন,
ঘন বোলে হরি।
খেলে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ,
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী॥
যাবক বরণ, কোটির বসন,
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনী তীরে ধায়॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দ কন্দ, গৌরচন্দ্র,
অকিঞ্চন বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, করত আশে,
ওপদ-পঙ্কজ-ছায়া॥

কামোদ।

সবহুঁ নাচত, সবহুঁ গাওত,
সবহুঁ আনন্দে বাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত, ভূতলে লুঠত,
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া॥
বঁধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাজত,
চলত কত কত ভাঁতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হাসত,
খসত মোতিম পাঁতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতঁহি,
এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥
ও সুখ সায়রে, বুধব জগজন,
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখণ,
বিন্দু কন আধ লাগিয়া॥

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধরমুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেণে মালসাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা ব'লে কাঁদে ফুকারি ফুকারি।
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
থৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস॥

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতঁহি সঙ্গে॥
হেরইত নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখইন্দু।
উছলল প্রেম-সুধারস-সিন্ধু॥
জগ ভরি পূরল প্রেম-তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥

ধানশী।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ঢারত,
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি।
কো জানে কাহে, লাগি আধ সিঞ্চই,
লীলা বুঝই না পারি॥
হেরই মঝু মনে, লাগি রহু।
সীতাপতি অদ্বৈত পঁহু॥
নব নব তুলসী, মঞ্জুল মঞ্জরী,
তাহি দেই হাসি হাসি।
কবহুঁ গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মুরতি পরকাশি।
ডাহিনে রহু পুরু,- যোত্তম পণ্ডিত,
বামদেব রহু বাম।

অপরূপ চরিত, হেরি সব চকিত,
গোবিন্দ গুণ গান॥

—

বরাড়ী।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতির মালা।
রূপের ছটায় দশদিক্ হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁই আরতি করিল।
নিরঞ্জন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

—

গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু,আলাঞা পড়য়ে কভু,
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি, বলে প্রভু হরি হরি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,
পরশ করয়ে রায়ের করে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস, নাচে গায় প্রেমোল্লাস,
প্রভুর সাত্ত্বিকভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন, পাওল জগজন,
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥

—

ভূপালী।

শ্রীপদকমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে।
শ্রীমুখ বচন সুধারস সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল তারত রঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপ মন্দ করু যাপে॥
যে কিছু বিচারি মনোরথে চঢ়বি।
পহুঁক চরণ যুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশাপাশ জোরি নহে ভঙ্গ॥
লীলা-জলধিতীরে চলি যাই।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতিমণি দেই পুরব অভিলাষ॥
সোরস-জলধি-মাঝে মণিগেহ।
তঁহি রহুঁ গোবিন্দ সুখময় দেহ
সারথি মেলি মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥

—

ধানশী।

সরুয়া কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনু-সুখ বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভোলে।
যুবতী-জীবন ঘুরিয়া বুলে॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতীব্রত নাশিল বাসি॥
নবদুলাল চাঁচর ফুলে।
কি দিয়া বাঁধিল কুন্তল মূলে॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন্ ধনী নিজ ধৈরয রাখি

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা।
বসিয়ে যুবতী কুলের কাঁটা ;
নিতম্বমণ্ডলে কাম রহি।
ঐছিয়া নিছিয়া পরাণ দি ॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন্ ছার যৌবন লাগে ॥

ভাটিয়ারী।

রসিয়া রমণীয়ে।
মদনমোহন, গৌরাঙ্গ-বদন,
দেখিয়া জীয়ে কিয়ে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ ধনুয়া, মদনবাণে,
তার কি পরাণে রয় ॥
যে জানে পিরীতি ব্যথা।
সেহ কি ধৈরয, ধরিতে পারে,
শুনিয়া ধৈরয-কথা ॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানু লম্বিত, বাহু হেরি কান্দে,
পরিসর গোরাবুক ॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন,
পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দদাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের, চরণ নখর,
তাহার মাধুরী পীতে ॥

বিহাগড়া।

লাখবাণ কাঁচা, কাঞ্চন আনিয়া,
মিলিয়া বিনোদিনীসমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, অমিয়ার সাঁচে ভরি,
নিরমিল গৌর-সুদেহে ॥
সজনি ইহ অপরূপ রাজে।
রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
সাজল ল্যাবণি সাজে ॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদ-সুধাকর,
নিরমঞ্ছন মুখটা
জগমন-মথন, এখন রতিনায়ক,
নাগর হেরি হেরি কাঁদে ॥
ঝলমল অঙ্গ- কিরণ মণি-দরপণ,
দীপ দীপতি করু শোভা।
অতএ সে নিতি নিতি, গোবিন্দদাস-মনে,
লাগল লোচন লোভা ॥

ধানশী।

গৌর-রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুঞা বুকে, সে রস ধাধস সুখে,
অনিমিখে দেখহ নয়ানে ॥
পরিয়া পাটের যোড়, বাঁধিয়া চিকুর ওর,
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া বন, লেপিয়াছে চন্দন,
দেখি জীউ করিনু নিছনি ॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম,
সাজিয়া কি দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক আনের কাজ, মদন মুগধ না পালটে,
রহল যুবতী কুলের খোঁটা ॥
প্রাণ-সরবস দেহ, অবশ সকল ভেল,
মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গরূপ, কেশর লেপিয়া গো,
ঘুচাইব যত মনের তাপ ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া,
কামসায়রে মরি।
গোবিন্দদাসে, কহয়ে তবে,
সে সুখের সাগরে তরি ॥

ধানশী।

দেখ দেখ নাগর, গৌর-সুধাকর,
জগত-আহ্লাদনকারী।
নদীয়া পুরবর, রমণীমণ্ডল-মণ্ডন,
গুণমণিধারী ॥

সহজই রসময়, সহচর উড়ুগণ,
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন-পরাভব, বদন-হাস দেখি,
বিলসই রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ॥
ভকতবৃন্দ-চিত, কৈরব ফুল্লিত,
নিশিদিশি উদিত হিয়ায় বিলাসে।
রসিয়া রমণীচিত, রোহিণী-নায়ক,
অনুখণ পূরল না রহ হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ, বিনোদনী বিলসই,
উলসই ভাবিনী ভাব।
পদপঙ্কজ পর, গোবিন্দদাসচিত,
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরীলাভ

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গোর কিশোর।
হেরইতে নয়ানে বহয়ে প্রেমলোর॥
আজানু লম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তঁহি অলি গুঞ্জই শরদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়নহি রোল।
রসবতী হৃদয়ে বাঁধল প্রেম-ডোর॥
পুলক পটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরীতরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌরচরণ-নখ-কিরণ ঘটায়॥

কল্যাণী।

শারদ কোটি, চাঁদ সঞে সুন্দর,
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী, পিরীতি রসে মাতল,
ভাগল গুরুজন-গৌরব লাজ॥
সজনি, কিয়ে আজু পেখিনু গোরা।
মনমথ-মথন, অরুণ নয়নাঞ্চল,
চাহনি কৈ গেনু গোরা॥
মৃদু মৃদু-মধুর, মধুর স্মিত-শোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।

কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী,
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ॥
কেশরি শাবক জিনি, তনুয়া মাজাখানি,
তাহে বিলাসে মনোমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবন-গতমন,
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ. কুসুম লোটন,
জোটন রসবতী রস-পরিণাম।
গোবিন্দদাস কহে, ঐছে বর রসিয়া,
নাগর হেরি কহয়ে গুণগান॥

ধানশী।

যদি খণে গোরারূপ আয়নু হেরি।
মাজল মুকুর আনল তহি বেরি॥
সখি হে সব সই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরল নিজমুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা-মুখচন্দ॥
মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়ানে বহে লোর।
পুলকিত চমক চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশি করে খসব হামারি॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মুরছিল ভেলি॥

ধানশী।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী,
আনে সে বুঝিয়া নৈল॥
সজনি, কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া,
ঘুচায় মনের ব্যথা॥

সে গোরা গায়, যাম কিরণে,
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঞ্জণ, কলিকা-মালা,
নারীমনবাঁধা কাঁদে ॥
বাহুর বলনী, অঙ্গের হেলনি,
মন্থর চলনি ছাঁদে।
আছুক আনের কাজ বদন
বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে ॥
শ্রবণে সোণার, মকর-কুণ্ডল,
রঙ্গিণী পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস, কহই নাগর,
হারাই হারাই তিলে॥

সুহই।

শুন শুন সই, গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি,
এ বড় মরমে ব্যথা ॥
সুরধুনীতীরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিগমন মন,
ডুবিল সতীর মতি ॥
ঢল ঢল কাঁচা, সোণার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে ॥
আধ কুন্তল, লোটন পীঠে,
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর,
কে না কৈল নিরমাণে ॥
সজল বসন, নিতম্ব লম্বন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পাট, রতির বিলাস,
কহি মুরছিল সে ॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাঝা,
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস, কহই বিষম,
কামের কামান ভুরু ॥

কেদার।

প্রেম ঢল ঢল, নয়ন কলেবর,
নটনরসে ভেল ভোর ॥
এদিন যামিনী, আবেশে অবশ,
প্রিয় গদাধর কোর ॥
গোরা পহুঁ করুণাময় অবতার।
যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত সবে,
পাইল নিস্তার ॥
হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি,
পুলকে পূরল তনু।
অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসল,
সুরধুনী ধারা বহে জনু ॥
গুপত প্রেমধন, জগভরি, বিলাওল,
পুরল সবহুঁক আশ।
সো প্রেম সিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল,
পামরি গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ,
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন,সবারে যাঁচিয়া দিল,
না লইনু মুঞি দুরাচার ॥
আরে পামর মন বড় শেল রহল মরমে,
হেন সঙ্কীর্ত্তন রসে ত্রিভুবন মাতল,
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ, কল্পতরু ছায়া পাঞা,
সব জীবতাপ পাসরিল।
মুঞা অভাগিয়া বিষবিষয়ে মাতিয়া
রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল ॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ,
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এমত করি যদি, মরণ না করে বিধি,
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥

এহেন গৌরাঙ্গগুণ, না করিলাম শ্রবণ,
হায় হায় করি রে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, মুখ ভরি না লইলাম,
জীবনমৃত গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

গোলক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা অবনী।
কালরূপ কেন হৈল গোরাবরণ খানি॥
হাসি বিলাস ছাড়ি কেন পহুঁ কাঁদে।
না জানি ঠেকিল গোরা কাম প্রেম ফাঁদে।
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁপে ঘন ঘন॥
ক্ষণে সখী সখী বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে বা অক্রুর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধুলায় লোটায়ে কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কাঁদে প্রাণনাথ লয়ে কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রবোধ বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদি সোঙরি বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ বলে জানকীবল্লভ ছিল রাম॥
কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তবু না পাইল রাধা প্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরীকিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥

সুহই।

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ভকতগণ, হইয়া বিষণ্ন মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাইর বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ।
আঠার নালাতে, কাঁদি কাঁদি যায়,
নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ॥
সিংহদ্বারে গিয়া, মরম বেদনা পাঞা,
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
সবে অতি অনুরাগী, উদ্দেশ পাবার লাগি,
নীলাচল বাসিয়া সুধায়॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি, গৌরবরণ খানি,
অরুণ চরণ পীতবাস।
অনুক্ষণ লোচনে, প্রেমবারি ঝর ঝর,
ধরণী বহত দোপাশ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, সঘনেই বোলত,
নূতন কিশোর বয়েস।
গোবিন্দদাস কহে, হামু সে দেখনু,
সার্ব্বভৌমের মন্দিরে প্রবেশ॥

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে।
পুলকে কদম্ব কলম্বিত অঙ্গে॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেম সুধাসিন্ধু মুরতি জনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়ানে ঝরে অরুণহি নীর॥
কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল॥
কত কত ভাবে বিথারল অঙ্গ॥
নয়নে ঢুলাঢুলি প্রেম তরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

বেলোয়ার।

জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম॥
জগমগ-লোচন, কমল ঢ়ুলায়ত,
সহজে আঁখির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘনঘন ডাকত
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস বিকাসিত গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন,
কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড॥
কলিযুগ কাল, ভুজঙ্গমদংশল,
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম সুধারস, জগভরি বরিখল,
দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি॥

ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জ ভবন,
অতি দুরাচার তারি॥
বসুধা জাহ্নবী, সঙ্গেতে লইয়া,
শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিলা, এ গতি গোবিন্দ,
এ তিন লোকের মাঝে॥

ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ,
বৃন্দাবন-গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি, বোলে হরি হরি,
চলন মন্থন ভাতিয়া রে।
কিবা সে মাধুরী বচন চাতুরী,
গদাধর মুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ,
গাওত ওরস ভাবিয়া রে॥
নাচে নিত্যানন্দ চাঁদরে।
কহে গদ গদ, চলে পদ আধ,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে।
ও চাঁদ বদনে, হাস সঘনে,
অরুণ লোচন ভাঙ্গিয়া রে॥
কুসুম হার, হিয়ার উপর,
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে॥
রাতুল চরণে, রতন নূপুর,
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস সুত,
গতি গোবিন্দ চিত ভোর রে॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ডারই,
পুন পুন অবিচারি।
কো জানে কাহে লাগি, কাহে অকি সিঞ্চই,
লীলা কোই বুঝই না পারি॥
সীতাপতি অদ্বৈত পঁহু।
হেরইতে মঝু মন লাগি রহুঁ॥
নব নব তুলসিক, মঞ্জরী তহি পুন,
দেই দেই হাসি।
কবহুঁ গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি।
ডাহিনে রহু পুরুষোত্তম, বামদের রহু বাম
অপরূপ চরিত, হেরি সব চমকিত,
গোবিন্দদাস কি কহব গুণধাম।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু।

সুহই।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন তারণ, প্রেম রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম॥
কাঞ্চন বরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।

প্রেম নাম [illegible]হ, কহত ভাগবতে,
ঐসে [illegible]রণ তনু সাথে ॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি,
প্রকটহি চরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে ॥
যুগল ভজন, গুণ লীলা আস্বাদন,
আর কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে, শরণ কো দেয়ব,
গোবিন্দদাস অনাথে ॥

বন্দনা।

(শ্রীরামচন্দ্র)

ধানশী।

জয় জয় শ্রীল, রাম রঘুনন্দন,
জনকসুতারতি কান্ত।
সুর নর বানর, খচর নিশাচর,
যছু গুণ গায় অনন্ত ॥
দূর্ব্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর,
কুঞ্জ নয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর,
জলধি কোটি গম্ভীর ॥
শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতানুজ,
চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন,
শত মুখ রহুঁ করযোড়ি ॥
ভকত আনন্দ, মারুতনন্দন,
চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধান,
হরিনারায়ণ দেবা ॥

শ্রীশ্যামসুন্দর।

শ্রীরাগ।

ব্রজ-বনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্।
বন্দে গিরিবর ধরপদকমলম্ ॥
কমলাকরকমলায়িতমমলম্ ॥
মঞ্জুলমনিনূপুররমণীয়ম্।
অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্ ॥
অলিলোহিতমতিরোহিতভাষম্।
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্ ॥

মহাজনদিগের পদবন্দনা।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর।

ভাটিয়ারী।

জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাকর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥
প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ ॥
নৃপ আসন, খেতুড় মহা বৈঠত,
সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজল রস,
পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়-রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দানব্রত আদি, ভয়ে ভাজত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রজ্ঞান, যো দেই ভকতি ধন
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।
অভকত চৌর, দূরহ ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকশে।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর।

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি পদ-যুগল সরোরুহ,—
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর,
পীপইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি, নাগর নাগরী,
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥
জনু বামন করে, ধরব সুধাকরে,
পঙ্গু চড়ব গিরি শিখরে।
অন্ধ যাই কিয়ে, দশদিক খোঁজব,
মিলব কল্পতরু নিকরে॥
শুনত অন্ধ, করত অনুবন্ধহুঁ,
ভকত নখরমণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সেই বিন্দু হাম, যেখানে পাওব,
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস, অতএ অবধারণ,
ভকত কৃপাবলবান্॥

—

মায়ুর।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
বাকৃগীতে, জগত চিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রসগানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভাতী বাণী।
তাকর সারু, সারপদ সঙ্করি,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরমাণি॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ হার, সব রসিকহি,
কাঠহি কণ্ঠে পরায়ল ঝণিয়া॥
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দ রস, জগভরি বরিখল,
বিদ্যাপতি রস থেহা॥
যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, ফণি[illegible]পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে ধা[illegible]ই ধন্দে।
সো রস শুনি নাগরী [illegible]বরনারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চম[illegible]কয়ে ঐছন,
রসময় চম্পু বিধারি হি
গোবিন্দদাস মতি মন্দে, [illegible]রে সুখ সম্পদ,
রহইতে আলসল যৈছন ব[illegible]ন্ধ ধরব চন্দে।

চণ্ডীদাস ঠাকুর।

ভাটিয়ারী।

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণি গণ,
শিরে করি ভূষা।
শরাণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে,
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুট মণি, প্রেম ধনেহি ধনী,
কৃপা নিরখিলে যব পাব॥
হৃদয় শুধি মোহে, ঐসে প্রবোধিব,
যৈসে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ সাধ মঝু পুরহ,
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

—

শ্রীজয়দেব।

টোরী।

শ্রীজয়দেব, কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদ পল্লব ছাহে।
তাপ তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল,
জুড়াইতে করু অবগাহে॥
জয় জয় পদ্মাবতীরতি-সেব।
রাধারমণ চরিত, রস বর্ণনে,
কবিকুল গুরু দ্বিজ দেব॥

যদ্যপি সুনীচ, কদাচার বাসিত চিতে,
অছু কয় যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত, সুহৃদ অধি কৃত,
মহত করু বলে হোই॥
তৃণধরি দশনে, চরণপর নিবেদিয়ে,
এ মনু মানস কর পুর।
গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম,
রাই কানু জনু দূর॥

বাল্য-লীলা।

প্রাতর্লীলা—টোরী।

রুণ উদয় বেলা, সব শিশু হঞা মেলা,
সবে গেলা নন্দের দুয়ার।
ঙ্গা বেণু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব,
গোঠে আইস নন্দের কুমার॥
গাপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে
ক বোল বলিলে, আমরা চলি যাই,
ধবলী শ্যামলী লৈয়া মাঠে॥
মার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি,
পাঠাইল তোমা আনিবারে।
াবে কিনা যাবে তথা, দৃঢ় করি কবে কথা,
বলরামের দোহাই তোমারে॥
দি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে যারা নারি।
বা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
এক তিল না দেখিলে মরি॥
শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাসের পহুঁ, হাসিয়া হাসিয়া রহুঁ,
চলিলেন বিহারের রসে॥

কামোদ।

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া।
আভীর বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণ গুণ,
গোপী রৈল চাঁদ মুখ চাঞা॥
আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যদুমণি,
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি,
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস॥
সে পদ পল্লব, বিরিঞ্চির দুর্লভ,
যোগীর ধ্যানে অতি দূর।
ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি,
পায় ধরি পরায় নূপুর॥
গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি,
পীঠে দিল পাটকি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী,
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥
আহীর বালক সঙ্গী, কত জন কত রঙ্গী,
তার মাঝে শ্যাম নটরায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন,
গোবিন্দদাস তাঁহা চায়॥

মায়ূর।

আজু বিপিনে আওল কান,
মুরতি মুরত কুসুম বাণ,
জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর মোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদনচন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন ফন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পুচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট,
মকরকুণ্ডল দোলনী
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যোড়,
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিমহার দোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ,
মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ,

জানু লম্বিত কদম্বমাল,
মত্ত-মধুকর ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ,
তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ,
মঞ্জ মঞ্জীর বোলনী ॥

সুহই।

গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর ॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া ॥
সমবয় বেশ সবহুঁ করে ছাঁদ।
রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ ॥
ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয় ॥
শির পর ছাঁদ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করই কত খুরলি ॥
কটিতটে পীতপটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া ॥
মণি মঞ্জীর বাজত রুণু ঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া ॥

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে, গীত কৌরি গুর্জ্জরী,
গৌরী গোল গোপী পাম্বার ॥
গোপ, গরিম, গুণ গোপক,
গোকুল গাম বিহারী ॥
গুঞ্জা গৈরিক, গো রস গরভিত,
গোরোচনা রুচির ধারী ॥
গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহন রতিকারী।
গোগোরিধারী, গূঢ় গরবারিত,
গুরু গৌরব পরিচারি ॥
গজমতি গামী, গান গুণ গুম্ফিত,
গগনে চলয়ে সুররঙ্গ।
গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন,
গাওত দাস গোবিন্দ ॥

কৈশর-লীলা।

প্রাতর্লীলা।—বেলোয়ার।

আওতরে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দেই করতালি ॥
চলইতে চরণ পড়ে তিনবঙ্ক।
ভাবে কম্পিত কালিন্দী পঙ্ক।
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ ॥
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব ॥
মধু গুড় লোভিত বাউল চিত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইতে প্রীত দেই দশ গালি ॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ গান।
দ্বিজ পায়ে করনু লাখ-পরণাম ॥

শ্রীরাগ।

কানুক-গোঠ-গমন বিরহাতুরা,
ধৈরয ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন, সঙ্গহি ধায়ল,
আর যত কুলবতী নারী ॥
সজনি, দেখ দেখ ব্রজ জন লেহা।
নয়নে নয়নে জলে, অঙ্গ পুলকাকুল,
ভাবে আবেশ ভেল দেহা ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই,
চিত পুতলি সম হেরি।
ব্রজকুল নন্দন, কহত যতনে পুন,
ঘরহি পাঠাওল ফেরি ॥
কাতর অন্তরে, নিজ নিজ মন্দিরে,
সবজন করল পয়াণ।

সহচরী রাই, লেই চলু মন্দিরে,
গোবিন্দদাস পিছে যান॥

গান্ধার।

যতনহি রাই, লই চলু মন্দিরে,
সখীগণ ধৈরয নাই।
রস পর থাব, কহই করি চাতুরী
কানুক হৃদয় জানাই॥
সুন্দরী তিরোহিতে রহি শুন বাত।
অদ্ভুত উনহিক, প্রেমবর মাধুরী
কতিহুঁ কহই না যাত॥
রাইক বিরহ, অধিক করি মানই,
উনহিক সুখ নিরমান।
কেবল দেহ ভেদ, পুন বুঝিয়ে নহে,
পুন এক পরাণ॥
আনন্দ বাত, উঠয়ত পুন পুন,
পুছত রজনী বিলাস।
গহন মদন দুখ, সবহুঁ মিটায়ল,
অনুকহ গোবিন্দদাস॥

মধ্যাহ্ন-লীলা।

জলবিহার—ধানশী।

নাহি উঠল দুঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনাওল নব-নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥
বিবধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করত তহিঁ কতহুঁ পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামর রায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায়॥
যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখী সঞে ভোজন করল বরনারী॥
তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিদ গেল॥
সখীগণ শয়ন তহিঁ করি কুঞ্জে।
কুসুম শেষ রচিতরসপুঞ্জে॥
নিতি নিতি ঐসন দুহুঁক বিলাস।
ব্যজন করতহি গোবিন্দদাস॥

বন-বিহার।

সারঙ্গ।

বনমাহা কুসুম, তোড়ী সব সখীগণ,
সরস সমর কর তাহি।
মারত বদন নেহারি, কুসুম-শর,
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু সমরক কেলি,
নওল কেশোর নবীন নব নাগরী,
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥
মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন,
রুণু ঝণু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে॥

নৌকাবিহার।

যব লহু লহু হাসি মরমে রহল পশি
নায়ে চড়াউল ওই।
তৈখনে মঝু মন, ভেলই আনছান,
বেকত ধয়ল রল সোই॥
এসখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি, চঞ্চল চপলমতি,
উপজেই সেই পরবোধ॥
গগণহি সঘন, বিজুরী-ঘন ঝলকহি,
দিনহি ভেল আঁধিয়ার।
খরতর পবনে, তরণী ঘন ঘুরত,
পৈঠত জল অনিবার।
দুরজন জানি, পড়ল জীউ সঙ্কটে,
ইথে জনি করহুঁ বিচার।

তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ,
গোবিন্দদাস কহ সার॥

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
হারনু কাঁচলি ডারনু হার॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতক্ষণ অবহুঁ না পাওল তীর॥
হাম নীরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জিউ তেজহি কেহ হরিবোল॥
এত দিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উতরিল পারে যো তুহুঁ মাগ।
কাহুঁ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নায়ক মাঝ॥

দান-লীলা।

তুড়ী।

গোঠে গেল বিনোদিয়া,
সকালে গোধন লইয়া,
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান।
গুরুজন আঙ্গিনাতে,
না পারিনু বাহির হৈতে,
না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান॥
কোন পথে গেল শ্যাম রায়।
যে মোর করিছে মন,
প্রাণ করে উচাটন,
চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায়॥
যশোমতী নন্দ ঘোষ,
কাহারে কি দিব দোষ,
গোকুলে গোধন হৈল কাল।
আমা সবার প্রাণ ধন,
গোকুলের জীবন,
গোঠে গেল মদনগোপাল॥
চল যাই সেই পথে,
পাসরা লইয়া মাথে,
যেখানে আছয়ে শ্যাম রায়।
আহা মরি ননী জিনি,
সুকোমল তনু খানি,
গোবিন্দদাস বলিহারি যায়॥

ভাটিয়ারী।

চলিলা রাজপথে, রাই সুনাগরী,
ন্যাস বেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা,
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
বেনন পাটের জাদে, বাঁধিয়া কবরী,
বেড়িয়া মালতী মালে।
সীঁথায় সিন্দূর, লোচনে কাজর,
অলকা তিলকা চারু ভালে॥
চরণ কমলে, রাতুল আলতা,
বাজন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে, ওরূপ যৌবনে,
জিতল নিকুঞ্জরাজে॥

সুহই।

ত্রিভুবনে বিজয়ী মদনরাজ॥
বৈঠল বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মাঝ।
গোরস আনল রসবতী ঠাম।
সৃজিল বিপিন পথে সরবস দান॥
তুহুঁ গজগামিনী হরি জিনি মাঝ।
নব যৌবন মদে নাহি দেহ রাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোপল কাজ।
আপনি আপন কথা কহিতেছ লাজ॥
কেবল গোরস দানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহি যে দান প্র অঙ্গে অঙ্গ॥
এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই॥

বরাড়ী।

এইত বৃন্দাবন পথে।
নিতি নিতি করি যাতায়াতে॥
যদি হাতে করি লই যাই সোণা।
তুমি কে না কহে এ কথনা॥
তুমি দোষ পুছই বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে সবে দধির পসরা।
তাহে কেন এতেক ঝকড়া॥
তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি।
ইহাতেই পাবে কোন নিধি॥
তুমিত ব্রজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

ভাটিয়ারী।

ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের, পবন পরশে,
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ,
পান র কনক ধূমে।
কাম সাগরে, কামনা করহ,
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সুরয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী,
ব্রাহ্মণে করহ সাথ।
তবু হয় নহে, তোমার শকতি,
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দদাসের, বচন মানহ,
না কর এমন চঙ্গ।
যোই নাগরী, ওরসে আগোরি,
করহ তাকর সঙ্গ॥

ধানশী।

তোহারি হৃদয়ে, বেণী বদরিকাশ্রম,
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম পীবি,
ততহি তপত জীউ মোর॥
সুন্দরি, তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব,
তুহুঁসে তীরথময় গোরী॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদে পরশল,
এই সুরয গ্রহ জানি।
তুয়া পদ নখ, দ্বিজরাজহি সোঁপিনু,
সুন্দরী সহস্র পরাণি॥
কামসাগরে হাম, সহজেই নিমগন,
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর যদি অব, চরণে না ঠেলব,
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

সুহই।

কি করব গোরস দান।
আপনি দিল সমাধান॥
অধরে অমিঞ রস তোর।
যৌবনে বুঝি আগোর॥
তোহে কি কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে॥
কুচ কনকাচল পারে।
শোভে তথি মোতিম হারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশ।
বেণী ভুজঙ্গিনী পাশ॥
ভ'ঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন-তরঙ্গ॥
অতএ বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন সুজন, কানাই তুমি,
সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানি,
যে বেশর দান নাহি শুনি॥

সীঁথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
একি বিকির ধন, নারীর বেশন,
তাহে কাহার কিবা দায়॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
আর কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এমন গতি,
তুমি সে গোকুলপতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে॥
আমরা চলিতে, না জানি কহিতে,
না জানি তোমার রাজে।
গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবা,
পরের মনের কাজে॥

বরাড়ী।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান।
বল ছলে বাঁচবি গিরিধর দান॥
চিকুরে চোরায়সি চাঁমর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পাওর॥
কনক কলস গোরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
গতি অতি মন্থর চলন সুচার।
কোন ছোড়বি তুমি বিনহি বিচার॥
সুবল লেহ তুহু গোরস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়াণ॥
যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ॥

ভূপালী বা গৌরী॥

রাধা মাধব নীপমূলে।
কেলি কলারস দান ছলে॥
দূরে গেও সখীগণ সহিত বড়াই।
নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হৈল মিলন॥
দোঁহার অধরমধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান।
মিলিল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥

রাস-লীলা।

বেলোয়ার।

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল,
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ, মহামরকত সম,
শ্যামর নটরাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর,
রস বরিখয়ে অনিবার॥
কত কত চাঁদ, তিমির পর বিলসই,
তিমিরহি কত কত চাঁদ।
কনক লতায়, তমালহুঁ কত কত,
দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত,
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনি গাওত,
মুগধল গোবিন্দদাস॥

বেলোয়ার।

বাজত ডমরু, রবাব পাখোয়াজ,
তাল তরল এক মেলি।
চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতী,
কার কার নয়ানে নয়ানে করু কেলি।
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জ জনু, তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥
নটন হিলোলে, লোল মণি কুণ্ডল,
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।

রসভরে গলিত, ললিত কুচ কঞ্চুক,
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ রস লালসে,
আলসে রহত ঝুনাই॥
গোবিন্দদাস পহুঁ, মুরতি মনোভব,
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

কেদার।

কালিন্দী-তীর, সুধীর সমীরণ,
কুন্দকুমুদ, অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর, ভোর মত্ত মধুকর,
সারী শুক পিক পঞ্চম ভাষ॥
মধুর নিধুবনে মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবধূ, অধিক লাখ সঙে রঙ্গে,
বিহরয়ে বৃকভানু কুমারী॥
নাচত নটিনী, গায় নট শেখর,
গাওত নটিনা নাচ নটরাজ।
শ্যামর গৌরী, গৌরী সঞে শ্যামর,
নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ, রাস কলারস,
মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্দ।
উয়ল গগনে, সঘনে রজনীকর,
চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ॥
তারাগণ সঞে, তারাপতি হেরি,
লাজে লুকালে দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, জগমন মোহন,
বিহরই ভৈল কলপ সম রাতি॥

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ॥
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠাম॥
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধা মাধব মেলি।
মুরতি মদন রসকেলি।
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যুথী রসাল॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

বিহাগড়া।

নন্দ নন্দন, সঙ্গে মোহন,
নওল গোকুল কামিনী।
তপন নন্দিনী, তীরে তালবনি,
ভুবনমোহন লাবণী॥
তা থৈয়া তা থৈয়া, বাজে পাখোয়াজ,
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলাসে গোবিন্দ, প্রেম আনন্দ,
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
চারু বিচিত্র, দুহুঁক অম্বর,
পবনে অঞ্চল দোলনি।
দুহুঁ কলেবর, তরল শ্রমজল,
মতি মরকত হেম মণি॥
উরু বিলোলী, বাজত কিঙ্কিণী,
নূপুর ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম দোলনি, নয়ন নাচনি,
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব, বিবিধ বিলসই,
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ, শ্যাম মুরতি,
হেরত গোবিন্দ হাসিয়া॥

নাটিকা।

শ্যামের রঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
ললিতত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম, রঙ্গিম চাহনি,
রঙ্গিম নয়ন নেহারি॥

রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস, কলারসে,
কত মনমথ মুরছায়॥
কুসুমিত কেলি, কদম্ব কদম্বক,
সুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী বন্ধুর, মধুর অধরে ধরি,
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী কোটি, নয়ন নীল উতপল,
পরিপূরিত মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, ও পুনরূপ নহে,
জগমানস শশ-ফন্দ॥

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন, নীরজ নিন্দিত,
বঙ্ক নেহারনি ছন্দ।
নিরখিতে নিয়ড়ে, নিতম্বিনী নিচোল,
নিকশত নীবি নীবি বন্ধ।
নাচত নন্দ-নন্দন নটরাজ।
নাগরী নারী, নাগরী নবনাগরী,
নিরুপম নাটিনী সমাজ॥
নাগরী-নাহনন্দিনী-নদী নিকট,
নীপ নিকুঞ্জ নিবাসী।
নিতি নব যৌবনী, নিধুবনালঙ্কৃত,
নিভৃত নিনাদন বাঁশী॥
নামহি নারী নিকেতনে, নারহ নৌতুন
নেহ বিলাস।
নিন্দহি নিজজন, নহি না হেরয়ে,
নিরমিত গোবিন্দদাস॥

কেদার।

বহন বারিদ, বরণ বন্ধুর,
বিজুরী বিলাসিত।
বিকচ বান্ধুলী বলিত বারিজ,
বদন বিম্ব বিকাশ॥
বিরহিত বৃন্দাবনে বনমালী।
বেঢ়ল ব্রজবধূবৃন্দ, বিমোহিত বোল
বলি বলিহারি॥
বকুল রঞ্জন, বল্লী বলয়িত, ব
বিলোল বর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশ, বাসিত বেকত,
বাওত বংশ।
বিশদ বারণ, বাহু বৈভব,
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি, বচন বিরচন,
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ, কল্পতরু কানন,
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাসবিলাস, কলা উৎকণ্ঠিত,
মনোমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার, বিরাজিত কণ্ঠপর,
কুঞ্জরগতি অনুপাম॥
বহুবিধ বৈদগধি, বিনোদ বিশারদ,
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর গমনী, রমণী ধাওত,
বিগলিত নীবি নীবিবন্ধ॥
কামিনীকর, কিশলয় বলয়াঙ্কিত,
রাতুল পদ অরবিন্দ।
রায় বসন্ত, মধুপ অনিসঙ্কিত,
নিন্দিত দাসগোবিন্দ॥

অঙ্কক্রীড়া।

বরাড়ী।

বৃকভানু-নন্দিনী, নন্দ নন্দন,
রতন মন্দির মাঝ রে।
কেলি কুঞ্জ তীরে, শোভিত কানন,
কল্পদ্রুম ছাহ রে॥
নীপ তরুবরে, পল্লব ফুলভরে,
পন্নগবহাবনীচ রে॥

মালতী, কমল মাধবীক,
বহই মন্দ সমীর রে।
...ল অলিকুল, সারী শুক পিক,
নাচত অনুক্ষণ মোর রে।
...ই কানু দুহুঁ, দ্যুত খেলত,
হারি রাখত হার রে॥
চৌতিকে বেঢ়ল, ললিতা সখীগণ,
বসন ভূষণ সাজ রে।
যৈছন জলধরে, উদিত সুধাকরে,
শোভিত উডুগণ মাঝ রে॥
রাই ধব ধরি, জিতই লাগল,
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।
কতহুঁ রতিপতি, উদিত ভৈ গেল,
হেরি আকুল কান রে॥
শ্যাম চঞ্চল, করই চুম্বন,
কঁরহি বারত গোরী রে।
রোখ লোচন, কমল মানুমন,
ভঙ্গীক জলচরী রে।
রাই জিতল, হঠল মাধব,
ধরল রামাকি হার রে।
রোখে রাই পুন, হার ধরি রহুঁ,
ছিঁড়ে দুহুঁক মাল রে।
নদন কলহে দুহুঁ, কতভঙ্গী করতহি,
হেরি সখীগণ হাস রে।
পুনহি খেলত, হার ধরি রহুঁ
বদত গোবিন্দদাস রে॥

বাসন্তী লীলা।

বসন্ত।

শিশিরক অন্তরে আও রে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি সব রঙ্গিণী মিলি এক সঙ্গে॥
ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণী জোড়॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম,
ফাগু রঙ্গে সব অঙ্গ ভরি :
মদন মোহন হেরি, মাতল মনসিজ,
যুবতীযুথ শত গাওত ঝুমরি॥
কেহ অম্বর ধর, কেহ ধরু হার,
কেহু তনু পরশিয়া রহিলহি ভোরি।
কেহু লেই মুরলি, কেহ লেই মুরলি,
দূরেহি দূরে গেও গাওত হোরি॥
ডমরু ররাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহু, নটবর শেখর,
নাচত গাওত তাল ধরি॥

বসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচাঁদ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ।
সুন্দরীগণ কর মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লই যাই॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হরি তুমুল উতরোল॥

অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী ॥
স্থল জলচর সব ভেল এক বরণী ॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ ॥

বসন্ত।

নটবর ভঙ্গী, ফাগু রঙ্গী,
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি, চিত উনমতায়ল,
হেরি বৃন্দাবন বৃন্দাবন রঙ্গ ॥
ফাগুয়া খেলত নওলকিশোর।
রাধারমণ রমণীমনচোর ॥
সুন্দরীবৃন্দ, করে করমণ্ডিত,
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ, ঘন পরিরম্ভণ,
চুম্বন লুবধল নটবর রাজ ॥
কানু পরশ রসে, অবশ রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রহুঁ।
পূরল সবহুঁ, মনোরথ মনোভব,
মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ ॥

বসন্ত।

ফাগু খেলত নব নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহুবিধ গায় ॥
হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথরঙ্গে।
ফাগু লেই ডারিয়ে নাগর অঙ্গে।
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি ॥
চপল নাগর কুচ পরশল গোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহু গোরী ॥
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোড়।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন-চকোর ॥
অধরহি চুম্বন করু কত কাম।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান ॥

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় ঘন লাগি
কুসুমভরে কত অবনত শাখী ॥
তঁহি শুকসারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল ॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ ॥
বকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব ॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসী নিশান।
কাঁহা কাঁহা দাদুরি উনমত গান ॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে চকোর।
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি ॥

শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ।

মুদির মরকত, মধুর মুরতি,
মুগধ মোহন ছাঁদে।
মল্লিকা মালতী, মালে মধুকর,
মত্ত রত্ত ফাঁদে ॥
শ্যামসুন্দর, সুঘড় শেখর,
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সখরস, সুবেশ সমবয়,
সতত সুখময় ভাব ॥
চিক্কণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত,
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনী,
চিত চোরক ভাঁতি ॥
গৌর গৈরিক, গোরজ গোরোচন,
গোরস গরবিত বাস।
গোপ গোপন, গরিম গুণগণ,
গাওত গোবিন্দদাস ॥

সুহই।

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মুরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর সন্ধানতরঙ্গ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনে বনমালা।
মধুকর ঝঙ্কর ভতই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

শ্রীরাগ।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতী ঝুরই বলাকিনী উড়ে॥
ভালহি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ও ভুজ দণ্ড॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণী সমাজ॥
কর কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতক ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক দ্যোতিক ছন্দ॥
পদতলে থলকি কমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥

শ্রীরাগ।

অভিনব নীল, জলদ তনু ঢর ঢর,
পুচ্ছ মুকুট শিরে সজনি রে।
কাঞ্চন বসন, রতনময় আভরণ,
নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি রে॥
জয় জয় জগজন লোচন-চাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ।
ইন্দীবর যুগ, লোচন সুভগ,
চঞ্চল অঞ্চল কুসুম শরে।
অবিচল কুল, রমণীগণ মানস
জয় জয় অন্তর প্রেম ভরে॥
গলি বনমালা, আজানু লম্বিত,
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী,
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ॥

বেলোয়ার।

অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জির,
আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন,
বলিত ললিত বনমাল॥
ধনি ধনি মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥
মাঝহি ক্ষীণ, পীন উর অম্বর,
প্রাতর অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ, করহি কর বন্ধন,
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধর সুরঙ্গিণী, মুরলী তরঙ্গিণী,
বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন, ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি,
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল মূল॥
গোরোচন তিলক চূড়ে, বালচন্দ্র বেড়ল,
রমণীমন মধুকর মাল।
গোবিন্দ দাসের, চিত্তে নিতি বিহর,
নাগরবর তরুণ তমাল॥

বেলোয়ার।

কুবলয় নীলরতন, দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ, খচিত শিখি চন্দ্রক,
অলকা তিলকা ললিতানন চাঁদ॥
আয়ত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী ভাব, বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন॥
মধুরাধরপর, হাসি অতি মনোহর,
তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজে।
ভাঙ বিভঙ্গিম, কুটিল নেহারই,
কুলবতী উমতি দূরে রহুঁ লাজে॥
গজমতি ভাতি, গমন অতি মন্থর,
মনি মঞ্জীর রাজত রুণু ঝনিয়া।
হেরইতে কতহি, মনোমথ, মুরছই,
গোবিন্দদাস কহে ধনি ধনিয়া॥

বেলোয়ার।

অঞ্জন গঞ্জন, জগজনরঞ্জন,
জলদপুঞ্জ জিনি বরণ।
তরুণারুণ, থল কমল দলারুণ,
মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ॥
দেখি সখী নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাসবিকসিত হেরি হেরি চাঁদ
মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবরক গরবিমোচন,
লোচন মনমথ কাঁদে॥
ভাঙ ভুজগ পাশে, বাঁধল কুলবতী,
কুলদেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, আজানুলম্বিত,
কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাসচিতে, নিতি নিতি বিহরত,
ঐছন মুরতি রসাল॥

সারঙ্গ।

মরকত মঞ্জু, মুকুর, মুখমণ্ডল,
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শাখিকুল পুলকিত,
কালিন্দী বহয়ে উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
গামিনী মনহি, মুরতিময় মনসিজ,
জগমন নয়ন আনন্দ॥
তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন,
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত,
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি কোমল, চরণতল শীতল,
জীতল শরদর বিন্দ।
কত কত ভকত, মধুপ আনন্দিত,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর,
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কদম্ব কর স্থিত,
কুণ্ডল কান্তি কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়া কেশী, কংস করী কর্ষণ,
কেশর কুঞ্চিত কেশ॥
কুল বনিত, কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়,
কৌতুক কন্দন কন্দ॥
কমলা কেলি, কল্প তরু কামদ
কমনীয় কটি করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষ খণ্ডণ,
কহ কবি দাস গোবিন্দ॥

মল্লার।

কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি,
কান্তি কুবলয় ভাস রে॥
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী,
কুণ্ড কোরক হাস রে॥

কালিন্দী কূল, কদম্ব কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জ রাজ রে।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কাম কোটি বিরাজ রে॥
কনক কিঙ্কিণী, কঙ্কণাঙ্গদ,
কুণ্ডলাকৃতি অংস রে।
কেকী কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক,
কাকলী কৃত বংশ রে॥
কেশরী কোটি, কম্বু কণ্ঠক,
কুন্দ কেশর দান রে।
কলিকাল-কালিয়, কবল কি
দাস গোবিন্দ নাম রে॥

সুহই।

অভিনব জলধর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু লাঞ্ছিত ত্রিভঙ্গ॥
চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
ঝল মল কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥
কামের কামান জিনি ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
তরুণ অরুণ জিনি চরণার বিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

মায়ুর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি।
আকুল অলিকুল বকুল কি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মুরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতী পরাণ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন-লোর।
নানা উন্নত মোতিম জোড়॥
বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিল্লোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তাহি পরসাজ॥
অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥

নট নারায়ণ।

নব নীরদ তনু, তড়িত লতা জনু,
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল,
মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখনু কালিন্দি কুল-বিলাসী।
হেলি কলপতরু, তরুণীমোহন.
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥
মণিময় আভরণ, নূপুর রণঝণ,
মদন মন্থর গতি ভাতি।
গীম বিভঙ্গিম, নয়ন তরঙ্গিম,
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমল নীত, চরণ কমল মধু,
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ,
গোবিন্দ দাস অনুমান॥

কামোদ।

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দনগন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ
প্রেম আকুল, গোপ গোকুল,
কুল কামিনী কন্ত।
কুসুম রঞ্জন, মঞ্জুল গঞ্জন,
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল, বলিত কুণ্ডল,
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব, তাল পণ্ডিত,
বাহু দণ্ডিত দণ্ড।
কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন,
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল, চরণ কিশলয়,
নিলয় গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

তনু ঘন মঞ্জন, অম্বু দলিতাঞ্জন,
কুঞ্জ নয়নী নয়ন দলিতাঞ্জন॥
নন্দ সুনন্দন, ভুবন আনন্দন,
নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥
লোচন খঞ্জন, জগজন রঞ্জন,
কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ, রসিক রসায়ন,
রসময় ভূপতি রূপ নারায়ণ॥

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুরে, চূড়ে মণি চন্দ্রক,
গুঞ্জ মঞ্জুলমাল।
পরিমলে মিলিত, ভ্রমরাকুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নিকে বনি আওয়ে হো নন্দ দুলাল।
মন্মথ মনন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধর পরি, মোহন মুরলী,
পঞ্চম রসহুঁ রসাল।
গোবিন্দদাস পঁহু, নটবর শেখর,
শ্যাম তরুণ তমাল॥

মায়ুর।

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদনে,
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান, মথন মুচুকায়লি,
মুনি মানস মুরছান॥
মাঝি মোহন মুরতি মুরারি।
মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরী,
মনমথ মনমন মাঝি।
মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুবী,
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ মকরন্দ, মুদিত মত্ত মধুকর,
মণ্ডিত মৌকলি মন্দার॥

মাথহি মৌড়, মুকুট মদ মন্থর,
মণিমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর মহিমাময়,
দাস গোবিন্দ গুণগান॥

সারঙ্গ।

কুন্দন কনক, কলিত কর কঙ্কণ,
কালিন্দীকূল-বিহারী।
কুঞ্চিত কেশ, কবচ কুসুমাকুল,
কুলকামিনী-করধারী।
জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জ্যোতিঃ, জিতি যছু যৌবন,
যুবতী-যূথ অথির॥
পদুমিনী পাণি, পরশে পুলকায়িত,
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পতনি পতিতাকল,
পদপঙ্কজ পরচারি॥
রমণীরমণ, রতন রুচিরানন,
রতি রঞ্জিত রস বাস।
রসনা রোচন, রসিক রসায়ন,
রচয়তি গোবিন্দদাস॥

তুড়ী।

শ্যাম সুধাকর ভুবনমনোহর।
রঙ্গিণী শোহন ভঙ্গী নটবর॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় অনু।
রূপে জীতল কত কোটি কুসুম ধনু॥
থল-কমলদল অরুণ চরণ তল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর কল॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলী ধনী মন্মথ মন্থর॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর

তুড়ী।

রাধারমণ, রমণীমোহন,
বৃন্দাবন বনদেব।
অভিনব রাস, রসিক বর নাগর,
নাগরীগণ সেব॥
ব্রজপতি দম্পতী, হৃদয় আনন্দন,
নন্দন নব ঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,
রামানুজ গুণধাম॥
গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী সুধাকর,
মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর,
চন্দন চারু অবতংস॥
কালিয়দমন, গমন কুঞ্জর,
কুঞ্জর জিতি রতি রঙ্গ।
গোবিন্দদাসের, হৃদয় মণিমন্দির,
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥

কামোদ।

মুখমণ্ডল জিতি, শরদ সুধাকর,
তনু রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিণী,
মালতী মধুকর মাল॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান জিনি,
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন মনোমোহন,
মধুর মুরলী করু গান॥
টল মল অলক, তিলক ঝল ঝলকৈ,
ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন,
বিষম কুসুম-শরবাণ॥
বান্ধুলি বন্ধু, অধরে মধু মাখল,
মধুর মধুর মৃদুহাস।
যদু আমোদ, মদন মদ মন্থর,
ভণতহি গোবিন্দদাস॥

শ্রীমতী কিশোরীর রূপ

গৌরী।

সুন্দরী রাধা আও রে বনি।
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি॥
কুঞ্জরগামিনী মোতিমদামিনী,
শ্যামনিহারিণী চমকানি রে।
আভরণ ভারিণী, নব অনুরাগিণী,
রস আবেশিনী তরঙ্গিণী রে॥
অঙ্গতরঙ্গিণী, অধরসুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
ব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে।
রাসবিহারিণী, হাসবিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥

কামোদ।

ইন্দু অমিঞা, বয়ান আগোরল,
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর,
ধাবই নয়ান চকোর॥
নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত,
সিন্দূর ভাঙ উজোর।
অহর্নিশ বদনকমল, তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুন, অধর হেরি হেরি,
হারত রঙ্গিণী কুলে।
কুচযুগ কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

মূরতি শিঙ্গারিণী, রসবিথারিণী,
মণিময় ভূষণ ভূষিতা অঙ্গী।
মধুরিম হাসনি, রসময় ভাষণী,
দশন কিরণমণি মোতিম রঙ্গী॥

জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরি।
গোরোচন রুচি চোরণ গোরী॥
চকিত খঞ্জন, গতি জিনি লোচন,
মনমত মনোমথ ভাঁতি।
নাচত রঙ্গিণী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
কালিয় দমন মদনমদে মাতি॥
শ্যাম মনোহর, মনমথ কুঞ্জর,
কুচ কনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নিচোল, ঝাঁপি তাহা বাঁধল,
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥

সিন্ধুড়া।

শরদ সুধাকর, মণ্ডল মণ্ডন,
খণ্ডন বদন বিকাশ।
অধরে মিলায়ত, শ্যামমনোহর,
চিত্ত চোরায়লি হাস॥
আজু বনি শ্যামবিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু, যুত শত সেবিত,
লাবণী রমণী না যাই॥
কবরী বকুল ফুল, আকুল অলিকুল,
মধু পীবি পীবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃত, কনক ঝঙ্কৃত,
কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥
পদ পঙ্কজ'পরি মণিময়,
নূপুর রণঝন খঞ্জন ভাব।
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ,
নিছনি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর,
লাবণী অবনী বরণী না হোই।
নিরমল ব..., হাস রস পরিমল,
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥
লোল অলকা তিলকাবলী রঞ্জিত,
সাঁথকাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন মধুকরী চল তঁহি ফিরি ফিরি,
শ্রুতিকুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যামর চিত-চোর কুচ কোরক,
নীল নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত, অরুণ চরণতলে,
জিল নিরমঞ্জল গোবিন্দদাস॥

মালশী।

জয়তি জয়, বৃষভানু-নন্দিনি,
শ্যামমোহিনি রাধিকে।
কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর,
কিরণে জিত কমলাধিকে॥
সহজই ভঙ্গী, বিজলী কত জিনি,
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী, বনি বেণী লম্বিত,
কবরী মালতী সহিতে॥
অঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন,
বদন কত ইন্দুনিন্দিতে।
...দ আধ হাসি, কুন্দ পরকাশি,
বিজুরী কত শত ঝলকিতে॥
...ন মন্দির, মাঝে সুন্দরী,
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
...গোবিন্দ, প্রেম সাগরে,
সোই চরণ সমাধিয়া॥

তুড়ী।

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী।
মন মালতী মাল তাহি উপরি॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
ফণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী॥
ধনী সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকো তঁহি নীলমণি॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা।
ভ্রূভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা॥

নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা॥
তিল পুষ্প সম নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাঁতি ঝলকে মুকুতা॥
ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্বুনখী॥
গলে মতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া॥
ক্ষীণ উপর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম কদলী॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা॥
নখচন্দ্রচ্ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম॥

বেলোয়ার।

ধনি ধনি রাধা, আওয়ে বনি,
ব্রজরঙ্গিণীগণ-মুকুটমণি।
অধরসুরঙ্গিণী, রসিকতরঙ্গিণী,
রমণি-মুকুট-মণি বর তরুণী॥
ফুলধনু সারিণী, পীনকুচ-ভারিণী,
কাঁচলী পর নীলমণি-হারিণী॥
কনক সুদীপ মণি, বরণ বিজুরী জিনি,
অতিশয় মাজা ক্ষীণী বসনা॥
কিঙ্কিণী মণিমধুর ধ্বনি॥
গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত-বরবেণী,
উরু যুগ সুবলি, ছবি লাবণী।
মরালগমনী ধনী, বৃষভানু-নৃপতনী
গোবিন্দদাস পহুঁ মনমোহিনী॥

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ॥
জানল ভেটলি শ্যামর চন্দ।
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল।
আন ছলে অরু নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥

বিভাষ।

চৌদিকে চকিত, নয়ানে ঘন হেরসি,
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্ক।
বচনক ভাঁতি, বুঝহি নাহি পারিয়ে,
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি, কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর, গুপত প্রেমধন,
জানলু হিয়া মহা সাচি॥
এ তুয়া হাস, মরমক পরকাশই,
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি।
ভুঁগলক হেম, বদন মহা ঝলকই,
নয়ান এত দিনে পেখলু আঁখি॥
অলখি মনোরথে, পন্থ নেহারসি,
গোবি জিতলি মনমথ রাজ।
না গোবিন্দদাস, কহইধ নি বিরমহ,
মৌনহি বুঝলু কাজ॥

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহ ঊন।
সো তনু ভেজবি কাহে মহী করি শূন॥
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি জাও তুয়া মুখ চন্দ।

তবহুঁ সকল দিন মোর।
রাই সুতব যব কানুক কোর ॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি পুরব মনোরথ তোহারি॥
খণ্ডন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥
গোবিন্দ দাস ভাল জানে।
কানুক অলত পরাণ ॥

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল, জলদ তনু শোহন,
মোহন অভয় চরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি, বিজুরী চমক জিনি
জগধল কুলবতী লাজ ॥
সজনি, যাইতে পেখনু কান।
তব ধরি জগভরি, ভরল কুসুম-শর,
নয়নে না ধরয়ে আন ॥
মধু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়ই,
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কেন, মনোরথে আকুল,
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতএ সে মধু মন, অলতঁহি অনুখণ,
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস, মিছই আশোয়
অবহু না মিলল কান ॥

ধানশী।

চূড়ক চূড়, ময়ূর শিখণ্ড,
মণ্ডিত মালতী মালে।
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত,
চৌদিশে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনি, কো কাহ কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে, সো রতি নায়ক,
পেখনু নটবর ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষম শর, নয়ন তৃণভর,
সন্ধরু ভাঙ কামানে।
নাগর নাগরী, মরম মহা হানই,
লিখই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল,
দোলত মকর আকার ॥
গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল,
মদনমোহন অবতার ॥

ধানশী।

সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী পরপুরুখে, ভেল আরতি,
জীবনে কিয়ে সুখলাগি ॥
পহিলে শুনলু হাম, শ্যাম দুই আঁখর,
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে, মুরলী আলাপই,
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানিয়ে কো অছু, পটে দরশাওলি,
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চমকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে,
তাঁহা তাঁহা বোথয়ে মাতি ॥
গোবিন্দদাস, কহয়ে শুন সুন্দরি,
অতএ করয়ে বিশোয়াস।
যা কর নাম, মুরলীবর তা কর,
পটে ভেল সো পরকাশ ॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির, তরঙ্গহিল্লোলে,
মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কি খণে দেখিনু,
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া, হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।

নয়নকটাক্ষে, বিষম বিশিখে,
পরাণ বাঁধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের, মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে ॥
উড়িয়া পড়িয়া, মাতাল ভ্রমরা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধল,
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয় ॥
না জানি কি জানি, হয় পরিণাম,
দাস গোবিন্দ কয় ॥

গান্ধার।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর ॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।
অন্তরে হানল কুসুমশর বাণ।
এসখি কহে ভেটনু নন্দ-নন্দা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা ॥
তবধরি দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম ॥
সহজেই শেজি কমল দলপাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাথি ॥
তাঁহি রহল লোচন মন লাগি।
ধৈরয লাজ দূর গেল ভাগি ॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহে মিলব কান ॥

ধানশী।

সজল জলধর, অঙ্গ মনোহর,
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষৎ হাসিয়া, মনের আকুতে,
অরুণ নয়নে চাহে ॥

কি আজ পেখনু, বয় কি,
কেলি-কদম্বের তলে উলটায়ল,
রূপ নিরখিতে, আঁখির ল।
ভাসল আনন্দ জলে ॥
বকুল মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া,
ময়ূর পুচ্ছের ছাঁদে।
রঙ্গিণী লোচন, খঞ্জন বাঁধিতে,
পাতিল বিষম ফাঁদে ॥
মকর কুণ্ডল সঙ্গে, অনঙ্গ দোলে গণ্ডে,
দরপণ ভাণে।
ভালে সে মদন, দেখি তাহে প্রতিবিম্বিত
গোবিন্দদাস অনুমানে ॥

শ্রীরাগ।

নীলরতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥
কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি-কুল মজাইয়া ॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা ॥
বদনকমল কিয়ে পুণমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাদ ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সমাইল কাণে ॥
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া-মাঝ ॥
গোবিন্দদাস কহে সেন দিঠি বিষে।
না পীলে অধরসুধা কেবা জীয়ে আশে ॥

নায়ক—পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার বা ধানশী।

নিরমল বদন, কমলবর মাধুরী,
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিনী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
মরমহি দংশল মোর ॥
সজনি নব-ধনি পেখনু রাই।
মদন-মহোদধি, নিমগন মঝু মন,

ওকুল না পাই
বঙ্কিম হাস, বিলোকন অঞ্চলে,
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী,
বুঝইতে সংশয় ভেল॥

মরমক বেদন, মরমহি জানত,
সদয় হৃদয় তহি যাই।
গোবিন্দদাস কহ, নিতি নিতি নৌতুন,
নাগর রসবতী রাই

গান্ধার বা ধানশী।

কালিয়দমন দিন মাহ।
কালিন্দীকূল কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ নব বালা।
পেখনু জনু থির বিজুরীমালা॥
তোঁহে কহু সুবল সাঙ্গাতি।
তবধরি হাম না জানু দিবা রাতি॥
তঁহি ধনী মণি দুই চারি।
তঁহি মনোমোহিনী এক নারী॥
সো রহ মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি।
অনুখণ তঁহিক সমাধি॥
কো জানে কৈছন বিরহ বেয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব নেহা॥

সুহই।

রতন মন্দির মাহ, বৈঠল সুন্দরী,
সখীসহ রস পরচার।
হসইতে খসয়ে, কত যে মণি মোতিম,
দশনকিরণ অংছার।
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারী, হামারি মন-বারণ,
বাঁধল কুচগিরি মাঝ।
মঝু মুখ হেরি, ভরম ভরে সুন্দরী,
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ, বিশখে তনু জর জর,
জীবনে না বাঁধাই থেহা॥
করে কর যোড়ি, মোড়ি তনু সুন্দরী,
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ, তৈঁঞে নন্দ নন্দন,
দোলত মদন-হিলোর॥

বালাধানশী।

হেরয়িতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কেহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখনু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লেখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈটল মন-মাহা মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদক লাগি সুরয উপরাগ॥

বালা ধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দ -হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবণী সায়র,
অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ।
দশন-কিরণ কত দামিনী ঝলকত,
হসইতে অমিঞা তরঙ্গ॥
সজনি, যাইতে পেখনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী, ভরমহি চঞ্চল,
চকিত চমকি চলি যাই॥
পদ দুই চারি, চলত বর-নাগরী,
রহলি নিমিখ শর জোড়ি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম-শর বরিষণে,
সরবস লেয়ল মোড়ি॥
মঝু মন যশোগুণ, সুধী মতি ধাবস,
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব,
জপতঁহি তুয়া গুণ মালা॥

বরাড়ী।

সহচরী মেলি, চলল বর রঙ্গিণী,
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম, জিনি তনুরুচি,
দিনকর-কিরণে মৈলান॥
সজনি, সো ধনী চিত-চকোর।
চোরিক পন্থ, ভোরি দরয়াল,
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর,
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে,
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত নয়ন মঝু, এ দুহুঁ চোরায়লি,
শূন হৃদয়ে অবমান।
মনমথ পাপ, দহমে তনু আরত,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

কামোদা।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল,
ঐছন বদন সঙ্কারি।
সরবস লেই, পলটি পুন বিঙ্কলি,
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি, কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আব না পূরল,
পালটি না হেরিনু রাধা॥
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল,
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি, কনয়া কুম্ভ ভরি,
মহুরি রাখত কত বেরি॥
যব মন বাঁধল, ইন্দ্রিয় ফাঁপর,
তঁহি মিলন আন আন।
কাঠক মুরতি, ঐছে মুরছায়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

মায়ুর।

আজু মুঞি পেখনু রাই।
দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল,
বিরস না ভেল মুখ চাই॥
গৌরবরণ তনু, নীল পট ঊড়ন,
কুচযুগ কনয় কোটর।
উরপর কুচক, হার বিরাজিত,
যুবজন চিত চকোর॥
বিপুল নিতম্ব, জঘন অতি সুন্দর,
কেশরী জিনি কটিদেশ।
কমল চরণযুগ, যাবক রঞ্জিত,
জগজনমোহন বেশ॥
পিঠশ্রী পরে বেণী, বিরাজিত জনু ফণী,
চলতহি মণিধরিপাশে।
বিদগধ নাগরী, মঝু মন আকুল,
মুরছল গোবিন্দদাসে॥

ধানশী।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্তি না পাই॥

কিবা ক্ষণে আলো সখি দেখিনু তাহারে।
সেরূপ লাবণী নয়ান উপরে ॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে ॥
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ-শশধরে ॥
তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা ভূষিত জনু পূর্ণমিক ইন্দু ॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
হেমগিরি মাঝে জনু নব জলধরে ॥
উর আধপর দোলে মুকুতার হার।
সুমেরু-শিখরে জনু সুরধুনী ধার ॥
মঝু মন রহত কি করত সিনান।
গোবিন্দদাস কহত পরমাণ ॥

রূপোল্লাস।

(শ্রীরাধার উক্তি।)

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ায় ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায় ॥
কালিন্দীর কূলে, কি পেখনু সই,
ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু চাইতে, নারিনু সই,
আকুল করিল প্রাণ ॥
চাঁদ ঝলমলি, ময়ূরের পাখ,
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী,
মধুর মধুর বায় ॥
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার,
পরাণ লইয়া খেলা ॥
শ্রীচরণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল,
পীধন পীয়ল বাস।
রাঙা উতপল, চরণ যুগল,
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চাঁদ, কামিনী মোহন ফাঁদ,
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে, কিবা সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোল কলা ॥
সোই কিবা সে নয়ান চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণপুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশনখ চাঁদ নাট,
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
জীতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥
কুল শীল যত ছিল, মনে লেগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেইরূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে, ঐছন লাগয়েগো,
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥

পঠমঞ্জরী।

কালিন্দীর কিনারে নাগর রায়।
আমা পানে চাহিয়া ঘনাঞা বংশীবায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কাঁধে অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা।
সুর-মুনি-দেবতাগণের মনোলোভা ॥
ছিদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় যেন তারাগণ মাঝে ॥
সেরূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান।
গোবিন্দদাস কহে সব পরমাণ ॥

(রূপোল্লাস। সখ্যুক্তি)

সিন্ধুড়া।

জলদহি জলদ, বিজুরী দিঠি তাপক,
মরকত কনয় কঠোর।
এতহুঁ তনুমন, নয়ন রসায়ন,
নিরুপম নওল কিশোর॥
রাধামাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল,
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব তুহুঁ তুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
আন আন পীবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত,
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
আরতি অধর, সুধারস পীবি,
পীবি তুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহে, অধিক রস আবেশে,
কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

কাম কন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে, যো নিরমাওল,
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥
ভাল আধ ইন্দু, অমিঞা আগোরল,
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি,
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাসা শিখর, সমুখে উদিত পুন,
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহর্নিশ বদন কমল, তেজিঞ বিকসিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥
অরুণ-কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি,
হার তরঙ্গিণী-তীরে।
কুচযুগ কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

শ্রীরাগ।

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি, মুগধ মধুসূদন,
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দুর তরুণ, অরুণ রুচি রঞ্জিত,
ভালে সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর, তিমির ঘন চুম্বিত,
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচনযুগল, কোমল কিয়ে কুবলয়,
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর জালে, পড়ত কিয়ে সংশয়,
তহিঁ ভ্রময়ে অলি জোর॥
তবহি যো হাসি, অধর দরশায়সি,
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি।
মোহিত জন, কি ফল পুন মোহন,
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি॥

বিহাগড়া।

এখনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও॥
লুবধল মধুপ, চকোর বিধুন্তুদ,
অনত অনত চলি যাও॥
মুখমণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোবর,
ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু মরম, ভরম যাহা ঐছন,
তালে কি গণিয়ে মতি মন্দ॥
জনি কহ গরবে, পাণিতলে বাবর,
ওখল কমল উজোর।
তঁহি নখচাঁদ, ভরম ভয়ে ঐছন,
তওহি পড়ত আনি ভোর॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে, সুতনু ধুনায়সি,
বজু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু, পতগ শিবে ডারসি,
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

শ্রীমতীর আপ্তদূতি।

বরাড়ী।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কানু তুহুঁ গৌরী আরাধিল কান।
জানলু রাই তোঁহে মন মান॥
স্বামীক শয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতি কর পরশে মানই জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পীবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন মরম যতহুঁ অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস॥

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সঞে,
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি, আগি জনু অন্তর,
জীবন রঙ্গ কিয়ে যাব॥
মাধব, তোহে কি কহিব কবি ভঙ্গী।
প্রেম অগেয়ান, দহনে ধনী পৈঠলি,
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥
কহত সমবাদ, কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব,
সুতনু অতনু শর জ্বালা॥
কালিন্দীমূল, কদম্ব কানন নাম,
নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব
কৈসে জীয়ব বর নারী॥

পঠমঞ্জরী।

লোচন শ্যামরু, বচনহি শ্যামরু,
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামর হার, হৃদয় মণি শ্যামর,
শ্যামর সখা করু কোল॥
ধরব ইথে জানি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী, মতি উমতায়লি,
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥
মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর,
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি, লোলিত কাজর,
বিগলিত লোচন নিন্দ॥
মনমথ সাগর, রজনী উজাগর,
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাসে, কতহুঁ আশোয়াসেব,
মিলবহুঁ নতকিশোর॥

বরাড়ী।

মাধব ধৈরয না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী, অন্তর জর জর,
মানস মিলল শমনে॥
ধূলি ধূসর ধনী, ধৈরয না রহে,
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী-ভার, হার তেয়াগল
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনী,
সুরসুতা স্রবে নয়নে।
কমলয় কমলেই, কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়নবর বয়নে॥
না বোলই ধনী, ধরণী তলে মুরছই,
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরা ধনী, আর কিয়ে হোয় জনি,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

ধানশী। সুহই।

কাঞ্চন গোরি তোরি বৃন্দাবনে,
খেলই সহচরী মেলি।
গরলে তনু জারল,
তৈখনে শ্যামরী ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুল রামা।
মরমহি গোই, রোই দিন যামিনী,
গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা॥
গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন,
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণিমন্ত্র-মহৌষধি,
লোচনে লাগল সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ, তনু মোড়ই কহত,
ভরম ময় বাণী।
শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই,
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

সুহই।

আঁচরে মুখশশী গোয়।
বার বার লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাসই।
উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুটই॥
কাহক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ॥
কো দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

ধানশী।

রঙ্গিনী সঙ্গে, তুঙ্গ মণিমন্দিরে,
দশ দিশ হেরইতে রামা।
কো জানে কিক্ষণে, তুয়া দিঠি লাগল,
মুরছি পড়ল সোই ঠামা॥
মাধব, কি তুয়া নয়ান-সন্ধান।
কুল গিরিরাজ, লাজ ঘন কণ্টক,
ভেদি মরম পর হান॥
বিরহ বিষানলে, জ্বলত কলেবর,
ঘন লুঠই মহীপঙ্কা।
তুহুঁ পুরুখমণি, তোঁহে চড়ই জানি,
তিরীবধ বিপুল কলঙ্কা॥
সব সখী মেলি, কতহুঁ আশোয়াসব,
বেদন কোই না জানে।
গোবিন্দদাস ভণ, তোহারি দরশন,
নহ কৈসে রহত পরাণে॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

ধানশী।

শুন শুন গুণসুন্দর নাগররাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধ গোরী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহিলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবী কুঞ্জে কুসুম অনুপাম।
তাহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥

ধানশী।

সুন্দরি, তুয়া বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি, মদন-শরানলে পীড়িত,
জীবইতে সংশয় কান॥
বৈঠলি তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।

রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি,
তুয়া ভাবে তনু দেই কোর।
শীতল নলিনীদল, তাহে মলয়ানিল,
আগোরে লেপই অঙ্গ॥
চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি,
হানত মদন তরঙ্গ।
চলহ বিপিনে ধনি, রমণী শিরোমণি,
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দদাসের বাণী, তুরিত চলহ ধনি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥

সুহই।

গহনক বিহরক লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহি তোহারি ধেয়ান
নিঝর ঝরে দুনয়ান॥
এ ধনি জানি কহ আন।
তো বিনু আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোল॥
সো রস পরশ না পাই॥
মুরছিত ধরণী লোটাই॥
মন মাহা মদন-তরঙ্গ।
ঘন ঘন লোড়ই অঙ্গ॥
এ ধনি চল তাহি পাশ।
সো কানু রই তোরি আশ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

শ্রীগান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুময় গোরী।
নিরমিত মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই।
সো তনুতাপে ভসম ভই যাই॥
শুন শুন শুন বৃকভানু কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি॥
ঝামর নীল উতপলদল অঙ্গ।
লোরে না হেরই নয়নতরঙ্গ॥
বিগলিত মুরলী খুরলি বহু দূর।
অনুখণ মদনদহন পরিপূর॥
বিছুরিল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি।
জীউ রহত অব তুয়া রস আসে।
তোহারি চরণে কহঁ গোবিন্দদাসে॥

বরাড়ী বা ধানশী।

কত যে কলাবতী, যুবতী সুমুরতি,
নিবসিত গোকুল মাহ।
হরি উপহাসে, রভস রসে,
কুটিল নয়ানে নাহি চাহ।
সুন্দরি, অতএ করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে যামী, বরত তুহুঁ ছোড়লি,
নারী বরত নিল কান॥
তুয়া নিজ নাম, গান যব গাবই,
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনাইতে রীতি, রতন রতি রাতুল,
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণ গান, নাম যব গাবই,
আর কত মুরলী নিশান।
সহচরী কোরে, ভোরি তোহে ডাকই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সুহই।

চম্পকদাম হেরি, চিত অতি কম্পিত,
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর,
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি,
ভরমে না বোলায় আন।
লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুরবাণী,
স্বপনে না পাতয়ে কাণ।

র। কহি ধা পহুঁ, কহই না পারিয়ে,
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ মণি, লোটায় ধরণী,
পুনি কোহে আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুখ খণ্ডয়ে,
কেবল তুয়া পরসাদ॥

কেদার বা সুহই।

মঞ্জুল রঞ্জন, নিকুঞ্জ মন্দিরে,
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে, জপয়ে মন্তর,
একলি তোহারি নাম॥
রামা হে তেজহ কপট ছন্দ।
মদন-হিলোলে, তো বিনু দোলত,
নন্দ-নন্দন চন্দ॥
হিম হিমকর, সলিল শীকর,
নিন্দই কালিন্দী-তীর।
সরস চন্দন, পরশে মুরছই,
সজল জলদ চীর॥
কবহুঁ উঠত, কবহুঁ বৈঠত,
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল, নয়ন যুগল,
সঘনে গলয়ে লোর॥
এতহুঁ যতনে, পুরুষ রতনে,
চিতে নাহি আশোয়াস।
গহন বিরহ, দহনে দাহই,
কহই গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

চাঁদ নেহারি, চন্দনে তনু লেপল,
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল, বহই না পারই,
কৈছে করব অভিসার॥
সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহে ক্ষীণ তনু, অনুখণ জরজর,
অবইথে বিহি ভেল বাম॥

যতনহি মেঘ, মল্লার আলাপই,
তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ, ততহিঁ উড়ি যাওত,
উতপত দীঘ নিশাসে॥
তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই,
বহু পুলকাঞ্চিত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ অপরূপ নহ,
যাহা ইহ নব নব লেহা॥

সুহই।

কিয়ে হিমকরকর, কিয়ে নিরঝর ঝর,
কিয়ে কুসুমিত পরিপঙ্ক।
কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয় সমীরণ,
জলতহিঁ চন্দন পঙ্ক॥
সুন্দরি কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রী কোরে, সোঙরি তোহে মুরছই,
নয়ন-হিলোর তরঙ্গে॥
জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত,
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে নয়ন, ঘন বরিখয়ে,
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি, রমণী শিরোমণি,
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদপঙ্কজ তালে, নাহি ছোড়ত,
গোবিন্দদাস মতিমন্ত॥

ধানশী।

রসবতী সরস পরশ সুখ রঙ্গে।
কি করব ইন্দু চন্দন-ঘন-পঙ্কে॥
সুতনু কর কিশলয় ঝাঁহ আঁখি।
কি ফল তাহা তরু কিসলয় তাখি॥
শুন শুন রমণী-শিরোমণি রাধে।
তো বিনু কানুক সবই ভেল বাদে॥
কমলিনী কোরে যো তাপ নাহি ভেল।
বিফল তাহি কমলদল শেজ॥
বিধুমুখী চুম্বনে জাহি না সোহাই।
কি করব বিধুকিরণ বিথাই॥
এতদিনে দূর গেল সব দূর ভাল।
জানলো অব জনু বরণহিঁ কাল॥

এত এসে নাগরী জানি কহ আন।
গোবিন্দদাস তোঁহারি গুণগান॥

সুহই।

রাধা নাম আধ, শুনি চমকই,
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচনলোর, লহরী ভরি আকুল,
কো কহ মরকত রঙ্গ॥
সুন্দরী তুয়ে কর হৃদয়ের বাধা।
রাধা, মাধব তুয়া অবধারসু মাধবক তুঁহু রাধা॥
তোহারি সম্বাদ সুধারসে উনমত,
হাসি হাসি ঘন তনু মোর।
লেখত পাঁতি, দেখত নাহি কাজর,
গদ গদ রোধল বোল॥
পীমক ভঙ্গী, পন্থ দরশায়ল,
তুহুঁ দিঠি পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি,
তুহুঁ বুঝবি ইঙ্গিত সুধি॥

নায়ক আপ্তদূতী।

কামোদা।

কয়তল মধ্যমে, সো মুখ মাজল,
অলক তিলক লেখি তোর।
সজল বিলোকনে, ঘন ঘন হেরইতে,
ভাগই গদ গদ বোল॥
ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই!
লোচনগুত করত নাহি মাধব,
নিশি দিশি রস আবগাই॥
লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতিমূলে।
অতসীকুসুম স্মরি, ললিত হৃদয়ে ধরি,
কৃপণ হেম সমতুলে॥
যাবক চিত্র, চরণোপরি লেখই,
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস, কহই কেল কামুক,
লেখইতে আর কত হাত॥

শ্রীমতীর স্বয়ং দৌত্য।

ধানশী।

মুরলী মিলিত, অধর নব পল্ল
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হই, মন্দির ছোড়ি আয়
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গোরী আলাপি, শ্যাম নট সঙ্গ
তব তুহুঁ বিদগধ জান॥
মুরলী ছোড়ি অছু, মধুর আলাপ
যে সব জন নাহি আন।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি, অবহি সমুঝি
যতি খণে হোত সুঠাম॥
নিরঞ্জন জানি, হৃদয়ে অবধারি
ঐছন গুণবতী ভাব।
শুনি জন লাজ, ঐছে নাহি হো
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি, কুলবতী নারী।
স্বামী বরত পুন ছোড়ি না পারি॥
তেরূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন॥
এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত॥
সহজে বধূজন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন॥
না মিলিল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়নু এই ঠাম॥
আয়ল দূর পুর বণিজ সাথে।
একলি বলি করহ জনি বাদে॥
তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কাল।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

ইমন কল্যাণ।

মধু মুখ কমল, বিমল রস পরিমলে
জানলু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীকে নিয়ড়ে, কাহে কর
না জানি কৈছে দিল তোর॥

দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর বর রায়।
স্বামীকে সেবন, করইতে ঐছন,
জানি বর অন্তরায়।
এতহুঁ তিয়াসে, হোত যব আকুল,
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহি চলহ যাঁহা, কুসুম বিথারল,
মঞ্জুর মাধবী কুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত, কয়লু যব কামিনী,
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ গোঙার, ভ্রমর বন খোজত,
গোবিন্দদাস রসগান॥

বরাড়ী।

পাপ চকোর, চাঁদ বলি ধায়ত,
মধুকর কমলিনী ভানে।
আঁচরে ঝাঁপি, বদনে তেঁই পুছত,
তাহে পরপুরুখ ঠানে॥
মাধব মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
কি ফল অগমন, মনমত বেধয়ে,
কাঁহা পুন তা কর গেহ॥
বেধল মঝু মন, কি করয়ে সো পুন,
কৈছে কুসুমশর জ্বালা।
কৈছে জুড়ায়ব, একই না জানিয়ে,
জনি কহ মুগধিনী বালা॥
সহচরী মেলি, হাসি মুখ যোড়ই,
উত্তর না দেবই কোই।
গোবিন্দদাস কহে, মোহে উপদেশল,
অতএব পুছল তোই॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ডরহি ডর কাতর,
মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার, তটিনী-তট কুচ ঘট,
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
দরশী সম্বরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীন, বড়শী কি অড়সি,
এ অতি কঠিন বিপাক॥
পুন দেই ঝাপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত, কতহুঁ মনোরথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল ভেল সংশয়,
গোবিন্দ দাস রস গান॥

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত, কুসুম শর দারুণ,
বৃন্দাবন বন মাঝ।
তাহি আকুল হরি, তোহারি শরণ করি,
পরিহরি পৌরুখ লাজ॥
সুন্দরী তুয়া দিঠি অথির সন্ধানে।
মনমথ মারিতে, জোড়ি নয়ন শর,
হানলি হামারি পরাণে॥
দুহুঁ শরে জরজর, জীবন অন্তর,
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই, রাই অব দেয়বি,
অধর-সুধারস পান॥
মণিময় হার, তরঙ্গিণী তীরহি,
কুচ কনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে, গুপতে রাখবি,
গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥

শ্রীরাগ।

কনক লতা কিয়ে, কিশলয় পহুম্বিনী,
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর॥
কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে, উজল হিমকর,
হেরইতে ভৈ গেলু ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি, ভরল নয়নশর,
হানলি অন্তর চিতে॥
তব অগেয়ান, কয়লি তুহুঁ ঐছন,
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাথর, সরস পরশ দেই,
উদঘাটই দিঠি বাণ॥

আশা পাশ, হাস দরশায়লি,
অতি খণে ধরবি পরাণ ॥
বিঘটন সময়, পালটি নাহি আয়ত,
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি কহে গোরী।
কুসুমহি সব তনু নিরমিত তোরি ॥
আনন হেম সরোরুহ ভাব।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ ॥
নয়নযুগল নীল উতপল জোড়।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিল-ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমরতরু বাস ॥
বাঁধুলি মিলিত অধর যাঁহা হাস।
দশনহিঁ কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটত চম্পক সম গোরা।
পাণিকতল থল কমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পুজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি ভুমিনী পড়ল অকাজ।
জনি তেঁখই হরি কুঞ্জক মাঝ ॥
তুই গজগামিনী মতি অতি তোর।
উঁচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর ॥
যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত ॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ ॥
যো খর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচ কুম্ভে না রাখবি মোতি ॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি তঁহি ধরণী নিপাত ॥
গোবিন্দদাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধরসুধা দেই তবহি জীয়াব ॥

ভাটিয়ারি।

কীরকমুখে শুনি, জরতী আগমন,
চলু সবে রবিক মন্দিরে।
গন্ধ মাল্যবর, ষোড়শ উপচার,
আর কত কত উপহারে ॥
দেখ বিপ্র বেশ ধর শ্যাম।
জরতীক আগে, যাই কহই শুন,
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম ॥
সো শ্যাম বচন, মুরতি হেরি তৈখনে,
পরণাম করি কহে সোই।
ধৈরয পদ্ধতি, দেখি চিতে লাগল,
অতএব বরণ কনু তোয় ॥
নিতি নিতি আসি, পূজায়বি সুরদেব,
দেয়বি শুভবর যোই।
গোধন রতন, পুরণ মঝু সুতক,
বধূক সতীপণ হোই ॥
শ্যাম কহত তব, ঐছন হোয়ব,
পুজবি পশুপতি সুর।
রজনী দিন যাহা, নিতি পুজায়ব,
তবঁহি মনোরথ পুর ॥
পুনহি কহত উহ, ঐছন হোয়ব,
তেজিয়ান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন, হাসয়ে ব্রজনারী ॥
নানাবিধ বরণ, পুজন করি কতক্ষণ,
আর কত কত বড় রঙ্গ।
কোই করত সোই, প্রেমক সঙ্গতি,
অতঁয়ে নহত তছু ভঙ্গ ॥
বেলি অবসান, হেরি সবে আকুল,
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ, আপন বশ নহ,
বিরহে অবশ সব দেহ ॥

শ্রীমতীর অভিসার।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী, অঙ্গ তুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে ॥

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি॥
কুঞ্জরগামিনী, মোতিম-দামিনী,
দামিনী-চমক নেহারিণী রে।
আভরণ ধারিণী, অখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে॥
রাসবিলাসিনী, হাসবিকাসিনী,
গোবিন্দ দাস চিত্তমোহিনী রে॥

কামোদা।

সবহুঁ বঁধু গুন, চলু বৃন্দাবন,
গোরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বঞ্চি, মিছই বনামুতে,
দিনহি করল অভিসার॥
বেশ বনাওত, ননদী শুনাওত,
চতুর সখী সঞে বাত।
গোরি আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি-নন্দন সাত॥
বাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বূল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়,
যাহা নাহি কণ্টক আঁচোর॥

সুহিনী।

হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী।
গুরুজন গৌরব দূরহি ভারি॥
সখী সঞে পুছত প্রেমক বাত।
পুরুষক কর কভু না লাগয়ে গাত॥
সহচরী কহতহি শুন বর নারী।
হামু কহব তোহে সো সব বিচারি॥
নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি।
করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি॥
পহিল মিলনে রহ অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস কহে করি লহ সাথ॥

বরাড়ী।

দিনমণি-কিরণে মলিন মুখমণ্ডল,
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ, তপত পথ বালুক,
আতপদহন সম ভেলা॥
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগোরি, গোরী মুখ মুছত,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বূল, অধরহি দেয়ল,
চন্দ লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ, পরশে নব নাগরী,
বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গে।
কুঞ্জ কুটীর ঘর, শেজি মনোহর,
মধুকর শ্রুতিধর ভাষ।
গৌরী শ্যাম দুহুঁ, করণ কুতুহল,
কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥

ভাটিয়ারি।

মাথহি তপন, তপত পথ বালুক,
আতপে বদন বিথার।
ননীক পুতুলি তনু, চরণ কমল জনু,
তবহি চলল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে, অবশ রসময়ী,
বিছুরল সবহু বিচার॥
গুরুজন নয়ন, পাপগণ বারত,
মারত মণ্ডল ধূলি।
তাহিক মেলি, চলল ব্রজরঙ্গিণী,
পতি গেহ নীতহি ভুলি॥
যত যত বিঘিনি, জিতল অনুরাগিণী,
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস, কহই অব সমুঝহ,
হরি সঞে রসময় তন্ত্র॥

ধানশী।

কি শুনি সুধা মুরলী রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥

সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী যায় ॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল ॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা ॥

ভূপালী।

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে নাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ ॥

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যামুনতীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর ॥
তঁহি তনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর ॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ ॥
কুলবতী গৌরব, কঠিন কবাট।
গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাট।
কা জানে এতহুঁ বিঘিন অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই ॥
ইথে যো পুরল তুহুঁ মন কাম।
তা কর চরণে হামারি পরণাম ॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ কিয়ে জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ ॥

কানড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু ॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর মোতিনী মোতিম হার ॥
তুহু সখী দেখল দেহলি লাগি।
চলইতে দিগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥

ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলা বাট ॥
তহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত ॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার ॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

ধানশী।

কুলবতী কঠিন, কবাট উদঘাটলু,
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ, সিন্ধু সঞে ভারলু,
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সজনি মঝু পরিখণ করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি, পন্থ হেরত হরি,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥

কোটি কুসুম শর, বরিখয়ে যছু পর,
তাহে জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ, যাক হৃদয়ে সহ,
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম, জীবন সোপনু,
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই, ধনি অভিসার,
সহচরী পাওল বোধ॥

কামোদা।

নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে, ভুজযুগ মণ্ডিত,
পরিহরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে, গোরী ভেল শ্যামরী,
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল, অলিকহি লোলিত,
নীল তিমিরে ভয় গোই।
নীল নলিনী জনু, শ্যাম সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরাগণ, পরিমলে ধাবই,
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস, অত এ অনুমানল,
রাই চললি অভিসার॥

কেদার।

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ চন্দ॥
কুহুঁ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন দীপ দরশায়ল পন্থ॥
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরথি বিথার॥
রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা কমল তেজল বর নারী॥
পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ॥
তঁহি দিঠি ভারত বিজরীক জ্বালা।
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমর ভুজঙ্গ মণিসি আঁধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মাভেল জাঁতর বারি।
কৈছে পোঁয়ারব সা সুকুমারী॥
শুণি শুণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরিখতু মনমথ মন্দ॥

জয়জয়ন্তি।

মেঘ যামিনী, চলল কামিনী,
পরিহরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক, কুসুমসায়ক,
ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥
গুরুয়া কুচভরে, চলট উলট পদ,
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী, কটিক তরু জানি,
চমকি ধবনীর ধার রে॥
দেখি ফণি মণি, দীপ জনু আনি,
যাস করে দেই ঝাঁপি রে॥
জানল যুবতী, এই ফণি-পতি,
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণবল্লভ, ভেটল দুর্লভ,
পূরল দুহু মন আশ রে॥
ঐছনে পাই গেহ, সফল করু দেহ,
বদতি গোবিন্দ দাসরে॥

মল্লার।

গগনহি নিমগন দিন-মণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে দিন কি রাতি॥
ঐছন জলদে করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়ে কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥
জগভরি শীকর নিকর হিলোল।
চৌদিকে অধির পবন করু দোল॥
চলইতে চৌকি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥
যা কর পুণ-ফল গুণবতী সোই।
দুরজন যাকর শুভদিন হোই॥
যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দুরেহু দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥

কেদার।

মণিময় মঞ্জীর, যতনে আনি ধনী,
গোপলি বনি দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম, হার বনি পহিরহি,
হার সাজয়লি মাথ॥
সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ।
হরি অভিসারে, ভরম ভেলি সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ॥
ঘন আঁধিয়ারে, রজনী জনি কাজর,
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধরে ভরল দুতর পথ তাঁতর,
একলি চলি তেজি গেহ॥
চড়ল মনোরথ, দোসর মনমথ,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস, কহই ব্রজসুন্দরী,
ঐছনে ভেটল কান॥

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু,
কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি, মোতি নহ সমতুল,
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ, বরণ নহ সমতুল,
বচন কহয়ে পিকবাণী॥
কর পদ থল, কমল-দলারুণ,
মঞ্জীর রুণুঝুণু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী-শিরোমণি,
জীতল মনোরথ-রাজ॥

ভূপালী।

চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জল ধারক এহ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ

সুহই।

আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ।
কো জানে কৈছন তোহারি সুলেহ॥
গুরু জন ভয়ে কিনা কাঁপ।
ঘন আঁধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি।
অরমহি উয়ল মনমথ বাতি॥
দুতর পন্থ সঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এতদূর।
আগেহি আগে কুসুম শর পুর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
মিলন দুহুঁ দুহুঁ তনুতনু জোড়॥
রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

কেদার।

কণ্টক গাড়ি, কমলসম পদতল,
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি, ঢারি করি পিছল,
চলতহি অঙ্গুলি ঝাঁপি।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ, গমনে ধনী সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন, মুদি চলু ভাবিনী,
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পান কলি, মুখ বন্ধন শিখই,
ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচনে, বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে, মুগধি সম হাসই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

কেদার।

ভীতক চিত, ভুজগ হেরি যো ধনী,
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে, আপন তনু ঝাঁপই,
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে, অবশ নব নাগরী,
জীবই বহু পুণভাগ॥
যো পদতল, থলকমল সুকোমল,
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময়, সঙ্কট বাঠহি,
আওত যাত নিশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ. সাজ নাগি তেজত,
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু-যামিনী, চলয়ে একাকিনী,
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

গান্ধার।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির।
ঝর ঝর বরখে জলদ অনিবার॥
কর ঠেলন নহে ঘন আঁধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥
কি কহব মাধব পুন ফল তোরি।
এতহু দূর ত্বরিত মিলু গোরী॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খেলরে সঘন মেহি পঙ্ক॥
উঠইতে ফণিমণি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধর কত বেরি॥
ঐছনে সোপনু তৈছে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুনেহ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥

ধানশী।

কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসারে রভস রসে ভোরি॥
ধবল আভরণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি যেন রস মাহা বুর॥
পুরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥
মুরতি শিঙ্গার পিরীতি ময় ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

কামোদা।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে, চরণ যুগ মুছই,
হেরই চির থির আঁখি॥
পিরীতি মুরতি অধি দেবা।
যা কর দরশন, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা॥
হিমকর শীতল, নীরহি তিতল,
করজলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পুরি,
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিঞা সিনান॥

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা, কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব, পদ চারি আয়নু,
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে,
পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী, তাহে কুহু-যামিনী,
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর, বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদপঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত,
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে, কছু নাহি জাননু,
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী, যব শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়ল গৃহসুখ আশ।
পন্থহু দুখ, তৃণ করি না গণনু,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপনারী।
হেরি হাসত মুরলী-ধারী॥
নিরখি বয়ান পুছত বাত, প্রেমসিন্ধু গাহিনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম,
কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত কাহেক কুটিল চাহনি॥
হেরত ঐছন রজনী ঘোর,
তেজি তরুণী পতিক কোর,
কাহে আওলি কানন ওর ঘোর কহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী বন্ধ,
কাহে ধাওতি যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব বেড়ল বিশিখ চাহনি॥
কিয়ে শারদ চাঁদনি রাতি,
নিকুঞ্জে ভরল কুমুদপাঁতি,
হেরত শ্যাম ভরম কাঁতি বুঝি আয়ল সাহিনী।
এতহি কহত না কহ কোই,
রাখত কাহে সনহি গোই,
ইহই আননে হোয়ে কোই গোবিন্দদাস গ

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলীক গানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশ ধরি টানে॥
অব কহ কপটে ধরম যুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারী নিচোল॥
তোহে সুপিতে জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহত ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহি করহি বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥

মল্লার।

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
বিফল পহিরাই নীল নিচোল॥
শরত চাঁদ মুখ এতুয়া হাব।
বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
যব অভিসারবি হরিক উদেশ॥
আঁচরে ঝাপবি আনন চন্দ।
দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ॥
নূপুর মুখে ভরি তুলক পুঞ্জ।
মন্দর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ॥
চলইতে চৌকি নগর-পর মাঝ।
ঝনু মণি কঙ্কণ বঙ্ক বিরাজ॥
তিমির পন্থ রব হোতিম সেহ।
গোবিন্দদাস কহ করবি লেহ॥

কানড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি,
শ্যামমোহন শোহন কাঁতি,
মুরলী তান পঞ্চম গান,
কুলবতী চিত চোরণি॥
শুনত গোপী, প্রেম রোপি,
মনহি মনহি আপা সোঁপি,
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত,
কম কনক লোলনি।
বিস্মরি গেহ, নিজহু দেহ
একু নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু,
একু কুণ্ডল দোলনি॥
পবনে শিথিল সিঁথির বন্ধ,
বেগেতে ধায়ত যুবতীবৃন্দ,
গ্রহত খসত বসন চোরি
বিগলিত বেণী দোলনি।
ততনি বেলি, সখিনী মেলি,
কেহ কাহুক পথে না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুল চন্দে,
গোবিন্দদাসক গায়নি॥

মায়ুর।

নব যৌবনী ধনী, জগ জিনি লাবণী,
মোহিনী বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চিত, ভীত নাহি মানত,
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতীযূথ শত, গাওত বাওত চলত,
চিত্রপদ বিদগধ রমণী॥
হেরইতে শ্যাম সুরতন, রণপণ্ডিত হাসি মদন
মদে মালতি বালা।
রতি-রণ-বীর ধীর সহচরী,
বরিখয়ে নয়ানে কুসুমশর জ্বালা॥
নয়ানে নয়ানে বাণ, ভুজে ভুজে সন্ধান,
তনু তনু পরশিতে নহে জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দ কহ অব নাহি সমুঝিয়ে
বাজন কিঙ্কিনী কোন তরঙ্গ॥

গুর্জ্জরী।

ঘন ঘন নীপ, সমীপহি শুনিয়ে,
সঙ্কেত মুরলী নিশান।
রহি রহি বাম, পয়োধর পন্দই,
তেই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার, ঐ বিলম্বায়ত,
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনমথ,
ধৈরয ধরণ না যাত।
মণিময় হার, ভার জনু লাগয়ে,
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক, মোহে শোহায়ত,
কুসুম শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম গাহ,
দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥

ভূপালী।

গুরু তুরু বক্ষ উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুহুঁ অনুরাগিণী ত্রিভুবনে জীত॥
যাহা ধনী ধাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচ বাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ॥

কল্যাণী।

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিনী সাজলি শ্যাম
দরশ রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ শরমণ্ডল বীণ
উপাঙ্গ হাত পর শোভে।

ভালে বনি আওয়ে বৃষভানুতনী।
চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি।
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভরে,
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী বোলে।
গজ অরি মাঝারি, উপরে কনয়া গিরি,
বীচহিঁ সুরধুনী মুকুতা হিলোলে।
করি মণ্ডল ছবি জিনি মণি মণ্ডল সুন্দর
সিন্দূর-বিন্দু ভালহি ভাগে।
গোবিন্দদাস কহ, ভুলল অলিকুল,
বেঢ়ল কবরীক মালতি মালে॥

বেলোয়ার কন্দর্প।

কঞ্জচরণ যুগ,যাবক রঞ্জনখঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীরবাজে।
নীল বসন মণি, কিঙ্কিণী রণরণি,
কুঞ্জর গমন দমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যামবিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ, তরঙ্গিণী রঙ্গিণী,
মদনমোহন মনোমোহন ছাঁদে॥
কনক কটোর গোড়, কুচ কোরক জোড়ে,
উজরল মোতিমদাম।
ভুজ যুগ থির, বিজুরি মণিময়,
কঙ্কণ ঝণকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস, সুধারস নিরমল,
দশন জ্যোতি জিতি মোহিম কাঁতি।
সুভগ কপোল, লোম মণিকুণ্ডল,
দশদিশ ভরল বয়ান শর পাঁতি॥
ঝাপলি কবরী, ভালে অলকাবলী,
ভাঙু ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারলি মুরতি শিঙ্গার,
দেব আধ দেবী॥

মঙ্গল।

ঋতুপতি রাতি, রজনী উজোরল,
হিমকর মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে, চপল মনোভব,
সো মোহে বিথারল ধন্দ॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে, অবহি বিরহানলে,
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয় দহন, শেজ অব সাজহ,
আহুতি চন্দন পঙ্ক।
দ্বিজকুল নাদ, মন্ত্রে তনু জরজর,
দূরে যাউ প্রেমকলঙ্ক॥
চিত রতন মঝু, কানু পাশ রহু,
অবহু না মিলিল সোয়।
গোবিন্দদাস, কহই ধনি,
বিরমহ অব মিলায়ব তোয়॥

ষষ্ঠীশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণীমণি।
ধনি ধনি বৃকভানু-নবীন-তনী॥
অরুণ বসন বনি বরণ কিরণ মণি।
অবনী উয়ল জনি সুথির সৌদামিনী॥
বদনচাঁদ ছনি বচন অমিঞা জনি।
হরিণী নয়নী রঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি॥
অরুণ চরণে মণি নূপুর রণরণি।
মুগধ গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি॥

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলিল সুন্দরী ভৈ গেল প্রভাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আঁধিয়ার।
ঐছে সময় ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবহিতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহু হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোড়॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
ভাগণ গঠই মদন পরতাব॥

ভূপালী।

সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান।
সব তীরিথ ফল, স্বামী সুমঙ্গল,
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন, কহল যব সো সখি,
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার, সকপূর চন্দন,
নেওল ভানুক লাগি॥
সবহুঁ সখী মেলি, দেই হুলাহুলি,
চলতহি পন্থকি মাঝ।
সো রব সুন্দরী, করি পথ চাতুরী,
মিলায়ল নাগররাজ॥
রাইক বদন চাঁদ, হেরি মাধব,
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে, দুহু আরতি,
নব নব কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

আজু লো শিঙ্গারে ধনীরে চলু বালা।
যুবজন হৃদয়ে কুসুমশর জ্বালা॥
হাসি দেখা ওয়ে মুখ দশন জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি॥
চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই॥
চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট।
বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥
যৌবনমদে গতি মন্থর ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি॥
মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর-পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

কালয়দমন, জগতে তুয়া ঘোষই,
সহচরী শুনইতে কাণে॥
তুয়া সনে বাদ, করিয়া ধনী আওত,
মনমথ চড়ই ঝাপানে॥
মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলীক মাঝে, লোম ভুজঙ্গিনী,
হেরইতে তুহু জানি ভাগি॥
নয়নকমল পর, যুগল ভুজগবর,
কাজর গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি, আপে যব আওব,
সো বিখত বহি না সারি।
বেণী ভুজগবর, পীঠ-পর দোলত,
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ দমন, তনু কম্পিত,
কহতহি গোবিন্দদাসে।

বেলোয়ার।

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত॥
তাহে কহই নব কান।
নাগদমন মঝু নাম॥
খগপতি রহুঁ মঝু পাশ।
সবহুঁ সে করব গরাস॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয়॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তঁহি পুন অমিঞা না রাগে॥
নিরবধি হোয়ব তার জীবত এহি উপায়॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল॥

সারঙ্গ।

আছনস করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি, কুসুম তহি তোড়ই,
যতন তঁহি হার বনাই॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক-তীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
আকুল মন নহে থির॥
নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল,
নব কিশলয় তহি রাখি।

কুসুম যোরি, চিত ভেল আকুল,
হেরইতে থির দুই আঁখি॥
তৈখনে মদন, দিগুণ তনু দগধল,
জরজর শ্যামর চন্দ।
গোবিন্দদাস পহু, সুবল করে ধরি,
চর চর নয়ন তরঙ্গ॥

সখী-শিক্ষা।

সুহই।

দূর সঞে নয়ানে, নয়নে যব হেরবি,
নিয়ড়ে রহবি শির নারি।
পরশিতে শিহরি, করহি কর বারবি,
যতনে রোধ নিরমাধি॥
সুন্দরী অতএ শিখায়ই তোয়।
বিনহি মান ধন, কিয়ে বহু বল্লভ,
কবহু আপন বশ হোয়॥
পুছইতে গোরী, চমকি মুখ মোড়বি,
হসইতে জনি তহু হাস।
করইতে মিনতি, শুনই না শুনবি,
করবি আনহি আন ভাষ॥
পড়ইতে চরণে, বারি দিঠি পঙ্কজে,
পূজবি সো মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, যাক ধৈরয রহ,
তাহে সে এত পরবন্ধ॥

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
যেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরয লাজ, করব তুয় সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান, আপে পুন রাখবি,
নৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল-শীল-গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর,
ধন জনু পরব অন্ত॥

ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ-গতি বিপরীত॥

মিলন সম্ভোগ।

ধানশী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহুঁ কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল আধ পদ পয়ান॥
বিদগধ মাধব অনুভবে জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দরিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুন লেওল চুরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই ভরল নয়ানী॥
হঠ পরিরম্ভনে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদনতরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার।
পীবইতে অধর রচই শীৎকার॥
নখর-পরশে ধনী চমকই গোরী।
দংশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ।
আন আন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখত বহি পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ॥

কেদার।

ধর সখি আঁচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিবঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ান জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলি সম গোরী।
চিত নলিনী আধ রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপককূপে মগন ভেল কাম॥

ধানশী।

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তঁহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসালা।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মালা॥
টুটহু জানি দুহুঁ পড়লহি বন্ধ।
দৈব বাঢ়ায়ল হৃদয় আনন্দ॥
সখীর বখান হেরি আনন্দ ভেলি।
দুহুঁ গল মাল দূতী গলে দেলি॥
রাখল মরম সোহাগিনী নাম।
পরসাদ পাই দূতী করল পরণাম॥
ঐছন চিরদিন রহু অঙ্গে অঙ্গ।
রতিপতি জানি কভু না কর বিভঙ্গ॥
ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ।
গোবিন্দদাসে রহু অই খেদ॥

কেদার।

রাধামাধব, কুঞ্জহি পৈঠল,
রতিরণ রঙ্গ রসালা।
রণ বাজন ঘন, কোকিল কলরব,
ঝঙ্করু মধুকর মালা॥
সজনি হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ॥
মনমথ-সমরে, কুসুম-শরকো কহ,
সোঙরি জীউ কাঁপ॥
পহিলহি রাই, নয়ানশরে হানল,
আকুল কুঞ্জক-রাজ।
ভুজ যুগ বরুণপাশে ধনী বাঁধল,
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
রোখলি রাই তঁহি, পুন হরি উরে,
কুচ-কাঞ্চন-গিরি-হাল।
সো গিরিধরবর, নখরে বিদারল,
বিচলিত-মানিনী-মান॥
শ্রম ভরে দুহুঁ দুহুঁ, অধর মধু পীবই,
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করু দংশ॥
সিন্দুর দহন, কাণ হেরি মাধব,
মৃগমদ জলদে নিধাউ।
পিঞ্জ মুকুট ভয়ে, বেণী ভুজঙ্গিনী,
বিলুঠই মহী গাড়ি যাউ॥
মাতল মদন রাজ, মদ কুঞ্জর,
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবিবন্ধ, গীমক বন্ধন,
নিজপর দহ নাহি জান॥
রতি রণ তুমুল, পুলক কুল সঙ্কুল,
ঘন ঘন মঞ্জরী বোল।
নিজ মদে মদন, পরাভব পাওল,
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
অনুখণ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ঝঙ্করু,
রতি জয় মঙ্গল তুর।
মনমথ কেতু, মকর গতি ধাওত,
গোবিন্দদাস কহ থুর॥

কেদার।

সৌরভে আগোরি, রাই সুনাগরী,
কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল,
কুঞ্জে ভুজঙ্গম-রাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।

কাল ভুজগ কোরে, ছোড়ি মুগধ সখী,
গমন যুকতি না যুয়ায় ॥
চন্দ্রক চারু, ফণাগুণ-মণ্ডিত,
বিষ বিষ মারুণ দিঠ।
রাইক অধর, লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মিঠ
এক সন্দেহ, শীতকে ভীতহি,
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস, কহু মিলি সবহুঁ,
সখা বুঝহি রস অবগাই ॥

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতি-গেহ।
রসসঞে করস কিয়ে নবীন সুলেহ ॥
সংশয়ে নব রতি পতি-ভয়ে লাজ।
লোতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥
যব ধনী যতনে কান্তসঞে ভেট।
অবনত নয়ানে বয়ান করু হেট ॥
যব দুহুঁ সোপল করে কর আপি।
সাধসে ধরল দুহুঁক তনু কাঁপি ॥
যব দুহুঁ পায়ল মদন শয়ান ॥
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচ বাণ ॥
গোবিন্দদাস কহুঁ তুহুঁ সে শেয়ানি।
হরি করে সঁপিল হরিণ-নয়ানী ॥

কেদার।

কানু-বদন হেরি, উছলিত অন্তর,
লাজ বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে, ছল ছল লোচন,
কেলি সমাগমে কাঁপ ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কামুক দরশে, ঐছে বেয়াকুল,
দরশনে ইহ চিত-রঙ্গ ॥
রাই-বদন হেরি, লুবধল মাধব,
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচে কর পরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী,
চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি ॥

ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ,
অধরে অধর রস মেল।
গোবিন্দদাস পহু, পূরল মনোরথ,
নব নব সঙ্গম ভেল ॥

ভাটিয়ারি।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

বিহাগড়া।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর ॥
দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
রতিরসে মগন ভেল পাঁচবাণ ॥
দুহুঁ মুখ বিলোকনে, দুহুঁক দরশনে,
আনন্দ নীর নিঝাঁপই রে।
আরতি পরশতি, কুচ কনকাচল,
গিরিধর বরকর কাঁপই রে ॥
গদ গদ ভাষে; আলাপই দুহুঁ দুহু,
চুম্বনে নয়ন লুটাই রে।
দুহুঁ পরিরম্ভণে, দুহুঁ পুলকাঞ্চিত,
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে ॥
দুহুঁ রসে ভাসি, দুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।

নব নাগরী সঞে, নাগর শেখর,
ভুলল গোবিন্দদাস পহু ॥

কেদার।

কুটিল কটাক্ষ বিবিধ ঘন বরিষণে,
দূর করু বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধ সরস পরশ দধি,
লেশে স্থগিত করু অঙ্গ ॥
সুন্দরী ধনী পিতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিল্লোলে, শ্যামরস-সাগরে,
সবহুঁ সার হরি নেল ॥
দূর অবগাহ, মন্তর মহামন্তর,
মদন কমঠ অবগাহ।
উচ কুচ মন্দর, হার ভুজঙ্গম,
মেলি মথন নিরবাহ ॥
অধর সুধা পীয়, প্রেমলছিনী হিয়,
বাহিরে নখ পদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব, রতন পরিপূর,
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ ॥

ভূপালী।

হিম ঋতু নিশি নিশি দিশি রাত।
হিমকর-শীকর-নিকর-নিপাত ॥
মদন-জলধিতলে তঁহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ ॥
সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি ॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনী ধনী মনসিজ রস নিরবাহ ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোর ॥
হরি পরিপূরিত মানস কান।
গোবিন্দদাস গাও রে গুণগান ॥

কেদার।

রতিরণ রঙ্গ, ভূমি বৃন্দাবন,
রণ বাজন পিক রাব।
দুহু চড়ল মনোরথে, দোশর মনোমথে,
পরিমলে অলিকুল ধাব ॥
দেখ রাধা মাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চরিত, নাহি সমুঝিয়ে,
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি ॥
জর জর চন্দন, কব কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুল বাণ।
দুহুঁ নূপুর ধ্বনি, দুহুঁ মণি কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ বলয়া নিশান ॥
দুহুঁ ভুজ পাশ পরি, দুহুঁ জন বন্ধন,
অধর সুধা করু পান।
আকুল বসন, চিকুর শিখী চন্দ্রক,
গোবিন্দদাসরস গান ॥

কেদার।

পেখনু রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক ওর ॥
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোহে, লেখই না পারই,
অছু পরিরম্ভণে ভাঁতি ॥
ঘন ঘন চুম্বনে, লুবধ মদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম, ভরম পরিপূরল,
কো বিধুমণি কোই ইন্দু ॥
সিন্দূর অরুণ, বদনে বিধুমণ্ডল,
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দদাস-কহই অপরূপ,
নব রাধামাধব-কেলি ॥

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস-নিরবাহ ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার ॥

ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥
দুহুঁ তনু মিলন মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাঁতি ॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন-কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥

ভাটিয়ারি।

বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধবমাধবী সঙ্গিয়া
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন, গাওত সুললিত,
চলন নর্ত্তন গতি ভাতিয়া ॥
শ্রবণ যুগলে, কুণ্ডল শোহই,
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কাঁধে দুহুঁ ভুজ শোহই চুম্বই,
মুখশশী মোড়িয়া ॥
মত্ত কোকিল, মুরলী তাহে বাওত,
নাচত শিখিগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ, ধাই বেঢ়ল,
মুখর মধুকর পাতিয়া ॥
সকল সখীগণ, কুসুম বরিষণ,
আনন্দ ও রসে ভোরিয়া।
গোবিন্দদাস, কবই হেরব,
ওরস সায়রে গাহিয়া ॥

কেদার।

দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল,
ভুজযুগ বক্ষ ঝাঁপি।
আভরণ হীন তনু, পরশই বিপুল,
পুলক ভরে কাঁপি ॥
দেখ সখি রাধামাধব সঙ্গ।
রতিরণ লাগি, জাগি দুহু যামিনী,
না হেরিয়ে জয়াজয় ভঙ্গ ॥
ঘন ঘন চুম্বন, দুহুঁ অচেতন,
অধরসুধা রসে মাতি।
প্রেমতরঙ্গে, তনু মন পূরল,
চূরল মনমথ হাতী ॥
গদগদ আধ, আধ পদ কহই,
মদন মুরছল বাণী।
দুহুঁ দুহুঁ মরমে, মরম ভাল সমুঝই,
গোবিন্দদাস ভালে জানি ॥

শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী, বরত সমাপনি,
গুরু গৌরব ভয় ছোড়ি।
গুরু জন দিঠি কণ্টক তরি,
আওলি মনহি মনোরথ ভোরি ॥
শুন মাধব তোহে সোঁপলু ব্রজবালা।
মরকত মদন, কোই জন পূজই,
দেই নব কাঞ্চন মালা ॥
তুহুঁ অতি চপল, চরিত জনু ষট্‌পদ,
কমলিনী বিপিন গোঙারি।
মৃদুল শিরীশ, কুসুম জনু তোড়ই,
লহু লহু কবরী সঙ্কারি ॥
তরুণী সমাজে, শুনি জনু দুরজন,
হাসি না দেই করতালি।
দূতিক মিনতি, এতহুঁ তুয়া পদতলে,
গোবিন্দদাস কহে ভালি ॥

সুহই।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥
ও নব মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশ বাণ ॥
দেখ রাধা মাধব মেলি।
সুরতি মদন রস কেলি ॥
ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম জ্যোতি রসাল ॥
ও তনু পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ ॥

কামোদা।

দেখ রাধামাধব রঙ্গ।
দুহুঁ দুহুঁ মিলনে, আনন্দ বাঢ়ল,
দুহুঁ মনে উদিত অনঙ্গ॥
দুহুঁ কর পরশিতে, সপুলক দুহুঁ তনু,
দুহুঁ আধ আধ বোল।
কিঙ্কিণী নূপুর, বলয় মণি ভূষণ,
মঞ্জীর-ধ্বনি উতরোল॥
রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন,
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ তনু ভেল অতি,
আকুল জলধরে বিজুরী উজোর॥
ঘন ঘন চুম্বনে, দুহুঁ মুখ দরশনে,
মন্দ মধুর মৃদুহাস
শ্যাম তমালে, কনক লতা বেঢ়ল,
নিছনি গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি ঝারবি দিঠে পাসরি!
করে কর পঞ্জনে ভার সম্ভারি॥
শ্রম জল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পানীসার॥
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মাণি।
ঝারবি নিরবিষ উরপর হানি॥
যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর রস নেবি॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গায়বি তোরি॥

বরাল।

রজনী জনিত জাগরি, নাগর নাগরী,
শুতল কিশলয় শেজে।
রতিরস অলসে, অবশ কলেবর,
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে॥

সজনি শুতি রহু নিলজ কান।
রাই জাগাই, লেচল মন্দির,
জানই হোত বিহান॥
রাই কবরী, বাঁধই সম্বরি,
পিঞ্ছ মুকুট পাড়ি বাউ॥
মণিময় মুদুরি, মোহন মুরলী,
এ দহুঁ লেও চোরাও॥
ঘুমল কাম, যুকতি শুনিয়ে সব,
রাইক কোরে আগোরি।
গোবিন্দদাস, পহুঁ চতুরশিরোমণি
নিবসল সহচরী কোরি॥

কেদার।

দেখ গোরী শুতল শ্যামর কোর।
লাগল নীল রতনে, কিয়ে কাঞ্চন,
কুবলয় চম্পক জোর॥
গোরী সুনায়রী, অধরে অধর ধরি,
ঘুমল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল,
জনু হিমকরে শ্যামর চকোর॥
তুঙ্গ মনোহর, পীন পয়োধর,
রাতুল করতল সাজ।
উলটল কমল, বিকচ করে কাঁপল,
কনয় ধরাধর রাজ॥
নাগর গুরু উরু, নাগরী বেঢ়,
নাগর ভুজ বেঢ়ি অঙ্গে।
জলদ বিজুরী জনু, বেঢ়ল দুহুঁ তনু,
গোবিন্দদাস কহ রঙ্গে॥

বিভাষ।

বৃন্দাদেবী সময়ে জানিয়া।
সখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥
দেখ নিশি বহি গেল।
দশদিশ অরুণিম ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাও মোর শ্যাম নটবরে॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥

ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥
সুবদনী করু অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগ জাগ যুগল কিশোর।
অরুণকিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আরত থাকিতে না যুয়ায়॥
সখী মুখে শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস চিত ভীত॥

কেদার।

রতিরস ছরমে, শ্যাম হিয়ে শুতলি,
শরদ ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে, কোই জনু পূজল,
দেই নব কাঞ্চন মালা॥
শ্যাম বয়ান পর, বয়ান বিরাজই,
উরপর কুচযুগ সাজে।
কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল,
মদনমহোদধি মাঝে॥
যোড়ল তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে, হেন নীলমণি জনু,
বাঁধিল যুগ এক ঠাম॥
ঘন সঞে দামিনী, দুকূলে দুকূল,
অনু দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দদাস॥

কেদার।

রজনী উজাগরি, নাগর নাগরী,
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিহুঁ রভস ভরে, শ্যাম নাগরীর কোরে,
অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে॥
দেখি সখি অপরূপ ছাঁদে।
শ্যাম নাগরের কোরে, শুতিয়া রহল ধনী,
কানু নেহারি মুখচাঁদে॥

কুঞ্চিত কুন্তল, ভালে লাগিয়াছে,
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ, বিনন পাটের জাদ,
বীড় খসল কর বামে॥
নীল বসন খিসি, অঙ্গে লাগিয়াছে,
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চাঁদ কলা, মেঘে গরাসল,
নিরখই গোবিন্দদাস॥

রামকেলী।

হিমকর কিরণ মলিন, নলিনীগণ হাসই,
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর।
কোকিল বোলে, ভ্রমরকুল আকুল,
তেজত কুমুদিনী কোর॥
কৈছে ঘুমাওত যুগলকিশোর।
চৌঙকি কহত শুকসারীক জোড়॥
কিশলয় শয়নে, নিচল তনু শ্যামর,
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম শর, তুণ শূন ভেল,
কিয়ে দুহু রতিসরে ভোরি॥
সহচরী ছোড়ি, মন্দিরে জনু যাওত,
জাগাহুঁ সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দদাস পহু, শুনইতে কাতর কোন,
কয়ল রস বাধে॥

ললিত।

গগনহি মগন, সগণ রজনীকর,
চলু চরমাচল ওর।
পদুমিনী বদন, মধুপ ঘন চুম্বই,
তেজই-কুমুদিনী কোর॥
জাগহ রে বৃষভানু-কুমারি।
শ্যামক কোরে গোরী, কিয়ে ভোরলি পুন,
বোলত শুক সারি॥
যামিনী তিমির থির, নাহি হেরিয়ে,
পরশি অরুণ রুচি রঙ্ক।

নাগরী নীল, পটাঞ্চলে লাগল,
তনু বিরহানলে অঙ্ক ॥
চৌরি রভস রস, এতহুঁ সুধাধস,
দুরজন রহ পথ জোই।
গোবিন্দদাস কহ, জানি চলয়ে সখী,
পিকু বোলত অই অই ॥

কেদার।

চললহি মন্দিরে নওলকিশোরী।
হেরইতে হরি মরি মুখ, অলস বিলোচন,
চেতন রতন চোরায়লি গোরী ॥
ঝামর বদন, শ্যাম ঘন চুম্বনে,
প্রতি ধূসর কাঁতি।
চম্পক মাল, ললিত করে বায়ই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি ॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে চমকিত, তনু ঝাঁপই,
রস আবেশে চলু চলই নাপারি ॥
লহু লহু হাসে, সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস কহ, জানয় গুরুজন,
চলহ তুরিত ঘরে যাই ॥

স্বাধন ভর্ত্তৃকা।

কেদার।

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
নয়নক ওর, করত নাহি মাধব,
নিশি দিশি রস অব পাই ॥
করতলে কুঙ্কুমে, ওমুখ মজাই,
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে, পুন পুন হেরই,
আকুল গদ গদ বোল ॥
লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতিমূল।

অতসী কুসুম স্মরি, ললিত হৃদয়ে ধরি,
কৃপণ হেম সমতুল ॥
যাবক চিত্র, চরণ পর লেখই,
মদন পরাজয় পাও।
গোবিন্দদাস, কহই ভাল হোয়ল,
কামুক আর কত হাও ॥

কেদার।

আনন্দ নীর যতনে হরি বারত,
অলকা তিলকা নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে, হরিমুখ হেরইতে,
থরহরি কাঁপই রাই ॥
দেখ সখি রাধামাধব লেহ।
নাগরী বেশ, বনাওত নাগর,
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ ॥
কোরহি মাতি, পুনহি হরি সাজত
পীন পয়োধর জোড়।
শ্যামল কর পঙ্কজ, জলে ধোয়াযল,
মৃগমদ চিত উজোর ॥
মরমক বোল, কহত দুহুঁ আকুল,
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে, ইঙ্গিতে কি কহল,
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সঁ ৗথি বনাই বাঁধল পুন কবরী ॥
তঁহি সমরেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখইন্দু ॥
এহরি রতি রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুন বার ॥
কাজরে উজর লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংস কিশলয় চমরী ॥
পীন পয়োধরে, থির কর আপি,
মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ ছাপি ॥

বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
সীথে সীথায়হ নূপুর জোড় ॥
মেটল যাবক পদে পুন দেথ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক ॥

কামোদ।

ধনী মুখ পঙ্কজ, কুঙ্কুমে মাজই,
বিদগধ বর কান ॥
রচইতে সিন্দূর, গর গর অন্তর,
অঝরে ঝরে নয়ান ॥
দেথ সখি রাধামাধব-কেলি।
দুহুঁ সুখ-সাগরে, আনন্দে ভাসল,
দুহুঁ রসে নিমগন ভেলি ॥
বয়ন কঠোর জোড়, কুচমণ্ডল যছু,
পদে বিদগধি সাজ।
মৃগমদচিত, অঙ্গরু করু পল্লব,
মুগধল মনসিজরাজ।
আনন্দ নীর, নয়ন ভরি আয়ত,
কাঁচলি করি নিরমাণ।
নীলবসন মণি, তন্থু পরি কিঙ্কিণী,
হেরইতে হেরল গেয়ান ॥
মঞ্জুল মঞ্জীর, চরণ পর রঞ্জই,
মুকুর ধর নিজ পাশ।
নিজ তনু হেরি, হাসি তোঁহে সোঁপল,
হেরল গোবিন্দদাস ॥

রামকেলী।

এ ধনি এ ধনি করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুগত কান ॥
পহিলহি তোহার বচন পরমাণে।
কিশয়ল সাজনু মদন শয়ানে ॥
চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল।
বতি খনে শ্রমজল সব দূরে গেল ॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি।
বকুল মাল সঞে বাঁধনু কবরী ॥
অঞ্জনে রঞ্জনু এ দুহে নয়না।
তাম্বুলে পূরল পঙ্কজ বয়না ॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর।
কাঁপে চপল কর পল্লব মোর ॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরী।
গোবিন্দদাস গুণ গায়ব তোরি ॥

শ্রীমতীর রসোদ্গার।

ধানশী বা সুহই।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দুরে রহুঁ ভাগি ॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরী মতি মন্দ ॥
আপনক চরিত, আপনি নাহি সমুঝিয়ে,
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল তনু, পরিজন বাঁচিতে,
গ্রহপতি সপতিক ঠাম ॥
নিদহ নিদ, নয়ানে না হেরিয়ে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতএ পরমাদ, কহই না পারিবে,
গোবিন্দদাস এক সাখী ॥

সিন্ধুড়া বা গান্ধার।

কাজল তিমির, ভরমজনু রুচি,
নিবসই কুঞ্জকুটীর।
বাঁশী নিশাসে, মধুর বিষ উগারই,
গতি অতি কুটিল সুধীর ॥
সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মবু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল,
ভাগল ধরম বিহঙ্গ ॥
লোচন কোণে, পড়ত যব নাগরী,
রহই না পারিয়ে থির।

কুঞ্চিত অরুণ, অধর ভরি পিবই,
কুলবতী বরত সমীর॥
এক অপরূপ, নয়ন বিষ তাকর,
মোটয় দংশন দংশে।
বিষস্তৌষধি, বিষ অবধারল,
গোবিন্দদাস পরশংসে॥

বরাড়ী।

বেণুক ফুক বুক, মদনানলে,
কুল ইন্ধনয়ে জোরি।
দরশন পানি, দুহুঁ পরশে সোহায়ল,
শ্রমজল জারণ বারি॥
সজনি কানু সে শৈল সোণার।
মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমধন,
জোরি পিঁধায়ল হার॥
নব অনুরাগ, রঙ্গে পুন রঞ্জল,
মুল না জানয়ে কোই।
গুরুজন নয়ন, চোর পথ ছাপিয়ে,
প্রাণনাথ সোপোই॥
যো রস আগরি, বিদগধ নাগরী,
হেরতহিঁ তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহ, আন আন বচন,
হোয়ে জনি পরমাদ॥

সুহই

অবলা কি জানি গুণধরে।
রসিক মুকুট মণি, নায়ক হইয় কেনে,
এতেক আদর মোরে করে॥
আউলাঞাকবরীভার, বেশ করে বার বার,
বসন পরায় কুতুহলে।
রাখিয়া আপন উরে, নূপুর পরায় মোরে,
চরণ পরশে করতলে॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া রসে,
প্রাণনাথ বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে,
এতনু তোমারে দিনু দিনু॥

বন্ধুয়া বলয়ে ধনি, কালিয়া কস্তুরীখানি,
ওরাঙ্গা চরণতলে রাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সখী॥
বিদগধ শ্যামরায়, বীজন করয়ে গায়,
আপনে ভুঞায় গুয়াপান।
গোবিন্দ বলয়ে ধনি, শুন ওগো ঠাকুরাণি,
তুমি সে কানুর এক প্রাণ॥

শ্রীগান্ধার।

দরশনে জোর নয়ন যুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহু চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছন রসভ রস কেলি॥
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ কমল পর সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভাবি আপ পরক সমুঝাব॥
তবহুঁ জগভিতরি ঘোষিত এহ,
রাধা মাধব অবিচল নেহ॥
একিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস চিতে না ভাঙ্গে বিবাদ॥

সুহই।

আধক আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখনু কান।
কত শত কোটি, কুসুম শরে জর জর,
রহতকি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই,
তছু পায় মঝু পরণাম॥
সুনয়নী কহত, কানু ঘন শ্যামর,
মোহে বিজুরী সম লাগি।

রসবতী তাক, পরস রসে ভাসত,
হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥
প্রেমবতী প্রেম, লাগি জীউ তেজত,
চপল জীবনে মঝু সাদ ।
গোবিন্দদাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে,
রসবতী রস মরিযাদ ॥

বরাড়ী ।

যাহা দরশনে তনু পুলকে না ভরই ।
যাহা কর পরশনে টুটত বোলাই ॥
যাহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই ।
যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টুটই ॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঙ্গে মেলি ।
যব হোয়ব হেন মনোভব কেলি ॥
যাহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বলই ।
যাহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই ॥
যাহা নখ নূপুর তরলিত কলই ।
যাহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই ॥
যাহা নাহি ঐছন রস নীর বহই ।
তাহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই ॥

ধানশী ।

যব হরি পাণি, পরসে ঘন কাঁপসি,
ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ ।
তব কিয়ে ঘন ঘন, মণিময় আভরণ,
কেশ পরায়লি রঙ্গ ॥
এ ধনি অবহু না সমুঝসি কাজ ।
যাহে বিনু জাগরে, নিদহুঁ না জীবসি,
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥
করইতে কোরে, জোরি তনু বল্লরী,
নহি নহি বোলসি থোর ।
চুম্বনে বেরি, মুখ মোড়সিলু,
জনু বিধু লুবধ চকোর ॥
যব হোয়ে নাহ, রতন রত অবিরত,
বারত জানি অভিলাষ ।
গোবিন্দদাস কহ, নহ বহু বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥

গান্ধার ।

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই ।
সে রস ধাধসে, ধস ধস হিয়া,
তেঞি সে তোমারে কই ॥
ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগোর সকল গুণে ।
সে সব চরিত, আদর পিরীত,
বুঝিয়া মরি যে মনে ॥
পিরীতি বল, কত না ছল,
সে কি নাশে আকুতি সাধে ।
মান নাশিয়া, মধুর ভাখিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে ॥
সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া,
বদনে বদন দিয়া ।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইল পিয়া ॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
তুলিয়া মধুপ জনু ।
কমল কোরক, ভরমে কি কৈল,
গুণেতে ঘূণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী, মুখের মাধুরী .
লহরী কত বা আর ।
এ সুখ শুনিতে, ঝুরিয়া মরয়ে,
দাস গোবিন্দ ছার ॥

পঠমঞ্জরী ।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে ।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতিপদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান ।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে ।
নাশা পরশিয়ে রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥

পঠমঞ্জরী।

সিনান দুপুর সময় জানি।
তপত পথে গিয়ে ঢালয়ে পানী॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥
তাম্বূল ভখিয়া দাঁড়াইয়া পথে।
হেন বলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্ন তলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি অনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

বিভাষ।

নব ঘন কিরণ, বরণ নব নাগর,
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ান কোণে, মদন জাগাওল,
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপন বিলোকনে, কিয়ে ভেল দরশন,
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥
উরপর কমল, পাণি অবলম্বনে,
দূরে করল আনো আন।
নীবিহক বন্ধ, বিমোচল নাগর,
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন, কুসুম-শর হানল,
জর জর জীবন মোর।
গোবিন্দদাস কহ, গোরী আরাধন,
বিফল কি যাইবে তোর॥

ধানশী বা শ্রীগান্ধার।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন।
নিগন কতহুঁ রমণী-মন-মীন॥
শ্রবণ মকর গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ॥
এ সখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর।
কৈছে বরসী কালার কটোর॥
যতু মুখ চাঁদ সুধাময় হাস।
গরলি ভরল নয়ন পরকাশ॥
অধর পণ্ডর দশম মান দ্যোতি।
রোচল তিলক মৈনাকক জ্যোতি॥
সুরতরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ, পিঞ্ছ ধনু ভাস॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

বিভাষ।

যো গিরি গোচর, বিপিনহি সঞ্চরু,
কৃশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু, ছটাপরি মণ্ডিত,
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরী ভাগে তুহুঁ হরিণ-নয়নী।
সো চঞ্চল হরি, পিয়া পিঞ্জর ভরি,
কৈছনে ধরলি সয়ানি॥
কত বর দন্তীক, রহি কর বারত,
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বলকয়ে খরতর, নখর শিখর সঞে,
মোহিম বনহি বিথারি॥
অধর-সুধা দেই, পুনহি জীয়য়ই,
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দদাস ভণ, তাক শয়ন পুন,
অহনিশি কিশলয় শেজ॥

ধানশী।

পহিলহি কুল, তুল সম উয়ল,
যা কর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মমি, ভরম সদৃশ ভেল,
নারী গিরি সম দুখে॥
সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু, আপনি আপন তনু,
কাহে করত অন্তরায়॥
নয়নহুঁ নিদহুঁ, নয়নে না হেরই,
হানল ফুলশর-বাণ।
যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ধানশী।

শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর চিহ্ন কিয়ে আর কত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
টাট কানাই কয়ল মোহে কোর॥
তবহুঁ খণ্ডন করি করইতে মান।
হাস কুমুদে তঁহি সব কর আন॥
মানিনী মান গরব গেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পুর॥
তবহুঁ না জাননু দিন কি রাতি।
গোবিন্দদাস কহে সমুচিত শাতি॥

সুহই।

সজনি! কি কহব রাইক সোহাগি।
যা কর দেহলি, বদরি কোরে ধরি,
রজনী পোহায়ল জাগি॥
কোকিল সম হরি, সঙ্কেত করইতে,
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে, গুরু জন জাগল,
পড়ি গেও দারুণ বাধা॥
ননদী বোলে ধনী, কো বাহিরায়ত,
ভীত পুতলি সম দেহা।
লোরে মিটাওল, পীন পয়োধর,
মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা।
বিঘটি মনোরথ, আন চলল হরি,
তাহে তুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত, সরসিজ মুকুলিত,
গোবিন্দদাস এক সাখী।

প্রেম-বৈচিত্র্য।

কেদার।

শ্যাম কোরে, যতনে ধনী শুতলি,
মদন মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু কাঞ্চন মণি জোর॥
কোরহি শ্যাম, চমকি ধনি বোলত,
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ, তবহু মঝু মেটব,
অমিঞা করব সিনান॥
সো মুখমাধুরী, যব নেহারই,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস, পরশ যব পাওব,
তবহু মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরী, দীর্ঘ নিশ্বাসহি,
মূরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই, শ্যাম পরবোধই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জাননু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বিয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত পুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দ দাস চিত সচকিত॥

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে, রঙ্গে যব বিলসই,
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু করি করি, রোয়ই সুন্দরী,
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহন না যাই।
হেম আঁচরে রহু, ভরমিত যৈছন,
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥
কাঁহা গেও সো মঝু, রসিক সুনাগর,
মোহে তেজল কতি লাগি।

কাতর হই, মহীতলে লোটই,
মদনে মদন রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে, কানু ভেল চমকিত,
বয়ানে বাণী নাহি ফুরে।
প্রিয় সখী লেই, করে কর বাঁধই,
গোবিন্দদাস বহু দূরে ॥

বিহাগড়া।

রসবতী বৈঠি রসিক বর পাশ।
রাই কহই ধনী বিরহ-হুতাশ ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পার হব হাম ॥
নিকটই নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই ॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল ॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজলনয়ানে আলিঙ্গন কেল ॥
আঁচরে মুছায়ল নয়নক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর ॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায় ॥

অনুরাগ।

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানল মরমে॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান ॥
সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিনু ॥
সই এবে বলি কিরূপ সাজনি।
যাচিঞা যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি ॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥

টোড়ী।

মুঞি যদি বলি, ·াশর কানু,
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার, মুখ নাহি দেখি,
নিঝর ঝরয়ে নয়ান ॥
শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে ॥
মনের মানসে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন,
কাণে সে মুরলী বাজে ॥
যদি চলিতে না চাহ, কানুর পাশে,
চরণ থির না বাঁধে।
গোবিন্দদাস কহ, কানুর লাগিয়া,
ভাল সে পরাণ কাঁদে ॥

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি,
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর, তনুমন মাতল,
না শুনে ধরম লব লেশ ॥
নাসিকা সে অঙ্গের, সৌরভে উনমত,
বদনে না লয় আর নাম।
নব নব গুণ গণে, বাঁধিল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে,
কো জানে উপজয় হাস।
তহি এক মনোরথ, যদি হয় অনরথ,
পুছত গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ, যছু নব গুণ গুণ,
শ্রবণ নয়ন দৈভ গেলা।
দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি, বিঘিনি বাঢ়াওল,
কানু সমাগম মাঝ॥
যা সঞে কেলি, কলায়স লালসে,
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি, পরশে তনু পরবশ,
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয় ঘন সার, হার নাহি পহিরিনু,
যাক পরশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে,
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

কামোদা।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি গরজন,
কুলবতী কুবচন ভাব।
কত পরমাদ, সবহু পুন মেটব,
মধুর মুরলী আশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জলে আগোল॥

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পর দুরমতি খর ধার।
পাপীর পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে,
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহু না দূর নহ,
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥
দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর,
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে, মরম মহা পৈঠয়,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলনে মিলন, দুহু ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান।

ধানশী।

পিরীতির রীত, কোন অবগাহক,
সহজেই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধসধস অন্তর,
পঞ্জর জর জর হোই।
সজনি তাহে কি কামুক লেহা।
যত যত নিতি নিতি, চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে বিয়াকুল দেহা॥
পরশ হোই, যো ধনী জীয়য়ে,
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহু লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥
মরমক বোল, কহত হিয়া লোভত,
কো কহ জনি পরবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভোলনু,
তাহে এত পরমাদে॥

বাসকসজ্জা।

কামোদা।

সাজল কুসুমে, শেজ পুন সাজাই,
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুর, কর্পূর পুন খাসই,
ভৈগেল মদন জরাতি॥

আজু ধনি সাজল বাসক শেজ।
মনমথ লাখ, মনোরথে বায়ল,
অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ॥
ঘন ঘন অভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তায়।
সচকিত নয়নে, চমকি ক্ষণে,
উঠই হেরই নিজ তনু ছায়॥
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী,
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিশান॥

ধানশী।

বাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বূল,
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ, সমীপে উপাহারই,
বিরচই চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যাই আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি, অবহু নব নাগর,
মিলব শ্যামর চন্দ॥
কুসুমক মৌলি, রসালক পরিমলে,
ভ্রমর ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মনোরথে, সগরিহু যামিনী,
সুখে বঞ্চব হরি কোর॥
বিহি পায়ে লাগি, মাগি হিয়ে একবর,
চেতন রহু মঝুদেহ।
গোবিন্দদাস, কহই হরি পরশহি,
সো পুন রহত সন্দেহ॥

ধানশী।

উজোর রাতি, শেজ নব কিশলয়,
বাসিল তাম্বূল বারি।
এই উপচারে, আজি পহু ভেটব,
বৈছন মরম হামারি॥
শুন সজনি কি ফল বেশ বনানি।
কানু পরশ মণি পরশ ধারণ,
আভরণ সৌতিনী মানি॥
তুহু মণি কুণ্ডল, তুহুঁ মণি কঙ্কণ
তুহু নূপুর ইহ রাখি॥
মৃগমদ সিন্দুর, লোচন কাজর,
পদ যাবক রতি সাখি॥
সো তনু পরশে. পুলকে জনী বাধিত,
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস, কহই ধনি ধনি
কান মরম তহি জান॥

দূতি-প্রেরণ।

কেদার।

উগর শশধর, দীপক জারল,
অলিকুল ঘাঘর লোর।
হানইতে হরিণী, নয়ন দরশায়ল,
ওহি ওহি পিক বোল॥
মাধব মনমথ ফিরত আহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুলশরে জর জর,
পন্থ নেহারই তেরা॥
তুহুঁ অতি মন্থর, গমন দুরন্তর
মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির, করত নিরন্তর,
নিমিখে মানই যুগ কোটি॥
আশাপাশ গলে, লেই বৈঠল প্রেম,
কলপতরু মূলে।
কিয়ে অমিয়া, কিয়ে ধরব গরল ফল,
দাস গোবিন্দ কহ ফুরে॥

বিহাগড়া।

হরিণী-নয়নী, তেজি নিজ মন্দির,
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ, উদয় ভেল দারুণ,
পসারল কিরণ দামা॥
মাধব তোহে কিরণ আন।
বিষম কুসুমশরে, পাঁজর জরজর,
ধনী জানি তেজই পারাণ॥
মোতিম হার, ভার হিয়ে জারই,
কর কঙ্কণ ভেল বাঙ্ক।

সহচরী কোরে, ভোরে তনু মোরই,
লোরে ধরণী করু পঙ্ক ॥
কালিন্দীকূল, কদম্ব কানন,
নামে নয়নে ঝরু বারি ।
তুয়া বিনু মাধব, একলি নিকুঞ্জে
কৈছে রহব বরনারী ॥
কিশলয় শয়নে, থির নাহি বান্ধই,
চন্দন পবনে মুরছাই ।
গোবিন্দদাস, কহই হরি অভিসর,
যতিখন জীবই রাই ॥

গুর্জ্জরী ।

ঋতুপতি রাতি, বিরহ জ্বরে জাগরি,
দূরী উপেখলি রামা ।
প্রিয় সহচরী বলি, মোরে পাঠাওলি,
অতএব আয়নু তুয়া ঠামা ॥
শুন মাধব, কর জোড়ি,
কহলো মো তোয় ।
মনমথ রঙ্গ, তরঙ্গিত লোচন,
তুহুঁ না হেরবি মোয় ॥
দূরে কর লালস, আনহি আলস,
চাতুরী বচন বিভঙ্গ ।
বরু হাম জীবন, তোহে নিরমঞ্ছব,
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ॥
বাহে শির সোঁপি, কোর পর শুতিয়ে,
সো যদি করু বিপরীতে ।
পিরীতিক রীত, ঐছে তব মিটব,
গোবিন্দদাস চিতে ভীতে ॥

ধানশী ।

পন্থ নেহারী, বারি ঝরু লোচনে,
অধর নীরস ঘনশ্বাস ।
করতলে বদন, সঘনে অবলম্বই,
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা ।
সগরিহ যামিনী, জাগি পোহায়ল,
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥
হরি হরি বলি, ধরণী ধরি উঠই,
বোলত গদ গদ ভাখ ।
নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম ভরে,
বিহি সঞে মাগই পাখ ॥
লাখ আশোয়াসে, লখই না পারিয়ে,
রহত কি নাহি নিশ্বাস ।
তোহারি নাম শুণে, পুন তনু পুলকই,
কহই গোবিন্দদাস ॥

ধানশী ।

মাধব কি কহব সো বরনারী ।
গুরুজন নয়ন নয়নে বহে সুন্দরী,
নব যৌবন মুদি ভারি ॥
দিবসক-মাঝে বাহির না হোয়ত,
দিনকর কিরণ তরাসে ।
ননীক পুতলি তনু, আতপে মিলায়,
জনু মিলব দুকূল পীতবাসে ॥
এতহি বচন, শুনহ যব মাধব,
চললি কুঞ্জ কুটীর ।
পন্থ গর অন্তর, বচন নাহি আয়ত,
ঝর ঝর নয়নক নীর ॥
সহচরী গৌরী, করে ধরি মাধব,
মারত আনন চন্দ ।
দারুণ মদন, দ্বিগুণ তরু দগধল,
গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥

ললিত ।

উত্তর না পাই, যাই যথা সখি কুঞ্জহি,
রাই নিয়ড়ে উপনীত ।
তোহারি সম্বাদ, কহিতে ভেল গদ গদ,
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ ।
নিশিপতি কাঁতি, মলিন অব হেরিয়ে,
টুটল সব পরসঙ্গ ॥
এত শুনি রাই, পাই মনোদুখ,
চললিহ অব নিজ গেহ ।
রজনী উজার, নহে পন্থ পর,
মিলল বাসর দেহ ॥

দূর সঞে নাগর, রাই বদন হেরি,
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ, অহে নন্দ-নন্দন,
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত॥

সুহই।

তোহারি সংবাদে, আগি সব যামিনী, গোরী।
যামীক শয়ন, সীম সনে আওল,
গুরু দুরজন দিঠি চোরি॥
মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ।
কালিন্দীকূল, কুঞ্জে কুলকামিনী,
ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥
একলি সঙ্কেত, নিকেতনে বৈঠলি,
করতলে মুখশশী লই।
তোহে বিনু ক্ষণহি, জনু মানত যুগশত,
ঐছন সময় গোই॥
হিয়া অভিলাষ, হাস ক্ষণে রোয়ই,
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছান।
তুয়া রস পরশ, আশে অব জীয়ই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বিপ্রলব্ধা।

গান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম গন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি কর দ্বন্দ্ব।
আপন মনেহি মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তারক রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যা কর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদ-ব গোবিন্দদাস॥
ভুজগে ভরল পথ, কুলিশ শত শত,
কত কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব, বাম চরণে ঠেলি,
কুঞ্জে করলু অভিসার॥
সজনি কি ফল পাপ পরাণ
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত,
অবহু না মিলল কান॥
অতএব মনোরথ, সব ভেল অনরথ,
কানু পিরীতি অভিলাষে।
কোন কলাবতী, বান্ধল প্রাণপতি,
বাহু-ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর, কুঞ্জে বিথারয়,
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহে এ তুহুঁ সংশয়,
নিরসল রসিক মুরারি॥

কামোদ।

কানুক সঙ্কেতে, বেশ বনি আয়নু,
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে।
মাধবী পরিমলে, ভরি তনু আয়ই,
কুহরই মধুকর পুঞ্জে॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত, পিরীতি অনুরোধ,
ইথে নাহি যাত পরাণ॥
কানুক বচন, অমিঞা রস সেচনে,
বেচলু তনু মন জাতি।
নিজ কুল দূষণ, ভূষণ করি মাননু,
তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর কিরণে, গমন অবরোধল,
মন্দিরে চলত সন্দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে, যাই সতি জানহ,
কানু কি তেজল লেহ॥

কামোদ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি।
দুরুজন নয়ন পহরি করি বাঁচি॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহুঁ কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুমশর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥

কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হাহা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটতে রজনী বাঢ়ত অনুরাগী॥
অবহুঁ না মিলন শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল ভৈ রাতি॥

গান্ধার।

দেখ সখি অষ্টমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশদিশ অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদনি উগি লেগ।
অব হরি না মিল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়নু বেশ।
বিঘটন কামুক সন্দেশ॥
কান্থকে লহ ইহ গারি।
ধনী জনি হোয়ে কুল নারী॥
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহু মিলায়ব কান॥

সুহই।

কপটক কন্দ, সো যদুনন্দন,
হামারি গুপত রতিকান্ত।
অবইতে যামিনী, কো গজ গামিনী,
আগে আগোরল পন্থ॥
সজনি কাহে বনয়নু বেশ।
কুসুমক সাজি, সাজি নিশি জাগরি,
অরুণ উদয় অবশেষ॥
কত কত মরমে, বেয়াধি সমাধব,
ধরণী শয়নে করি সেবা।
চঢ়ল মনোরথ, ঐছে নাহি ছোড়ত,
নিকরুণ মনোরথ দেবা॥
ফুল শরে জীবন, রহব কি যায়ব,
পড়ি রহুঁ প্রেমিক পঙ্ক।
গোবিন্দদাস কহে, কামুক পিরীতি নহে,
কেবল যুবতী-কলঙ্ক॥

খণ্ডিতা

গান্ধার।

কহ মাধব কোন কলাবতী সোই।
প্রেম হেম গহি, আপন রঙ্গ দেই,
এহেন সাজাগুলি তোয়॥
নয়নক অঞ্জনে, অধর ভেড় রঞ্জিত,
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দুর বিন্দু, চন্দন ইন্দু ঝাপল,
উর পর যাবক রাগ॥
মদন সোণার, ভোরি রূপ লালসে,
তাহে দেওল নখ রেহ।
কোন গোঙারি, তোহে অবহুঁ পরশব,
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অব রস-লালস, কিয়ে দরশায়সি,
নিলজ লোহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ, আপন পরশ দেহ,
হেম ধরব নিজ বাণ॥

গান্ধার।

আন্তরে বাদর, করি কত বরিখসি,
বচন আমিঞা রসধারা।
যো রস সাগরে, ডুবি মরত জনু,
পুণ ফলে পায়নু পারা॥
মাধব বুঝলম তুয়া অবগাই।
নাগরী লাখ, ভরল তুয়া অন্তর,
কো পরবেশব তাই॥
কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত,
সঙ্গীত মনোরথ ফাঁদে।
তুহুঁ নাগর গুরু মোহে পরাওলি,
কপট প্রেমময় বাঁধে॥
দূর কর লালস, রসিক রসেশ্বর,
ব্রজরমণীগণ দেবা।
গোবিন্দদাস, কতহুঁ গুণ গায়ব,
তোহারি চরণে মঝু সেবা॥

বিভাষ।

ডগমগ অরুণ, উজাগর লোচন,
উরে নখ পরতীত রেখা।

রতিরণ রমণী, পরাভব মানই,
দেওল রতি জয় লেখা ॥
মাধব, অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতিরস, ও সুখ সম্পদ,

রতি রসে অলস, অবশ দিঠি মন্থর,
নিরবধি নিদঁক সেবা।
কোন কলাবতী, করি অতি আরতি,
পূজল মনমথ দেবা ॥
বচন রচন করি, কিয়ে পরবোধসি,
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ, পরশ ভুল নহ,
পরশনে রস নাহি হোই ॥

বিভাষ।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক,
ভালহি সিন্দূর দহনা।
চন্দন চন্দ মাঝহি, লাগল মৃগমদ,
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অবতুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণ ফলে, প্রাতরে ভেটনু,
দূরহি দূরে রহুঁ সেবা ॥
চন্দন রেণু, ধূসর ভেল সব তনু,
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি দরশনে, মঝু মনে মনসিজ,
মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
তবহুঁ বসন ধর, কাঁহে দিগম্বর,
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ পর অম্বর,
গণইতে লেখি না দেখি ॥

কামোদ বা সুহই।

সহজেই গোরী, রোখে তিন লোচন,
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয় পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে,
শৈলসুতা করি চিন ॥
সুন্দরি অবতুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।
তে মুঞি শঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর,
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ।
কালিয় কুটিল যুগ, ভাঙ ভুজঙ্গম,
সঙ্কয় তারক দন্ত।
পশুপতি দোখে, রোখ নাহি সমুঝিয়ে,
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভব, তুহুঁ জিয়ায়বি,
ঈষৎ হাস বর দানে।
তুয়া পরসাদে, যাদ সব খণ্ডয়ে,
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

ভূপালী।

রজনী গোঙায়লি রতি সুখ-সাধে ॥
বিহানেতে জ্বলি তাহে কোন অপরাধে ॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে, যাই সেব ॥
কি কহব যো সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ ॥
ভাগলি সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চল মুখে আঁচল গোই।
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল বন্ধ।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ ॥
গোবিন্দদাস চলিল আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥

সুহই।

যামিনী জাগি, অলস দিঠি পঙ্কজে,
কামিনী অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ, অধরে ভেল কাজর,
ভালোপরি অলক্তক দাগ ॥
মাধব দূরে কর কপট সুনেহ।
হাতক কঙ্কণ, কিয়ে দরপণ হেরি,
চল তু তঁহাক গেহ ॥
সো স্মর সমরে, সুধীর কলাবতী,
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে, হানি উর অন্তর,
প্রেম রতন হরি নেল ॥

প্রেমধন বিহীন, পুরুখে অব কো ধনী,
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার, সখি এক তুয়া,
হিয়ে দোসর গোবিন্দদাস ॥

বিভাষ।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি ॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একলি পরাণ ॥
হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁক গদ গদ ভাষ ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ ॥
অতএব চলহুঁ নিজ বাস।
কহতঁহি গোবিন্দদাস ॥

বিভাস, কন্দর্প তাল।

কাহাঁ নখ চিহ্ন, চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি,
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে, মরমে কিয়ে গঞ্জসি,
ঘন মৃগমদরস এহ ॥
ভাবিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে, দোখ করি মানসি,
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ।
গৈরিক হেরি, বৈরি সম মানসি,
উরপর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু, ইন্দুমুখি নিন্দসি,
সিন্দুর করি অনুমানে ॥
তোহারি সম্বাদে, জাগি সব যামিনী,
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি, মোহে পরিবাদসি,
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

বিভাষ।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি, রজনী গোঙায়লি,
তাহি করহ অনুরাগ ॥
রতিরণ-পণ্ডিত, বেশ অখণ্ডিত,
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতএব অনুমানিয়ে, বেকত উজাগরি,
বিঘটন ভামিনী সঙ্গ ॥
অতি অনুরূপ গতি, ইহ বচন সতি,
আজু দেখিনু পরতেক।
যো পরবঞ্চক, বিহি তারে বঞ্চউ,
দূরজন দেখি না দেখ ॥
তুহুঁ রসসাগর, বিদগধ নাগর,
হাম মুগধী কুলনারী।
গোবিন্দদাস, কহই অব হরিসঞে,
অনুনয় বুঝাই না পারি ॥

মান।

কামোদা।

মাধব, অপরূপ পেখনু রামা।
মানিনী মানে, অবনিপর লেখই,
নয়ানে না হেরই শ্যামা ॥
শুনইতে বিদগধ, নাগর শেখর,
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব দৈবে, রজনী হাম বঞ্চল,
তবহি হৃদয়ে মঝু দোল ॥
হামারি শপতি তোহে, শুন শুন সহচরী,
ত্বরিত গমন করু তাই।
বহুত যতন করি, তাহে মানায়বি,
যৈছে সদয় হোয় রাই ॥
শপতি বচনে সোই, কছু নাহি বোলল,
আওল মানিনী পাশ।
হেরইতে রাই, বিমুখ ভৈ বৈঠল,
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সুহই।

চাঁদবদনী তুহুঁ রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা ॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে ॥
তুহুঁ ধনী ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরণিতে ॥

অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে ॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে ॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব ॥

কামোদ।

গুরুজন বচন, শ্রবণে তুহুঁ ধারলি,
কোপেহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনু শয়নে, স্বপনে নাহি জানিয়ে,
স্বরূপে কহল সব তোয় ॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি, করিয়ে তুয়া গোচর,
যাহে তুহু পরতীত মান ॥
কুচযুগ কনক, মহেশ সব জানিয়ে,
তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম, ঘটহুঁ করি পরখই,
উচিত কহিয়ে এইবাণী ॥
মনমথ অনল, অন্তর মাহা জ্বলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরী।
আনলে হেম, সাহসে উঠায়ব,
সাঁচি জানব তব মোরি ॥
তোহারি লোমাবলী, কাল ভুজঙ্গিনী,
হার তরঙ্গিনী জানি।
গোবিন্দদাস ভণি, পরশ করহ ফণী,
নহে জানি ডুবহ পানী ॥

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ডরহি ডর কাতর,
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়া হার, তটিনী তট কুচ ঘটে,
উছলি পড়িল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি, দূর কর কুটিল কটাক্ষ।
কংসী মীনে, ভরসি অব ডারসি,
এ অতি কঠিন বিপাক ॥
পুন দেহ ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
নাভি রোমাবলী, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ ॥
তাহি ফিরত কত, কত কহি মনমথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল যব সংশয়,
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ধানশী।

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব,
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ, ধরি রহু মাধব,
তবহি বিমুখ ভেল রাই ॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভাল জানত,
কাহেঁ দগধ মঝু প্রাণ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি, মঝু মুখ না হেরবি,
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব
তেজব পাপ পরাণ ॥
এতহুঁ মিনতি, কানু যব করলহি,
তব মাই হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস, মিছই আশোয়াসল,
রোই রোই চলুবর কান ॥

ভুপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর ॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরি না বাঁধিহুঁ থেহ ॥
এ ধনি বিছুরলি সোদিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনী হোই ॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক ॥
ফুলপর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধুলি লোটায়ই সেই ॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিধয়ে মদন বাণ তঁহি লাখ লাখ ॥

কবহুঁ নাহ তুয়া দুখ না জান।
গোবিন্দ দাস কহ তেজহ মান॥

ভূপালী।

তুহুঁ রহুঁ সুন্দরি বাসক গেহ।
যো ভিগি আওল শঙুন রেহ॥
তুহুঁ শুতল সুখময় পরিবন্ধ।
যো ভরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ ফলে মিলয়ে রসময় কান॥
ঝল মল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজহ কোনে এ হেন বর নাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধল কান॥
গোবিন্দদাস তব দেখত সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ ঘোরি।
বুঝল সো খল জন বচন বিভোরি॥
বিফল মানিনী মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥
বিচারিতে দোষ লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই॥
অভিসরু ইথে যদি করু বড়ু আই।
গোবিন্দদাস বচন হিয়ে নাই॥

শ্রীরাগ।

পদ্মিনী পুন পরবোধই তোয়।
পীতাম্বর পদ পঙ্কজ পরিহরি,
কামিনী কাতরে রোয়॥
পুছই পহিলে, পাণি উলটায়সি,
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ, পরশি পরিহায়সি,
পুরে পাইনু পাঁচ বাণ॥
পিরীতিক পাঁতি, পাঠে পরিহাসসি,
পহুঁ পরিণতি নাহি মান।
পাহ ন পুতলি, পরখি পয়ে পেখনু,
পর পীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক, প্রেম পরিরম্ভণ,
পুণবতী পাবই কোই।
প্রাণ পেয়ারী, পরি পহল,
গোবিন্দদাস কহ তোই॥

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পূর্ণমিক চাঁদ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীর্ঘ নিশ্বাস॥
রাই হে তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ ভুজঙ্গিম রহ আগোর।
জগতে বিদিত দাসকো দোষ।
কি ফল তাহে এতহুঁ রোষ॥
বচন অমিয় বিনে যো নাহি জীয়ে।
মান কুলিশ দরশায়সি কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এজন করয়ে মান অভিলাষ॥

শ্রীরাগ।

মুঞি জান হরি, রাইক পরিহরি,
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ বাদে, কোই পরিবাদব,
তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরী নাগরী নাহ সুজান।
কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্চল,
অবকিয়ে সাধসি মান॥
যাকর মুরলী, আলাপনে কত কত,
কুল রমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভরে, বচন না নিকসই,
অতএ কি মানসি থোর॥

প্রেমক দহন, প্রেম পয়ে শীতল,
আন হোয়ত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

বরাড়ী।

সখীগণ বচন, না শুনল মানিনী,
রোখে চলত নিজ বাস।
সো বর নাগর, কাতর অন্তর,
ছোড়ল তছু আশোয়াস॥
হরি হরি সবহু আন মত ভেল।
মনমথ অমিঞা, সিনায়ব সহচরী,
কষায় দহন দহি গেল॥
কাতরে কুঞ্জ, তেজি সব কলাবতী,
মন্দিরে করল পয়াণ।
পন্থ বিপথ কছু, লখই না পারিয়ে,
মানিনী মলিন বয়ান॥
তাপিনী তপত, তৈল জনু জারিত,
বৈঠল মন্দিরে যাই।
জাগিয়া রজনী, পোহায়ল সহচরী,
গোবিন্দদাস আশ অবসাই॥

তিরুতা—ধানশী।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর,
অভিমানে করল পয়াণ।
নয়নক লোরে পথ, লখই না পারই,
পীতবাসে মুছই বয়ান॥
হরি হরি, নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন রসবতী, কতি লাগি নিরশল,
কাহে করল মোহে মান॥
মোহে উপেখি রাই, কৈছে জীয়ব,
সো দুখ করি মান।
রসবতী হৃদয়, বিরহ জরে জারব,
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ, সুধারস সিঞ্চনে,
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব,
তব যশ গাওব তোর॥

দেশকার।

রাইক সংবাদ, কো আনি দেয়ব,
এমন ব্যথিত কেহ নাই।
মান ভরম ভরে, হাম চলি আয়নু,
প্রাণ রহল তছু ঠাঁই॥
রাই আপন বিপদ নাহি মানি।
হামারি অদর্শনে, রাই কৈছে জীয়ব,
ধনী জানি তেজয়ে পরাণী॥
গুরুজন গঞ্জন ভঞ্জন লেওল,
নিজপতি বিবিধ বিধানে।
হামারি কারণে ধনী, এত দুখ সহতহি,
তবে করল তু মানে॥
রাইক গুণগান, সোঙরি সোঙরি পুন,
তেজব পাপ পরাণ।
গোবিন্দদাস কহে, ধৈরয ধর চিতে,
রাই সনে মিলব কান॥

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি, আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥
কি রসে ভুলায়লি, ও নব নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহই যব পন্থিক,
শুনইতে আকুল কান॥
পুরুখ বধের হেতু, তুহু অভিমানলি,
কোন শিখাওল রীত।
লেহ বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস কহ নীত॥

শ্রীগান্ধার।

তেজল তুয়া, সঞে অঙ্গ সঙ্গহি,
শয়নে স্বপনেহি ভোর।
চমকি উঠি যব, কাঁপি মুরছল,
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি, সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহু সকরুণে, তোহে বোধলি,
অবহু ঐছে বিরাগ॥

সো তনু সুন্দর, ধূলি ধূসর,
সো মুখ নীরসল ভেল।
সো তুহুঁ লোচনে, নীর নিকশই,
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরি হরি কি রীতি, নহি বিরহে জীবিতি,
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরি, ভেলি দুবরী,
এ বড়ি সংশয় মান॥
দেহ তেজবি, তাহে পেখবি,
তেজবি ও নব লেহ।
অধত উনমত, অতএ না মানত,
দাস গোবিন্দ খেহ॥

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময়, শয়ন তেজল,
নিন্দই চন্দন চন্দ্র।
শুতল ভূতলে, ফুয়ল কুন্তল,
কাম চামর বন্ধ॥
তেজহ দারুণ, মান মানিনি,
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মকরত, মুরতি মানই,
কাঁচা কাঞ্চন গোরী॥
নীল উতপল, দাম শ্যামর,
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুম শর জর, বরিখে ঝর ঝর,
নয়নে শাঙন মেহ॥
বিরহ মোচন, এ তুয়া লোচন,
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি, বচন মানহ,
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

বিহাগড়া বা শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুনি, মনহি গণি গণি,
এ দীন যামিনী জাগি।
মদন পঞ্জরে কুঞ্জে, রোয়ই,
তোহারি রসক লাগি॥
কি ফল মানিনি, মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।

তুহুঁ সে জলধর, অঙ্গে শোভিত,
বৈছন দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ,
পঙ্ক পঙ্কজ পাত।
শপনে ছটফট, লুটই মহীতলে,
তো বিনু দহই গাত॥
জানত পুন পুন, সো পিয়া পরথণ,
সোই পূজে পাঁচবাণ।
রায় চম্পতি, ও রস গাহক,
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

ধানশী।

নবীন নলিনী দল, জিনি তনু কোমল,
আগর লেপই অঙ্গে।
চমকি চমকি হরি, উঠই কতবেরি,
হা হুত মদন তরঙ্গে॥
সুন্দরি তুহুঁ বড় হৃদয় পাষাণ।
তুয়া গুণ অন্তরে, মনহি নিরন্তর,
জপইতে আকুল কান।
বৈঠল তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়নে গলই ঘন লোর।
রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি,
চম্পকদলে দেই কোর॥
দূতীক বচন শুনি, রমণী-শিরোমণি,
বচনামৃত করু পান।
গোবিন্দদাস কহে, তুরিত চল সুন্দরি,
কানু ভেল বড়ই নিদান॥

শ্রীরাগ।

কামিনি কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল কমলিনী,
কোনে কঠিন করু তোয়॥
কালিন্দী-কূল, কদম্ব কানন,
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে।
কাম কলহ করি, কপটে কলাবতী,
কানক করহ অথিরে॥
পরশিতে কান্ত, কবরী কুচ কঞ্চুক,
কর কিশলয় কর বারি।

কুটিল কটাক্ষ, কুসুম শরে কোপিনী,
কিয়ে কিয়ে নাকর হামারি।
কয়ইতে কোরে, কাঁপি করু কাকলি,
কোকিল কূজিত ভাষে।
কেলি কুঞ্জ বনে, কৈতবে কি কহল,
কহত না গোবিন্দদাস॥

কামোদা।

কানু উপেখি রাই, মহীতলে লেখই,
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী, বেশ ধরি সো হরি,
আওল সহচরী সাথ॥
শুন সজনি, কি ফল মানিনী মানে।
ঢীট কানাই, কত ভঙ্গী জানত,
কো করু কত অবধানে॥
শ্যামরী হেরি, সখীক রাই পুছত,
সো কহ ব্রজ নব রামা।
তুয়া কুখী হোত, যতনে আওত,
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
কয়ইতে কোরে, পরশে ধনী জানল,
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে,
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত,
বুঝল ভীখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব, কাঁহা তুহুঁ মাগত,
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত, ভীখ হাম লেয়ব,
তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা, ভিখ লেই যব,
যোগী বরত না হোয় নাশ।
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত,
ধাই কহে বধূ পাশ॥

দ্বারে যোগি-বর, পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে।
বহুত যতন করি, রতন থারি ভরি,
ভিখ দেহ তছু ঠামে।
শুনি ধনি রাই, আই করি উঠল,
যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলা কহত, যোগী নহ আনমত,
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূম চূর্ণ, পূর্ণথারি'পর,
কনক কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ে রাই, লেহ করি ফুকারই,
তাহে হেরি থর থরি জীউ॥
কহত হাম, ভিখ নাহি লেয়ব,
তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দনন্দন'পর, যো অভিমানসি,
মাপ করহ ঘরে যাই॥
শুনি ধনী রাই, চীরে ঝাঁপল,
ভেকধারী নট রাজ।
গোবিন্দদাস কহে, নটবর শেখর,
সাধি চলত নিজ কাজ॥

অহেতু মান।

শ্রীরাগ।

সুন্দরি জানলু তুয়া দুর ভাণ।
হরি নিজ মুকুরে, হেরি নিজ ছাহকি,
তাহে সৌতিনী করি মান॥
কানন কুঞ্জ, কুসুম শরে জর জর,
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলল পুন, তোরে কমলমুখী,
রোখে চলল মুখ মোরি॥
কত কত মুগধ, যৈছে ভেল বঞ্চিত,
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ গুণবতী, তোহে মুঞি মানায়ত,
কি কহব তোহার সোহাগি॥
তো বিনে শুতল, শীতল ভূতলে,
দুরন্তর বিরহ হুতাশে।
তুয়া করপরশ, সরস বিনি ঝোরত,
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কানে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
হরি হিয় অধিক উজোরে।
জনি মণিময়ত মুকুরে॥
কানু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নহে উপেখি॥
দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দ দাস বলি যাই॥

তিরোতা ভুপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে করল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ।
দুহুঁ দুহুঁ বৃন্দাবন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস॥
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ অতি বাম।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥
ভরমে কহুঁত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোল॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান, দহনে তনু দহি দহি,
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥
উহ সুপুরুখ বর, বিদগধ শেখর,
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি যো না জানল, মদন ঘটায়ল,
জনু জলধরে বিধু মালা॥
চাঁদ উদয়ে কি, কুমুদিনী মুদিত,
ঐছন যামিনী, এতহুঁ না পেখিয়ে,
কিয়ে বিধি মতি ভোর॥
তুহুঁ তনু পরশ ক্ষণে পরশ নহি,
জলধরে দামিনী মালা।
ঐছন কামিনী, সো পুরুখবর,
দুহুঁক তুলহ নব বালা॥
সহচরী বচন, শুনিয়া দুহুঁ হরষিত,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুহুঁক অনুভব, পূরল মনোরথ,
গোবিন্দদাস পরকাশ॥

সুহই।

কোরে রহিতে দুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব দুহুঁ দুহু মনঝুর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর বেদন হিয়ে যো নাহি জান॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেল অগেয়ান॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাড়ায়সি অকারণ মান॥
শ্যামকলেবর ধূনিক সাত।
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত॥
কমল নয়নে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহারি কমল দিঠি নিঝরই ঝরই॥
সো তনু ছটভট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে॥
অরুণ নয়নে বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দ দাস॥

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয় দুখ, শুনি শশিমুখী,
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়, নয়ন যুগলহি,
গলয়ে ঝর ঝর লোর॥
বেশ বেশায়ল, সবহু বিছুরল,
চলালি পাথিকরি মান।

তেজল কুল ভয়, নাহি গৌরব,
মনহি জাগল কান॥
পীন পয়োধর, জঘন গুরুতর,
তারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর, পন্থ দূরতর,
বিহিক বিচরণ নিন্দ॥
গঢ়ল মনোরথে, চঢ়ল সুন্দরী
বিঘিনি বিপদ না মান।
বিমল ভামিনী, কুঞ্জ ধামিনী,
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

কলহান্তরিতা।

সুহই।

আকুল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু,
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সহ,
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি, তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই,
সো তাপিনী জগ মাহ॥
যো হাম মান, বহুত করি মাননু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ, শরে ভেল জরজর,
তাকর দরশন দেখি॥
ধৈরয লাজ, মন সঞে ভাগল,
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস, কহই সতী ভামিনী,
ঐছন কানুক লেহ॥

সুহই।

কুলবতী হোই, নয়ানে জানি হেরই,
হেরত পুন জানি কান।
কানু হেরি জনু, প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি, অতএ মানিয়ে নিজ দোষ।
মান দগধ জীউ, অব নাহি নিকশয়ে,
কানু সঞে কি করব রোষ॥

যো মঝু চরণ, পরশ রস লালসে,
লাখ মিনতি মোহে কেল।
তাকর দরশন, বিনি তনু জরজর
পরশ পরেশ সম ভেল॥
সহচরী মোহে, লাখ সমুঝায়ল,
তাহে না রোপণু কান।
গোবিন্দদাস, সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান॥

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু, মুরলীরব মাধুরী,
শ্রবণে নিবারিনু তোর।
হেরইতে রূপ, নয়ান যুগ ঝাঁপনু,
তব মোহে রাখলি ভোর॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তাসঞে, লেহ বাঢ়ায়লি,
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনি গুণ পরখি, পরক রূপ লালসে,
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি, ইহরূপ লাবণি,
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি,
শ্যাম-জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন, নীরে ঘন সিঞ্চহ,
কহতহি গোবিন্দদাসে।

সুহই।

চরণে ধরি হরি, হার পিধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরিনু, দূরেহি ডারনু,
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি, কাহে মোরে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মুঝ, বিদগধ মাধব,
রোখে বিমুখ ভে গেল॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল,
হাম নাহি পালটি নেহার।
হাতক লছিমী, চরণ পরে ডারনু,
আর কি করব পরকার॥

সো বহু, বল্লভ, সহজেই দুর্লভ,
দরশন লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব,
তবহিঁ মনোরথ পুর॥

ধানশী।

কহল মো খল জনে দেখিনু কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চল বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥
সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে মন মাহা রোই॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান-ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানলু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন কুমন্ত্রে অধর ভেল সোই।
চললহি দংশি নধই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগ দমন রস পান।
গোবিন্দদাস মণি মন্ত্র না জান॥

ধানশী।

তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝু বিনে,
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় অলিঙ্গনে,
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি, সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ল,
সো মুখ করি বিছুরাই॥
তুহু কাহে বিরস, বচনে মোহে মারসি,
ডারসি শোককি কূপে।
মুরছিত জনকে, ঘাত নহে সমুচিত,
জগজনে কহব কিরূপে॥
ভাঙ্গল মান, আন জন গঞ্জনে,
পিরীতে পিরীতি করি বাধা।
রসিক শুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥

সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী বিষহ্রদ নীরে।
পামরি গোবিন্দ, দাস মরি যায়ব,
সাজি আনত তছু তীরে॥

গান্ধার।

কি কহিলি কঠিনি, কালিদহে পৈঠরি,
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন, কানু যব শুনব,
জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে, দেহ যদি তেজবি,
মরমাহ বিরহ বিথারি॥
কানুর চিত রীত, হাম জানত,
কবহু নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক, লাখ গারি দেয়সি,
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল, না বলবি সুন্দরি,
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ, শপতি তোহে শত শত,
যদি উদবেগে বাঢ়াহ॥

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
সো বহু-বল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারই বিরহতরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখনু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥
সখীগণ মাঝে চতুর তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহসি যৈছে না হয় লাজ॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপনু পরাণ॥
অব বিচারহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥

জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥

কামোদা।

রাইক বিনয় বচন, শুনি সো সখী,
চললহি শ্যামক আগে।
দূরে সঞে তাকর, বদন হেরি মাধব,
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহি, সোই বহুবল্লভ,
দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥
চটপটি ধূলি ঝাড়ি, উঠি বৈঠল হরি,
দূতী আন পথে গেল।
দূতি দূতি করি, বহুত ফুকারল,
শুনি দূতী উত্তর না দেল॥
পুনহি ফুকারই, দূতি দূতি করি,
পুনহি বোলায়ত কান।
দূতী কহত হামে, কোন বোলায়ত,
নাগর কহতহি নাম॥
ইহ কাহে বৈঠলি, মোহে বোলাওলি,
তুরিতে কহ তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখী মোহে, তুরিত বোলাওত,
পুন আসি মিলব তোয়॥
ক্ষণে রহু রহু বলি, পন্থ আগোরল,
কাতরে রহু মুখ চাই।
আজুক বাত ভালে, তুহুঁ সখি জানসি,
কাহে উপেখল রাই॥
দূতী কহত তুয়া, কৈছন পিরীতি,
রীত বুঝাই নাহি পারি।
সো যদি মান, ভরমে তোহে রাখল,
কাহে তুহু আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ, জানসি যদি মন মাহা,
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস, তোহারি লাগি মাধব,
আপে চলহ মঝু সাত॥

সুহই।

যা কর চরণ, নখর রুচি হেরইতে,
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে,
পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি, কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন, চাঁদ উপেখনু,
দারুণ মানক লাগি॥
কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে,
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ, সীম আয়নু,
অব হিয়া তুষদহ দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া, কাহা রহু কাঁহা করু,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহে, শুন বর নাগরী,
সো পহুঁ তোঁহার অদূর॥

সুহই।

একে তুহুঁ নাগরী, সব গুণে আগোরি,
বৈঠসি চতুরসমাজ।
আপনক বাত, আপ নাহি সমুঝসি,
হঠে নট কৈলি সব কাজ॥
মানিনি, নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি, বাত দুই পুছিয়ে,
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥
অপরাধ জানি, গারি দশ দেয়বি,
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি॥
পিরীতি ভাঙ্গিতে, যে উপদেশল,
তাকর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুটল,
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি,
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

সুহই।

সো মুখ চাঁদ, নয়ানে নাহি হেরল,
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুননু,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি, কাহে বাঢ়ায়নু মান।

প্রেম ভঙ্গ ভয়ে, অব জীউ কাতর,
তুহুঁ পরবোধবি কান॥
সো করকিশলয়, পরশ উপেখনু,
অব কিশলয়ে তনু মোর।
নব নব লেহ, সুধারস নীরসল,
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর বিরচিত, হার উপেখনু,
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দূরগহ,
যো ঐছন মাতি দেল॥

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ নাহি বাঁধে॥
নিলজ জীউ লেহ লাগি কাঁদে॥
শঠ সঞে হঠ না কর়য়ে আন।
মান রহুক যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ॥
পরজনে কহে পিরীতি অনুরোধ।
দুরজনে কিয়ে সুজন পরবোধ॥
কুলবতীবল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ॥

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু-বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পায়বি পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি।
তোহারি রসিক পণ জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাসত যুবতী সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক্ ধিক্ তোহারি পিরীতে॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
থাক হৃদয়ে যত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ॥

গান্ধার।

রোখে দেখিনু পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ॥
শীতল তুলহকর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুঞি উপেখনু তায়॥
কতরূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পিঠ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে, বরখি রসবাদর,
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি,
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি, কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে, তোহে কত সাধল,
পালটি না হেরলি কান॥
তছু গুণে গুণিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন,
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে, তাহে উপেখলি,
জনম গোঙায়বি রোই॥
কাতর বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
রোখি চলল বরনাহ।
অব কাতর মুখে, মঝু মুখ হেরসি,
পাই মনোভব দাহ॥
বিহি তোহে বাম, মান ধনে বঞ্চল,
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দদাস, কই চিতে মানই,
ইহ বড় দারুণ শেল॥

সুহই।

আঁধল প্রেম, পহিলহি না হেরিনু,
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে,
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি, তোহে কহোঁ মরকম দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখয়ে,
সো তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান, বহুত করি মাননু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনমথ, শরে ভেল জরজর,
তা-কর দশরন পেখি॥
ধৈরয লাজ, মান সঞে ভাগল,
জীবন রহেত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস, কই সতী ভামিনি,
ঐছন কানুক লেহ॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়াব তোয়।
পায়লি রতন, যতন বিনু তেজলি,
অব পুন সাধসি মোয়॥
কত কত গোপ, সুনাগরী পরিহরি,
তব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান, ধরম ধন পাওলি,
না হেরিলি কমলবয়ান॥
বিনি অপরাধে, উপেখলি মাধব,
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন, কলাবতী মন্দিরে,
অবহুঁ নাগর রাজ॥
যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই,
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ, অব ধনী সমুঝলি,
পুন হেন না করবি আর॥

ভাবি-বিরহ।

বালা ধানশী।

না জানিয়ে কোন, মথুরা সঞে আয়ল,
তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ, পয়োধর ফুরয়ে,
লোরে নয়ন দুহুঁ ঝাঁপ॥
সখিহে, অব অতুল শত নাহি আনি।
বিপদহুঁ লাখ, তৃণ করি না গণিয়ে,
কা[illegible] বিচ্ছেদ হয় জানি॥
কিয়ে ঘর ফিরয়ে [illegible] মতি না রহে থির,
[illegible] গুরুজন, [illegible]দ না ভায়।
গটল ঋতব পরিজন পা[illegible] তৈখনে টুটল,
কি[illegible]য়, [illegible]পায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে, [illegible] ভ্রমর নাহি গুঞ্জই,
সঘনে রে[illegible] শুক সারী।
গোবিন্দদাস, আলি সখী পুছই,
কাহে এত [illegible]নি বিথারি॥

সুহই।

নামহি অক্রুর, ক্রুর নীচাশয়,
সোই আয়ল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল,
কালিনী কালিম সাজ॥
সজনি, রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর,
মন্দিরে রহুঁ বনমালী॥
যোগিনীচরণ, স্মরণ করি সাধহ,
বাঁদহ যামিনীনাথ।
নখতর চাঁদ, যেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহে পরভাত॥
কালিন্দী দেবী, সেবি তাহে তাথর,
রাখব নিজ অনুপাতে।
কিয়ে শমন আনি, ত্বরিতে মিলায়ব,
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

ধানশী।

হরি হরি নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ॥
পাপ অক্রুর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ বারি লে চলু কান॥
যাতখণে দ্বিজগণে মঙ্গল না পঢ়ই।
যাতখণে পথ পর কোই না চঢ়ই॥

এ সখি কাহুক জানি মুখ চাহ।
আঁচরে গোই বাহু রাহু সাহ॥
যাতহুঁ গোকুলে তিমির লাগি রহই।
করইত যতন দৈবে যব ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
গোবিন্দদাস কহ জানক অন্ত॥

বরাড়ী।

যাবে মধুপুর।

ছাড়িব গোকুল দাস, জীবনে কি আর আশ,
মধভাগী হইল অক্রুর॥
ছাড়িবে গোকুলচন্দ্র, পরাণে মরিবে নন্দ,
মরিবেক দুঃখিনী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে,
সবার আগে মরিবেক রাধা॥
আর না শুনিব বেণু, আর না দেখিব কানু,
করিব আর না নাস বেশ।
এমন ব্যথিত থাকে, কানুরে বুঝায়া রাখে,
বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥
মথুরা নাগরী যত, তাহা কৈলে পয়োব্রত,
বরজ রমণী অনাথ।
গোবিন্দ দাস কহ, হৃদয়ে এ দুখ সহ,
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥

ধানশী।

কাঁপল উতপল লোরে নয়ন।
কৈছে করত হিয়া কিছু না জান॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহুঁ মাঝে দেওত সাখি॥
এব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয়॥
জানলু রে সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশিয়া চলব মোহে ছোড়॥
গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥
সময় সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পিয়া পরদেশি কাহে রহুঁ প্রাণ॥

গান্ধার।

যাহে লাগি গুরু, গঞ্জনে মন রঞ্জনু,
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী, বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল।
সজনি. জাননু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি, যাওব সো হরি,
শুনইতে নাহি বাহিরান॥
যো মঝু সরস, সমাগম লালস,
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে, জাগি নিশি বাসর,
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে, চরণে পড়ল ফণী,
মণিমঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ, কৈছন সো দিন,
বিছুরব ইহ অনুমানি॥

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ান বয়ান করু হেট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
এ সখি অব মোহে কহবে বিশেষ।
জানমু কানু চলব পরদেশ॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্ধ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনবি ভাতি রভস রস কেলি॥
যোতঁহু কপট কৈছে হিয় মহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম ॥
ছোড়ি বৃন্দাবন, আওলু মথুরা,
যাওব সুন্দর শ্যাম ॥
ও মুখ-চন্দ, হাস মধুরাধর,
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদুবচন, সুধারসে পূরিত,
কৈছনে বিছুরব নারি ॥
যাহা বিনু নিমিখ,- আধ কতযুগ সম,
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব, নাহি নিকশয়ে,
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥
কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন,
মুরছি পড়ল তঁহি ভোর॥
হা হা প্রাণ রাই, ভেল অচেতন,
গোবিন্দদাস করু কোর ॥

অতমিত যামিনীকান্ত।
কি ফল ভেল মুনি মন্ত ॥
উদয়াচল তরুণারুণ।
উদয় দিনমণি দারুণ ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর ॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোঙার ॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনু মাথুর যাত ॥
ব্রজপতি-দম্পতি চিতে।
কোন করল বিপরীতে ॥
তে বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ-গাথা ॥

গান্ধার।

কানুপহ নিঠুর, চলত যো মধুপুর,
মঝুঁ মনে এবড়ি সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া, পিরীতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সুলেহ ॥
চল চল সহচরি, অক্রূর চরণে ধরি,
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন,
আনি ফিরয়ে বরনাহ ॥
পরিহরু গুরুজন, হসউ বা দুরজন,
কি করব পরিজন পাশ।
কানু বিনে জীবন, জলতাহিঁ অনুখণ,
কো সহ এ হেন সন্তাপ ॥
ওমুখ সমুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পীবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ, সো বিহি নিকরুণ,
যো করু ইহ রসবাদ ॥

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখনু নয়ান পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি।
শূন্যহি মন্দিরে আওল ফেরি ॥
দেখি সখি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই ॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল, মলয়সমীর ॥
সোহি মকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবনে কেবল কলঙ্ক ॥
এত দিনে বুঝলু বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমিতি না আওত গোবিন্দ দাস ॥

ভূতবিরহ।

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথবাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম ॥
জনু বিরহানল মনমাহা গোর।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥

কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না যায়ত কানুক বিচ্ছেদ।
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল খেহ।
কো জানে জীউ রহত দুই দেহ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম্ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণি॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

বরাড়ী।

এই ত মাধবী-তলে, আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন, ফাটিয়া না পড়ে গো,
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহল গিয়া,
এই বিধি লিখল করমে॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি-কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়ই বন্ধু,
রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোলে, শয়নে স্বপনে দেখে,
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
দিবস হইল, প্রাণনাথ না আইল,
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে
বাঢ়াল বিরহ বিষাদ॥

সুহই।

উয়ল নব নব মোহ।
দূরে রহু শ্যামর দেহ॥
তঁহি ঘোর বিজুরী উজোর।
হরি রহু নাগরী কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
দাদুরি উনমত ভাষ।
বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বরে রবি শশী হীন॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতঁহি গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

যো মুখ দরশনে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলাজ প্রাণ সহজে রহু মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিন এক হেরইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখণ হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়॥

শ্রীগান্ধার।

বিরহ-আনলে যদি, দেহ উপেখবি,
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত, কোই না জীয়ব,
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি, মাধব আওব যব গেহ।
তোহারি সংবাদ, সেই যব পাওব,
তব কি রাখব নিজ দেহ॥
আপনক ঘাতে, রমণীকুল ঘাতবি,
ঘাতবি শ্যামর চন্দ।
জগভরি বিপুল, কলঙ্ক তুয়া ঘোষব,
দূষব কলময বন্ধ॥
সজল কমলে, কমলাপতি পূজহ,
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ, আশা তব পূরব,
রাধামাধব সেব॥

গান্ধার।

যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ-জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে পহুঁ বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব।
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

সুহই কন্দর্পতাল।

গাইব সব মধুমাস।
জনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন,
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু, মত্ত মধুকর,
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জনা পুঞ্জ-রঞ্জিত,
চূত-কানন শোহই।
রসলোল কোকিলা, কোকিলকুল,
কাকলী মন মোহই॥
মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুমবিকাশ॥
বিকাশ হাস, বিলাস সুললিত,
কমলিনী রস জিম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল,
পদ্মিনী মুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু,
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী,
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥
বঞ্চিত অহর্নিশি বাস।
ভৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহুঁ, যা কুপয়ে পহুঁ,
সোই সুলখিনী কামিনী।
যো কান্ত সুখ, সম্ভোগে বঞ্চয়ে,
চাঁদ উজোর যামিনী।
তুহই দাদুরি, দিনহি বঞ্চয়ে,
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেশলী, পুরব প্রেয়সী,
পেখি তাপিত অন্তরে॥
অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত, বল্লী তরুবর,
চারু চৌদিশে সঞ্চারে।

উত্তাপে তাপিত, ধরণীমণ্ডল,
নিরখি নব নব জলধরে
পাপিয়া পাখির, পিয়াসে পীড়িত,
সতত পিউপিউ রাবিয়া।
পিয়ানাদ শুনি চিত, চমকি উঠয়ে,
পিয়াসে পেখিনা পাপিয়া॥
পাপিয়া শাঙন মাস।
বিরহী জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর, রজনী দশদিশ,
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী, পলকে কামিনী,
হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকী, ডাহুকে ডাকই,
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে
জাগি সগরি রাতিয়া॥
রাতিয়া দিবসে রহু ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ॥
মন্দ মনসিজ, মনহি দহ দহ,
দহই মারুত বিন্দ।
তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর,
হামারি লোচন ছন্দ।
উঠল ভূধর, পূরল কন্দর,
ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া।
হামসে কুলবতী, পরক যুবতী,
গমন জগভরি নিন্দুয়া॥
নিন্দু আপন পর ভাব।
ভৈ গেল আশ্বিন মাস॥
মাস গণি গণি, আশ গেলহু,
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব, হিয়াক বেদন,
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ, চাঁদ নিরমল,
দীঘ দাপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতী, কুন্দ কুমুদিনী,
পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া॥
পাতিয় সমনক নাই।
আওল কার্ত্তিক ধাই॥

ধাই ষট্পদ, নাই পদুমিনী,
পাই কিয়ে রসমাধুরী।
তুহি নিশকউ, সঘনে চুম্বই,
কোন্ বুঝে অছু চাতুরী॥
যবহু পিয়ামঝ, লেহ করলহি,
মেঘ চাতক রীতিয়া।
পিয়া সে দূরহি, রোয়ে পাপিনী হোই,
রহলহি কিরীতিয়া॥
কিরীতি করব অব হামে।
আওল আঘণ নামে॥
নাম শুনইতে, ঐছন অন্তরে,
সো রস-সায়রে পেসলি।
কোন বিহি মঝু, নহি লে গেও,
হাম সে পড়ি রহু একলি॥
শিশির নব নব, তরুণ নব নব,
তরুণী নবি নবি হোইয়।
লেহ নব নব, তেজি দারুণ,
দেহ থরু জনু ফোইরি॥
কোই করয়ে জানি রোখে।
আওল দারুণ পৌখে॥
পৌখ দিন মাহা, সূরয আতপ,
পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনী হিমকর, দরশে দহ দহ,
হেরি সহচরি রোতিয়া॥
কপট কানুক, পিরীতি-আগুনি,
দরশ কথি জনি হোই রে॥
অতএ কুলশীল, জীবন যৌবন,
সখী ক সঙ্গহি খোই রে॥
খোই কলাবতী মান।
আওল মাঘ নিদান॥
নিদানে জীবন, রহল সো পুন,
মাঘে সমুঝল যাবই।
মদন ধানুকী, ফেরি কি আওল,
সবহুঁ মঙ্গল গাবই॥
রসাল নব নব, পল্লব চাপহি,
মুকুল সর কত জোই রে।
ভ্রমর কোকিল, ফুকরি বোলত,
মার বিরহিণী ওই রে॥

ওই দেখহ অনুরাগে।
ফাগুন আওল আগে॥
আগে মধু কছু, আশ আছিল,
নিচয় নাগর আওবে।
বরিখ গেলহি, অবধি ভেলহি,
পুন কি পামরী পাওবে॥
সোই নিরমল, বদন-মাধুরী,
দরশ কথি জনি হোয়।
অতএ নিরগুণ, জীবন তেজব,
মরণ ঔষধ মোয়॥
মোহে হেরি সখী কোই।
চৈত মাস সবহুঁ রোই॥
রোই ঝর ঝর, নিঝর লোচন,
বিষম অব দোমাস।
কতিহুঁ অন্তর, ততহি রহলিহ,
হা মরি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি, তাহি পামরি,
দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব, কবহুঁ না পাওব,
রহল মরমক নাশিয়া॥

শ্রীগান্ধার।
মাধবী মাসে, সাধ বিহি বাধল,
পিককুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে, জীবন ক্ষীণ দোলত,
কোন মিলায়ব কান॥
জ্যেঠহি মিঠ, কহত সব রঙ্গিণী,
চন্দন চাঁদিনি রাতি।
শীতল পবন, সবহুঁ মোহে লাগল,
দারুণ মনমথ সাথি॥
আয়ত আষাঢ় গাঢ় বিরহানল,
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মুরতি নয়নে জনু লাগল,
নিঝরে ঝরে দিন রাতি॥
শাওনে সঘন, গগনে ঘন গরজন,
উনমত দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী, জাগয়ে কামিনী,
জীবন কণ্ঠ বিলোল॥
ভাদর দর দর, দারুণ দুরদিন,
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকর, থির নহে অম্বর,
দহই মনোভব মন্দ॥
আশ্বিন মাসে, বিকসিত পদুমিনী,
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বরে, হেরি সুধাকরে,
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
কার্ত্তিক মাসে, আশ নিরাশল,
কো বিহি লীলাময় রাস।
নিকরুণ কান, কোন সমুঝায়ব,
চলতহি গোবিন্দদাস॥
আঘণ মাস, রাস রসায়ন,
নায়র মাথুর গেল।
পুরনারীগণ, পুরল মনোরথ,
বৃন্দাবন শূন ভেল॥
আওল পৌষ, তুষারসার সমীরণ,
হিমকর হিম অনিবার।
নায়রী-কোরে, ভোরি রহু নায়র,
করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ, কোন পাতিয়ায়ব,
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ, নিশাপতি চোরল,
কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুনে শুণি, নাগর গুণমণি,
ফাগুয়া খেলত রঙ্গে।
বিরহ-পয়োধি, অবধি নাহি পায়ই,
দূরত মদন-তরঙ্গে॥
আয়ত চৈত, চিত কর বান্ধব,
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ, ফুলশরে হানল,
কানু রহল পরদেশ॥

মাথুর।

সুহই।
তৈখনে সাজল সখী দুই চারি।
ত্বরিত মিলল যাঁহা রসিক মুরারি॥

তাহারে পুছল ব্রজ কুশলকি বাত।
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত॥
কৈছন কাননে চরত ধেনু।
কৈছন সখীগণ পূরত বেণু॥
কৈছনে যমুনা উথলেহি নীর।
কৈছনে সারী শুক বোলত গীর॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজকুলনারী।
কৈছনে আছয়ে রাই হামারি॥
ইহ সব পুছত গদগদ ভাষ।
মুরছি পড়ল মহী গোবিন্দদাস॥

কেদার।

শুন শুন নিরদয়, হৃদয় মাধব,
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহে জরজর, কনক-মঞ্জরী,
রহল রূপক ছাই॥
আওয়ে মধু ঋতু, মধুর যামিনী,
কামিনী চিতচকোর।
কুসুম-সায়ক, জীবন গাহক,
তুহু সে রতি রসে ভোর॥
সো অঙ্গ ছটফটি, কৈছে মিটব,
তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন-লোরে, ঝর ঝর লোচন,
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
এতহি বিরহে, আপহি মুরছই,
শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত,
দাস গোবিন্দ গান।

বরাড়ী।

জঙ্গম হেমলতা, সম সো ধনী,
তুহুঁ ঘনশ্যাম তমাল।
বিহিও ন জানল, প্রেম ঘটাওল,
তুহুঁক পরশ রসাল॥
মাধব তোহে সম্বাদল বালা।
তুয়া রস বিহীনে, অব তনু জারল,
গুরুকুল কণ্টকজ্বালা॥
মরমক বেদন, সহই না পারিয়ে,
শুনি রহু ধরণী শয়ানে।
লোচন খঞ্জন, নীরে নীরঞ্জন,
দিন রজনী নাহি জানে॥
সখী পরবোধ, নাহি শুনই,
অনুখণ তোমারি সমাধি।
গোবিন্দদাস কহ, কানু কি লাজ নহ,
দারুণ বিরহ বেয়াধি॥

বরাড়ী।

মাধব, তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছ অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল॥
কেহ যমুনাজল, কেহ ধরণীতল,
কেহ কেহ লুঠই কুঞ্জ।
এতদিনে বিরহ, মরণ পথ পেখলুঁ,
তাহে তিরবিখপুঞ্জ।
ঘোর সরোবরে, তপত জন আকুল,
আকুল সফরীপরাণ।
জীবন মরণ, মরণ ধরু জীবন,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

বরাড়ী।

করতলে চাঁদ বয়ান রহ থির।
অহর্নিশি লোচনে ঝরতহি নীর॥
বিগলিত নিদ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ॥
এ হরি অবহুঁ অবধি বহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই॥
কমলিনী কিশলয়ে শেয বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদন দহন তাহে ভেল।
সো তনু পরশে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই।
হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুঠই॥
গোবিন্দদাস কহে মুগধল কান।
এত পরমাদ তেঁহ জানিয়া ন জান॥

কামোদ।

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব,
কানু কানু করি ঝুঁর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই,
সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরণ,
রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত,
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত,
কোকিল না করহি গান॥
বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব,
দশ দিক বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনাজল, অবহু অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

আঁচরে মুখ শশী গোয়। ঝরঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণ হসই। উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম। প্রেমক ইহ পরিণাম।
আতল তনু নাহি টুটই। সতত মহীতলে লুঠই
কাহুক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন সহই
জগভরি কুলবতী বাদ। কো দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

শ্রীগান্ধার।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহি তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বর নারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি॥
দারুণ দৈবত তঁহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বেদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাও ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়।
ভীতকি চিত পুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥

শুন শুন শ্যামচন্দ। প্রেমিক যৈছন ছন্দ॥
সো কহু তুয়া গুণগাম। তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম॥
নাগরী সনে হাসি তোয়।
সো সখী মুখ হেরি রোয়॥
তোহারি শয়ন পরিযঙ্কে। সোই লুঠত মহীপঙ্কে॥
তুয়া হিয়ে মণিময় হার। তছু নিজ জীবন ভার॥
তুহুঁ ঘন কুঙ্কুম নাই। সো মৃগমদে মুরছাই॥
গোবিন্দদাস পরবন্ধ। অতি রসে কো নহ অন্ধ॥

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদ, ভরমে হাম পামরী,
না হেরব নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ, নারী না উপেখসি,
কুবুজা রতি অবগাহ॥
মাধব, কি কহব তুয়া গুণগাম॥
পরিহরি দেহ, লেহ তুয়া জানই,
একলা রতিপতি কাম॥
পুরনাগরী সঞে, রসিক-শিরোমণি,
পুরহ মনমথ কেলি।
বনচারী নারী, তোহারি গুণ গাওত,
পুতলিকা সঞে মেলি॥
রাস-বিলাসে, যতহুঁ মত চাপল,
সব করু সো অবত বাধা।
গোবিন্দ দাস, কহই তোহে মাধব,
এতহুঁ সম্বাদল রাধা॥

শ্রীগান্ধার।

মুরছিত যব রহ নারী। সো দুখ কহই না পারি॥
যব তেরি নামহি সোই। চেতন পাইয়া কত রোই
সো কছু শুনহ কান। হাম কহই কিয়ে জান॥
কহইতে বিদরে পরাণ, গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সুহই।

মাথুর দূর করি গুরুতঁহি মানি।
কহরি কানুর পায় যত কছু বাণী ॥
এত কহি আওল পড়ি বাহু রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই ॥
অদ্ভুত হেরলু প্রিয়সখি প্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখী মানে ক্ষেম ॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার ॥
চেতন পাওয়ে যব করয়ে প্রলাপ।
আওল বঁধু কহি দূর করে তাপ।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
তুরিতহিঁ মিলব প্রেমরস কান ॥

কামোদ।

শিশিরক শীত, সমাপলি সুন্দরী,
সো হেন সুরত সন্দেশে।
স্মরশর সমশর, শশিকর-শীকর,
সহই সো তনু শেষে ॥
শুনহ শ্যাম, সকল-গুণবন্ত।
শুধুই সম্বাদে কি, সুমুখি সম্বোধব,
সুখময় সময় বসন্ত ॥
শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে,
সতত সন্তাপই গাত।
স্বপন সমাগম, সাধে সুধামুখী,
শুতই সরসিজ পাত ॥
সখিনী-সমাজ, সাঁজ সঞে সো ধনী,
সগরিহুঁ শরবরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ, সোহাগিনী সংশয়,
গোবিন্দদাস দিঠি আগ ॥

ধানশী।

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত।
টোয়ত অব ধনী সময় বসন্ত ॥
টুটল তুয়া অবধিক পরভাব।
টলমল জীবন রহ কিয়ে যাব ॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহু ভোরি।
ঠৈরত কৈছে সময় ইহ গোরী ॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ ভার ॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরীসঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন-তরঙ্গ ॥
ঢর ঢর লোচন-সরসিজ জোর।
ঢলকত অহনিশি উতপত লোর ॥
ঢীট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢীট কি বোলব গোবিন্দ দাস ॥

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন জোর ॥
ফুলধনু লেই কুসুম শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ ॥
ফেরি না হেরিব ইহ মুখচন্দ।
ফুকরি কহলুঁ হরি ইথে নাহি ছন্দ ॥
ফোরত তুহুঁ কর মরকত বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল গলই ॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বাঁধে।
ফণিপতিদমন বলি ঘন কাঁদে ॥
ফুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ ॥
ফেরি না হেরবি সহচরীবৃন্দ।
ফলব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ ॥

সুহই।

মদনমোহন-, মুরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী, মানি মানদ,
বিছই মারগ জোই ॥
মিলল মধু ঋতু, মল্লী মুকুলিত,

মেলি মধুকরী, মুখর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ ॥
মিহিরজা মৃদু, মন্দ মারুহ,
মনই মনসিজ সাতি।
মন্থণ মলয়জে, মুরছি মানিনী,
মহী মাহা গড়ি যাতি ॥

মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি, মুদির মনোহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

ধানশী।

একে বিরহানল, দহই কলেবর,
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু, ননীক পুতলি জনু,
হেরি সখী করু পরলাপ॥
মাধব, পেখনু সো বর রমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ, তনু হীন আভরণ,
গলি গলি মিলত ধরণী॥
ঋতু বসন্ত, অন্ত করি আওল,
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন, আগে নাহি যাওত,
হেরত এ তুয়া পন্থ॥
কত পরবোধি, গোঙায়ব সহচরী,
চৈত মাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস, কত যে সম্বাদব,
অগতি গতিক মঝু ভেল॥

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দীকূল কদম্বতরু ছায়॥
কুঞ্জকুটীর মাহা কাঁদই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নারীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী নিন্দিত নব নব বালা।
ন গেল বিরহ-হুতাশন-জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপ রমণী আছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী, রহিল মথুরাপুরী,
নগরে নাগরী হেরি তোরি।
গগনে জলদ হেরি, মনে মনোরথ করি,
বিরহ সাগরে পড়ি গোরী॥
শুন কানাই, করুণার লব তোঁহে নাই॥
ধরণী শয়ন করি, সঘন নয়ন ঝরি,
সহচরী রহত আগোরী।
দিনে দিনে দুবরি, কৈছে জীবন ধরি,
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

ধানশী।

পরখি পেখনু, পুরুখ পুরুষোত্তম
তুহুঁ সে পাহুন জাতি।
প্যারী পামরী, পিরীতি পাবকে,
পৈঠে পতগকি ভাঁতি॥
পৌর পুণবতী, পহিলে পরিচয়,
প্রাণ পহু তুহুঁ তোরি।
প্রেম-পরবশ, পুরুষ প্রেয়সী,
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল, পঙ্ক পঙ্কজ,
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয় সখী, পায়ে পুন পুন,
প্রখর পাঁচশর ঘাত॥
পাপ পউখ, পবন পিয়াসিত,
পাপিয়া পিউপিউ ভাষ।
পুন কি পাওব, পরম প্রিয়তম,
পুছত গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

ঝর ঝর জলধর ধারি।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার।
ঝলকত দামিনী মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর নিশানে।
ঝাঁপি রহত দুই কাণে॥

ঝিল্লি ঝঙ্কর রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি খাতি॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদন-হিন্দোল॥
ঝট কি চলত ধনী পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহু দূর।
অযতনে ধনীক মনোরথ পুর॥
কি ফল অম্বর হিমঋতুরাতি।
যাঁহা শুতলি কিশলয় দল পাঁতি॥
কি ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ॥
কাঁহা মিলায়ব উতপল বারি।
নয়নহি তাপনি সলিলউ ভারি॥
ঐছন গণইতে তুয়া গুণ কোটি।
মানল পউখ যামিনী ছোটি॥
সব নাহি সমুঝয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরিত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সম্বাদ।
তনু জীবন দোঁহে ধনীক বিবাদ॥

সুহই।

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগব নিয়ড়ে হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ স্বপন করি মান॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর।
দূরে রহ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি করত অনুতাপ।
পরশ বুঝায়ত ইহ বড় তাপ।
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যতয়ে পিরীতি ততহি পরমাদ॥

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম, মথুরা সমাগম,
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত, পুন পুন পুছত,
লোরে নয়ান ভরি ভেল।
সুন্দরি, সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয়, সবহুঁ হাম বুঝনু,
তিলেক না বিছুরল তোয়॥
পীত নিচোলে, নয়নযুগমুছই,
ফুকরি ফুকরি কত রোয়॥
উরপর পাণি, হানি ক্ষিতি লুঠই,
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি, দিবস নাহি জানত,
অতএ বুঝনু অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি, কতহুঁ না রোয়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

মল্লার।

কি কব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গণি গণি, দশমী দশাশ্রমী,
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥
মাধব তুহুঁ যব, আওলি মধুপুর,
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি, ফুকরই সুন্দরী,
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি, সোই ভেল কঙ্কণ,
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদকলাসম, দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল,
হাস শ্বাস ভেল সার॥
ঐছন বচন, শুনল যব মাধব,
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেম ভরে পন্থ, বিপথ না দরশই,
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে, মিলল যব মাধব,
তুরিতহি রাইক পাশ।
কানুক হৃদয়, নিগড় ভুজ বন্ধন,
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন, কাঁতি কমল মুখী,
কুসুমিত কাননে যোই।
কুঞ্জ-কুটীরে, কলাবতী কাতর,
কানু কানু করি রোই॥
কি কহব কিতব, কত যে কুলকামিনী,
কঠিন কুসুমশর সহই।
করহি কপোলে, কণ্ঠ করি কুঞ্চিত,
কালিন্দী কূলমে রহই॥
কর-কেয়ুর কটি, কিঙ্কিণী কঙ্কণ,
কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচতটে, কোন কামাওল,
কাজরে কালিম হারা॥
কেবল কান্ত, কথা কহি কাঁদয়ে,
কামকলঙ্কিনী গোরী।
কিঞ্চিত কাল, কলপ করি মানয়ে,
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

গান্ধার।

গুরুজন-গঞ্জন বোল।
গৃহপতি-গরজন ঘোর॥
গণইতে গোপকিশোরী।
গহন গেও গৃহ ছোড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গুণি গুণি যামিনী রোই॥
গলত গলত দিঠি ধারা।
গিরত গীম-মণিহারা॥
গুপত গুপত রস আশে।
গরলহুঁ করল গরাসে॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা।
গাবয়ে গিরিধর নামা॥
গোকুলে গোপ-বিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

দক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল, কোকিল শোকিল,
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কন্দল,
মারুত মারুত ধাব॥
কঙ্কণ ঝঙ্কল, কিঙ্কিণী সিঞ্জিনী,
কুন্তল কুণ্ডল তাপ।
যাবক পাবক, কাজয়ে আগর,
মৃগমদ মদ করি মান॥
মনমথ মনোমথে, চড়ল মনোরথে,
বিষম কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দ দাস, কহয়ে পুন এতখণ,
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী॥

বরাড়ী।

নন্দ-নন্দন, নিচয়ে নিরিখনু,
নিঠুর নাগর জাতি।
নারী নিলাজ, লেহ নিরমিত,
নাহ নামে মিলাতি॥
নরহ নিরুপম, নিলয় নিচলহি,
নিন্দহি নীরজ-শেষ।
নিভৃত নীপ, নিকুঞ্জে নিবসই,
না সহে হিমকর তেজ॥
নয়ন নীরদে, নীর নিঝরই,
নিদ নাহি তঁহি থোর।
নিরসি নূপুর, নিয়রে নিকসই,
না ধরে নিরমল চোল॥
নহত নিকরুণ, নিতি নৌতুন,
নাগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই, নবীন নিজ জন,
দাস গোবিন্দ তেরি॥

শ্রীরাগ।

নিঝলি রাজ নগর মাহা তোর।
রমণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোর॥
রসময় রাস রসিক ব্রজনারী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥
রাধা-রমণ রতন তুহুঁ দূর।
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুঁর॥
রাকা রজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল॥
ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন।

রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন ॥
রতিপতি রোখে রহিত রস বেশ।
রূপ নিরূপম রহ অবশেষ ॥
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রাই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

বরাড়ী।

তাপনীতীর, তীর তরুতল,
তরল তরল তরু ছায়।
তরুণ তমাল তরু, কিও হেতু রাখিত,
তরুণী তোহারি পথ চায় ॥
ত্রিভুবন তিলক, তুহিন কর তোহে বিনু,
তপত তপন সম ভেল।
তোহারি বিনু তিলকে, তলপে তরাসই,
তোহারি অবধি কত গেল ॥
তিমিত তিমিত দিঠে রোই।
তিতল তাল বীজনে, তনু তাপই,
তিরপিত অনিক না হোই ॥
তোড়ল তাড়, তাড়ঙ্ক তিয়াজল,
তোড়ি তড়িত রুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী, তুয়া পথ হেরই,
গোবিন্দদাস কহ সার ॥

পাহিড়া।

দারু দারুণ, দয়িত দূষণ,
দলত দোলত হির।
দুঃসহ দোসর, দগধ দরপক,
দহনে দহ দহ জীর ॥
দেবকীসুত, দেব দেখিনু,
দীন দুবরি রাই।
দেহ দীপতি, দেখত দেখিয়ে,
দিবস দীপক ছাই ॥
দনুজ দারুণ, দূর দেশহি,
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ, দোখ দূখিত,
দুলহ দরশন তোরি ॥
দেহ দীঘল, দিঠে দেহলি,
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ, দিব দেই দেই,
দীঘ দিনমণি লেখি ॥

গান্ধার।

এতদিন গগনে অখিল রহু হিমকর,
জলদে বিজুরী রহুঁ থির।
চামরি চামর, নগরে পরবেশউ,
মদন ধনুয়া ধরু ফির ॥
মাধব, বুঝনু তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে, বহুত সিধ সাধসি,
অতএ উপেখলি রাই ॥
কুমুদিনী বৃন্দ, দিনহি সব হাসউ,
বাঁধুলি ধরু নবরঙ্গ।
মোতিম পাঁতি, কাঁতি ধরু উজোর,
কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ ॥
তুয়া অনুরূপ, রসিক বর নাগরী,
কো ধনী মিললি জানি।
গোবিন্দদাস কহ, এতহুঁ না জানহ,
কুবুজা অব নব রাণী ॥

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান।
ছোয়ত হিমকর-কর মুরছন ॥
ছিরকত মলয়জে জলতঁহি আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙাই জাগি ॥
ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহ জ্বরে গোরী ॥
ছলয়ব কোই নাম লেই তেরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি ॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু দহনে উজোর ॥
ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব।
ছিক লেই কোই রহই জনু যাব ॥
ছদন কহই নাহি দাস গোবিন্দ।
ছায়া এক তুয়া পদ-অরবিন্দ ॥

বরাড়ী।

যো রত পদ্ম নয়নে ঝরু নীর।
তৈছন তীত পুতলি রহু থির ॥

যামিনী যাম যাম যুগ মানই।
জাগয়ে জাগি ভরমে ময় ভাণই॥
জানহু যদুপতি জলধর শ্যাম।
জীবইতে যুবতী জপয়ে তুয়া নাম॥
আর কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক।
জ্বলতঁহি শত গুণ মদন আতঙ্ক॥
যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহি ভসম সম যাত॥
যাঁহাহি মকর ভেল দিনকর রীত॥
জানহু জগমাহা সব বিপরীত॥
জগি জগজীবনক ইথে কহ ছন্দ।
যো কিছু কহ মতি দাস গোবিন্দ॥

গান্ধার

ঘন শ্যামতনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোর বিরহে জ্বরে মুরছিত গোরী॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘুরত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥
ঘন ঘন রস চন্দন হিয়ে লাই।
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই॥
ঘাতক মদন ততহিঁ ভেল বাম।
ঘর ঘর সবকে লেই তুয়া নাম॥
ঘামকিরণ সম মানই চন্দ।
ঘুমে বিঁধল হিয়া পঞ্জর বন্ধ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘন সার।
ঘুম বিহনে দিঠি ঝরত অপার॥
ঘোষ যুবতীগণ বিরহ হুতাশ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দ দাস॥

বালা-ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাস গেহে বৈঠলি,
বন্ধি ভবন বলি উঠই।
বরহা বিরচিত, বীজন বীজইতে,
বিষধর বিষ সম বলই॥
বলানুজ বুঝল মো বহুবিধ বোধি।
বর বিধুবয়ানি, বিনোদিনী বল্লরী,
বুড়ত বিরহ পয়োধি॥
বিগলিত বলয়, বাহু বিষ বলরী,
বিলপই বিপিন বিতান॥
বিছুরল বেশ, বিলাস বিলাসিনী,
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজবনিতা বন্ধু, ভলে বিলুটই,
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন, বিছারই রাউরি,
গোবিন্দদাস রস গান॥

বালা ধানশী।

নীরস সরসিজ ঝামর বয়না।
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না॥
খণে মুখ গোই রোই খণে হসই।
হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই॥
এ হরি পেখনু সো গজগমনী।
জীবইতে সবংশ কুলবর-রমণী॥
অনুখণ মন যাহা মনসিজ হানই।
হিমকর কিরণে থির নাহি মানই॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে শুতি রহুঁ ধরণী।
বিষশরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥
কত যে বিছায়ব কমলদল শেয।
ছট ফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ।
তুরিতে মিলব ধনী টুটই দ্বন্দ॥

ধানশী বা ভিরোতা।

ভ্রম ভবন বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয় গুরু গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
ভীত পুতলি সম তুয়া পথ যোই॥
ভাবিনী ভূষণ ভালে বনমালি।
বিচারে কি বিছুরলি ব্রজবরনারী॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই॥
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভিগল দিঠি জলে নীল নিচোল॥
ভুবি বিরহ জ্বরে ভবি মুরছান।
ভুরুভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ॥

ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে।
ভণব তোহারি বশ গোবিন্দদাসে॥

তিরোতা।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরিমণি হেরে সঘন জল ঝরই॥
হিমকর কিরণহি সো তনু দহই।
হাহা শশিমুখী কত দুখ সহই॥
হলধর সোদর কিয়ে তহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী॥
হরিণনয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বলি মুরছি কাঁহা রহই॥
হসি হসি হাথি হাথি ক্ষণে উঠই।
হেমক পুতলি মহীতলে লুটই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

তুয়া পথ যোই, রোই দিন যামিনী,
অতি দুবার ভেল বালা।
কি রসে বুঝায়ব, কৈছে নিবারব,
বিষম কুসুমশর-জ্বালা॥
মাধব, ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ কলাসম ক্ষীয়ত,
তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর নিশেখিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয়,
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
ননীক পুতলি, মহীতলে শুতলি,
দারুণ বিরহ-হুতাসে।
জীবন আশে, শ্বাস রহ না বহ,
পরুখত গোবিন্দদাসে॥

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি, মধুপুর নাগরী,
বেশ পসারলি অঙ্গে।
তুহুঁ পুরুখ বর, সময় গোঙায়লি,
নব নব রস পরসঙ্গে॥
মাধব, তুহুঁ বড় নিকরুণ ভেল।
মিছুই অবধি দিন গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল॥
কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এত দিনে বিরহ, মরণ পথে পেখনু,
তোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহুঁ নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরী রস অবগাহ॥
যো খণ মানইতে বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহবিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুলি বলয় গলিত ভুহুঁ পাণি॥
নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহরণ ভিগি গেও শাড়ী॥
ছট ফট শয়ন না রহ সখী অঙ্ক।
নয়ন পুতলি লুটায় মহী পঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

ধরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গ জর মরমে বিষম শর
কণ্ঠহি জীবন আয়া।

করতলে বয়ন, নয়ন ঝরু নিঝরু,
কুচযুগ কালিম হারা ॥
মাধব, তুহুঁ মধুপুর দূরদেশ।
ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী,
দশমী দশা পরশেষ ॥
বিগলিত তনু, বলয়া বর কিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কে জানে কাতি, তরহি নাহি ছুটত,
জনু অবধিক শশী রেহা ॥
তনু মন জোরি, গোরী তোঁহে সোপনুঁ,
কনয়া জড়িত মণি রাজ।
গোবিন্দদাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ ॥

করুণ কামোদ।

কুঞ্জ ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গুণি গুণি,
অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমিক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
ঘরে সঞে বাহির কেল ॥
শুন মাধব, কি বোলব তোয়।
গোকুল তরুণী, নিচয়ে মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয় ॥
তঁহি এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহু ক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদগদ কহে শ্যাম নাম ॥
নামক অছু গুণ, শুনিয়া ত্রিভুবন,
মৃতজন কহে পুন বাত।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাত ॥

মঠমঞ্জরী।

যব দু নায়ক নব নব লেহ।
কেহ না গুণল পরবশ দেহ ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে দুয় এক রজনী ॥
গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ।
মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ ॥
কত যে সম্বাদর পরম সুখ বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয় না জানি ॥
এতহুঁ নিবেদনু তুয়া পায় কান।
গোবিন্দ দাস রহুঁ তাহে পরমাণ ॥

ধানশী।

ধৈরয না রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধরলহুঁ রল না রহ সখী অঙ্ক ॥
ধূমল ধূমনি ধরণী মহা লুটই।
ধাধসে চলল খলত মহী টুটই ॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী।
ধিক ধিক অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী ॥
ধরল অভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধনী নয়ন ঘন নীর ॥
ধনী নহ টীট চপল তুহুঁ কান।
ধূতক চরিত সরল কিয়ে জান ॥
ধূসর ধেয়ানে কবহুঁ গুরু ভোরি।
ধসহি ধরণীতলে মুরছিত গোরী ॥
ধরমে ধরমে ধনীর বহত নিশ্বাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস ॥

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ, সিন্দুর বরণ,
নীল গগনে হরি।
তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখত,
মানিনী বদন ফেরি।
কানু হে, রাইক ঐছন কাজ ॥
আট প্রহরে, তো বিনু সাজই,
আটহুঁ নায়িকা সাজ ॥
প্রাণ সহচরী, চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহে।
আঁখি মুদি কহে, অবহুঁ মাধব
কাহে না মিলল মোহে ॥
খঞ্জন ধ্বনি শুনি, উমতি ধাবই
তাহার নূপুর মানি।

হাসি অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই,
শেষ বিছায়ই আনি॥
নীল নিচোল, সঘনে মাগয়ে,
নিবিড় তিমির হরি।
ঘুমল তো সঞে, কহই ঐছন,
বেশ বনায়বি ফেরি।
কোকিলের রবে, চমকি উঠয়ে,
নিয়ড়ে না হেরি তোরি।
সোঙরি তোহারি, গমন মধুপুরী
মুরছি পড়ল গোরী।
নিঝরে নয়নে, সব সখীগণে,
খোজত বহে নিশ্বাস।
তোহারি চরণে, এতহুঁ কহিতে,
ধাওল গোবিন্দদাস।

ধানশী।

নাগরী শেষ, দশা শুনি নাগর,
ছল ছল লোচন পানী।
অবনত মাথ, করহি অবলম্বন,
বদনে না বিকশয়ে বাণী॥
ধৈরয ধরি হরি, দোতী বয়ান হেরি,
গদগদ কহে আধ বাত।
দুয় এক দিবস, মাঝে হাম যায়ব,
তুহুঁ পরবোধবি তাত॥
ঐছে আদেশ পাই, দোতী আওল,
কুঞ্জে বিরহিণী পাশে।
তোহারি সম্বাদ, শুনিতে ভেল গদগদ,
আওব দুয় এক দিবসে॥
আওব কানু, পুনহি ফিরে ব্রজ মাহা,
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ, ধনি তুহুঁ বিরমহ,
কানু না করু প্রেম বাদে॥

সুহই।

দূরে কর বিরহিণী দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ॥
অনুকূল করি উতযোগে।
হামে পাঠাওল আগে॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওব জান॥
মিছু নহ ইহ আশোয়াস।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতং॥
বন্দে গিরি-বর-ধর-পদ-কমলং।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥ ধ্রু
[illegible]
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ং॥
অতিলোহিত-মতিরোহিত-ভাষং।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসং॥

নরোত্তমদাস।

[বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নরোত্তম দাস এক জন প্রধানস্থানীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাজসাহী জেলায় (বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে) খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতার নাম নারায়ণী দাসী। নরোত্তম দাস সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ৯৯০ সালে (১৫০৫ শকে) তাঁহার একবার দেশে প্রত্যাগমনের বিষয় জানা যায়। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হাটপত্তন, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, প্রেমভক্তিচিন্তামণি প্রভৃতি নরোত্তম দাসের প্রণীত কয়েক খানি গ্রন্থ—বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্য-সংসারে বড়ই আদৃত। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার জন্মস্থান খেতুরীতে আজিও প্রতি বৎসর এক মহোৎসব হইয়া থাকে।]

বন্দনা।

জয় জয় গোসাঞির শ্রীচরণ সার।
যাহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার।
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পায়ে মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
জয় রস মাধুরী জয় নন্দ লাল।
জয় জয় মোহন মদনগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌরভক্ত বৃন্দ দয়া করে মোরে।
সবার চরণ ধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচল জয় জগন্নাথ।
মো পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম ক্ষীর চোর
জয় জয় মদনগোপাল মুরলীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম চরণ মাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর।
কোটী চন্দ্র জিনি যার বদন সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল-অঙ্গ পীন-বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণ-ধাম।
জয় জয় গোলোক-আখ্যান।
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ লীলাস্থান।
শ্রীবন লৌহ-বন-ভাণ্ডীরবন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈল বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদের অগোচর স্থান কন্দর্প-মোহন॥
জয় জয় ললিতা কুণ্ড জয় শ্যাম কুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥

জয় জয় মানস গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দ-ঘাট জয় অক্ষয় বট।
জয় জয় চীর-ঘাট যমুনা নিকট।
জয় জয় কেশি ঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোহর॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় বিমল-কুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি-পাবন সরোবর॥
জয় জয় যাবটঘাট অভিমন্যালয়।
সখী-সঙ্গে রাই যাঁহ সদা বিরাজয়॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধা-কৃষ্ণ লীলাস্থান॥
জয় জয় ব্রজবাসি শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধা... স্বয়ং রসধাম॥
জয় ... সখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রসের মাধুরী॥
জয় জয় বিশাখিকা চম্পক-লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া।
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্ন সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপনে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবনে॥
এই সব লীলাস্থানে যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরো তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

পদাবলী।

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে, রজনী গোঙাব সই,
সাধে নিরমিনু আশা ঘর।
কোন কুমতিনী মোর, এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল,
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনানু গো,
সকল বিফল ভেল মোর।
না জানি বন্ধুরে মোর, কেবা লইয়া গেলগো,
এবাদ সাধিল জানি কোর॥
গগন উপরে চান্দ, কিরণ উদয় গো,
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো,
পরাণ না হয় তার সাথী।
কর্পূর তাম্বুল গুয়া, খপুর পূরিল সই,
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতি মালা বৃথাহি গাঁথিনু গো,
কেমনে রজনী গোঙাব॥
এপাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো,
এখন আছয়ে কার পাশে।
ধৈরয ধর ধনি ধাইয়ে চলিল গো,
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে দরশন লাগি॥
অনেক যতনে কহ আধর আধ।
না জানিয়ে অবকিয়ে ভেল পরমাদ॥

নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা-গুরু তুহুঁ সব জান॥

তথা রাগ।

চলিলা নাগর-রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনী মুখচাঁদ হেরই পুন সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ রাজ॥
অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥

ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনীক বিরহ-তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছনে অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁজন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করত কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহে পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর
নয়নে ঝরয়ে দুহাঁর আনন্দ-লোর।
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

রাধা মাধব বিরহই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে।
দুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরী মেলি॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁরূপ নরোত্তম দাস॥

ধানশী।

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধা-মাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল একসঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহি নরোত্তম দাস॥

ললিত।

কিশলয় সয়নে শুতলি ধনী গোরী।
নাগর-শেখর শুতলি ধনী কোরি॥
চন্দন চর্চ্চিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ ফুল হার লম্বিত অঙ্গ॥
বদনে বদনে দুহুঁ চরণে চরণ।
প্রিয়-নর্ম্ম সখীগণে করয়ে সেবন॥
পুরিল দুহুঁজন মন অভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস॥

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥

ভাঙ্গল মান রোদ নহি ভোর।
কানু কমল করে মোছাইল লোর॥
মান-জনিত সুখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥

শ্রীরাগ—কন্দর্পতাল।

রাধ-অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাই রূপে চৌদিকে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী,
গৌরপাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥
গৌর যমুনাজল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গোরাচাঁদ তার সাথী,
গৌর তার বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তমদাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥

বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন,
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলাএ চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ,
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদ দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম,
মোছাএই বসন অঞ্চলে।
সখীগণ কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে,
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী, সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি, রাইয়ের সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি, দুহুঁ চুম্বে মুখশশী,
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, শুতল কুসুম শেজে,
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজপাশে।
আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ,
দূরে রহুঁ নরোত্তমদাসে॥

ধানশী।

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিলে নহে সে, প্রেম আরতি,
কষিল হেম দশবাণ॥
সমুখে রাখিয়া মুখ, আঁচরে মোছাই,
অলকা তিলকা বানাই।
মদন-রসভরে, বদন নেহারই,
অধরে অধর লাগাই॥
কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর,
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখ সাগরে, মদন-রসভরে,
জাগিয়া রজনী গোঙাই॥
কেবল রসময়, মধুর মূরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ, যাহার অনুভব,
সে জানে ও রসভঙ্গ॥

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোহেঁ দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোহেঁ দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া-জড়িত যেন মরকত কাঁতি।
রতি রসে পণ্ডিত নাগর কাণ।
রতি রসে পরাভব ভেল পাঁচ বাণ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তমদাস কর চামরের বায়॥

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফান্দ॥

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল-দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি॥
সে সব করিয়া কেলি গেলা বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥
আঁখির নিমিষে মোরে হারা হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তমদাস কহে কঠিন চরিত॥

তিরোতা ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ কান্দে উভরায়॥
কাহাঁ মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাহাঁ নবঘনশ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্ষ কাহাঁ মুরলী বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী কর্য়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা॥
দাব-দগধ ধিক ছটফট এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঁয়াব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা আনুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি আন।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দুর দেওল সাঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচিত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুল সাজি বদনে সহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর নরমক কাজ॥
চির পরি পূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥

তুড়ী।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে
বর বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটী আঁখি নিমিখ, মুরখ বড় বিধিরে,
নাহি দিল অধিক নয়ান॥

হরি হরি কেন বা জনম হৈল মোর।
কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী,
হেরিয়া না কেন হৈল ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা-বিরাজিত,
মালতী কুসুম সুরঙ্গ॥
হেরি গোরা মুরতি, কত কত কুলবতী,
হানত মদন তরঙ্গ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে, রাঙ্গা নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশে মন, না ভজিনু সে চরণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
নদীয়া নগরী, সেহো ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গি করু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

প্রার্থনা।

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটীপদ যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে,
স্ফুরে সেজন ভজন অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মনে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে,সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম কন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব কর‍য়ে লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিলে জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ,
সে না শেল হরি গেল' চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সবে হৈল অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ, না দেখাউ ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশুপাখী॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইতে প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইল
দুখে জীউ করে আন চান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদরঙ্গে
বিহরই সুরধুনীতীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, প্রেম ধারা বহি যায়,
ক্ষণে মালশাট মারি ফিরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ সঙ্গে, প্রিয় গদাধর রঙ্গে,
কৌতুকে করত কত খেলা॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব কুসুম-ছটা,

তাহে মন্দ মন্দ হাসি, বরিখে অমিয়াশশী,
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি ॥
সদা নিজপ্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণলীলামৃত,
মধুর-ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইনু অন্ধ, না ভজিনু গৌরচন্দ,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

পাহাড়ী।

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হৃদি মাঝে দিল দারুণ বেথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুন কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়াকর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস,
পুন নাকি মিলিব আমারে ॥
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কেবা নিল,
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই ॥

শ্রীগান্ধার।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরু-চরণ বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ,
তাহাতে নহিল মোর মতি।

বৃন্দাবন রসধাম, চিন্তামণি যার নাম,
সেহো ধামে না কৈল বসতি ।
বিশেষ বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কয়, জীবের উচিত নয়,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

বিভাস।

প্রভু মোর মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়াকর মুঞি অধমেরে।
সংসার সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপা ডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে,
বংশীবট দেখি যেন সুখে ॥
কৃপা কর মধুপুরী, লেহ মোরে কেশ ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিবসের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া ॥
অনিত্য যে দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

বিভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান,
অকারণ সব ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বসনহীন আবরণ দেহে ॥
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইল শমনে ॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।

জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে,
না করিলাম সে রূপ-ভাবন ॥
রধা-কৃষ্ণ দুহুঁ-পায়, তনু মন রহুঁ তায়,
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সৌঁপিনু আপনা ॥

বিভাস।

হে গোবিন্দ, গোপীনাথ,
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে, লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লৈয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোরে গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে
ভব-কূপে দিলে ফেলাইয়া ॥
পুন যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তোলহ ব্রজ-ভূমে।
তবে সে দেখিয়া ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

সারঙ্গ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পুরি,
তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥
ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে,
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু-পদে যার মতি, খাট করায় তার রতি,
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত,
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে, কূপ-জল যেন বন্দে,
সেই পাপী অধম সবার ॥

যার মন নিরমল, তারে করে টলমল,
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদু মতি করে অঙ্গ,
তারমুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড ॥
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে,
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥

বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তি রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবৎ পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের মনেতে উল্লাস।
বৃন্দাবন চৌতরা, তাহে মন মোর ভরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেম গদগদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে খাব করপুটে তুলি ॥
আর কি এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,

কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
রাধা-কুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
আশা করে নরোত্তম দাস॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিব দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে খাব উদর পুরিয়া।
রাধাকুণ্ড-জলে স্নান, করি কুতূহলে নাম,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাসকেলি যেই স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নে দর্শন হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

পাহিড়া।

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
হরি-অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতুহলে,
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনের কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত-স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাহাঁ রাধা প্রাণেশ্বরী, কাহাঁ গিরিবর-ধারী,
কাহাঁ নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে॥

পাহিড়া।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়-রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব করপুরি॥
পরিক্রম করিয়া যাই বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিয়া যমুনা-পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে॥
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে।
নরোত্তমদাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-লীলা।
যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি।

আর কবে নয়নে দেখিব।
বনে বনে ভ্রমণ করিব ॥
আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতুহলে ॥
শ্যাম-কুণ্ডে রাধা-কুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব হইব নিরমলে ॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তদাস মনে আশ ॥

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এইজন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ, হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥
অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মন সাধে ॥

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পুরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমাবিনা অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।

সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, পরিণামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ গান ॥
রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্য ভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥
সবে মিলি কর দয়া পুরুষ মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে
কার কিবা কায নহে সিদ্ধি ॥
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয়মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো বড় অধমজনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তম লইল শরণ ॥
গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজপথে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এজনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে ॥
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

মোর প্রভু মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, লৈয়া ফেল বৃন্দাবনে,
বংশীবট যেন দেখি সুখে ॥
কৃপা কর আগু গুরি, লহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করহ মায়া ॥
অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে,
পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তা হে শোভে কনক কমল ॥

তার মধ্যে হেমপীঠ,
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল.
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাশরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

অরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন॥
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজভয়,
কায়মনে লহরে শরণ॥
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিব সংসার শমন।

নরোত্তমদাসে কহে, গৌরসম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতনবেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীগণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতুহলী॥
অলস বিশ্রাম ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণসেবনে॥

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি,
পরাইব চরণযুগলে॥
কনক কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।

গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
দুহুঁপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহারী গোপের ঘরে,
তনয় হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এপাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাইব ॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী অঙ্গে,
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥
দুহুঁ রূপ মনোহারি, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সে না রূপ-মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥

প্রাণেশ্বরি এই বার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে ॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিব সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদপঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥
সুগন্ধ চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার, দাসী যেন হঙ তার,
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়াপান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিব কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহ সখীর পাছে।

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ-পঙ্কজ মনোহর ॥
মরকত শ্যাম হেমগোরী ॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুহুঁ মিঠি ॥
মৃগমদ তিলক, সসিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।

গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বিজন দেওব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তমদাস আশ পদপঙ্কজ-সেবন মাধুর পানে।
হেওব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখসুধাকর ॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতনমঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম কমলদলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব
ছরমিত দুহুঁক শরীরে ॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বূল সুবাসে,
ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছিব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব দুহুঁক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুহুঁ অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি, কবর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, দুহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা॥
নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুহুঁ পঁহু করুণা সাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্যে মানো,
মুই বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধা কৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

হরি হরি কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণ ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইলে শরণ॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে॥
শ্রীরূপের পাদপদ্ম মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাঁসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে।

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণকর এইবার॥
এতিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি॥

রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্র দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে॥
তোমার সহিতে থাকি সখার সহিতে।
এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখাগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপি নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় করে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী॥

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পি :তের ফাঁদ॥

কদম্ব তরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফু সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দা'ন,
কেলি ক:র ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ, করে ফুল বরিষণ,
কর সখী চামর ঢুলায়॥

পরাগে ধূসরস্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥ *
হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্রবেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন মোহনলীলা করু॥

—

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেম ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী।
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগ বিদিক নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাতার॥

—

সারঙ্গ।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজনে মন্দিরে পহুঁ করহ পয়ান।
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ॥
শাক মুকুতা অন্ন লাফ্‌ড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন॥

পাঠান্তরে,—
* কুসুমিত বৃন্দাবন, কল্পতরুর গণ,
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতন খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন,
নরোত্তম মনোরথ পুর॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু না না উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি॥
জল পান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরিকা দিয়া দন্তের শোধন॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয়ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে॥
তাম্বুল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণ সেবন।
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের পালঙ্কে ফুলের চাঁদোয়া মশারী॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস॥
ফুলের পাপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
অদ্বৈত গৃহিনী আর শান্তিপুরনারী।
হুলুহুলু জয় জয় প্রভু মুখ হেরি॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তম দাস॥

—

সুহই।—ডাসপাহিড়া তাল।

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে॥
শাশুড়ী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পীয়াসে॥

—

ভোজন বিলাস। কেদার—রাগ।

কেলি সমাধি, উঠল দুহুঁ তীরহি,
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাঝে, বৈঠল নাগর,
করু ঘন ভোজন রঙ্গ

আনন্দ কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই, ক্ষীর বহু ঘন ফল,
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর॥
নাগর শেষ, সেই সব রঙ্গিণী,
ভোজন করু রস পুঞ্জে।
ভোজন সমাধি, তাম্বুল খাওল,
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ, যমুনাতট,
শুতল যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম, করতহি সেবন,
অলস নয়ান হেরি ভোর॥

পঠমঞ্জরী।

নবঘন-শ্যাম ওহে প্রাণ-বন্ধুয়া,
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদনশশী, অমিয়া মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি,
তবে তোমা দেখিতুঁই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমন বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব কহন না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখি, পরাণ-সংশয় দেখি,
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা করিলে বাধ;
নরোত্তম-জীবন অপায়॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

বলরামদাস।

[বলরাম দাস নামে এ পর্য্যন্ত ১১ জন পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; এবং পদাবলীর মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদকর্ত্তার পদ যে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে ৯৪৪ সালে (১৪৫১ শকে) যে বলরাম দাস জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রগ্রহণের পর, বলরাম দাস নদীয়া কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়া পল্লীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি এখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান আছে, এবং ঐ বিগ্রহের পূজা উৎসবে এখনও ধুমধাম হইয়া থাকে।

কামোদ।

কলিযুগ-মর্ত্ত- মাতঙ্গ যম-বদনে,
কুমতি করিণী দূর গেল।
পামর তুরগত নাম-মোতিম-
শত-দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর- গিরি-কন্দরে,
উয়ল কেশরি-রাজ॥
সংকীর্ত্তন-ঘন হুঙ্কৃতি শুনইতে
তুরিত-দ্বীপি গণ ভাগ।
ভয়ে আকুল অনিমাদি মৃগীকুল
পুণবত-গরব তেয়াগ॥
ত্যাগ হাগ যম তীরথ তরসল,
লালসা অম্বুকী ভরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অভয়ে সে জগ মাহ,
হরি হরি শবদ খেয়াতি॥

কামোদ।

ভালে সে চন্দন চান্দ, নাগরী মোহন ফান্দ,
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে,
যো পুন ঠেকিনু ও না ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি লিয়া,
পরাণে বন্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দ, কান্দে পূর্ণমিক চান্দ,
লাজ ঘারে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মনু মনু, কিরূপ দেখিয়া আইনু,
কালা অঙ্গে পরিছে বিজুলি।
স্বরূপে দঢ়ানু মনে, এ রূপ যৌবন সনে,
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিনু তারে, না জানি কি হল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে, ওরূপ দেখিয়া গো,
কোন পামরী রবে ঘরে॥

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন-পথ ধনী করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সবে নিঁদ গেল।
দেখি ধনী অতি উতকণ্ঠিত ভেল।
বিচুরল আপনক বেশ বনান।
সখীগণ সঙ্গে তব করত পয়ান॥
পুণিমক চান্দ জিনিয়া মুখ জ্যোতি।
ঝলমল করে তনু কতয়ে মণিমোতি॥
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥

কেদার।

বিপরীত অম্বর, পালটি পিন্ধায়ব,
বান্ধব কুন্তল-ভার।
গাঁথি দুহুঁক হিয়ে, পুন পহিরায়ব,
টুটল মোতিম-হার॥
হরি হরি কব নব-পল্লব-শয়নে।
রতি-রণ-ছরমে ঘরমে দুহুঁ বৈঠব,
বীজন কিশলয়-বীজনে॥
লোচন-খঞ্জন, কাজরে রঞ্জন,
নব-কুবলয় দুই কাণে।
সিন্দূর চন্দনে, তিলক বনায়ব,
অলক করব নিরমাণে॥
দুহুঁ-মুখ-জ্যোতি, মুকুর দরশায়ব,
দেয়ব সুকর্পূর পানে।
বলরাম দাসক, চির-দুখ মিটব,
দুহুঁ হেরব নয়ানে॥

ভূপালী।

চান্দ বদনী ধনী করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার॥
মধু-ঋতু রজনী উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুণুঝুনু।
মদন-বিজয়ী বাণ হাতে ফুল-ধনু॥
বৃন্দা-বিপিনে ভেটিল শ্যাম রায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়।
ধনী-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম॥
পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস॥

অভিসার।

ধানশী।

সাজল রসবতী সহচরী সঙ্গ।
মনমথ-সমর মনহি মন রঙ্গ॥
কালিন্দী-কূলে নিকুঞ্জক মাঝ।
রঙ্গ-ভূমি অতি সুললিত সাজ॥
ঋতু-পতি চমূ-পতি নব পরবেশ।
আওল বিপিনে বচন করি বেশ॥
মদন-কুঞ্জ মাহা শ্যাম রণ-বীর।
সাজলি তহি ধনী সমরে সুধীর॥
ঐছনে হেরইতে কানুক পাশ।
কহইতে আওল বলরাম দাস॥

যাকর মাঝ হেরি মৃগকুল-রাজ।
ভয়ে পৈঠলি গিরি-কন্দরী মাঝ॥
শুনইতে চমকিত সবহুঁ মাতঙ্গ।
চরণহি সোঁপল নিজ গতি-ভঙ্গ॥
আনি দিই নিজ লোচন-ভঙ্গী।
বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গল-কলস পয়োধর জোর।
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিকে মধুকর মন্ত্র উচার।
ঋতু-পতি যোধ ভেল আগুসার॥
একলি চড়ল মনোরথ মাহ।
দৃঢ় করি কঞ্চক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি।
তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি॥
লোচনে বাণ করল শরজাল।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥
যব করে পরশল কুসুম-চাপ।
তব ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ।
কুসুম-বিশিখ যব লেওব হাত।
পড়ব কুসুম-শর বজর বিথাত॥
বিধুমুখী নিধুবন-সমরে সুধীর।
যতনে পাওল ঋতু-পতি বীর॥
সেই করব করব তহিঁ বীরক দাপ।
তাকর কোন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম।
কহ বলরাম কি কহ পরিণাম॥

অন্যোত্তরং যথা।

ধানশী

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর।
ভেটব সময়ে ধীর সখী তোর॥
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছে।
আগে তুহুঁ শর বরিখব হাম পাছে॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণা দেখি কিয়ে মরবি॥
সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই।
ত্রিভুবন-শোহন মোহন হোই॥
ঋতুপতি কোটি ছোটি করি জান।
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান॥
কি করব মধুকর মন্ত্র উচার।
শ্যাম-ভ্রমর যাহা কমল বিহার॥
অবলা কি করব রণ বল-ক্ষীণা।
সহচরী গণ রণ-যুকতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধনু কুসুমক বাণ।
হিয়ে মণি-কিরণকি করব মৈলান॥
ভাঙ চাপ পঝু বিশিখ কটাক্ষ।
বরিখনে জর জর কর বহি তাক॥
ভুজগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ।
গিরব গিরায়ব কতহুঁ করি ছন্দ॥
সো ধনী কয়ল যো করুক সন্না।
নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥
নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে।
লভিনব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে॥
রণ-রথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নবপলব জিনি অধর সুরাতে।
করব বিখণ্ডন রদন বিঘাতে॥
তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে।
ঐছন যুকতি করব হাম চিতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ-পারিজাত সোপব চরণে॥
তুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উলাস॥

বিহাগড়া।

দুহুঁ দুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
লখই না পারই কলহ কিয়ে কেলি॥
গদ গদ বচন কহই তাহি পারি।
যৈছন রোখে অবশ রহুঁ ধারি॥
ভাঙ-ধনুয়া পর করই সন্ধান।
মরমহি হানল মনমথ-বাণ॥
ঋতুপতি সমতি শৈলপতি রাজ।
আগহি ভেজল মরমক সাজ॥
মুকুলিত চুত অশোক বকুল।
ভৈ গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল॥
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল।
বাওই রণ-বাজন দ্বিজকুল॥
অপরূপ রঙ্গভূমি বন মাঝ।
পৈঠল দুহুঁ জন সমর সমাজ॥
রতি-রণ-বীরক নয়ন-শরজালে।
ভাগল সহচরী দূরহি নেহারে॥
ভুজে ভুজে দুহুঁ জন বন্ধন ছন্দ।
বলরাম দাস কহে লাগল দ্বন্দ্ব॥

কেদার।

অনুপম মন অভিলাষ।

সঙ্কেত কুঞ্জহি, শেজ বিছাইনু,
কানু মিলব প্রতি আশ॥
মৃগমদ চন্দন, গন্ধ সুলেপন,
বিকসিত-চম্পক দাম।
কর্পূর তাম্বুল, সম্পুট ভরি রাখয়ে,
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গল কলসপর, দেই নব পল্লব,
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রতন প্রদীপ, সমীপহি জারল,
চামর বীজন অনুপাম॥
কত উপহার, কুঞ্জমাহা করলহি,
কানু মিলব প্রতি আশ॥
ঘর বাহির কত, আওত যাওত,
কি কহব বলরামদাস॥

বিহাগড়া।

তেজ সখি কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মোতিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

ধানশী।

ভাব ভরে গর গর চিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে নাপান সম্বিত।
হরি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি কান্দে পূরব সুলেহ॥
নাচে পহুঁ গোরা নট রাজ।
কি লাগি গোকুল পতি সংকীর্ত্তন মাঝ॥
প্রিয় গদাধর করে ধরি।
মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি॥

ডগ মগ আনন্দ হিলোলে।
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পণ্ডিতের কোলে॥
গোরা-রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥

সুহই।

সুন্দরি বুঝিল তোমার ভাব।
প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া,
ভাড়িলে কি হবে লাভ॥
আন ছলে কহ, আনের কথা,
বেকত পিরীত রঙ্গ।
রসের বিলাসে, অঙ্গ টল টল,
রতি প্রেম তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে, চলিতে না পারে,
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে, নিকুঞ্জ-বনে,
রঙ্গেতে হইয়াছে ভোরা॥
পুছিলে না কহ, মনের মরম,
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে, কি আর বলিবে,
ভাবেতে মজিত চিত॥

মরম কহিনু, মো পুন ঠেকিনু,
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগি থাকে,
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া, হিয়ার মাঝারে,
সদাই রাখিতে চায়।
হার-নহে পিয়া, গলায় পড়য়ে,
চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে, রতন পাইয়া,
সোয়াস্ত নাহিক পায়॥
কর্পূর তাম্বূল আপনি সাজিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া, চিবুক ধরিয়া,
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা,
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে, মুখ নিরখিয়ে,
তিতিল নয়ান-লোরে॥
চরণে ধরিয়া, যাবক রচই,
আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর হইল শেষ॥

ধানশী।

রাতি দিনে চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥

সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়,
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাইল রাতি,
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে,
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে,
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান,
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে,
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়,
বলরাম কি কহিতে পারে॥

তুড়ী।

নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে,
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া,
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি, কি বা সে পিরীতি,
জীতে কি পাসরিতে পারি॥
নিশ্বাস ছাড়িতে, গুণে পরমাদে,
কাতর হইযে পুছে।
বালাই লইয়া, মরিব বলিয়া,
আপনা দিয়া কত নিছে॥
না জানি কি সুখে, দাড়াঞা সমুখে,
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে, কে যাবে প্রতীতে,
বলরাম চিতে জাগে॥

বিভাষ।

কি বা সে কহিব, বঁধুর পিরীতি,
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া, মুখ নিরখিয়া,
পরাণ অধিক বাসে।
আপনার হাতে, পাণ সাজাইয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া, আদর করিয়া,
মুখে মুখ দিয়া নেয়॥
মরি মরি সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে, আছয়ে এখনে,
মোরে কাছে না দেখিয়া॥
করতলে ঘন, বদন মাজই,
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ, সকলি সোঁপিনু,
ধৈরয পাওল চুর॥
মরম বান্ধল, নানা সুখ দিয়া,
বচন ঠেলিতে নারি।
যখনে যেমতি, করে অনুমতি,
তখনে তেমতি করি॥
তোর সঞে সখি, কথাটি কহিতে,
সোয়াস্ত না পাও হিয়া।
বলরাম কহে, মরি যাই হেন,
পিরীতি বালাই লয়া॥

ভাটিয়ারি।

নাস বেশ করি, পরায় পাটের শাড়ী,
সাধে সাধে সমুখে হাটায়।
দেখিয়া হাটন মোর, হইয়া আনন্দে ভোর,
দুই বাহু পশারিয়া ধায়॥
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে, হেরিয়া ঝরিয়া মরে,
সেই যোড় হাতে মোর আগে॥
অতিরসে গরগরি, কাঁপে পহুঁ থরহরি,
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে, নিবিড় আলিঙ্গনে,
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাখায় গায়, দেয় বসনের বায়,
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে,
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
তুমি মোর প্রাণ ধন, তোমা বিনে নাহি আন,
কহে পিয়া গদগদ ভাষে।

যতেক পিরীতি তার, জগতে ক আছে আর,
কি বলিবে বলরাম দাসে ॥

পঠমঞ্জরী।

দূর কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ ॥
ভাল ভেল অলপে বিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহুঁ আশ পরিবন্ধ ॥
তুহুঁ গুণ-সাগর সো গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ ॥
তুরিত চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ ॥
কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহি তায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায় ॥
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ।
বিনতি না শুনয়ে বলরামদাস ॥

পঠমঞ্জরী।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর যোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী।
রাইক চরণে পশারল তুহুঁ পাণি ॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥
মানিনী মা হেরই নাহ-বয়ান।
পদ-তলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানুমুখ চাই ॥

সুহই।

সখি মা বোলহ আর।
হাম ফল পায়নু তার ॥
সহজেই মতি গতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম ॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চুর ॥
অবহু না রহ পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান ॥
যৈছে রহত মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ ॥
তুহুঁ যদি না পুরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস ॥

ভাটিয়ারি।

যো মুখ দেখিতে, হিয়া বিদরয়ে,
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই কি জানি কদম্ব তলে।
ও রূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি,
দিনু যমুনার জলে ॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনী,
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু,
মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাঁচনী,
সাজনি ময়ূর পাখে।
বলরাম বলে, কোন বা দারুণী,
কুলের ধরম রাখে ॥

শ্রীরাগ।

রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ॥
রসিক নাগর, হেরিয়া মরিনু,
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন, লাগে উচাটন,
তরাসে পরাণ ঝুরে ॥
আঁখির ঠারে, বুক বিদারে,
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী, পাপিনী যুবতী,
রাখলুঁ কুলের মান ॥
হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁফর,
দারুণ মুরলী স্বরে।

কুটিল হরিণী, লোটায় ধরণী,
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে ॥
মধুর বোলে, পরাণ দোলে,
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে, এবে সে নিশ্চয়ে,
ছাড়িল ঘরের আশ ॥

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান।
নট কৈল কুল-অভিমান ॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়।
সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর ॥
কত না নাগরপণা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে ॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরাণে কি তা সয় ॥
কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ ॥
নারী-বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয় ॥

ধানশী বা তুড়ী।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে ॥
রূপ দেখি কি না সে করিনু।
বল করি জাতি প্রাণ পর-হাতে দিনু ॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনী ॥
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি।
কিসের ভয় কিবা গুরুজন লাজে।
মধুর মুরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে।
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ইহা পিরীতের ফাঁদ ॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥
কি রূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান কাঁপর ॥
সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে ॥

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা ॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ।
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে ॥
চাঁদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে ॥
এ তোমার ভুবন মোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণী ॥
গুরু-ভয় লোক লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে ॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া ॥

ভাটিয়ারী।

অঙ্গে অঙ্গে মণি, মুকুতা খেচনি,
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা,
মদন মুরছা পায় ॥
মরি মরি সই, ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কো বিহি গড়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥
ঢুলু ঢুলু দুটি, নয়ন নাচনি,
চাহনী মদন-বাণে।

ভেরছ বঙ্কানে, বিষম সন্ধানে,
মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন তিলক আধ টানিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে ॥
হিয়ার ভিতরে, লোটাঞা লোটাঞা,
কাতরে পরাণ কান্দে ॥
আধ চরণে, আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া, ভাল সে বুঝিয়া,
মরে বলরাম দাস ॥

সিন্ধুড়া।

কি বা সে মোহন বেশ, ভুলাইল সব দেশ,
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে তারে, জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মজয়ে কত জনা ॥
সই হাম কি করিনু, কেন বা সে বাড়ায়নু
কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই, বজর পড়িল গো
কালারূপ দেখি চোখে চোখে ॥
কিবা সে নয়ান বাণ, হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী, আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিদ দূরে গেল গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান, ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নাচি ঘরে ॥
রসের মুরতি সে, দেখিলে না রহে যে,
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে,
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ॥

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি।
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন ॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলি সতীর সমুখে ॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিনু তোমার পরিবাদ ॥

তুড়ী।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥
বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরা দেখায় ॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী ॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে ॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জীতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি ॥

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে ॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে যুড়াক নয়ান ॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি ॥

রাজার ঝিয়ারী, কুলের বৌহারী,
স্বামি-সোহাগিনী নারী।

পিরীতি লাগিয়া, এ তিন খোয়ানু,
হইনু কুল খাঁখারী ॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন, নাহি দরশন,
জগত ভরিল লাজে ॥
ধরম করম, সব তেয়াগিনু,
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল, সকলি মজিল,
সে জনার পরিবাদে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে, হিয়া জর জর,
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম, এ তিন আখর,
কেবল দুখের খনি ॥

তথা—রাগ।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী ॥
কথার দোসর নাই যারে কহে দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ পুরুষের মুখ ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায় ॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবু ত না গণে মনে এত পরমাদ ॥
ওরূপ দেখিয়া কৈনু মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥
আন কথা কহি যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি শ্যামনাম আইসে মুখে ॥
ভাবিতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না যায় দুটি আঁখির পানী ॥
সেরূপে মজিল চিত পাশরিলে নয়।
বলরামদাস বলে না জানি কি হয় ॥

ধানশী।

ধিক রহুঁ মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহুঁ যো ধনী তোহে অনুরাগ ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ ॥
সহজই আনলে দগধ অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ ॥
সো ধনী কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতি রভসে কোঙারী ॥
সোই গুবর তুয়া হিয়া অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনী পাশ ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুঁহু বহু বল্লভ তোহে না যুয়ায় ॥
সিন্দূর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর ॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম তরঙ্গ ॥

গান্ধার।

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি, নিকুঞ্জে যব বৈঠায়,
তব কাঁহা রাখবি মান ॥
ইহ নাগর বর, রসিক কলা গুরু,
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহি, রোখ বাঢ়ায়সি
চরণেহি ঠেলসি তায় ॥
প্রেম লছিমি হিয়, ছোড়ল বুঝি অব,
মান অলখি পরবেশ।
গুণ বিছুরাই, দেখি সব ঘোষই,
আরতি ছোড়ল দেশ ॥
ইহ অলখী যব, তোহে ছোড়ি যাওব,
তব গুণ-গণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি, বাহু ধরি সাধবি,
তব কোই নিয়ড়ে না যাব ॥
সহচরী এতহুঁ, বচন নাহি শুনয়ে,
কোপ ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম, চমক মোহে লাগল,
সখীক বচন ভেল ভঙ্গ ॥

সুহই।

যারে মুই না দেখি নয়ানে।
কলঙ্ক তোলায়ে তার সনে ॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি ॥

কে না পিরীতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে॥
মোর হৈল সব বিপরীত।
জগতে করিল বেয়াপিত॥
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিল এখানে॥
বলরাম কহে পাপ লোকে।
মিছে কথা কহে পরতেকে॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাব-ভরে গর গর চিত।
খেণে উঠে খেণে বৈসে না পায় সম্বিত॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুব সুলেহ॥
নাচে পহু গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সংকীর্ত্তন মাঝ।
নিজ পর কিছুই না জানে।
উত্তম অধম নাহি মানে।
ডগ মগ প্রেম-হিল্লোলে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি।
মরম কথাটি কহে,ফুকরি ফুকরি॥
এ রসে জগৎ রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ হৃদয়॥

তুড়ী।

ছাড়িব ঘরের আশ, করিব সে বনবাস,
এই চিতে দড়াইনু সার।
রাতি দিবস চিতে, হিয়ার উপরে থোব,
না করিব আর আঁখির আড়॥
সই তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি ভাসাইনু, কুলে তিলাঞ্জলি দিনু,
খাইনু সে ধরম করম॥
শাশুড়ী ননদী ভরে, নিঃশ্বাস না ছাড়ি ঘরে,
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া,
মনের কথাটি কব তারে॥
নয়ানে না দেখে আন, আন নাহি শুনে কাণ,
যত দেখে সব লাগে ধন্দ।

বলরাম দাসে বলে, না জানি কি করিলে,
ও নাগর গোকুলের চন্দ্র॥

তথা রাগ।

কিবা সে মোহন বেশ, দেখিতে মুরছে দেশ,
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে যারে, জনম ভরিয়া সই,
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥
কি করিনু কি না হৈল, কেনে রস বাড়াউল,
কি শেল হানিয়া গেল বুকে।
জাতি-কুল-শীল-শিরে, বজর পড়িল সই,
কানুরে দেখিয়ে চোখে চোখে॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিদ গেল দূরে গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান, ধক ধক করে প্রাণ,
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মুরতি সে, দেখিলে সে রহে দে,
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে,
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥

তথা রাগ।

চিরুণী নিরখি, ঘন পুলকিত,
কাজরে কাঁপয়ে কান।
হেরইতে সিন্দূর, লোরে সিনায়ল,
কি করব বেশ বনান॥
এ সখি সোঙরিতে মঝু মন ঝুরে।
নিরড়হি গোরী, নাহ ভেল ঐছন,
কিয়ে জানি হোয়ব দূরে।
কাঁচুলী-নামহিঁ ধৈরয ভেজল,
মনহি গহন উনমাদ।
উচ কুচ-যুগ কর, পরশি বনায় ত,
কি জানিয়ে করু পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই, প্রেম দেই নিরমিল,
রসময় নাগর শ্যাম।
কন কমঞ্জরী রতি- মঞ্জরী রোয়নে,
রোয়ব কব বলরাম

করুণ বরাড়ী।

বড় বিষম হৈল কালার প্রেম
এ ঘর বসতি লাগে শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলী॥
যত যত পিরীতি করিয়াছে মোরে।
আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি।
সোঙরিতে চিত উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চোখে চোখে॥
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
হিয়ায় ধরিয়া, নয়ান ভরিয়া,
কবে সে দেখিব মুখ খানি।
বলরাম দাসে বলে, হিয়ার ভিতরে জ্বলে,
দারুণ শেল আগুনি॥

তথা রাগ।

নয়ান-কোণের বাণে, হিয়ায় হানিল রে,
সেই হইল পিঠের পার।
জানিয়া তিন কোণের খড়, দিনু ওষুধের মুখে,
তবু আমার দুখের নাহি পার॥
রসের আবেশে, অঙ্গ মোড়া দিয়া,
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায়, ও ভুরু নাচায়,
তাতে কি পরাণ রয়॥
বাঁশীর ফুকে, বুকের ভিতরে,
ফুটিয়া আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে, হিয়ার হিলনে,
পরাণ-পুতলী দোলে॥
হিয়া জর জর, পরাণ কাঁপর,
দেখিয়া ও-মুখচন্দ্র।
বলরাম মনে, আন নাহি লয়,
সবে প্রাণ গোকুলচন্দ্র॥

ভাটিয়ারি।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতি বিয়াধি॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিনু।
গোপতে বাড়ায়ে প্রেম আপনা খোয়ানু॥
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়ানি।
কহিতে নাহিয়ে ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন পরাণ তেজে।
বলরাম বলে আর কি করিবে লাজে॥

তথা—রাগ।

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদরে জ্বালা।
কে সহিবে ইহ দুখ হইয়া অবলা॥
মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেই পিউ॥
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল।
কে করিবে অনুক্ষণ ক্রন্দনের-রোল॥
কে হেরিবে শূন্য কদম্বের কোব।
কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব॥

তথা-রাগ।

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবায়॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সবায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী দমন করিয়া॥

ভূপালী।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী রাই।
তুরিতহি নাগর মিলল যাই॥
হেরইতে বিরহিনী চমকিত ভেল।
শ্যাম ধরি নিজ কোর পর নেল॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥

আনন্দ-লোর ঈষত বহি যায়।
বয়ান বয়ান দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায় ॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ-হুতাশ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস।

ধানশী।

চির দিনে মিলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ-হুতাশ ॥
বাম পাণি দেই দখিণ শরীরে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে ॥
আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার।
বিরহিণী বামে করি বৈঠল কান।
বিরহিণী মানল স্বপন সমান ॥
পূরল যতহুঁ মদন-অভিলাষ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

পঠমঞ্জরী।

কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাব।
এ মোর দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব ॥
হাত কলম করি নয়নকরি দোত।
কলিজা কাজর করি লিখি চাঁদমুখ ॥
কেহু ত না কহে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥
দেখিলা যতেক দুখ কহিল বন্ধুরে।
পুছিও তাহারে মোরে মনে নাকি করে ॥
কহিবে দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া ॥
কহিও কহিও সখি মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ ॥
এত শুনি সো সখী করল পয়ান।
আওল মধুপুরী বলরাম গান ॥

সুহই।

বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে, জীবন শূন মানে,
তাহে কি মাথুর সুখ ॥
সদাই বিরলে বসি, অবনত মুখশশী,
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি,
ঐছনে হরয়ে গেয়ান ॥
পুন চেতন পুন ঐছনে মুরছন
পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক পথিক হেরি কত,
করে ধরি করে পরিহার ॥
আওব কানু, কহল তোহে কত মত,
বচনে করহ বিশোয়াসে।
তোহারি প্রেম সোই বিছুরি না পারব,
পুছহ বলরাম দাসে ॥

তথা রাগ।

হামারি যতেক দুখ বিরহ-হুতাশ।
সবহি কহবি তুহুঁ বিরহিণী পাশ ॥
দ্বয় এক দিবসে মিলব হাম যাই।
যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই ॥
কহবি সজনি মঝু আরতি-বাণী।
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি ॥
শুনি দূতি ধাই চললি ধনী পাশ।
গদ গদ কহতহি বলরামদাস ॥

পঠমঞ্জরী।

ভুখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানী।
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি ॥
আঁখির নিমিখে পিয়া হারা হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে ॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত ॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া বিসরে যদি কি ছার জীবনে ॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে ॥
তবু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে ॥
হাস হাস নয়ান জুড়াক চাঁদমুখি।
এ বোল বলিতে পিয়া ছল ছল আঁখি ॥
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ ফাফর হৈল ক্ষীণ হইল দেহ ॥

তথা রাগ।

কতয়ে বেরি বেরি, রচব শেজ রি,
সরস-সরসিজ পাতি।
শীতল বীজনে, সলিল সিঞ্চনে,
কত না পোহাইব রাতি॥
শুন শুন নিদয় নিঠুর চিত।
তো সঞে লেহ করি, খোয়লু সুন্দরী,
পরাণ দেই পরাচিত॥
কতয়ে চন্দন, করব লেপন,
এতহুঁ না জুড়ায় অঙ্গ।
উঠয়ে পুন পুন, তবহুঁ দারুণ,
দহন মদন তরঙ্গ॥
কবহুঁ অঙ্গন, কবহুঁ সদন,
কবহুঁ সহচরী-কোর।
ফুয়ল কবরী, লুটয়ে সুন্দরী,
কত নদী বহে লোর॥
ধরণী উপর, নিচল কলেবর,
পড়ল আঁচর ফেরি।
কোই না কহ, শ্বাস না বহ,
নিমিখ তেজল গোরী।
কোই ছুটত, কোই লুঠত,
প্রাণ-প্রিয় সখী ভাখি।
কহই বলরাম, ধবল কালিম,
বদনে দেয়বি সাখী॥

তথারাগ।

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধায়ল,
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ, মোহ বহি যাওত,
কত পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে, আছয়ে এক ঔষধ,
শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি, পরাণ ফেরি আওত,
সো দুখ কি কহম হাম॥
কত কত বেরি, তোহে সম্বাদলু,
বৈয়ল তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত, ভীত রহুঁ অন্তরে,
কহতহি বলরামদাস॥

তথারাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

ভাটিয়ারি।

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লইয়া,
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু, উর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু-রব, বুঝিয়া রাখাল সব,
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরিয়া একত্র কৈল,
চালাইয়া গোকুলের মুখে॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম,
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গো-ক্ষুর-রেণু,
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

গৌরী।

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল।
এতক্ষণে মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদগদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা॥
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা।

কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥

ধানশী।

আগো মা তোমার গোপাল
কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই, তবু ত না মন পাই,
তোমারে ভুলাবে কত খানি ॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ, যদি যায় দূর বন,
কেহ ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু, পূরয়ে মোহন বেণু,
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে ॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু,
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বোলে,
মা জানি মরমে কিবা আছে ॥
কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ,
অপরূপ চরিত্র বিহরে ॥
বলরাম দাস বোলে, বলাই দাদা নাহি জানে,
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে ॥

ইমনকল্যাণ।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাই রাম,
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে ॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর, আনিয়াছে থরে থর,
আগে দেই রামের বদন।
পাছে কানায়র মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে,
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত, চৌদিগে শত শত,
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি, মঙ্গল হুলাহুলি,
আরতি করয়ে কুতূহলে ॥
জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সবে আরতি,
হরষিত যশোমতী মাই ॥
কহে বলরাম দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই ॥

তথা রাগ।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে ॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি ॥
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া বাণী।
নেহারে গোপালমুখ কাতর পরাণী ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম,
মিনতি করি যে তো সবারে।
বন কত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইও দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করিও গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায় যদি লাগে,
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপজাতি, গোধন পালন বৃত্তি,
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব ॥
বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া, দিব আমরা যোগাইয়া,
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

মঙ্গল।

গৌর বরণ, মণি আভরণ,
নাটুয়া মোহন বেশ।

দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল,
টলিল সকল দেশ ॥
মনু মনু সোই দেখিয়া গৌর ঠাম।
বধিতে যুবতী, গড়ল কি বিধি,
কামের উপরে কাম।
চাঁপা নাগেশ্বর, মল্লিকা সুন্দর,
বিনোদ কেশের সাজ।
ও রূপ দেখিতে, যুবতী উমতি,
ছাড়ল ধৈরয লাজ ॥
ও রূপ দেখিয়া, পতি উপেখিয়া,
নদীয়া-নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম, আপনা নিছিল,
গোরা-পদ নখ-ছান্দে ॥

শ্রীরাগ

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়ানগর ॥
বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে ॥
মধু-লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ওরূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে ॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে ॥
মন্থর চলনি গতি ভুঙ্গিমে হেলানি।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি ॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাউ তায় ॥

তুড়ী।

বিহরে আজু রসিক-রাজ
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ
কুঞ্চ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক-রুচির-কাঁতিয়া।
কোটি কাম রূপ-ধাম
ভুবনমোহন লাবণী ঠাম
হেরত জগত যুবতী উমতি
ধৈরয ধরম তেজিয়া ॥
অসীম পূর্ণিমা-শরদ চন্দ
কিরণ মদন বদন-ছন্দ
কুন্দ-কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু বসন-পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি
বমই কতহি অমিয়া রাশি
সুধই সীধু-নিকরে নিঝরে
বচন ঐছন ভাতিয়া।
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ
মধুর পিরীতি আরতি-পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলস ধন্দ
চলত চলত খলত মন্দ
পতিত কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া ॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম অমিয়া পিব
তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু-ঠামে অপরাধিয়া ॥

তুড়ী।

গৌর মনোহর নাগর-শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুম-শর ॥
কাঞ্চন রুচিতর রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর।
জিনি মত্ত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর-সুধারস মধুর হসিত ঝর ॥
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর ॥
হেরি গদাধর-মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণী'পর ॥
লোচন জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর।
মরমে ভরম ধর বিষম বিরহ-জর ॥

অতি রসে গর গর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচ তর॥
রস-সাগরে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশ বলরাম পর॥

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল
আরে সে কেলি- কদম্ব-মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ-যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম
পিঙল ব,ন দামিনী॥
শাঙল ধবল কালিম গোরী
বিবিধ বসন বনি কিশোরী
নাচত গাওত রস বিভোরি
সবহুঁ বরজ-কামিনী।
বীণা কপিনাস পিনাক তাল
সপ্ত-সুর বাজত তাল
এ স্বর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্বু
কেলি কতহুঁ গায়নী॥
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহুঁ করত কোল
ভালি ভালি বোলনী।
বলরাম দাস করত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত ভুলত জগত উমত
হৃদয়-পুতলী দোলনী॥

পঠমঞ্জরী।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহ ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সংবাদ লেই চলু বলরাম দাস॥

শ্রীরাগ।

কালিন্দীতীর নিকুঞ্জক মাঝ।
রোয়ত সুবদনী ছোড়ল লাজ॥
অতি উতকণ্ঠিত বিরহ-বিষাদ॥
সহচরীবৃন্দ গণয়ে পরমাদ॥
দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার।
মলয় পবনে ধনী করু সীতকার॥
হরি হরি শবদে লুঠিত সখী কোর।
অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥
হেরি চলত সখী কানুক পাশ।
কত যে নিবেদব বলরাম দাস॥

ধানশী।

ধিক্ ধিক্ মাধব তোহারি সোহাগ।
জানলু তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধু যামিনী কামিনী গোরী।
তোহারি অমিলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোহে মিলব করি আশ।
কপট-প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণী পাশ।
নিচয়ে ছোড়হ অব তাকর আশ॥
সো মানিনী তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান॥
সো ধনী সঙ্গী ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তা কর সহয়ে পরাণ॥
শুনইতে কানুক দরদয়ে চিত।
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত॥

গদগদ কহই আধ আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস॥

কহ বলরাম, লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি,
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি॥

মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল, ভরল ক্ষিতি-মণ্ডল,
রসময় রতন পসার।
নিজ গুণ-কীর্ত্তন, প্রেম-রতন ধন,
অনুক্ষণ করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌর কিশোর।
অনুক্ষণ ভাবে, বিভাবিত অন্তর,
প্রেম-সুখের নাহি ওর॥
কুন্দন কনয়, বিরাজিত কলেবর,
বিহি যে করল নিরমাণ।
মনমথ মুরছিত, অঙ্গহি অঙ্গ কত,
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
যা কর ভজন, শিব চতুরানন,
এ মন মরম সন্ধান।
হেন-নাম-হার, যতন করি গাঁথই,
পতিত জনেরে করে দান॥
অন্ধকার-কূপে, মগন দেখিয়া জীব,
নবদ্বীপে পহুঁ পরকাশ।
প্রেম-রতন ধন, জগভরি বিতরল,
বঞ্চিত বলরাম দাস॥

তথা রাগ।

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া।
খঞ্জন-গঞ্জন, পদযুগ-রঞ্জন,
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল-ধ্বনিয়া॥
সহজই কাঞ্চন- কাঁতি কলেবর,
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি, মদন-মন মুরছল,
অরুণ-কিরণ অম্বর বনিয়া॥
ডগ মগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই,
দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখনিয়া।
প্রেমক-সায়রে, ভুবন ডুবায়ই,
লোচন কোণে করুণ নিরখনিয়া॥
ও রসে ভোর, ওর নাহি পায়ই,
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি॥

মল্লার কামোদ

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে॥
শুনিয়া পুরব-গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহু পড়ে মুরছিয়া॥
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোক-নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গর গর চিত গদাধর দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহুঁ ছল ছল আঁখি॥
শ্রীপাদ লয়া পহুঁ ধরণী পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরম-কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরা-রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিলা বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

বিভাষ ললিত।

খোজতি ফিরতি, জননী যশোমতী,
আওল কুঞ্জ- ।
শুনইতে দক্ষ, বিচক্ষণ-ভাষণ,
চমকিত গোকুল-বীর।
হরি হরি অব দুহুঁ ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি, ছরম-ভরে শুতলি,
রতি-রণে যামিনী জাগি।
রতি-রসে অবশ, কলেবর নাগর,
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণ-পিয়ারী, নেহারি বদন পুন,
ভোরি রহল তছু কোর॥
রাই-বদন ঘন চুম্বই সাদরে,
কাতর-হৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি, শয়ন ভিগায়ই,
হেরি বলরাম বিভোরি॥

তথা রাগ।

বৃন্দাবন শুক, সারিক-কোকিল,
অলিকুল-মঙ্গল-গানে।
রবই কপোত,
দশ দিশ ভরল নিসানে॥
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর॥
নিশি পরভাত, তবহিঁ নাহি জাগত,
ঘুমল যুগল কিশোর॥
ঝামর দীপ, সুধাকর ধূসর,
দিশি ভরু অরুণিম-কাঁতি।
কুমুদিনী ছোড়ি, নলিনীগণে ধাবই,
আকুল মধুকর-পাঁতি॥
মন্দির শূন হেরি, বরজ-মহেশ্বরী,
বয়লহি বিপিন-পয়ানে।
ললিতা-কাতর, বচন-সুধা কর,
বলরাম শুনব কাণে॥

তুড়ী।

ঝঙ্করু বন ভরি, মধুকর মধুকরী,
কূজই কোকিল-বৃন্দ।
ভাঙ্গি তছু মোড়ি, গোরী পুন শুতলি,
মুদি নয়ন-অরবিন্দ॥

জাগহ প্রাণ-পিয়ারি।
রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল,
ননদিনী দেয়ব গারি।
জটিলা পাশ, আসু ভরি রোয়ই,
খোজই যামুন তীর।
সারিক-বচনে, চমকি ধনী উঠইতে,
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির॥
চললি চিয়ায়নে, তুরিতহি সখীগণ,
জাগল আভরণবোলে।
বলরাম হেরি, যাই উঠায়ল,
দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে॥

রামকেলি।

সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল-মুখী,
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ, কমল দিঠি-অঞ্চলে,
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ॥
হরি হরি, মাধবী-লতা-গৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি, শয়নে দুহুঁ বৈঠলি,
চৌদিশে রঙ্গিনী-সমাজ।
গোরীক থোরি, বদন-বিধু হেরইতে,
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত, বসন দেই মোছই
নিঝরই নয়নক-লোর॥
হেরইতে সখীগণ, ঢর ঢর লোচন,
লোরে ভিগায়ই দেহ।
বলরাম কব হিয়, নয়ন জুড়ায়ব,
হেরব দুহুঁ জন লেহ॥

তথা রাগ।

ফুয়ল কবরী ধনী-বদন বেয়াপ।
রাহু কিয়ে বিধু-মণ্ডল ঝাঁপ॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কুম-রাগ।
কাজর সিন্দুর দূরহি দূর ভাগ॥
জানলুঁ কানু নিঠুর হিয়া তোর।
ঐছন ভাতি করল সখী মোর॥
বলহি অধর দল দশনে বিদার।
শয়নহি লুঠই টুটল হার॥

নখ-পদ জর জর উচ-কুচ-ভার।
টুটলি সব তনু অতনু-ভাণ্ডার॥
সুপুরুখ জানি সোঁপলু তোহে রাই।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥
তুহুঁ সতি বৃন্দাবন বাটোয়ার।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥

তথারাগ।

অধরহুঁ রদন মদন-শর জর জর,
নখর-শকতি হিয়া ফোড়ি।
কঙ্কণ-খড়গহি তোড়ি সবহুঁ তনু,
সরবস লেয়লি মোরি॥
শুন সহচরি, হেরিনু কিয়ে নট-চাঁদ।
রস ঔখদ দেই, মোহে শান্তায়বি,
পুন দেয়সি পরিবাদ॥
পুন ভুজ-পাশে, বান্ধি হিয়ে তাড়সি,
তুহুঁ কুচ-পর্ব্বত-ঘাতে।
রতি-মতি দূর, বিকল এ কলেবর,
রভাতে।
মুরছলু হেরি, তবহুঁ নাহি ছোড়ল,
পুছহ মনোরমা ঠাম।
কর দেই রাই, নাহ মুখ ঝাপল,
হেরব কব বলরাম॥

তথা রাগ।

দলিত-নলিন-সম, মলিন বদন-ছবি,
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মীটল উজ্জ্বল, চন্দন কজ্জল,
মরদল মরকত গণ্ড॥
এ সখি, তুহুঁ অতি নিকরুণ দেহ।
হিয় চক্রি কুচ-ভর, দেই মরদলি,
শিরীষ কুসুম তনু এহ।
নীল-উতপল-দল, কোমল উরু থল,
ফাড়লি নখ শর হানি।
ইথে অতি বেদন, মুদি রহুঁ লোচন,
কিয়ে ভেল গদ গদ বাণী॥
মনমথ-ভূপতি, ভীত নাহি মানলি,
সখীগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা-বচনে, লাজে ধনী নত-মুখী,
হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥

তথা রাগ।

সখি হে, এ তুয়া কৈছন রীত।
তুয়া বচনে ধনী, বেচল নিজ তনু,
তুহুঁ পুন কহ বিপরীত॥
স্বামি-বরত ছলে, কাননে আনলি,
একলি প্রিয়-সখী মোর।
নলিনী-সুকোমল, দুলহুঁ সুনাগরী,
ডারলি মদ-করি-কোর॥
সখী সতী-বরত্তিনী, নব-কুল-কামিনী,
পর-প্রিয়া গণনে না জানি।
এ নব যৌবন, অমূল্য রতন-ধন,
পর-করে দেয়লি আনি॥
তুয়া রসে রসবতী, ছোড়ল নিজ পতি,
গুরুজন-ভীত না মানি।
বলরামদাস-হিয়া, অমিয়া নিষিঞ্চব,
চম্পকলতা-সখী-বাণী॥

শুভগা।

জানলি কানু, গোপতে পরিহারলি,
কাতর-লোচন-ওরে।
ললিতা ছল করি, রাইক করে ধরি,
ডারল নাহক কোরে॥
হরি হরি, সব সহচরীগণ মেলি।
কিশলয়-শয়ন, তলে দুহুঁ পৈঠব,
বিলসব রসময় কেলি॥
বুঝিয়া বিশাখা সখী, আনন্দে মাতল,
মাঝহি বচন-বেয়াজে।
কর ধরি ধনী-মুখ, বসন উঘাড়ল,
চুম্বই নাগর-রাজে॥
চিত্রা বান্ধি, দুহুঁক পটাঞ্চলে,
কহলি গেহ চলু বালা।
চলইতে রাই, উঠই না পারই,
হেরি হাসয়ে সখী-মালা॥
ধনী দিঠে পেরল, জানি সুনাগর,
তোড়ল গাঠিক বন্ধ।

কাহুক চুম্বই, কাহু আলিঙ্গই,
হেরি বলরাম আনন্দ ॥

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী-শেষে,
শোহই মধুর কানন-দেশে।
গগনে উয়ল মধুর মধুর,
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া ॥
মধুর-মাধুরী কেলি-নিকুঞ্জ,
ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ।
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুর মধুহিঁ মাতিয়া ॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর,
মধুর যুবতী নব কিশোর।
মধুর বয়জ-রঙ্গিণী মেলি,
করত মধুর রভস-কেলি ॥
মধুর পবন বহই মন্দ,
কূজয়ে কোকিল মধুর-ছন্দ।
মধুর রসহি শরদ সুভগ,
মদই বিহগ-পাঁতিয়া ॥
রবই মধুর সারী কীর,
পড়ই ঐছন অমিয়া-গীর।
নটই মধুর ময়ুর ময়ূরী,
রটই মধুর ভাতিয়া ॥
মধুর মিলন খেলন হাস,
মধুর মধুর রস-বিলাস।
মদন হেরই ধরণী লুঠই,
বেদন ফুট ছাতিয়া ॥
মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম-চিতে ফুরত নীত।
দুহুঁক মধুর চরণ-সেবন,
ভাবন জনম ধাতিয়া ॥

পঠমঞ্জরী।

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকর-পুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি-নিকুঞ্জ ॥
কূজই কোকিল মধুকর-নাদ।
শুনি শুনি মনমথ-মন উনমাদ ॥
উয়লহি হিম-কর উজোর রাতি।
ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি ॥
দশ দিশ পূরল খগ-মৃগ-গানে।
বলরাম জানল নিশি-অবসানে ॥

বিভাষ।

রাই মুখ-পঙ্কজ, কুসুমে মাজল,
বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিত সিন্দুর, যতনে নিবারই,
নীঝর নয়নক লোর ॥
এ সখি, চতুর-শিরোমণি কান।
নিমজি উনমজি, আরতি-সায়র,
করল বেশ-নিরমাণ।
অঞ্জইতে লোচন, দুনয়ান ছল ছল,
করল ধরম-জল চোরি।
কত পরকারহিঁ, কাঁপ নিবারণ,
লিখইতে উচ কুচ জোরি ॥
বসন পরাইতে, মুগধল নাগর,
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুঞ্চিত, রঙ্গদেবী সখী,
তঁহি বলরাম মুখ চাহ ॥

রামকেলী।

বেশ বনায়ই পহিরি পুন শাড়ী।
যব পহুঁ আগে রহলি ধনী ঠারি ॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল রাই ধরল ধনী কোরে ॥
দারুণ দুরবিহি দুরযশ দেল।
হিয়া মাহা হানল গরলক শেল ॥
কোরহি বৈঠলি মুগধিনী রাই।
বসনহি ঝাপি রোই শির নাই ॥
শিরোপরি শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান ॥
মুরছি গোরী পড়ল ক্ষিতি মাহ।
পুন করি কোরে রোই বর নাহ ॥

লুঠই ধরণী পহুঁ কর উর তাড়ি।
ভোরি রোয়ত নাহ ধনী নিল কোরি ॥
মুখ হেরি রোয়ই করই আশোয়াস।
ছল ছল দিঠি জলে গদ গদ ভাষ ॥
চুম্বি আলিঙ্গি সাঁতারলি শ্যাম।
লেই ধনী গেহ চলব বলরাম ॥

তথা রাগ।

দুহুঁক বেয়াকুল, হেরিয়া সহচরী,
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস, বচনে দুহুঁজনে,
বিরহ করায় অন্তরায়।
দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।
রভস-সরোবরে, দুহুঁক ডুবায়ই,
আপন মনোরথ পূর ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ জন, চুম্বই পুন পুন,
দুহুঁ দোঁহা কোরে আগোরি।
তেজল সরম, ভরম ধনী বিছুরল,
গেহ গমন পুন ভোরি।
সহচরীগণ সব, মনহি বিচারই,
কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে ॥
তৈখনে নয়ন, যুগল ভেল ঢর ঢর,
কহতহি বলরাম দাসে ॥

তথা রাগ

মন্দিরে চলব, জানি অতি কাতর,
আকুল জলধি-তরঙ্গ।
কত কত চুম্বন, কতহুঁ আলিঙ্গন,
দুবর ভেল দুহুঁ অঙ্গ ॥
সখি হে, কিয়ে বিধি লাগল বাদে ॥
কণ্ঠ কণ্ঠ গহি, সব সখী রোয়ত,
হেরইতে দুহুঁক বিষাদে ॥
সোঙরি বিচ্ছেদ, খেদ দুহুঁ আকুল,
দুহুঁ রহু কোরে আগোরি।
দুহুঁক নয়ন-নীর, দুহুঁ তনু ভিগই,
রোয়ই মুখে মুখ জোরি ॥
এ মুখ-দরশন, বিনে তনু জারব,
কহি কহি রোয়ে মুরারি।
ধনী মুখ উলটি, পালটি কত হেরই,
কত জিউ করত নিছারি ॥
ব্রজপতি-রাণী, সঙ্গে ব্রজপতি পুন,
আই কুঞ্জ মাহা পৈঠ।
শুনইতে বলরাম, দুহুঁক সম্ভেদল,
দুহুঁক ছাড়ি দুহুঁ বৈঠ ॥

শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাব-ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে ॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবায় দারু পাষাণ ॥
পুরুব চরিত যত পিরীতি-কাহিনী।
শুনি পহুঁ মুরছিত লোটায় ধরণী ॥
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর ॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি ॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটী আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশুপাখী ॥
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহ-সুখ।
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ ॥

ললিত।

জানিয়া কামিনী যামিনী শেষ।
জাগহ সখী সবে করব নিদেশ ॥
ললিতা বিশখা ঘুমায়ব সঙ্গী-সঙ্গে।
সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে ॥
হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই।
কনক মঞ্জরী মুখ হেরব জাগাই ॥
ঘুমাল সখীগণে জাগব শয়নে।
কর্পূর তাম্বুল দেয়ব বদনে ॥
বিরচিব সিন্দূর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ ॥
তনু অনুলেপন চন্দন গন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলী নিবন্ধ ॥
আরতি করব হেরব মুখচন্দ্র।
টুটব চিরদিনে বিরহক ধন্দ ॥

শয়ন-নিকুঞ্জে গবাখ আগোরি।
হেরব সখীগণে আ ়ে ভোরি॥
বলরাম হেরব দুহুঁ মুখচন্দ্র।
ভাগব কব দিঠি শ্রবণক দ্বন্দ্ব॥

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতেন শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে।
দেখিয়া বিদরে বুক দুটী ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন মানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

পঠমঞ্জরী।

কুসুম-ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁজন আরতি চন্দন বায়॥
পূণিমক রাতি মোহন ঋতু-রাজ।
বিদগধী বিদগধ মিলল সমাজ।
নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥

ললিত।

দেখ সখি, হেরি কিয়ে নাগর-রাজ।
বিপরীত বেশ, বিভূষণ হেরিয়ে,
কোন করল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি বলত, খেলত পুন উঠত,
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল পঙ্কজ দল, নয়ন যুগল-বর,
যামিনী জাগি নিতান্ত॥
মুখ বিধু-রাজ, মলিন অব হেরিয়ে,
অরুণ-কিরণ-ভয় লাগি।
অলক-নিকর-উডু, ভাল-গগনপর,
নিশি-অবসান ভয় ভাগি॥
বান্ধুলী অধরে, হেরি জনু নীলম,
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দরশন, কাঁতি জনু দরপণ,
সো অব রঙ্গিম ভান॥
উর পর নখ পদ, তনু তনু নিরমদ,
অনুক্ষণ অলসে বিভোর।
যাবক-রাগ, দাগ কিয়ে শোভন,
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড়॥
শ্যামর অঙ্গে, নীল অম্বর কিয়ে,
জলদে জলদ মিলি গেল।
দুরহি দিগ-, , বসন জনু হে রিয়ে,
ঐছন মরমহি ভেল
টল মল চরণ-,
ঝনর ঝনর ঘন বাজে।
কহ বলরাম, দাস ইহ বিপরীত,
হেরত নাগর-রাজে॥

যদুনন্দনদাস।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের তালিকায় কয়েকজন যদুনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিখ্যাত পদকর্ত্তা, মালিহাটী নিবাসী, বৈদ্যবংশসম্ভূত যদুনন্দই প্রসিদ্ধ। ৯৪৪ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। ১০১৪ সালে ৭০ বৎসর বয়সে ইনি "কর্ণানন্দ" নামক একখানি ঐতিহাসিক কাব্য প্রণয়ন করেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণীর ইনি মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। গুরু গৃহে অবস্থিতি কালেই ইহাঁর "কর্ণানন্দ" কাব্য রচিত হয়। কর্ণের আনন্দদায়ক বলিয়া গুরু ঠাকুরাণী এই অভিনব কাব্যখানিকে উক্ত নামে অভিহিত করেন। এই মৌলিক কাব্য ব্যতীত শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত "বিদগ্ধ মাধব" নাটকের ইনি বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। সে পদ্যানুবাদ "রসকদম্ব" নামে পরিচিত। এইরূপ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত "কৃষ্ণ কর্ণামৃত" নামক সংস্কৃত কাব্যখানিও ইনি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। শ্রীরাধিকার স্তোত্র বিষয়ক "কুঞ্জরাস্তব" নামে অপর একখানি ক্ষুদ্র কাব্যও ইহাঁর দ্বারা রচিত হয়; কিন্তু ইহাঁর রচিত পদাবলীই ইহাঁকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বরাড়ী।

হেরইতে দুহুঁ ওন দুহুঁ মুখ ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনে ভাব-সিন্ধু॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরী বিরং রহ রেখ॥
দুঁহু দুহুঁ জীবন মিলল একঠাম।
আনন্দ-সাগরে হরল গেয়ান॥
দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মনসাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥

তথা রাগ।

ফুটল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী।
পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গবতী॥
পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর।
করুণ কমল কুন্দ করবীর বর॥
মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ।
ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ॥
সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা।
হংস সারস পড়ে মেলি দুই পাখা॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণ গুণ স্বরে।
মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে॥
কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে।
মলয়-পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে॥
নির্ম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভা।
এ যদুনন্দন পহুঁ ভেল মনোলোভা॥

শ্রীগান্ধার।

তোহারি সঙ্কেতে, কুঞ্জে কুসুম শর,
কুঞ্জে রহল একেশরিয়া।
তনু বন বিরহ, দহনে ধনি দগধই,
প্রাণ হরিণ যায় জরিয়া॥
মাধব, ধৈরয গমন তোহারি।
গুণগণ লাখ, কলপ করি মানই,
তলপ ভরয়ে দিঠ-বারি॥
তোহারি সন্দেশ-, আশে ধনী কুলবতী,
খোলে কুল তনু কাঁতি।
নিকরুণ মদন, বেদন নাহি জানই,
হানই খরশাণ পাঁতি॥
পরাণ প্রেম- আশ-গুণে বান্ধল
ভাস না নিকসই বদনে।
ভণে যদুনন্দন, সো জনি টুটয়ে,
অতয়ে চলহ সোই সদনে॥

শ্রীরাগ।

দোতি বচন শুনি, রসিকশিরোমণি,
আওল তাকর সাথ
দূর সঞে হেরি, সোই বর-নাগরী,
অবনত করি রহ মাথ॥
করযোড়ি সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর, পড়িয়ে চরণ তল,
তেজ ধনি নিদারুণ মান॥ ধ্রু

এত কহি নাগর, অন্তর গর গর,
চমকি চমকি পড়ু লোর।
হেরি সুধামুখী, আকুল ভেল অতি,
সো মুখ হেরি বিভোর॥
ছল ছল নয়ানে, শ্যাম কর কিশলয়,
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপন বিধু, যৈছে উদয় ভেল,
কহ যদুনন্দন দাস॥

—

বরাড়ী।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে।
বসিয়াছে বেদির উপরে॥
হেমমণি রচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারিভিতে॥
সমীরণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাঞা॥
কুণ্ডের পুরবে সেই কুঞ্জর।
যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয় পবন বহে তায়।
তরু পর সারী শুক গায়॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
এ যদুনন্দন নিরখয়ে।

—

তথা রাগ।

কি সখিয়ে চম্পক-, দাম বনায়সি,
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর, যাওব মধুপুর,
ব্রজ-পুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম, শ্রীদাম আর হলধর,
এ সব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি, পড়ল সোই কামিনী,
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত,
অচল কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন, শুনইতে ঐছন,
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥

সুহই।

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতাসি সাহস॥
জগত মোহসি মৃদুস্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী বাঁশের যাতে বাঁশী॥
দারুতে গরল তুয়া দেহ।
কেবল দারুণময়া সেহ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে
কি করুণা সুকঠিন জনে॥

—

ধানশী।

মুরছিত রাই, হেরি বর সখীগণ,
হোয়ল বিকল পরাণ।
উর পর কত শত, করাঘাত হানই,
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান॥
হরি হরি, কি আজু দৈবক খেল।
রাইক শ্রবণে, শ্যাম দুই আখর,
উচ-সরে সব জন কেলি॥ ধ্রু॥
বহুক্ষণে চেতন, পাই সুধামুখী,
কাতরে চৌদিকে চাহ।
বেড়ি সব সহচরী, করয়ে আশ্বাসন,
কানু কাঁহে যারে পুর মাহ।
তুরিতহিঁ সঙ্কেত-, কুঞ্জে তোহে মিলব,
হোয়ব অধিক উলাস।
তাক সম্বাদ, জানাইতে তৈখনে,
চলু যদুনন্দনদাস॥

—

তথারাগ।

মুরছল সহচরী মুরছল গোরী।
কো পরবোধব সবহুঁ বিভোরী॥
তুরিতে মিলিল তাঁহা নন্দকুমার।
সবহুঁ গোপীগণ নয়ন নেহার॥
চেতন পাই উঠয়ে সচকিত।
পাওল জীবন ভেল সম্বিত॥

পুন না দেখিয়া রাই আকুল ভেল।
ইহ যদুনন্দন হৃদয় মাহা শেল॥

ধানশী।

রাইক শেষ, দশা শুনি গদগদ,
নাগর ভেল বিভোর।
কহইতে কণ্ঠ, শবদ নাহি নিকসই,
ঝর ঝর লোচনলোর॥
সজনি, তুরিতহি করহ পয়াণ।
কাতরে নাগর, এতহিঁ নিদেশল,
সঘনে ঝরয়ে দু নয়ান॥ ধ্রু
এতহুঁ বচন যব, সো সখী শুনল,
তৈখনে করল পয়াণ।
মূরছিত রাই, কুঞ্জে যাহাঁ লুঠয়ে,
যাই মিলল সোই ঠাম॥
উঠ উঠ সুন্দরি, বিরহ দূরে করি,
কানু মিলল তুয়া পাশ।
শুনইতে তবহিঁ, চেতন পাই,
বৈঠল ভণ যদুনন্দন দাস॥

দেবগিরি।

যব ধনী মূরছি পড়য়ে।
নাসায় শোয়াস না বহয়ে॥
তব সব সখী একঠাম।
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম॥
শুনইতে চেতন পাই।
যতহুঁ প্রলাপই রাই॥
সো কি কহব তুয়া পাশ।
সহচরী জীবন নৈরাস॥
অতএ চলহ ব্রজপুর, কহ যদুনন্দন ফুর॥

ললিত—ভৈরবী।

রজনীক শেষ, সময় অরুণোদয়,

কত পরকারে, জাগায়ল দুহু জনে,
বৈঠল শয়ন উপেখি॥
রাধা মাধব কেলি।
কৃপণ হেম জনু, তিলেক না ছোড়ই,
ঐছন দুহু জন মেলি॥
রজনী প্রভাত হেরি ভেল আকুল,
সহচরীগণ বহে ভয়।
নিজ গৃহে গমন, করণ অব সমুচিত,
পুন পুরব অভিলাষ॥
এত শুনি দুহুঁ জন, অতিশয় কাতর,
কি করব কছু নাহি থেহ।
কহ যদু নন্দন, হোয়ল ভিনা,
এক জীবন ভিন দেহ॥

সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন, ঘন পরিরম্ভণ,
ভুজে ভুজে সঘন সন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর, ঘাতন দুহুঁ পর,
আনন্দে আপন না জান॥
অপরূপ নিধুবন-কেলি।
অতি রসে নিমগন দিনহি রাধ মাধব,
মদন-কদন দূরে গেলি॥
দুহুঁ দোঁহা উর পর, নিচল-কলেবর,
করত সঘন শীতকার।
অভিনব ঘনবর, থির বিজুরী বিয়ে,
বেঢ়ি রহল অনিবার॥
দাস যদুনন্দন, কব সোই হেরব,
হোয়ব কেলি অবসান।
শুকযুগ হেরি, তবহুঁ নিবেদব,
করইতে সো সমাধান॥

রাই নিয়ড় সঞে চলু যব কান
সখাগণ মাঝহি করল পয়াণ॥
দূরেহি নেহারি ধেনুগণ ধায়।
সহচরগণ সব মিলল তায়॥
ধেনুগণ অঙ্গহি দেওত হাত।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ॥
সবহুঁ সখাগণ পুছত তাই।
কোন কাননে ছিলা ভাই কানাই॥
কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান।
যদুনন্দন হেরি আকুল পরাণ।

ধানশী।

তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল,
ইহা উপজিল যথা॥
অরুণ উদয়ে, ব্রাহ্মণ নিচয়ে,
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে, করি নিবেদনে,
আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন পাশে, আমরা হরিষে,
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ যুবতী, ঘৃত দিবে তথি,
ইষ্ট-বর পাবে দান॥
জটিলা শুনিয়া, আমারে ডাকিয়া,
যতন করিয়া কৈল।
বধূরে সাজাঞা, গাবী-ঘৃত লৈয়া,
তুরিতে তাঁহাই চল॥
এ সব বচনে, সব সখীগণে,
রাইর আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
দরশ হইবে মোয়॥
এত মনে করি, অতি রসে ভরি,
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার, সাজাঞা সত্বর,
সবে মিলি চলি গেল॥
এ কথা জানিয়া, সে যে বিনোদিয়া,
ছান্দিয়া ও চূড়া বান্ধে।
সুবলাদি লইয়া, আধ পথে যাইয়া,
রহল দানার ছান্দে॥
বেণুর নিশান, করয়ে সঘন,
বাজায় ও জয় তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন,
নিবিড় আনন্দে ভরি॥

কামোদ।

রাইক উহ উত, কণ্ঠিত বচনহি,
সো সখী ক্রত চলি গেল।
নিজ গৃহে নাগর, রতন মন্দিরপর,
গোপতে যাই তঁহি মেল॥
ইঙ্গিতে রাইক, আরতি জানাওল,
বুঝাইতে নাগর রাজ।
কালিন্দীতীরে নিকুঞ্জ মনোহর,
জানাওল সঙ্কেত কাজ॥
শুনি দোতি ধাই, আওল যাহাঁ সুন্দরী,
কহতহি মধুরিম ভাষ।
তুয়া লাগি যমুনা- তীরে গেও নাগর,
পুরব চির অভিলাষ॥
এতহুঁ বচন শুনি, সো ধনী সুবদনী,
করত গমন উপচার।
কানুক নিকটে দূতী, আওল পুন,
কহ যদু নন্দন সার।

মঙ্গল।

চলল সুনাগর, অন্তর গর গর,
ঝর ঝর লোচনে পানী।
আগে করি দোতী, মোতি করি হাতহি,
বোলত গদ গদ বাণী॥
এ সখি, ধনী কি করব পরমাদ।
এহ নিজ দাসে, দাস করি লেবর,
পুরব মঝুঁ মন-সাধ॥
এত কহি কুঞ্জ, সমীপহি আওল,
দোতীক সঙ্গহি সঙ্গে।
তুহুঁ আগে যাই, রাই সনে মিলহ,
তাহে বৈঠল করি ভঙ্গে॥
কানুক অঙ্গ, গন্ধে বন ভাসল,
রাই কহত কিয়ে বাস
আওব জানি, ফেরি ধনী বৈঠল,
কহে যদুনন্দন দাস॥

বিহগড়া।

চন্দ্রাবলী সঞে, বিলসই মাধব,
হেরি চলু রাইক পাশ।
মলিন বয়ান, নয়ানযুগ ছল ছল,
তেজই দীঘ নিশ্বাস॥
সুন্দরি, কি কহব কপটক লেহ।
যাক নাম তুহুঁ, শুনলা পারসি,
তা সঞে বিলসয়ে সেহ॥

অতিরসে মগন, সঘন তাহে চুম্বই,
চৌদিশে সহচরী বৃন্দ।
সুখময় যামিনী, তুহুঁ ভেল তাপিনী,
বিগলিত লোচন নিন্দ॥
কি কহব তাক, চরিত অতি শঠপন,
কামী সো কামিনী পাশ।
কহলু এতহুঁ, নিদেশ তোহে সুন্দরি,
এ যদুনন্দন দাস॥

ধানশী।

কানুক গোঠ-গমনে ধনী রাই।
বিরহে বেয়াকুল থির না পাই॥
সখীগণে কহে হই বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজু নন্দ কিশোর॥
গোগণে কানন ভেল বিথার।
গোপসখাগণ তাহে অপার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গেহি সাজ॥

তুড়ী।

দুহুঁ প্রেম-গুরু ভেল শিষ্য তনু মন।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব-অলঙ্কার।
দুহুঁ মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার॥
সুজৃম্ভাদি উদ্ভাব সুদীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাবভূষা রাধার অধিক॥
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার॥
ভাবাদি অঙ্গজ তিন সৌজন্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যদুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায়॥

সুরট।

তোড়ইতে কুসুম চলল যব রাই।
নাগর বাহু পসারল যাই॥
সুবদনী গরবিনী হিয়ে অভিলাষ।
ঝুটহি কান্দল তাহে মৃদু হাস॥
অসূয়াদি ভাবে ভরল সব অঙ্গ।
অলপ অরুণ দিঠি কতহুঁ বিভঙ্গ॥
হেরয়ে কোই জানি ভয় ভেল তায়।
ভাঙ্গ-বিভঙ্গ রোখে পুন চায়॥
ইহ কিলকিঞ্চিত-ভূষিত গোরী।
কানু পটাঞ্চলে ধরই রিভোরি॥
পদ আধ চলই চলই নাহি পার।
ইহ যদুনন্দন কহ রস সার॥

পঠমঞ্জরী।

সখীগণে দুহুঁ লেই কুঞ্জহি গেল।
কত রস কৌতুক কতহি হৈ গেল॥
অতনু-যাগ তব রচইতে কান।
কুন্দলতায়ে করু পুরোহিত-ভান॥
যাগ-ভূমি ভেল শশিমুখি-দেহ।
পুরোহিত করি তব মস্তক থেহ॥
রাইক উরোজ পরশ করু কান।
নমো গণেশায় কহ মন্ত্র বিধান॥
গণ্ডহিঁ গণ্ড পরশ পুনর্ব্বার।
নমো দিনমণি করু মন্ত্র উচ্চার॥
কুচ নীবিবন্ধ বদন তিন ঠাঞি।
শিব শিব-মহিষী বিষ্ণু পুজ তাহি॥
পঞ্চ দেব তবে পুজইতে কান।
কোপে কমল-মুখী অরুণ নয়ান।
করিয়া ভ্রূ-ভঙ্গিম কুটিল নেহারি।
কান্দন মাখি হাসি দেই গারি॥
ললিতাদি আট আট দিক পাল।
পুজইতে কানু পলায়ে সখী-জাল॥
ভাল গণ্ড কুচযুগল নয়ন।
বদন অধর নবগ্রহ পুজ কান॥
কুন্দলতাক শুনই জছু বোল।
সখীগণ ভর্ৎসন করু উতরোল॥
ঐছন কত কত করয়ে বিলাস।
যদুনন্দন রস-সায়রে ভাস॥

ভূপালী।

নিধুবনে রাধামোহন কেলি।
কুসুম-সমর করু সহচরী মেলি॥

বৃন্দাদেবী যোগাওত ফুল।
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল।
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম-অঙ্গে।
তোড়ল পিঞ্ছমুকুট বহু রঙ্গে॥
লাখে লাখে গেন্দু পড়য়ে শ্যাম গায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায়॥
সখীগণ মেলি দেই করতালী।
ফুল-ধনু লেই ফিরয়ে বনমালী॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুল-রণ।
কোই না জীতয়ে সম দুই জন॥
অদভুত দুহু জন কুসুম-বিলাস।
হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥

তথা রাগ।

সময় সমাধিয়া যুগল কিশোর।
আওল দুঁহু যাহা কুসুমক ডোর॥
বৃন্দাদেবী-রচিত ফুল-দোলা।
* ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥
কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি।
নাচত গাওত তাল ধরি॥
দোলত দুহু জন কুসুম-হিণ্ডোরে।
দুই দিগে দুই সখী দেই ঝকোরে॥
তড়িতে জড়িত জনু জলধর-কাঁতি।
পরিমলে ধাওল মধুকর পাঁতি॥
অপরূপ দোলত কেলি নিকুঞ্জে।
দুহুঁ পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
হেরি মুগধ যদুনন্দন দাস॥

পঠমঞ্জরী।

ফুল বনে দেখিয়া ফুলময়-তনু।
ফুলময় আভরণ করে ফুল-ধনু॥
ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখে ফুল-পুঞ্জ॥
ফুল-তনু হেরি মুগধ ফুল-বাণ।
ফুল-শরে হানল ফুলময় কান॥
ফুলে উয়ল বন ফুল-বায়ু মন্দ।
ফুল-রসে গুঞ্জরে মধুকরবৃন্দ॥
অপরূপ ফুল-দোল ফুল বিলাস।
ফুল করে রহ যদুনন্দনদাস॥

বরাড়ী।

সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে চলু কামিনী,
দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন তট, নিকটহি বাট,
লেই যজ্ঞ ঘৃত থোর।
দেখ সখী অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম, প্রেম বিলাস রসায়ন,
পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥
দূর সঞে দরশন, অনিমিখ লোচনে,
বহতঁহি আনন্দ নীর।
আনন্দ-সায়রে, ডুবল দুহুঁজন,
বহুক্ষণে ভৈ গেল থির॥
অতিশয় আদর, বিদগধ নাগর,
রাই নিয়ড়ে উপনীত॥
ইহ যদুনন্দন, নিরখই দুহুঁ জন,
অতিসুখে নিমগন চিত॥

বরাড়ী।

কানুক মধুর, বচন রচনগণ,
শুনইতে নায়রী ভোর।
মধুরিম-হাস- মিলিত নয়নে থোর,
চাহনি তাকর ওর॥
সজনি, কো কহু প্রেম-বিলাস।
হেরইতে ঐছন, নিজ নিজ জীবন,
নিছন করু অভিলাষ॥
দুহুঁ জন নয়নে, নয়ন শর বরিখণে
হানল দুহুঁ কর চিত।
রস-আকুতে ভরি, আন ছলে নাগরী,
আনতহি ভেল উপনীত॥
নাহ রসিক বর, পন্থ আগোরল,
কহতহিঁ চতুরিম বাত।
আনন্দে নিমগন, দাস যদুনন্দন,
শুনতহিঁ পুলকিত গাত॥

সুহিনী।

নয়ন পুতলি রাধা মোর।
হৃদি মাঝে রাধিকা উজোর॥
মোর সরবস সুবদনী।
অব কাঁহে হইল মানিনী॥
আমারে তেজিল কি লাগিয়া।
না দেখিয়া ফাটি যায় হিয়া॥
যে মোরে তিলেক না দেখিলে।
কত যুগ না দেখিনু বোলে॥
যে মোর হিয়ার মাঝে থাকি।
সদা উঠে চমকি চমকি॥
সে ধনী কি মোরে উপেখিল।
সে কেমনে পরাণ ধরিল॥
এত বিলপয়ে যব কান।
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান॥
আকুল দেখি শ্যাম-চাঁদ।
এ যদুনন্দন মন কান্দ॥

তথা রাগ।

বিদগধ নাগর, কাতর দেখিয়া,
চমকিত দোতীক চিত।
ঐছে বিলাপ, শুনিতে তনু পুলকিত,
অন্তরে ভেল বহু ভীত॥
মাধব, থির করহ নিজ প্রাণ।
তোহে উপেখি, সোই কুল কামিনী,
কা সঞে সাধব মান॥
তুয়া লাগি হাম, তাহে বহু সাধব,
তোহে লেয়ব তছু ঠাম।
মানিনী মান, মানাই তোহারি সনে,
পূরায়ব সব মনকাম॥
এতহুঁ নিদেশ কহল যব সো সখী
কহ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
সো সব শুনইতে, হৃদয় বিদারয়ে,
কহ যদুনন্দন দাস॥

তথা রাগ।

সখীর বদন, হেরিতে নাগর,
নিঝরে নয়ান ঝরে।
শয়নে স্বপনে, না জানি যা বিনে,
সে কেনে এমন করে॥
শুন লো মরম সখী।
সে ধনী নিয়ড়ে, যাইব কেমনে,
সদয় হইবে নাকি॥
যদি পুন ধনী, আমারে দেখিয়া,
ফিরিয়া বৈসয়ে রোখে।
আমার কারণ, বিনয় বচন,
কহিতে হইবে তোকে॥
হেন মনে করি, ধীরে পদ ধরি,
চলিলা দোতীর সনে।
দোতীরে মোহন, সাধে পুন পুন,
এ যদুনন্দন ভণে।

রাধামোহনদাস।

[১০৯৫ সালে রাধামোহন আচার্য্য ঠাকুর পৈত্রিক বাসস্থান চাকন্দী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র অথবা বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শ্যামানন্দ পুরী ইঁহার দীক্ষা গুরু। রাধামোহন প্রকৃত সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ, এবং উচ্চদরের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "পদামৃত-সমুদ্র" নামক সুপ্রসিদ্ধ পদাবলী গ্রন্থ ইঁহার দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থের অন্তর্গত পদ সকলের "মহাভাবানুসারিণী" নামক এক সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াও ইনি আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সুন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে রচিত। রাজা নন্দকুমার ও পুঁটীয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে—রবীন্দ্রনারায়ণ প্রথমে ঘোরতর শাক্ত ছিলেন, ইনিই শাস্ত্র বিচারে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১১২৫ সালে স্বকীয়া ও পরকীয়া বাদ সম্বন্ধে এক ঘোরতর বিচার হয়; সেই বিচারে রাধামোহন একখানি জয় পত্র প্রাপ্ত হন। উক্ত সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে তাহা রেজেষ্টারী হয়। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর মাত্র। ১১৮৫ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।]

বরাড়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমময়॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু-হৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণা-সাগর।
জয় রঘুনাথযুগ কৃপা-পূর্ণান্তর॥
জয় শ্রীজীব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলি-কালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥

তথা রাগ।

রাধা কৃষ্ণ রসময়-মূর্ত্তি কলেবর।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥
অরে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে।
কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥
মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়।
যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচার।
কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥
জয় জয় দীনবন্ধু পতিত-পাবন।
জয় জয় প্রেম-দাতা দেহ প্রেম-ধন॥
এই নিবেদন করি চরণে তোমার।
এ রাধামোহনে এবার করহ উদ্ধার॥

শ্রীরাগ।

ব্রজকুল নন্দন, চান্দ হাম পেখলু,
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ, তরঙ্গিম শোভন,
পুরুখহি এ্ছঁ না হেরি॥
সজনি, কো ইহ মাধুরী অপার।
যো সুধা-সিন্ধু, বিন্দু নব পুন পুন,
মঝু আঁখি পিবই না পার॥
তনু তনু অতনু- যূথ বিরে সেবই,
কিয়ে রূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহর, কান্তি রূপ ধর,
কিয়ে বররস অধিদেব॥
এত কহি গোরী, ভোরি পুন অনিমিখ,
নয়নচষকে করু পান।
সো বচনামৃত, কিয়ে রাধামোহন,
শ্রাবই পাতব কান॥

তথা রাগ।

রাই কানু মেলি-, প্রহেলী আলাপন,
রাগ-তালযুত গান।
বহুবিধ সুনটন রাস লাস্য করু,
করি কত বিবিধ বিধান॥
দেখ দেখ অদভুত সখীগণভাব।
দুহুঁক উলাসহি, উলসিত অন্তর,
মানই কত কত লাভ॥
দুহুঁকর মানস, রতিগত হোয়ল,
অনুমানি পরম আনন্দ।
যৈছন উহ রস, হোয় সমাপন,
ঐছন করু পরবন্ধ॥
রতি-সুখ-সেজ- আদি সমাপন,
আন ছলে করল পয়াণ।
অদভুত বৈদগধি, অদভুত গুণগণ,
করু রাধামোহন গান॥

সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে, রঙ্গে ব্রজ-নন্দন,
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন-, সময় বুঝি তৈখনে,
আন ছলে আপহি গেল॥
সজনি, হের দেখ মিলন-রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে, যৈছন জল-নিধি
উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ ধ্রু
দূরহি দুহুঁ মুখ, হেরইতে দুহুঁকর,
নয়নহি আনন্দ-নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত, দুহুঁ ঘরমাইত,
কম্পিত দুহুঁক শরীর॥
কতহুঁ যতনে দুহুঁ, হোয়ল একঠাম,
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ॥
রাধামোহন পহুঁ, চতুর-শিরোমণি,
খেলত রস অবগাহ॥

ধানশী।

দূরহি দুহুঁ হেরি, দুহুঁ পুলকাইত,
নয়ানে নয়ানে যব, দুহুঁ দোহাঁ নিরখই,
তব বহ আনন্দ-লোর॥
সজনি, দেখ রাধামাধব-প্রেম।
দুহুঁ দোহাঁ কি করব, থেহ না পাওত,
জনু দুহুঁ দারিদ হেম॥
দুহুঁ কর বচন, রচন পুন গদ গদ,
দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোহাঁ পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন,
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥
অপরূপ বিধু-মণি দুহুঁ কিয়ে বিধুবর,
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহুঁ, দুহুঁ অতি নিরুপম,
ত্রিভুবন করু পরশংস॥

মায়ূর।

সখীগণ সমুখহি, কাতরে কানু যব,
সুবিনয় করহি দীঠে।
তব তছু অভিমত, করইতে কোই সখী,
গোপতে বচন কহু মিঠে॥
সুন্দরি, অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর-কুঞ্জ-, কুটীরে অতি গোপতে
যাই রাখহ নিজ মান॥
ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি উহ সুবচন, ভীতহি জনু জন,
রাই করল সোই নীত॥
বুঝি পুন নাগর, সব গুণ-আগর,
অলখিতে তহিঁ উপনীত।
রাধামোহন পুন, দেখি সুনাগরী,
আনন্দে নিমগন চিত॥

ধানশী।

পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল॥
কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস।
এক মুখে সীতকার এক মুখে হাস॥

নিমীলিত নয়ন নয়ন করু থির।
মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥
নাগরী দেওল ধন-রস দান।
রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান॥

কৈছে কণ্টক বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার।
এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস॥

ধানশী।

গরবহি সুন্দরী, চরনহি আনত,
নাগর পহু আস্বার।
কহতহি বাত, দল দেহ মঝু হাত,
আন ছয়ে কামুকী বতার॥
অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস-, কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥
অলপ পালট ভেল, অথির দৃগঞ্চল
তহি জল-কণ পরকাশ।
ধূনাইত ভ্রূ-ধনু, পুলকে পূরল তনু,
অলখিত আনন্দ-হাস॥
ঐছন হেরি, চকিত পুন তৈখন,
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধা মাধব, দুহুঁ কর পদতলে,
রাধামোহন বলিহারি॥

মল্লার—সমতাল।

হের দেখ নব নব, গৌরাঙ্গ-মাধুরী,
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ, যামকুল সঙ্কুল,
বৈছন মোতিম-দাম॥
নয়নহি নীর বহ, কম্পই থির নহ,
হাসি কহত মৃদু বাত॥
কো জানে কি ক্ষণে, ঘর সঞে আয়লু,
ঠেকি গেনু শ্যামর হাত॥
দেশক উচিত, দান কভু না শুনিয়ে,
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন, গোবর্দ্ধন-বন
লুঠবি তুহুঁ বাটপার॥
কো ইহ ভাব, ভরহি ভরমাইত,
কিঞ্চিত পাঠল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবব,
ও রস-মাধুরী দেখি॥

তথা রাগ।

সবে মিলি বৈঠল কালিন্দীতীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়নে বহে নীর॥
কাহাঁ গেও নাথ দুখ-সাগরে ডারি।
অচলা মতি কৈছে তরইতে পারি॥
বিরহ বিয়াধি—চিরমিক লাগি।
গাওত তুছু গুণ যামিনী জাগি॥
বিষজল ব্যাল বর্ষভয়ে রাখি।
অব কাঁহে মারসি অকরুণ আঁখি॥
যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিল জনু যুগ শত বাত॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥
তুয়া পদপঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥

তুড়ী।

বেলি অবসান, হেরি শচী-নন্দন,
ভাবহিঁ গদ গদ বোল।
কানুক গমন- সময় অব হোয়ল,
শুনিয়ে বেণুক রোল॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহি নিগমন, রহতহিঁ অনুখণ,
কতিহুঁ নাহি অবকাশ।
খেণে পুন কহই, নিকট শুনিয়ে অব,
ঘন হাম্বা-রব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল-জন যত ধাব॥
ঐছন ভাতি, করত কত অনুভব,
যো রসে কৃত অবতার।

রাধামোহন পহু, সো বর শেখর,
ঐছন সতত বিহার॥

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর॥
বাজত কত কত তান।
কত কত রস করতহিঁ গান॥
গগনে গমন ভেল চন্দ।
ফিরয়ে দীপ ধর ছন্দ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
কহ রাধামোহন দাস॥

সুহই।

রাধা মাধব যব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ॥
তহিঁ বর সুরত-বাপী অবগাহ।
রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ॥

কামোদ।

দেখ গৌরচন্দ্র বর-ভঙ্গী।
কামিনী-কাম, মনহি মন সাঙ্গরু,
ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গী॥
স্মিত-যুত বয়ন, কমল অতি সুন্দর,
শোভা বরণিনা হোয়।
কত কত চাঁদ, মলিন ভেল রূপ হেরি,
কোটি মদন পুন রোয়॥
চামরী চামর, লাজে সকুঞ্চিত;
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহি পন্থ, চলত অতি মন্থর,
মদগজ-গমনক ছন্দ॥
আন উপদেশে, বোলত করি চাতুরী,
মধুর মধুর পরিহাস।
করত পুরুব মত,
ভণ রাধামোহন দাস॥

বেলোয়ার।

অতি অনুরাগ, ভরল মন উৎসুক,
টুটল ধৈরয লাজ।
তনু অনুলেপন, সঙ্গক পরিজন,
তেজল যত কিছু সাজ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ, করত কতি নিশ্চয়,
বুঝিয়া কাজক বন্ধ॥
মুখ-জিত-শরদ-, সুধাকর তনু-রুচি-,
কবলিত-কাঞ্চন-দণ্ড।
নয়ন তীখন শর, ফুলশর-মনোহর,
ভাঙ মদন ধনু খণ্ড॥
ঐছন ভাতি, ভাবিনী ভালে ভেটল,
মনমথ মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি, গুপতহি সখী চলু,
কহ রাধামোহন দাসে॥

গান্ধার।

রাগ তাল দুহুঁ, হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ,
জানলু বচনক রীতে।
গ্রাম তিন স্বর, বহুবিধ পরকার,
জানসি কত কত নীতে॥
গুণবতি, অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ, শিখায়বি নিরজনে,
নিজ জন জানিয়া মোয়॥
মুরলী ছোড়ি হাম, নিকটহি বৈঠব,
শিখব সুমধুর গান।
গোয়ী শ্যাম নট, তব নহ দুরঘট,
হোয়ব মিলন-সন্ধান॥
মুখহি মুখ যব, তুহুঁ শিখায়বি,
হৃদয়ে ধরব হাম।
ভণ রাধামোহন, রচন-বচন পুন,
ভালে সে জানয়ে শ্যাম॥

কেদার।

গিরিবর কুঞ্জে, চললি দুহুঁ নিরজনে,
উজ্জ্বল-সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ, বচনক কৌশল,
মনহি মনোভব জাগি॥
সজনি, আজু পরম রস ভেল।
অতি অনুরাগ, তুরগ মনোরথে,
দুহুঁক ঘটন অব ভেল॥
অঙ্গজ-গণ পুন, ভেল রণ-বাদক,
কোকিলগণ স্বর শৃঙ্গ।
বাজাওত সখীগণ,
বীরগণ গাওত ভৃঙ্গ॥
ভাঙ-কামান, কটাক্ষ তীখণ শর,
অদভুত পুলক কঞ্চুক।
অশ্রু শ্রেণী ভেল, ঘাম পর মুকুল,
স্বর-ভেদ মদন-বন্ধুক॥
ঐছন সাজ, মদন-রণ-পণ্ডিত,
যুঝব যুগল কিশোর।
ভণ রাধামোহন, দরশন কিয়ে উহ,
লীলা হোয়ব মোর॥

তথা রাগ।

সখি, অনুমানে বুঝল কাজ।
জয় জয় কিঙ্কিণী, দুহুঁ নূপুর-মণি,
কঙ্কণ রণ রব বাজ॥
নিবিড় আলিঙ্গন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
প্রতিঅঙ্গ জনু ভট বীর
কিয়ে পরস্পর, করু পরিরম্ভন,
জানিয়া সময় সুধীর।
কঙ্কণ বলয়া, সঘন সম বোলত,
চুম্বন যুগ যুগ থোর।
যুঝল মদন, পরাভব পাওল,
জীতল যুগল-কিশোর॥
সৌরভে মাতি, ভ্রমরকুল ধাওত,
ছোড়ল কুসুম-বিলাস।
নিজ অভিযোগ, হোয়ত পুন ঐছন,
কহ রাধামোহন দাস॥

সারঙ্গ।

লাখবাণ হেম, চম্পক জিনি গোরা তনু,
লাবণী অবনী উজোর।
চন্দন-চরচিত, মালতী-মণ্ডিত,
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহি আজু গৌর কিশোর।
বসনহি ঝাঁপি নিঙ্গ আপদ মস্তক,
জিনি সুরধুনী জোর।
বাম নয়নে ঘন, চাহত দশ দিশ,
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাঁহে, বসন আগোরই,
গজগতি চলু অনিবার॥
গদ গদ শবদে, করত হরিকীর্ত্তন,
অনুমানি মুখশশী ছান্দে
রাধামোহন দাস, না বুঝয়ে ও রস,
নিজদোষ ভাবিয়া কান্দে॥

তথা রাগ।

নব অভিসারিণী, কুঞ্জহি ভেটল,
নব নাগর কানু সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুখ, সবহুঁ দূরে গেও,
বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ॥
দেখ দেখ, অনুপম দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
দুহুঁক দরাশাবেশে, ভোরল হরি সঞে,
উছলত প্রেমক সিন্ধু॥
দুহুঁক আলোকনে, দুহুঁ পুলকায়িত,
লোচনে আনন্দ-লোর।
বিবরণ কাঁপ, ঘাম ভেল গদ গদ,
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥
ঐছন ভাব না, হেরিয়ে ত্রিভুবনে,
ঐছন নিরুপম লেহ।
দাস রাধামোহন, চিতে নিচয় করু,
এক পরাণ ভিন দেহ॥

সুহই।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহাঁর রূপের, নাহিক উপমা,
প্রেমের নাহিক ওর॥

হিরণ কিরণ, আধ বরণ,
আধ নীল-মণি-জ্যোতি।
আধ গলে বন, মালা বিরাজিত,
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে, মকর কুণ্ডল,
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে, চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে, ময়ূর-শিখণ্ড,
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল, করে ঝলমল,
ফণী উগাররে মণি॥
ঈষদবলোকনে, মাধব হেরইতে,
নয়নহি আনন্দ-নীর।
জনু বর বিধু-মণি, বিধুকর দরশনে,
তৈছন সকল শরীর॥
অলক সঙারিতে, পহুরহি কাঁপই,
বর-করে পরশিতে কান্ত।
কহ রাধামোহন, বেশ কৈছে হোয়ব,
চূড় চরণ পরিযন্ত॥

মঙ্গলরাগ।

সুরধুনী তীরে, তরুণতর-তরুতর,
তলপিত মালতী মালে।
বৈঠি বিনোদবর, বাসিত কুঙ্কুমে,
তিলক বনায়ত ভালে॥
হরি হরি, না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
গোকুল-নায়ক, বিহরই নবদ্বীপে,
তরুণী-ভাব পরকাশ॥
চমৎকৃত-চারু, চন্দ্রযুত চন্দন,
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজ বর ভাব, বিভাবিত অন্তর,
ঐছে ভকতগণ সঙ্গে॥
রাকা রজনী, রজনীকর রমণ,
করাওল পদনখ ফান্দে।
রাধামোহন, দুষ্ট-দ্বিরেফ-চিত,
দমন দাস করি বান্ধে।

সুহই।

ব্রজ অভিসারিণী- ভাবে ভাবিত,
নবদ্বীপ-চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন, করত পুলকি-তনু,
নয়নহি আনন্দ লোর॥
দেখ দেখ প্রেম-সিন্ধু অবতার।
অহি পুন নিমগন, নাহি জানে রাতি দিন,
বুঝি সো মহাভাব-সার॥
নিশবদ মণ্ডন, অঙ্গহি পহিরল,
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন পানে, চকিত বিলোকনে,
পাওল সুরধুনী তীর॥
কেবল কৃষ্ণ- নাম গুণ কীর্ত্তন,
করতহি পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস, আশ রাখত জানি,
সো প্রভু-চরণারবিন্দে॥

তথা রাগ।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ, নিজ নিজ মন্দিরে,
বিমনহি করত পয়াণ।
দুহুঁক নয়ন গল, প্রেম-বিচ্ছেদ জল,
দারুণ দৈব বিহান॥
দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন, কতিহুঁ না হেরিয়ে,
যৈছন বাধবাণ হেম॥
পদ আধ চলত, খলত পুন গিরত,
কাতরে নেহারই মুখ।
এক পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন,
অতএ সে মানয়ে দুখ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মান,
গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন, ঐছে গান গুণ,
যব নহ সো রস-ভঙ্গ॥

সারঙ্গ।

অপরূপ দিনহি, কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে,
শীতল পবন বহে মন্দ।
দ্বিজ-কুল-নাদ, সুবাদন তৈছন,
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ॥

জয় জয় রাধামাধব মেলি।
তুহুঁক প্রেম নব, কো করু অনুভব,
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি ॥
তহিঁ পুন অতিশয়, নাগর আগরি,
অতএ সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু-নীরে, সোই মোহিত,
দেয়ই প্রতি অঙ্গ সাখী ॥
তাই সুশীতল, আনন্দ-নীর ঝর,
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চিত-পুতলী জনু, কাঁপয়ে ঘন ঘন,
অদ্ভুত পুন স্বর-ভঙ্গ ॥
অনধি দেহ- দণ্ড পরিশোভিত,
মুকুতা সম স্বেদ-বিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণি-ভূষণ,
কঞ্চুক আধ নীবি-বন্ধ ॥
যাকর পরিমলে, মাতল থাবর,
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন পহুঁ, চিতে নিতি জাগই,
জনু উহ পাথর-রেখি ॥

ভৈরবী।

থির নয়নে ধনি, তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আর কত, বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনী জাগি ॥
মানিনি মিছই বাঢ়ায়সি মান।
কুঙ্কুম নখপদ, বৈরী কয়ল কত
রোখে করসি সোই ভান ॥
তুয়া আগে পুন পুন, করিয়ে নিবেদন
ইহ সব মিছই মান।
লহত পরীক্ষণ, করতঁহি তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছই জান ॥
তুয়া বিনে শয়নে, স্বপনে নাহি হেরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন পহুঁ, তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন ॥

সুহই।

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলিয়াহ সো ধনী ঠামে ॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি ॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততঁহি করহ পুন রঙ্গ ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম ॥
এত কহ গদ গদ ভায়।
ভণ রাধামোহন দাস ॥

কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার
যছু গুণগানে, গরাসল গণসঞে,
গরবহি পাওল পার ॥
গোপীগণ প্রাণ, বল্লভ যো জন,
সো শচীনন্দন হোই।
গোপী-গুণগাম, গৌর পুন গাবই,
রজনী উজাগরি রোই ॥
চৌদিকে চাঁদ, চাঁদনী চাহি চমকিত,
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে, কানু নাহি মিলল,
কি ফল কায় বিলাস ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি, করতহিঁ কীর্ত্তন,
কান্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন, ভাবে ভোর রহুঁ,
কলিযুগ পাবন ধর্ম্ম ॥

বিভাষ।

সহজে গৌর, প্রেমে গর-গর,
ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে,
অরুণ কিরণ দেখি ॥
উঠিল ভাবের, তরঙ্গের রঙ্গ,
সম্বরি না পারি চিতে।

কহে কি লাগিয়া, কিবা সাজাইয়া,
কেন কৈল হেন রীতে ॥
এ রাধামোহন, কহে বৃষভানু,
সুতা-রসে ভেল ভোর।
হেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে,
কিছু না হইল মোর ॥

তথা রাগ।

মধু-ঋতু যামিনী, উজাগরি নাগরী
নাগর মিলনক আশে।
সো সব আনত, আবমত হোয়ল,
ভৈগেল তবহি নৈরাশে ॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
নিজ মন্দিরে ধনী, গমন করল পুন,
নাহ পন্থে উপনীত ॥
হেরল নাহ, বদন যব সুবদনী,
নাগর চমকিত ভেল।
ধনী কহে শুন বর, নাগর-শেখর,
আজু রজনী কাহা গেল ॥
সুন্দর সিন্দূর, বিন্দু ভালোপর,
কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা।
অধর সুরঙ্গ, রঙ্গ অব হেরিয়ে,
তছু পর মৃগমদ আভা ॥
উরে যাবক হেরি, দুঃখিত হৃদয় মরি,
কোন রমণী অছু কেল।
রাধামোহন, দাস কিয়ে বোলব,
পিরীত-দ্বন্দ্ব অব ভেল ॥

রামকেলি।

কলধৌত-কান্তি-কলেবর গোরী।
কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি ॥
কৈতব বচন না কহে তুয়া কান।
কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভান ॥
কুসুমিত-কাননে জাগলু তুয়া লাগি।
কেবল করল উচিত হিয়ে লাগি ॥
কুসুমক হার করলু কত রাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পুরয়ে সাধে ॥
কপট না করইতে কোপিনী থোরি।
কাতর অন্তর না করহ মোরি ॥
কামিনী-কুকরম করয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন পহুঁক বলিহারি ॥

ললিত।

কোপ হৃদয়ে মঝু, অঙ্গ না হেরসি,
ভাঁতি আঁখি পসারি।
খল-জন-বচনহি, কছু নাহি শুনসি,
সাঁচহুঁ বচন হামারি ॥
মানিনি, যব কোপ করবি অন্তরায়।
গুণ অবগুণ, ভাল মন্দ বিচারল,
তবহি বুঝলু ভাল যায় ॥
ঐছন ভাতি পুন, নয়ন-কোণে নিজ,
হেরসি হামারি বয়ান।
হামারি হৃদয়ে, হৃদয়ে অব ধারিয়ে,
নখ-পদ অছু অনুমান ॥
ইথে যদি দোষ, লেশ তুহুঁ পায়বি,
তবহিঁ করহি অপমান।
রাধামোহন পহুঁ, কহ নহ আন মত,
যদি তুহুঁ একই পরাণ ॥

তুড়ী।

মান-বিরহ-ভরে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর ॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের মনোলোচন-ফাঁদ ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কান্দিয়া কহে পুন ধিক্ মোর বুদ্ধি
অভিমানে উপেখনু কানু গুণ-নিধি ॥
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এই রূপে উদ্ধারিলা সব নর-নারী।
এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥

শ্রীরাগ।

অনুনয় করি হরি, পাণি পসারই,
রাইক চরণ আগে।

নিজমুখে আপনক, কহই দোষ যত,
মানই করম অভাগে ॥
দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁ কর নিজ নিজ, গলহি বাঢ়াওত,
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত ॥
সুমুখী কহয়ে কাহে, মোহে বিড়ম্বহ,
হাম তুয়া মুগধিনী নারী।
তুহুঁসে রসিক-বর, বিদগধ নাগর,
নাগরী-জন-মনোহারী ॥
কহইতে এতহুঁ, নয়ন-লোরে ঝাঁপন,
কানু করল ধনী কোর।
ভাঙ্গল মান, হেরি ধারামোহন,
আনন্দে পুন ভেল ভোর ॥

ধানশী।

দেখ দেখ রাধামাধবধারী।
রতি-রণ মান, বিরমে কৈছন,
চরবন তপত কুশারি ॥
হরি-মুখ হেরইতে, সুমুখী অবাঙ্গই,
চাহনী কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন, অসূয়া কছু সূচন,
ততহিঁ মনোরথে মাতি ॥
নখ-শর-ঘাতে, তৈছে সুখাবহ,
চুম্বন কছু পরসাদ।
পরিরম্ভণ শূল, পুলক রুচক-বর,
ভেদই রস-মরিযাদ ॥
ও সুখ-সিন্ধু, মগন ভেল মাধব,
কামিনী কছু কছু ঝুর।
ভণ রাধামোহন, সম্ভোগ সঙ্কীরণ,
দুহুঁক মনোরথ পুর ॥

ধানশী।

দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব দুহুঁ চুম্ব ॥
বিপুল পুলক বর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার ॥
কাঁপয়ে থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দোহা পরশনে কতহুঁ উল্লাস ॥
আন আন সঙ্গ রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥

বিহাগড়া।

রতি সুখ শয়নে, নিবেশই সুন্দরী,
প্রমুদিত মানস ভেলি।
বিছুরল আন, আন কেলি কৌতুক,
অনুগত নিধুবন কেলি ॥
অদ্ভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ দণ্ড, পরি শোভিত,
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ ॥
নিমিলিত নয়ন, বয়ন বর শোভন,
হেরইতে সহচরী হাস।
অনধীন বাহু, বাহু-বল্লরী অরু,
সব অঙ্গে রহত উদাস ॥
বিগলিত অঙ্গ-, রাগ অরু আভরণ,
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ।
রাধামোহন চিতে, নিতি নিতি ভাবই,
ঐছন প্রেম আবেশ ॥

তথা রাগ।

গৌরী আরাধন, ছল করি সুন্দর,
মিলল নাগর সঙ্গে।
আগুসরি নাহ, রাই কর ধরি তঁহি,
আনল কৌতুক রঙ্গে ॥
কুণ্ডক তীরে, কুঞ্জ অতি শীতল,
বহতহি মলয় সমীর।
কোকিল কুহরত, মধুকর গায়ত,
চৌদিগে শিখিকুল ফির ॥
রাধামাধব কেলি-বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ বদন, নেহারি ঘন চুম্বয়ে,
কতহুঁ করত পরিহাস ॥
চন্দন কুঙ্কুম, ধরি সব সখীগণ,
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে, কঁহুঁ রাধামোহন,
হেরব সহচরী সঙ্গে ॥

ধানশী।

হাসি হাসি সহচরী, যবহুঁ জানাওল,
ইহা তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনী লাজে, অধিক মুখ অবনত,
বুঝল রসিক বর-কান॥
সখীগণ ইঙ্গিতে, রসিক মুকুটমণি,
কোরে আগোরল রাই।
আনন্দে দুহুঁ জন, পুন ভেল নিমগন,
কৌতুক ওর না পাই॥
ইহ অদভুত দুহুঁ দ্বন্দ্ব।
ঐছন কতিহুঁ না, হেরিয়ে ভুবনে,
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ॥
: সরস, পরশ পুন বাঢ়ল,
দুহুঁ দুহুঁ অধিক উলাস।
নিকটহি চামর, করে করি হেরত,
তঁহি রাধামোহন দাস॥

ধানশী।

ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে ব্যাকুল॥
প্রেম-উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সো সব আনন্দ কেল॥
স্থাবর জঙ্গব যাহা আগে দেখই।
বরজ-সুধাকর কাহাঁ নাহে পুছই।
ক্ষণে গড়াগড়ি কান্দে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাঁহে মরিয়া না যায়॥

কামোদ।

সাজহি শচীসুত, হেরিয়ে আন মত,
কি কহত কিছু নাহি জানি।
নগর-গমন লাগি, বোলত রাজ-দূত,
বড় ইহ দারুণ বাণী॥
কান্দি কহত পুন রোই।
লাখে লাখে বিঘিনী, মঝু পরে বেড়ই,
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই॥
কাঁহে মঝু দক্ষিণ, নয়ন ইহ ফুরই,
কাঁয়েহ মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাঁহে মঝু চিত, কতত উচাটন,
এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি, পরাণ মঝু ঝুরয়ে,
কি করয়ে নাহিক থেহ।
এ রাধামোহন ওহ, ইহ আন মত নহ,
কাঠ কঠিন মঝু দেহ॥

সুহই।

আজুক প্রাতর, কান্দি শচীনন্দন,
কহতহিঁ গদগদ বাত।
হোর দেখ অকূর, লেই চলু প্রাণ-পতি,
অবুধ গোপ চলু সাথ॥
সজনি, কঠিন প্রাণ নাহি যায়।
হেরইতে ও মুখ, নিমিখ দেই দুখ,
সো অব বহু অন্তরায়॥
কি করব গুরুজন, আর যত দুরজন,
বারহ নাহ আগোরি।
ঐছন ভাতি, কহই গোরাঙ্গ পহুঁ,
তেখনে পড়লহি ভোরি॥
নয়নক নীর, বহই জনু সুরধুনী,
ঐছন হোয়ত ভান।
রাধামোহন, কাঠ কঠিন-মতি,
ও রসবতি করু গান॥

তথা রাগ।

তাল দশকোশী।

খেণে খেণে কান্দি, লুঠই রাই রথ আগে,
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি, করত জানি ঐছন,
নাহ সঞে জীবন যাহ
সজনি, ইহ দুহুঁ দুখ-সাগর মাঝ।
কো নাহি ডুবল, ঐছন হেরইতে,
গোকুল-গোপ-সমাজ॥
খেণে তৃণ মুখে ধরি, রামক আগে সরি,
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুন মুরছই, খেণে পুন উঠত,
ডুবই বিরহ-তরঙ্গে॥

রাধামোহন পহুঁ, আগমন সঙ্কেতে,
কবি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রূর পুন, সময়হি ঐছন,
রথ লেই করল পয়াণ॥

সুহই।

না দেখিয়ে রথ আর না দেখিয়ে ধূল।
নিচয় জানিনু মোহে বিধি প্রতিকূল॥
কহি ভেল মুরছিত রাই ভূমিতলে।
শ্বাস-রহিত দেখি সখী করু কোলে॥
উচ-সরে কান্দি কহে ওহে রাই-প্রাণ।
শ্রবণে ঐছে কোই কহে ঘন-শ্যাম।
কোই কোই করতহিঁ হৃদি শির ঘাত
কোই কোই কহ কিয়ে বজর-নিপাত॥
ঐছন নিরখিতে রাই-মুখ-চাঁদে।
পয়াল জীবন প্রেমক ফাঁদে।
তৈখন ৈবছন বিরহ-সম্বাদ।
রাধামোহন পহুঁ রস মরিযাদ॥

বরাড়ী।

ঝাঁপল দিনমণি প্রাতহি নীর।
তহিঁ অতি দর দর বহত সমীর॥
রাধা মাধব রতি-রণ ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জ-কুটীর॥
নিধুবন-কেলি মিলিত এক ঠান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ॥
রাধামোহন দুহুঁক বিলাস।
তাহি রসিকগণ অধিক উলাস॥

ধানশী।

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহাধিক পবন বাঢ়াওত সীম।
কুঞ্জ ঝাটি ভেল দশ দিশ ব্যাপি।
দিনমণি-কিরণ সবহুঁ রহুঁ ছাপি॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার॥
কছু নাহি দিশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই॥

ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন পহুঁ আনন্দে ভোর॥

তথা রাগ।

রাধামাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিম ঋতু দিনহিঁ মিলল দুহুঁ কুঞ্জে॥
নিবিড় আলিঙ্গনে শীত অনিবার।
এক মুখে ঘাম আর শীতকার।
ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার।
সুরত-পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥
দুহুঁকগণ দুহুঁ জন পরশংস।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ অবতংস॥

ধানশী।

যো ধনী স্বপনে, নাহ মুখ হেরয়ে,
সো পুণবতী ব্রজ মাঝ।
ধনি ধনি তাক, সফল করু জীবন,
দেহ গেহ তছু কাজ॥
সজনি নিদ বৈরী মঝু ভেল।
যো দিন অবধি, ছোড়ল ব্রজনন্দন,
তাকর সঙ্গহি গেল॥
শয়নক সাধ, বাদ করু যো বিহি,
সো বিপরীত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনী, মোহে পুন বঞ্চই,
দরশনে ও মুখ চন্দ॥
যৈছেন ঐছন, দরশন পাইয়ে,
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পহুঁ, কঠিন উজাগর,
তিল এক নহত বিরাম॥

বিভাষ।

আজুক রজনী, নিধুবনে আনি,
করল বিনোদ রাস।
রসের সাগরে, ডুবায়ল মোরে,
ভুলল আপন বাস॥
শুনহ মরমি সোই।
তুহুঁ সে আমার, পরাণের সোসর,
তেঞি সে তোমারে কই॥

তাহার সাধন, বচন যতেক,
তাহা কি কহনে যায়।
রতি বিপরীত, লাগিয়া নাগর,
ধরল হামারি পায় ॥
তাহার পিরীতে, বশ যে হইয়া,
করিনু তাহারি মত ॥
না জানিনু মুঞি, তাহার সুখে,
আপনি হইনু রত ॥
মোর-শ্রমজল, হইয়া বিকল,
মোছয়ে অপন করে।
বীজন লইয়া, আপনি বীজয়ে,
আমার ছরম ডরে ॥
সে সব কাহিনী, কহিতে আপনি,
অবশ হইল অঙ্গ।
এ রাধামোহন, দাস কি শুনব,
এ সব প্রেমক রঙ্গ ॥

তথা রাগ।

রাধামাধব মিলন ভেল।
নিদাঘক দুঃখ সবহুঁ দূরে গেল ॥
তঁহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জল কলসী কর নিকর বিরাজ ॥
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ ॥
তঁহি বর সুরত বারি অবগাহ।
রাধা মোহন পহুঁ রসিক সুনাহ ॥

মায়ুর।

সম-বয় বেশ-, ভূষণ ভূষিত তনু,
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ গতি নিন্দি, গমন অতি সুন্দর,
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি ॥
দেখ রাই করল অভিসার।
শিরীষ কুসুম জিনি, কোমল পদতল,
বিপথে পড়ত অনিবার ॥
যো থল-কমল, পরশে সুকোমল,
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব গাঁহা তাঁহা, কঠিন ধরণী মাহা,
ডারত বড়ই নশঙ্ক ॥

ঐছন ভাতি, মিলল কুঞ্জ মাহা,
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন, তঁহি যো আচরণ,
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ ॥

ধানশী।

নূপুর কলেবর, শুনাইতে মাধব,
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই, পড়ই সব আভরণ,
অম্বর নহত সম্ভার ॥
সজনি অদভুত কানুক লেহ।
অগুসরি আদর, ভাবহি বাদর,
কি করব না পায়ই থেহ ॥
কয় গহি সঙ্কেত, লেই পরবেশই,
করু নারীজন নিজ হাত ॥
সীকরযুত, বীজই সরজিল-দলে,
মলয়জ লেপই গাত ॥
রাই পুন দরশ-, পরশ রসে মগন।
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন, সোই সুশোভন,
মীটব পুরুবক দুখ ॥

ধানশী।

তুয়া মুখ চাঁদ কমল, আদি কবলই,
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি, জিনি অলকাবলি,
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ ॥
তরুণী-মুকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ-পাতনে, তনু অতি কম্পিত,
পরাণ-পুতলী তুহুঁ মোরি ॥
চঞ্চল নয়ন, ইন্দীবর নিন্দই,
গণ্ডহি জিতিল মুকুর।
নাসা তিলফুল, অধর পঙারকুল,
স্মিত জিতি অমিয়া কর্পূর ॥
কুন্দ করগ-বীজ, জিতি দ্বিজ-লাবণি,
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল, করযুগ পঙ্কজ,
মঝু মন মধুকর লোভা।

কুচযুগ কোক, লোম ভুজঙ্গিনী,
ত্রিবলি ত্রিবেণী-বিলাস।
মাঝ বর সিংহ, নিতম্ব করি-কুম্ভ,
উরু রম্ভা করু উপহাস॥
পদ থল-কমল, নখ জিতি চাঁদ কত,
লাবণি অমিয়া রঙ্গ।
রাধামোহন পহুঁ, কহইতে ঐছন,
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ॥

ভূপালী।

দুহুঁ রসে হেরি ভোর পাঁচ-বাণ।
কেলি-কলা নিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন সচেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির থির নয়ানে নীর অনিবার।
কাঁপই থরহরি বিদগধ-ভাষ।
দুহুঁ দুহাঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥
আন আন সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥

কেদার।

রতি সুখ শয়ন, নিবেশহি সুন্দরী,
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন, আন রস-কৌতুক,
অনুগত নিধুবন কেলি॥
অদ্ভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ-, দণ্ড পরিশোভিত,
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ॥
মিলিত নয়ান, বয়নবর শোহন,
অলখিত সহজহি হাস।
অনধীন বাহু-, বল্লী অরু সব অঙ্গ,
তেজহ-রহত উদাস॥
বিগলিত অঙ্গ-, রাগ অরু আভরণ,
বিগলিত কুঞ্চিত-কেশ।
রাধামোহন চিতে, নিতি নিতি ভাবই,
ঐছন প্রেম-আবেশ॥

বরাড়ী।

নিরুপম সুন্দর, গৌর কলেবর,
মুখ জিতি শারদ-চন্দ্র।
কুন্দ করগ-বীজ, নিন্দি সুশোভিত,
অতিশয় দন্ত সুছন্দ।
বুঝল কাম পুন সাধে।
অমিয়াক সার ছানি নিরমায়ল,
বিহি সিরজন ভেল বাধে॥
অকলঙ্ক চান্দ, ভানে বিধুন্তুদ,
ধাবই পরশক লাগি।
নিকটহি যাই, হেরি তছু মাধুরী,
তছু কর-ভয়ে পুন ভাগি॥
প্রতিযোগী আদি, নাম-দোষ শতগুণ,
ভেলহি যাক ধেয়ানে।
সোই চরণ-গুণ, কলিযুগ-পাবন,
করু রাধামোহন গানে॥

তথা রাগ।

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদ-পদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছা-কল্প তরু হও করুণা-সাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণ-লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম-সংকীর্ত্তন-রুচি আর প্রেম-ধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ॥

বুঝলমু কানুক, আগমন-সঙ্কেত,
পাশ ভই বান্ধল পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন, বিহি বড় দারুণ,
কিয়ে করু ইহ নিরমাণ॥

সজনি, হোর দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ, তছু পায় মাগিয়ে,
হেরইতে রাই উনমাদ॥
ক্ষণে উচ রোয়ই, ক্ষণে পুন ধাবই,
ক্ষণে পুন খল খল হাস।
চিত-পুতলী সম, ক্ষণে ক্ষণে হোয়ই,
প্রলপই দীঘল শোয়াস॥
এ বড়বানল, লাখ অধিক ভেল,
কত সহঁ ইহ সুকুমারী।
অতুল প্রেম-রীতি, ঐছন পরতীতি,
রাধামোহন বলিহারি॥

তুড়ী।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো॥
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥
কাহাঁ মোর প্রাণ-নাথ মুরলী-বদন।
কাহাঁ মোর গুণ-নিধি ওচান্দ-বদন॥
কাহাঁ মোর প্রাণ-বন্ধু নবঘন-শ্যাম।
কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম॥
কাহাঁ মোর মৃগমদ-কেটীন্দু-শীতল।
কাহাঁ মোর নবাম্বুদ সুধা-নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিত।
এ রাধামোহন পহু বিরহ-চরিত॥

মল্লার।

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর॥
সখী এক কহে পুন হের দেখ সখি।
তুহুঁ দোহাঁ দরশনে অনিমিখ আঁখি॥
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল-বন॥
শ্রমে-ভরে বৈঠলি মাধবী-কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা-কমলহি কানু তাহা বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর॥

কামোদ।

কানু যাহাঁ কেলি, কয়লহি কৌতুক,
সো পুন কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন, নবমী-দশা পুন,
হোয়ল ও সুকুমারী॥
সখি হে, অনুভবি মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি, সখীগণ ঘেরল,
কোই পুন হৃদি পর নেল॥
তৈখনে কৈছনে, চলিত কণ্ঠ হেরি,
নলিনীক শেযহি রাখি।
যমুনা-তীরে, নীর হরণে চলু,
তহিঁ দেখি এক বর পাখী॥
মাথুর-দূত করি, প্রেমহিঁ মানল,
নিবেদই সব দুখ ভাখি।
অদভুত বচন, রচন উহ যৈছন,
রাধামোহন পহুঁ সাখী॥

ধানশী।

সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
তিরয়ক জঙ্গম, ইহ নাহি জানত,
কহতহিঁ কত বিপরীত॥
তুহুঁ অতি নিরমল, অন্তর কোমল,
পরম-হংস দয়াশীল।
হাম সব দুঃখিনী, তাহে অবলা গণি,
পিয়াক বিরহ হৃদি কীল॥
সো হরি গোপীগণ, বিসরি রহল পুন,
মথুরা নগরহিঁ ভোর।
এ সব আধি, পয়োধি-বর তো বিনু,
কো জন অব করু ওর।
যো কিছু বচন, হৃদয়ে অবধারণ,
করি অব করহ পয়াণ।
রাধামোহন, আগে যাই তুহুঁ,
পুন করু তৈছন গান॥

সুহই।

কি ফল পরিচয় কথন অনেক।
জানবি কত যব হব পরতেক॥
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ॥

শুন তবু কহি নিরুপম রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥
লাবণী-লহরী-লম্ভিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ-ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি।
বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি॥
কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী-পটল-হরণ হঠ-চণ্ড॥
পরিসর উর কিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট॥
ততহি লোল বন-মাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ মদন-আতঙ্ক।
নাভি-সরোবর সরোজ-নিধান।
রমণীক নয়ন সফরী জনু জান॥
উরুযুগ রাম-কদলী অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণী আলান॥
পাদ পদুম কত পদুম-নিবাস।
নারী-মন-মধুকরী করতহিঁ আশ॥
ততহিঁ বিরাজত দশ নখ-চাঁদ।
যুবতীক যৈছন মন-শশ-ফাঁদ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান।
রাধামোহন পহুঁ রূপ-নিধান॥

হামারি বচন যত বিবিধ বিধান।
কহবি কানুর পায় করি অবধান॥
যব তুহুঁ বিরাজলি গোকুল মাঝ।
তহিঁ প্রিয়তমা যোই রমণী-সমাজ॥
তছু সখী কোই করিয়া পরণাম।
নিজগণ-বচন কহত তুয়া ঠাম॥
নিচল চিত করি শুন তছু অন্ত।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ গুণবন্ত॥

গান্ধার।

এতহুঁ বিলাপ, করল ললিতা সখী
উড়ি চলিল বর হংস।
কানুক পাশ, চলল অনুমানিয়া
তবহিঁ বহুত পরশংস॥
আওল পুন যাহাঁ, কিশলয় শেজহি,
শুতি আছয়ে ধনী রাই।
চৌদিগে সহচরী, গণ তহিঁ বেড়িয়া,
রোয়ত আনন চাই॥
হেরি ললিতা, সবহুঁ পরবেধেই,
কহতহিঁ মদু মদু ভাষ।
এ দুখ কহিতে বর, দূত পাঠাইনু,
মধুপুর কানুক পাশ॥
এত শুনি বিরহিণী, চেতন পাওল,
হোয়ল জীবনক আশ।
এ সব প্রলাপ— বচন কিয়ে বোলব,
দুখী রাধামোহন দাস॥

শ্রীরাগ।

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরছই, কত বেরি বিলপই,
কতবিধ করত প্রলাপ॥
খেণে অছু কহই, দেখ ইহ শ্যামর,
মথুরা-নাগর ধূর্ত।
উঠি বেগে বান্ধহ, মুকুতা-লতিকা-পাশে,
নাহি যায় করিয়া আকুত॥
ঐছন কতবিধ, করু তুয়া অনুভব,
প্রেমহি কত উনমাদ।
হেরইতে ঐছন, কান্দয়ে সখীগণ,
কত শত করত বিষাদ॥
এ সব বিপতি, সময় ব্রজনন্দন,
যাই সকল কর দূর॥
রাধামোহন পহুঁ, দীন-দয়াল তুহুঁ,
সকল মনোরথ পুর॥

কল্যাণী।

এত সব রাইক কহলুঁ বিলাপ।
আর কত আছয়ে মানস তাপ॥
জগতহিঁ কো অছু সো করু গান।
রসিক-শিরোমণি সব তুহুঁ জান॥
ঝাটিতে চলহ তুহুঁ মধুপুর ছোড়ি।
পরতেক দেখবি যৈছন গোরী॥
সখীগণ মরমে মরত সোই দুখে।
কহবি এতেক সব মাধব সমুখে॥

এত কহি আওল প্রিয় সখী ঠাম।
উচ করি বোলত প্রাণনাথ-নাম॥
তৈখনে পাওল রাই পরাণ।
করু রাধামোহন পহুঁ গুণ গান॥

কামোদ।

আজু হাম পেখলু, চিন্তায় নিমগন,
গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-চান্দ।
তাহে মঝু মানস, কাঁপই অহনিশি,
ঝর ঝর নয়নহি কান্দ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল নায়ক, গোপিকা-ভাবহি,
কত শত করত বিলাপ॥
ঘন ঘন শ্বাস, ভারত মহী লিখত,
বিবরণ ভেল অরু ক্ষীণ।
বাম করতল অব, লম্বন মুখ-বিধু,
লোচন-নীর ধরু চিন॥
জগ ভরি করুণায়, দেয়ল প্রেম ধন,
দারিদ না কহ কোই।
রাধামোহন পুন, তহিঁ ভেল বঞ্চিত,
আপন করম-দোষে রই॥

সুহই।

মাধব তোহে যব আনল অক্রুর।
রাই তব চিন্তা-নদী মাহাবুর॥
কো জানে কত কত করিল বিলাপ।
কো অনুভব করু মরমক তাপ॥
ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই।
চিত-পুতলী সম তব ভেল সোই॥
কো নাহি কহইতে সো মুখ পার।
রাধামোহন কহঁ সো বড় ছার॥

নাটিকা।

সজনি, না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিহার।
কত কত অনুভব, প্রকট হোয়ত,
কত কত বিবিধ বিকার॥
নীরস-বদন, ভেল শচীনন্দন,
হেরি মোহে লাগয়ে ধন্ধ।
বিরহ-ভাবে জনু গোপীগণ বোলত,
তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিন্দ, গেও মঝু বৈরিণী,
জনমহি যো নাহি ছোড়।
সপনহি সো মুখ, দরশন দুলহ,
অতয়ে নহত কভু মোর॥
এত কহি হরি হরি, বলি পুন কান্দই
ভাবে থাকিত ভেল অঙ্গ।
রাধামোহন, হাম নাহি বুঝিয়ে,
সো রব-প্রেম-তরঙ্গ॥

সুহই।

যদবধি যদুপুর তুহুঁ যাই ভোর।
যুবতী যামিনী কত জাগই ঘোর॥
যদুপতি যদি ইথে জানহ আন।
যাই যতন করি জান পরমাণ॥
যব কোই জল সঞে জলজ বিছায়।
যতনহি যদি তহিঁ যবহিঁ শুতায়॥
জরি জরি জারত করমহি তায়।
যাউ রাধামোহন মরি যাহে গায়॥

নাটিকা।

সজনি, অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন, পুরবহি গোকুলে,
আনন্দ-সকল-নিদান॥
সোই নিরন্তর, কাতর অন্তর,
বিবরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর, সকল কলেবর,
অহনিশি শুতি রহুঁ ভূমে॥
নিরবধি বিকল, জ্বলত মঝু মানস,
করতহি কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত, সোই যুকতি কহ,
তিল এক হোয়ে সম্বিত॥
এত কহি গৌর, ফুকরি পুন রোয়ত,
ঘুরত বিরহ-তরঙ্গে।
রাধামোহন, কছু নাহি বুঝত,
নিমগন যো রস-রঙ্গে॥

বালা ধানশী।

যো শচীনন্দন, চাঁদ জিনি উজোর,
সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি, জিনি তছু লাবণী,
মত্ত-গজ জিনি গতি-ভঙ্গ॥
সজনি কো ইহ দুখ সহ পার।
সো অব অসিত,- চাঁদ সম ক্ষীয়ত,
লোচন ঝর অনিবার॥
মথুরা মথুরা বলি, পুন পুন কান্দই,
অতিশয় দূবর ভেল।
হাস কলারস, দূরহি সবহুঁ গেও,
না রহ ভকতক মেল॥
ইহ বড় শেল, রহল মঝু অন্তর,
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন, প্রাণ কঠিন জনু,
যতনে নাহি বাহিরায়॥

বালা ধানশী।

শুনি হসি শশি-মুখী, লাজহি কুঞ্চিত,
অবনত করত বয়ান।
জীউইতে উপবাসী, দারিদ যৈছন,
মাগয়ে ভোজন পান॥
দেখ দেখ বৈদগধি-রঙ্গ।
কামকলা-গুরু, রসিক-শিরোমণি,
না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ॥
পাদ পরশি পুন, রাই মানাওল,
নিজসুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন, তছু সুখে সুখী উহ,
অতয়ে সে হোত বাধাই॥

মল্লার।

রতি-অবসানে,, বৈঠি শ্যামসুন্দর,,
পোঁছয়ে নিজ করে ঘাম।
জনু দ্বিজরাজ, পোঁছই বর কোকনদে,
পরাভব পাইয়া কাম॥
অপরূপ নাগর প্রেম।
না জানিয়ে কি করব, যৈছন দারিদ,
পাইয়া ঘট ভরি হেম
বীজনে মৃদুতর, পবন করই পুন,
চন্দন গাত লাগায়।
খপুর কপূরযুত, পূর্ণ সুশোভিত
প্রচুর যোগায়॥
ঐছন বহুবিধ, করিয়ে সুসেবন,
পুনহি করল শয়ান।
কহ রাধামোহন, কব হব শুভ দিন,
যবহি পায়ব দরশন॥

বিভাষ।

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে প্রভু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহুঁ গোরা গুণ গায়॥

ধানশী।

অপযশ লাগিয়া, তুহুঁ অতি চিন্তিত,
চিন্তা অব নাহি করবি।
সো ঘর বাহির, অব নাহি হোয়ত,
ক্ষিতি-তলে নিজ তনু ধরবি॥
নয়নক লোর, লেশ নাহি আওত,
ধরা ধরি অববহই।
বিরহক তাপ, অবহুঁ নাহি জানত,
অনিমিখ লোচনে রহই॥
ললিতা বদনে, বদনহি দেওত,
শ্রুতি-মূলে পিয়া নাম কহই।
শ্বাসক লেশ, কেশ পর গীরত,
ইথে বুঝি জীবন রহই॥
তুহুঁ অতি মন্থর, চলবি দূরান্তর,
সো অতি দুবরী বালা।
রাধামোহন, বচন অব মানহ,
মেটব বিরহক জ্বালা॥

সুহই।

নবদ্বীপ-চাঁদ, চাঁদ জিনি সুন্দর,
নাগর বিদগধ-রাজ।
আনন্দ রূপ, অনুপম গুণগণ,
আনন্দ-বিতরণ কাজ॥
হরি হরি, হামারি মরণ অব ভাল।
সো যদি সুখময়, কেলি উপেখিয়া,
বিরহ-ভাবে খেপু কাল॥
কত অনুতাপ, প্রলাপহিঁ কত বিধ,
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ, হোয়ত পুন ঘন ঘন,
দশমী-দশা পরমাদ॥
আগে ভকতগণ, উঠি হরি বোলত,
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন, অনুবাদ ঐছন,
যাতে করু ইহ রস গান॥

সুহই।

যব রহ অচেতন বিরহে বিভোর।
সো দুখ কো জন কহি করু ওর॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কছু বিলপয়ে নিজ দুখে রাই॥
যদুপতি সো অব কর অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ॥
সো গুণনিধি মোহে এত করু প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবান হেম॥
সো যদি বিছুরল বিদগধ-রাজ।
ক্ষণ রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ ভেল বড় দায়॥

মল্লার।

আর পুন শুনহ রাইক বাত।
শুনইতে যাক মরম ভরি যাত॥
আর কিয়ে হেরব সো মুখ-চন্দ।
পুন কিয়ে হেরব হসিত-লব মন্দ॥
পুন কিয়ে শুনব সো বেণু-গান।
পুন কিয়ে হেরব ভ্রু-ধনু-কামান॥
পাসরিতে নারি আমি নবঘন-শ্যাম।
কে মোরে মিলাঞা দিবে ইন্দীবর-দাম॥
কৈছনে বঞ্চিব ইহ দিন রাতি।
কি করব সো বিনু ফাটি যায় ছাতি॥
ঐছন কহত যব হোয়ত জ্ঞান।
রাধামোহন পহুঁ করহ পয়াণ॥

ধানশী।

রাধামাধব চিরদিনে মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ রস কেলি॥

গান্ধার।

চিরদিনে মিলন, হোয়ল যব নিধুবনে,
নিধুবন কত কত ভাতি।
তৈছন সখীগণ, করল গুণ-কীর্ত্তন,
দুহুঁকয় প্রেমে উনমাতি॥
হরি হরি, কি কহব অদভুত প্রীত।
দুহুঁকর প্রেম, অতুল হেম সম,
দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ রীত॥
ঐছন কেলি, করল দুহুঁ বহুক্ষণ,
দুহুঁ মানস পরিপুর।
সখীগণ তৈছন, পূরল মনোরথ,
তবহিঁ চলল ব্রজপুর॥
যবহিঁ চলল ব্রজ, তবহিঁ বেয়াকুল,
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণ গানে পুন, আনন্দ বাঢ়ল,
রাধামোহন অনুমান॥

গুর্জ্জরী।

দিনকর-কিরণ, রহিত ঘন কুঞ্জহি,
মিলন যুগল কিশোর।
দুহুঁকর কিরণহি, গেও সব আন্ধিয়ার,
জনু কোটি রবিক উজোর॥

সজনি, দেখ রাধামোহন কেলি।
অনিমিখ নয়ন, চষক ভরি পিয়ত,
দুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি॥
পরশহি দুহুঁ তনু, মুনীক পুতলী জনু,
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত, কত সুখ পাওত,
না রহ লব পুন খেদ॥
চিরদিন মিলন, করত কত নিধুবন,
আনন্দ-সায়রে বুর।
রাধামোহন পহুঁ, অহনিশি ব্রজে রহুঁ,
সকল মনোরথ পুর॥

শ্রীরাগ।

যো মুখ জিতেল, কমল অতি নিরমল,
সো অব হেরি সে মৈলান।
যো বর অধর, বিম্বুকল নিন্দল,
তছু রাগ হেরি আন তান॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে, লুঠত সতত মহী,
নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥
কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে,
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কই সোই যুকতি, যাহে পুন গৌরক,
বিরহক তাপ পলায়॥
ঐছন ভাতি, ভকতগণ অনুভবি,
করতহি বিরহে হুতাশ।
নবদ্বীপ-চাঁদক, ভাবহি ঐছন,
কহ রাধামোহন দাস॥

সুহই।

হরি হরি কি কহব বিপতি বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥
হরিণা-নয়নী যছু নব নব রঙ্গ।
হাত-বিধি কয়ল মলিন তছু অঙ্গ॥
হিম-ঋতু হিম-হত জনু অরবিন্দ।
হেম বরণ মুখ ভেল তছু মন্দ॥
হেম নাহি অঙ্গ মলিন ভেল কোই।
হা রাধামোহন দাস কহ সোই॥

শ্রীগান্ধার।

যো শচীনন্দন, জীবন-আনন্দন,
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি, কলা-রসে নিমগন,
সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে, বেয়াকুল অন্তর,
কহতহিঁ কতই প্রলাপ॥
গদ গদ কহত, কাহাঁ মঝু প্রাণনাথ,
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাহাঁ মঝু জীবন, ধারণ মহৌষধি,
কাহাঁ মঝ সুধারস-কন্দ॥
পুন পুন ঐছন, পুছত নিজ জনে,
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী, ভকত-বচন দেখি,
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাইক প্রেম-পরিণাম॥
তোহার দরশ লাগি সোই।
সখী আগে পুন পুন রোই॥
কহই দেখাও প্রাণনাথ।
অবহুঁ মিলাও মঝু সাথ॥
তোহারি অবশ নহ শ্যাম।
সাধহ হামারি মনকাম।
ঐছন শুনইতে বাত।
পরিজন-হৃদি শেলাঘাত।
কহইতে আওনু হাম।
রাধামোহন পহুঁ ঠাম॥

সুহই।

শুনইতে গৌরাঙ্গ-খেদ।
মঝু বুক নহে কাঁহে ভেদ॥
রোই কহয়ে শুন মাই।
বিরহ-জ্বরহি জরি যাই॥
পুট পাক শত গুণ লেখ।
মঝু তাপ আগে সোই রেখ॥

কালকূট শত গুণ মান।
সো নহ অছুক সমান॥
বজরক শত গুণ আগি।
সোই ইহ আগেহঁ ভাগি॥
হৃদয়-নিমগন শেল।
তা সঞে অধিকহি ভেল॥
শত গুণ বিসূচী বেয়াধি।
তা সঞে ইহ বড় আধি॥
গৌরক শুনি ইহ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

কামোদ।

নাচত গৌর, রাস রস অন্তর,
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ সমাজ, রমণীগণ যৈছন,
তৈছন অভিনয় রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গায়ত, মধুর ভকত শত,
মাঝহি বর-দ্বিজরাজ॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি, মৃদঙ্গ সুবাজত,
রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণ, আর স্বর মণ্ডল,
সুমিলিত কর করতাল॥
এ হেন আনন্দ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে,
নিরুপম প্রেম বিলাস।
ও সুখ-সিন্ধু, পরশ কিয়ে পাওব,
কহ রাধামোহন দাস॥

ভাটিয়ারি।

লাখবান হেম, বরণ গৌর-জ্যোতি,
মুখ বর শারদ-চান্দ।
অখিল ভুবন-মন- মোহন মনমথ,
মনমথ রাজকি ছান্দ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দ সার, মিলিত নবদ্বীপে,
প্রকট ভাব অবিরাম॥
সঙ্গব সুসময়, হেরি বেণে বোলত,
হোয়ব গোঠ বিহারে।
পুন তব বোলত, সফল জীবন তছু,
যো ইহ রূপ নিহারে॥
ব্রজপতি-নন্দন, চান্দ চলত বন,
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন, ইহ কর মাগয়ে,
সোই চরণ জনু পাই॥

মায়ুর।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-নেহ॥
গোধন সঙ্গে, বিজয় কর নিজ সুতে,
কি করব না পাওই থেহ॥ ধ্রু
মুখ ধরি চুম্বন, করতহি পুন পুন,
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন, ভিজি পড়য়ে ঘন,
ক্ষীর-ধারা অনিবার॥
বিনিহিত নয়ন, বয়ন-কমল পর,
যৈছন চান্দ চকোর।
দিন-অবসানে, কিয়ে পুন হেরব,
অনুমানি হোত বিভোর॥
কো বিহি অদভুত, প্রেম ঘটাওল,
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন, অনুদিন ঐছন,
হোয়ত রস-মরিয়াদ॥

গুর্জ্জরী।

কালিন্দী-কানন, কুঞ্জ কুটী রহি,
নিবসই তুয়া লাগি কান।
কত বেরি কুসুম, তলপ করি সাজন,
কেলি করব মন মান॥
কামিনি, কি কহব তোহারি সোহাগ।
কেবল কান্ত, করই পথ নিরীক্ষণ,
কারণ তুয়া অনুরাগ॥
কুসুমক কিঙ্কিণী, কঙ্কণ কেয়ূর,
কুণ্ডল কণ্ঠক হার।
কানড়-কুন্দ, করবীক কোরক,
নিরমিল কত পরকার॥
কেলি অবসানে, করব কয়ি মানস,
সুন্দর বেশক লাগি।

কাম-কলা-গুরু, কৌশল কাজক,
করবহি যামিনী জাগি ॥
কেলি-কলপতরু, কোমল সঙ্করু,
কোকিল কোকিলা গান।
কমলক গন্ধ, গন্ধবহ সঙ্করু,
অরু কত কেকীক তান ॥
করহ গমন অব, কছু নাহি আপদ,
কহলাহঁ কৃষ্ণ-নিদেশ।
করু রাধামোহন, চরণে নিবেদন,
কছু না রহব অব শেষ ॥

শ্রীরাগ বেলাবলী।

কামুক সম্বাদ, পাই বর-রঙ্গিণী,
বিছুরল সাজ বিসাজ।
বসন ভূষণ যত, করি অছু বিপরীত,
চললহি কুঞ্জক মাঝ ॥
সজনি, আরতি বরণ না যাতি।
চিরাঙ্গনে মিলন, আজু পুন হোয়ব,
অতয়ে সো মদন-ভরাঁতি ॥
পদ এক চলই, খলই পুন প্রেম-ভরে,
লোরহি ঝাঁপল দিঠ।
কত দূরে প্রাণ, বল্লভ হাম হেরব,
কহতহি গদ গদ মিঠ ॥
ঐছন ভাতি, মিলল বর কামিনী,
সঙ্কেত কুঞ্জক ওর।
রাধামোহন পহুঁ, হেরইতে দুহুঁ দুহুঁ,
আনন্দে ভৈ গেল ভোর ॥

তথা রাগ।

আনন্দ-নীর, যতনে বারি হরি,
অলক তিলক নিরমাই।
ঈষদবলোকনে, রাই সুকম্পিত,
কোরে ধাঁতি পুন তাই ॥
মৃগমদ-চিত্র, করত কর-পঙ্কজে,
যামহি খোয়ল ওই।
তাবে অবশ দুহুঁ, বেশ না হোয়ল,
মনহি করত তব কোই ॥
হরি হরি সোই করব কিয়ে লেহ।
নাগরী-নাগর, সেবন-পরা সখী,
যাক সোঁপল হাম দেহ ॥
যাকর বচনহি, দুহুঁক সুসেবন,
ঘটতহি ইহ বড় ভাগি।
হৃদয় জানি মুখে, সেবনে নিয়োজব,
ভাব শয়ন সঞে জাগি ॥
ভূষণ করি হিম জল,
তাম্বুল দেই যোগাই।
মলয়জ কর্পূর, শীত অনুলেপন,
পুন পুন গাত লাগাই ॥
শীকর-লগন, নলিনী-দলে বীজয়ে,
মৃদু সম্বাহন করি পাদ।
দাস রাধামোহন, চিতে করু অনুমান,
তব পূরয়ে মন-সাধ ॥

কল্যাণ-বরাড়ী।

অভিসার লাগি, বেশ বনায়ত,
সখীগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরুণী ধরি, চিবুক চিত্র করি,
সিন্দুর-তিলক বনাই ॥
দেখ দেখ, ভুবন-মনোহর রাই।
ও মুখ-ছাঁদ, চাঁদ মলিন-তনু,
থির হই নিরখই তাই ॥
কোই কঁছু আভরণ, অঙ্গে চঢ়ায়ত,
চতুঃসম গাত লাগাত।
সকল শ্যাম, সুখক লিয়ে অন্তর,
অনুভবি বরণি না যাত ॥
যাবক-রাগ, চরণযুগে রঞ্জন,
নায়ক রঞ্জন-কারী।
ভণ রাধামোহন, তুলহ সো সেবন,
ভাগি কি ঘটব হামারি ॥

তথা রাগ।

দুহুঁ রসে ভোরি হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা কয়ে করল সন্ধান ॥
দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব
পুনহি অচেতন যব পহুঁ চুম্ব ॥

বিপুল-পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির-থির নয়নে নীর অনিবার ॥
কাঁপই থরহরি গদগদ ভাষ।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে অধিক উলাস ॥
আন-আন-সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥

কামোদ।

বাস-গেহে রাইক, গমন শুনি শ্যামর,
দেয়ই বেণু নিসান।
তিল মঝু গমন, বিলম্বহি সো ধনী,
কল্পকোটি অনুমান ॥
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগজীবন, যুবতী প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ ॥
তছু প্রেমে আকুল, মৌলি বকুল ফুল,
আভরণ পন্থহি ডারি।
চলন সিন্ধুর গতি, নাহি জন সঙ্গতি,
উপনীত ভেল যাঁহা নারী ॥
দেখি ধনী নাগর, আনন্দ সাগর,
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন, বাস গৃহে পুন,
যো কছু আপন বিতান ॥
আনন্দ সায়রে, নিমগণ সখীগণ,
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখসিন্ধু- বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস ॥

বিহাগড়া।

চৌদিকে চারু, অঙ্গনা বেড়ি,
রঙ্গিনা কত গাউনি।
ক্রতা তা থৈয়া থৈয়া থৈয়া থৈয়া বোলনি ॥
মাঝে থিরাজ শ্যাম সুঘড় শিরোমণি ॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কিনি কিনি বোলনি ॥
তাগর নাধোগ্‌গা ধেটিতা ধেটিতা,
ধেটিতা ধেনে নাগু তিগুগ্‌ তিত্তগ্‌ ধেনাং।
গরণ ধেনাতি লিতা থিটিতুং গাতাগরঝাং
বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সুর।
রাধামোহন দাস রস-পূর ॥

ধানশী।

কেলি-কলানিধি, সব মনোরথ সিধি,
বিহরই নবদ্বীপ ধাম।
বিদগধ-শেখর, সব গুণে আগর,
মথুরায় সতত বিরাম ॥
হরি হরি, হৃদি মাঝে বড় শেল মোর।
সো শচীনন্দন, হৃদয় আনন্দন,
মাথুর বিচ্ছেদে বিভোর ॥
গুরুতর গান, পরিমণ্ডণ-সূচক,
নিমগন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা-সন্ততি, সবহুঁ দূরে গেও,
আর উনমাদ বর অঙ্গে ॥
নয়নক নীর, অধিক থাকিত ভেল,
হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভন, যো লাগি বিহরণ,
মুরতিবন্ত ভেল সোহ ॥

বরাড়ী।

রতন-মন্দিরে দুহু, নাগর নাগরী,
বৈঠল সখীক সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত, করণে বৃন্দা সখী,
তুরিতহি বুঝল কাজ ॥
যোই নিন্দয়ে সীধু, সুবাসিত বর মধু,
তবহিঁ আনি,আগে দেল।
আগে ভোজন করি, সকলে ভুঞ্জায়ল,
যতনহি কৌতুহক কেল ॥
কো কহু প্রেম-তরঙ্গ।
সহজই প্রেম, মধুর মধুরাধিক,
তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ ॥
ঢুলি ঢুলি পড়ত, ফলত অবলাগণ,
ঘু-ঘুমে ব-বঠি না পারি।
এত কহি নিজ নিজ, কুঞ্জক মন্দিরে,
শয়ন করত রমনারী ॥

রাধা মাধব, কয় গহি তলপহি,
যাই করল পরবেশ।
রাধামোহন পহুঁ, বিথার রতি-রণ,
কত কত ভাব-বিশেষ ॥

যদি প্রাণ পিয় মোহে, ছোড়ি গেও মধুপুর,
হাম কাহে জীয়ব জীয়ে।
কহ রাধামোহন, পহুঁ সঞে তেজব,
এ পরাণ কালকুট কিয়ে ॥

গুর্জ্জরী।

প্রাণনাথ, কবে মোর হইবে সুদিনে।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে, নানা ক্রীড়া কুতুহলে,
পরিশ্রমে করিবে শয়নে ॥
সুবাসিত জলে রাঙ্গা— চরণ ধোয়ায়ব,
পুন খাওয়াইব আর জল।
তাম্বুল কর্পূর যুত, যোগাইব অভিমত,
সম্বাহব ও পদ-কমল ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে, লেপন করিব রঙ্গে,
বীজন করিব নানা ভাতি।
দুই জন নিদ্রা যাব, পরম আনন্দ পাব,
পুন জাগরণ হব নিতি ॥
মোর এই অভিলাষ, পুরাইলে পুরে আশ,
কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে, প্রাপ্ত নহে এই ধনে,
এ রাধামোহন যাচে দান ॥

ধানশী।

বন্ধু মুখলাবনী, হেরি কত কামিনী,
হেরই মদন আমোর ॥
সো অব বরজক, রমণীশিরোমণি,
নব নব ভাবে বিভোর ॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধনে, বিতরই জগজনে,
তারল সকল সংসার ॥
গদ গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ,
নাগর করুণা অসীম।
অখিল রসামৃত, সকল সুধাকর,
বিদগধ গুণ গরীম ॥
এত কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক কেরি,
দশমী দশা পরকাশা।
কাঁদি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত,
কহ রাধামোহনদাস ॥

সুহই।

আজু শচীনন্দন, নব বিরহিণী জনু,
রহি রহি রোয় অনিবার।
কহে মঝু বল্লভ, কো হেরি নেওল,
হিয়া গেহ করু আঁধিয়ার ॥
আহা কানু যব ছোড়ি গেল।
কাহে এ পাষাণ হিয়া, কাটি নাহি গেও তব,
কাহে মঝু মরণ না ভেল ॥
যছুকা গরবে হাম, গরবিণী গোকুলে,
সো যদি বিছুরল মোহে।
বিনু নবঘন জল, আননীরে কো ফল,
চাতক পীলব বারি কাহে ॥
চাঁদ চান্দিমা লাগি, চকোরিণী আকুলি,
রাহু যদি গরাসল চাঁদে।
চকোরিণী পিয়াস, তব কাহে মিটব,
কাহে সোই হিয় থির বাঁধে ॥

কামোদ।

হের দেখ সজনি গৌরাঙ্গের
আকুল নদী যেন ঝরয়ে নয়ান।
কোই ভাবে ভাবিত অন্তর
হেরি হেরি ঝুরয়ে পরাণ ॥
সজনি ক্ষণে কহই বাত
ঐছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ।
যৈ জানে নহে পরভাত ॥
তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না
পারব নিকষয়ে পাপ পরাণ।
কি করব কৈছনে, ইহ দুখ মিটব,
তুরিতে করহ বিধান ॥
এতশুনি ভকত গণ কাঁদহি তহি করব অনুবাদ।
রাধামোহন দীন, কিছুই না জানত,
অতয়ে যে করত বিষাদ ॥

শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

রাধা বলি নাচে গোরা রাধা বলি গায়।
হা রাধা হা রাধা বলি ইতি উতি চায়॥
রাধা বলি গোরা মোর নেত্রনীরে ভাসে।
রাধা বলি ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥
রাধা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার।
দেহ রে সুবল মোর রাধাপ্রেমাধার॥
মোহন মুরলি মোর রাধা নামে সাধা।
দেহরে মুরলি করে ডাকি রাধা রাধা॥
মরম জানহ ভাই এবে কেন দেরি।
দেখারে রাধার আনি নৈলে প্রাণে মরি॥
প্রভু লৈয়া গৌরীদাস নামিলেন জলে।
ছায়া দেখাইয়া অই তব রাধা বলে॥
নিজ মুখ প্রতিবিম্বে ভাবি রাধামুখ।
প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ॥
রাধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে।
মনের মরম পহুঁর আর কেবা জানে॥

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ, গমন শুনি মাধব,
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন, করল বর নাগর,
আনন্দে আপনা না জানি॥
চলইতে নথই, চলই না পারই,
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম, কদলি হেরি আকুল,
গদ গদ পুছে সেই নারী॥
ঐছে বহু যতনে, পহুঁ মিলন দুহুঁ,
হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মানস, সকল ভেল জীবন,
দুহুঁক গলয়ে প্রেম-লোর॥
ধৈরয ধরি হরি, অকল পরশিতে,
ধনিক মুগধি পরকাশ।
রাধামোহন, বুঝিতে সংশয়,
পিছে বুঝল পরিহাস॥

কর্ণাট রাগ।

মঞ্জুর মরকত নিন্দি সুন্দর,
সুভগ কলেবর শ্যাম।
ইন্দু-নিন্দিত, ধাক রূপহি,
ঐছে বদনক ঠাম॥
জয় নন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ আকুল, গোপ গোকুল,
তওহিঁ মানস তৃষ্ণ॥
গান্ধিনীসুত, হৃদয় নন্দন,
স্যন্দন-কৃত রোহ।
বল্লবীগণ, বলবন্ত তাপহিঁ,
হৃদয় কৃত বরমোহ॥
ভকত চাতক, নীল নীরদ,
অধিক পুরণ আশ।
কহই পাতক, দুঃখিত অন্তর,
এ রাধামোহন দাস॥

গান্ধার।

জয় জয় সুন্দর শ্যাম।
জলধর রুচির, রুচিরাননে শোহন,
মোহন কত কোটি কাম॥
পূর্ণিমক-চাঁদ-কান্ত-মুখমণ্ডল,
কুণ্ডল শ্রবণ-বিলাস।
ব্রজ-জন-ভাব, বিভচিত অন্তর,
মন্থর মন্থর হাস॥
কেলিকলা-গুরু, অন্তরে অন্তরু,
গতি অতি বারণ বার।
রাধারমণ, রমণীগণ মোহন,
যোজন প্রেম-বিথার॥
রাধা রাস, রশিক বর শেখর,
শেখর জন-মন জান।
রাধামোমন, মোহন বন্ধুক,
নিন্দুক পদতল মান॥

বিভাষ।

দেখ দেখ গৌর প্রেম রস-ধাম।
পদনখে জিতল, কতহুঁ শশিকুল,
লাখে লাখে মদযুত কাম॥

চকিত বিলোকনে, সব দিশ হেরই,
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপদ মস্তক, পুলকহি পূরিত,
নিরুপম ভাবতরঙ্গ ॥
ক্ষণে মৃদুহাসি, কহই সো পিরীতি,
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ মনোহর,
কহইতে ঝরয়ে নয়ান ॥
ভাবহি বিবশ, কহই বরজ-রঙ্গ,
অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার, মহাভাব অবতার,
ভণ রাধামোহন দাস ॥

ভৈরবী।

পশ্য শচী-সুতমনুপমরূপং।
কলিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং ॥
কৃষ্ণাগঃ-কৃত-মানস-তাপং।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং ॥
প্রকটিতে পুরুষোত্তম-সবিষাদং।
কমলাকরকমলাঞ্ছিতপাদং ॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত ভাবং।
রাধামোহনকৃতচরণাশং ॥

হামারি নিঠুরপনা, শুনই ইন্দুমুখী,
ভাঙ্গই প্রেম অঙ্কুর।
দুঃখিত হৃদয়মাহা, ধৈরয করি পুন
সো রস করে জানি দূর ॥
কিয়ে জানি পাপহি, মদন কদন শরে,
তেজই নিরুপম দেহ।
হাহা মনোরথ, সব কৈল আনমত,
কি করব অব হাম থেহ ॥
অব মঝু অন্তর, জ্বলত তুষানল,
সহই না পারই অঙ্গে।
হোই সমীরণ, বাঢ়ই পুনঃ পুনঃ,
দারুণ মদন তরঙ্গে ॥
ধিক্ যৌবন ধন, জীবন আভরণ,
ধিক্ মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন, অনুগত বঞ্চিলে,
পরিণাম ঐছন ফল ॥

সারঙ্গ।

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর-বর তড়িত-থির-রেহ ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি।
ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি ॥ ধ্রু ॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশনে মিটয়ে সব দুখ ॥
নিরুপম-রূপ-জলধি অবতার।
রাধামোহন পহুঁ মুরতি শিঙ্গার ॥

বিভাষ।

বন্দে বিশ্বম্ভর-পদ-কমলং
খণ্ডিত-কলি-যুগ-জন-মলমমলং ॥
সৌরভ-কর্ষিত-নিজ-জন-মধুপং।
করুণা-খণ্ডিত-বিরহ-বিতাপং ॥
নাশিত হৃদ্গত-মায়া-তিমিরং।
বর-নিজ-কান্ত্যা জগতামচিরং ॥
সতত-বিরাজিত-নিরূপম শোভং।
রাধামোহন কলিত বিলোভং ॥

অনন্তদাস।

[ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সমসাময়িক ছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রায় সংবাদ পাইয়া ইনি প্রভুর দর্শন লাভ অভিলাষে গৃহ হইতে বহির্গত হন। পথে গঙ্গাতীরস্থ (আটিসারা) গ্রামে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্বেই মনে মনে মহাপ্রভুকে ইনি আন্তরিক ভক্তি করিতেন, এক্ষণে প্রত্যহ দর্শনে আনন্দে অধীর মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন।]

বেলোয়ার।

বিকচ সরোজ ভানু মুখ মণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পিই পিই আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥
অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটী কিঙ্কিণী কলনা।
আভরণ বরণে অঙ্গ চর চর
কালিন্দী জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলী
শোভে মদনশিখী চাঁদকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণী
সকল যুবতী-জন পড়ি গেও ফান্দে॥

তথারাগ।

শ্যাম রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
নাগরী মোহনচূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥
দে'সুতী মুকুতা মালা কেশের সাজনী।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি॥
মল্লিকা কলিকা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলালে ময়ূর পাখার বিলাসে॥
নবঘন-জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে পান॥
মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥

রহই ত্রিভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্দ॥

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি বনী অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী,
সাজলি শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনক-লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি-রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে।
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবনী
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্তদাস ভণে মিলল নিকুঞ্জ বনে
পূরাইতে শ্যাম মন সাধে॥

ধানশী।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত জিনি রাই কাঁচা সোণা॥
নব গোরচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের তরু যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥

রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দোঁহে হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥

সুহই।

কানুর লাগিয়া, জাগি পোহাইনু,
এ ঘোর আঁধার রাতি।
এত দিনে সই, নিশ্চয় জানিনু,
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ-দুর-দুর দাদুরীর বোল,
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে, বিজুরী ছটা,
হিয়ার পুতলী দোলে॥
যতনে সাজানু, ফুলের শেজ,
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি, সহনে না যায়,
দারুণ বিরহজ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে,
যেমন কবয়ে প্রাণে।
কানুর এমন, নিঠুর চরিত,
এ দাস অনন্ত ভণে॥

কেদার।

সরস বসন্ত, সুধাকর নিরমল,
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার, পসারল রসবতী,
গাহক মদন গোপাল॥
বৃন্দাবনে কেলি-কলা-নিধি কান।
হাস বিলাস, গমন দিঠি মন্থর,
হেরি মুরছয়ে পাঁচবাণ॥
নব যুবরাজ, পরশি তরল মণি,
ঢুলুঢুলই মুলকি বাত॥
তরল নয়ানী, হাসি মুখ মুড়ই,
বৈঠই হাতহি হাত॥
দুহুঁ রসে ভোর, ওর না পাওই,
রস চাকই মদন দালাল।
দাস অনন্ত, কহই রস-কৌতুক,
তরুকুল কহে ভালি ভাল॥

তথারাগ।

শূন্যকুঞ্জ হেরি রসবতী রাই।
নাগর-শেখর না মিলল আই॥
মধু-ঋতু রজনী চন্দ্র উজোর।
কোকিল ভ্রমর ডাকে আনন্দে বিভোর॥
মলয় পবন বহে কুসুম সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শব্দ কওহুঁ পরবন্ধ॥
ঐছে সময়ে যব মিলল কান।
দাস অনন্ত তোহারি গুণ গান।

সুহই।

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হান বনচারী বধি একেশ্বরিয়া।
চাতুরী না কর চলহ শতধরিয়া॥
মিছহি শপথি না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি-দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না করে জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥

চাঁদ বদনী ধনী চলুঁ অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার॥
কপূর চন্দন অঙ্গে বিরাজে।
মালতী মাল হিয়ে বনি সাজ॥
চাঁদনী রজনী কিরণ চন-মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥
মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥

বৈঠলি-হৃদয়ে আরতি চলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলুঁ দাস অনন্ত॥

ধানশী।

নব জলধর তনু থির বিজুরী জনু
পীত-বসনাবলি তায়।
চূড়া শিখি-পুচ্ছ-দল বেড়িয়া মালতীদল
সৌরভে মধুকর ধায়॥
শ্যামরূপ জাগএ মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখশশী উগারে অমিয়া রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরয ধরিতে চাহি
দ্বিগুন আগুন উপজায়॥
এতিন ভুবনে যত রস সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে॥

ধানশী।

না বোল না বোল, কানুর বোল,
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট, তাহার প্রেম,
ভালে ভালে হাম জানি॥
নিকুঞ্জে কাননে, সঙ্কেত করিয়া,
তাঁহা জাগাইলা মোরে।
আন ধনী সনে, সে নিশি বঞ্চিয়া,
বিহনে মিলিল দূরে॥
সিন্দুর কাজর, সব অঙ্গোপর,
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির, সিন্দুর কাজর,
আমার চরণে দেল॥
শতগুণ হিয়া, অনলে জ্বলিল,
চলিয়া আইনু বাস।

এ হেন শঠের বদন না হেরি,
কহয়ে অনন্তদাস॥

ধানশী।

তেহারি সঙ্কেত- নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিন-পবনে বিরহ-বেদনে
সঘনে হৃদয় কাঁপ॥
পুরব বাসক- শয়ন সোঙরি
রচই বিবিধ শেজ।
সহচরীগণে করিয়া রোদনে
দূরেহি সবহুঁ তেজ॥
কবহুঁ সুমুখী বিমুখ হইয়া
মানিনী সমান রহে।
যায় যায় কান না হেরি বয়ান
সতত এমতি কহে॥
কবহুঁ রোদন দশন বিথারি
খল খল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেও বাউরী
কহই অনন্ত দাসে॥

তথা রাগ।

নব নায়রী নব নাগর,
নৌতুন নব লেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা॥
নৌতুন গণ নৌতুন বদন
নৌতুন সখী গানে।
তা দিগ দিগ থো দিগ দিগ
তাল ফুকরই বামে॥
নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি ভালে।
দ্রিমি ধা দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি থো দ্রিমি দ্রিমি
বাওল সখী তালে॥
চঞ্চল মণি কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট-বাস।

দুহেঁ দুহাকর ধরিয়া নাচয়ে,
হেরত অনন্তদাস ॥

মল্লার।

বা

শঙ্করাভরণ।

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি ভোর॥
চৌদিগে সখী মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোর।
নবঘন ওরে জনু তড়িত লতাবলি
দুহুঁ রূপ অতি উজোর॥
বীণ উপাঙ্গ মুরজ স্বর-মণ্ডল
বাজত থোরহি থোর।
অনন্তদাস পহুঁ রাই মুখ নিরখই,
যৈছন চান্দ চকোর॥

বিভাষ।

কেমনে বিনোদ নাগর আসিয়া
নিকুঞ্জে মিলিল তোয়।
অনেক দিবসে শুনিতে মানসে
সাধ লাগে বড় মোর॥
তোহারি দুখেতে দুখিত হিয়া
জীবন জরিয়া গেল।
সরস বচনে অমিয়া সেচনে
তেমতি করহ ভাল॥
রাই তোহারি নিছনি লৈয়া মরি।
সো পহুঁ রতনে মিললি যতনে
এ দুখ সায়রে তরি॥
কি কথা কহিল কি রস রচিল
কহিয়া পুরাহ আশ।
অতি চিরকালে করহ শীতলে
কহয়ে অনন্তদাস॥

বিভাষ।

রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়।
চিরদিনে মাধব মিলল মোয়॥
হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির।
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর॥
দারিদ্র হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছনে হাম রহলু পিয়া কোর॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলু রোয়।
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয়॥
নাগর গর গর আরতি বিথার।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস সার॥

ধানশী।

ঝাঁপল বিরহ মিহির নবজলধর
সুন্দর দরশন ছায়।
করল সুশীতল সুরত তরঙ্গিণী
সরস সমাগম রায়॥
এ সখি চতুর শিরোমণি নাহ।
মধুর সম্ভাষ সুধারস বরিখনে
পূরল অব অবগাহ॥
অতি খরতর মনসিজ মারুত
বাঢ়ল গাঢ় তরঙ্গ।
বুরল লাজ ধরাধর ধৈরয
মীন মতঙ্গজ সঙ্গ॥
ভাসল হাস কুমুদ পুলকাঙ্কুর
উয়ল স্বেদ উদ বিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস অছু হোয়ল
যৈছে তটিনী অরু সিন্ধু॥

সিন্ধুড়া।

বিবিধ কুসুম আনিয়া নাগর
করল আমার বেশ।
বেণী বানাইয়া কবরী বান্ধল
যতনে আচড়ি কেশ॥
সখি হে কিকব সুখের কথা।
দাবানলে পুড়ি ফুল বিথারল
যৈছন লবঙ্গ-লতা॥

দারুণ শিশিরে পদুমিনী অনু
জীবনে মরিয়া ছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
অনু বিকসিত ভেল॥
ঐছে মোর পিয়া বেশ বানাইয়া
রাখিল হিয়ায় ভরি॥
এ দাস অনন্ত কহই পিরীতি
বালাই লইয়া মরি॥

সোয়ারী।

দূরে গেল যত বিরহ-বাধা।
অমিয়া-সাগরে ডুবল রাধা॥
কি কহব সখি তোহারি ঠাম।
বিপরীত সব করলু হাম॥
ধৈরয সরম রহিল দূর।
তার মনোরথ করিনু পূর।
সে দিল আমারে জীবন-দান।
তেঞি সে হইনু তাহার ভান॥
অনন্ত কহয়ে শুন হে সখি।
এ কথা শুনিলে সবাই সুখী॥

সিন্ধুড়া।

শ্রুতি অবতংস অংস পরি লম্বিত
মুরলী অধর সুরঙ্গ।
চরণে লম্বিত পীত ধরি কর অঞ্চল
গো-ধূলি-ধূসর শ্যাম অঙ্গ॥
ধেনু চরাওত বেণু বাজাওত
কানাই কালিন্দী-তীরে।
ধবলি শাঙলি বলি দিগ নেহারই
গরজই মন্দ গভীরে॥
করধৃত-লগুড় ভূমে আরোপিত
কটি-অবলম্বন-কারী।
বাম-চরণ পর দখিণ চরণ খানি
অঙ্গ-ভঙ্গ জগ-মন-হারী॥
ব্রজ-বালক সঙ্গে রঙ্গে কত ধাওত
মত্ত সিংহ জিনিয়া গমনে।
চান্দ মুখের ঘাম বামকরে বারই
রহই লগুড় হিলানে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি ধেনুগণ ধাওত
চাহত ঝর ঝর দিঠে।
অনন্ত দাস কহ কানু-মুখ হেরি হেরি
পুচ্ছ নাচাওত পিঠে॥

জয়জয়ন্তী।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ধেনু চরাওত কালিন্দী-তীরে।
সম-বয়-বেশ কেশ পরি চন্দ্রক
গজবর-গমনে চলই ধীরে ধীরে॥
দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল
সবহুঁ সখা সঞে বহুবিধ খেল।
কর চরণে মহী চরই ধবলী সম
কোই বৎস কোই বৃষ সম ভেল॥
কোই কোকিল সম গরজয়ে কুহু কুহু
কোই ময়ূর সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিমগন সব জন
দূর কানন মাহা চলু সব পাল॥
যমুনা-তরঙ্গ রঙ্গ হেরি কোই কোই
জল মাহা পৈঠি করল জলখেলা।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক
দাস অনন্তক চিত হরি নেলা॥

কেদার।

নটহরি নটবর, রাস মণ্ডল,
রমণী-মণ্ডল মাঝ রে।
হেম-করিণী, নিকর অন্তরে,
বিহরে কুঞ্জর-রাজ রে॥
কনয়া-কঙ্কণ, ঝমর ঝন নন,
রতন-কিঙ্কিণী বোল রে।
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি, তাল তাণ্ডব,
রাস-রসে মন ভোর রে॥
গোরী গোপিনী বাহু সুবলনী
শ্যাম তরুণ তমাল রে।

বৈছে যমুনাক মাঝে বিহরই,
কনকময় মিরিণাল রে॥
সুভগ আনন ঘাম-জল-কন
মুদিত মনসিজ অঙ্গ।
দাস অনন্ত কহে রূপের বরণি নহে
বরিখে কত কত রঙ্গ॥

সিন্ধুড়া।

আহীর-রমণী যত চালাইঞা বাহির পথ
আপনে যাইছ আন ছলে।
যাহু নাড়া দিয়া যাও দানী পনে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে॥
হেদে লো কিশোরি গোরি শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব- আন।
এতেক শুনিয়া সবে হাসিয়া বোলয়ে তবে
কিবা দান কহ দেখি কান॥
পুন হাসি কহে বাণী শুন হের বিনোদিনি
অল্প নিব তোমার পিরীতে।
পীত-বাস-কায়-রায় সে বা যত দান চায়
তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥
গলে গজমোতি হার, এক লক্ষ দান তার,
দুই লক্ষ সীঁথার সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীত-বাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
কুসুম-কবরী ঝুরি পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজ-সেবা, কাঁচলীতে লুকাইবা
দেখাইয়া করাও পরতীত॥
কে জানে কিসের দান,কি বোল বলিলে কান
অন্য হৈলে আমি ভাল জানি।
যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥

শ্রীরাগ।

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁজন রভস-তরঙ্গ॥
শ্রম-ভরে অঙ্গ ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করীগণ করু চামরের বায়॥
পৈঠল সবহুঁ যমুনা জল মাহ।
পানী-সমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥
নাভি-মগন জলে মণ্ডলী কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করল জলখেল॥
কণ্ঠ-মগন জলে করল পয়ান।
চুম্বয়ে নাহ তব সবহু বয়ান॥
ছলে বলে কানু রাই লই গেল।
যো অভিলাষ করল দুহুঁ মেল॥
জল সঞে উঠি তব মোছয়ে শরীর।
জনু বিধু-মণ্ডিত যামুন নীর॥
রাস-বিলাস করি পানী-বিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ॥

শ্রীরাগ।

আজি বড় শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥
হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনী।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেড়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু এক হৈয়া আছে
রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্তে কহে না পাইনু ওর॥

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি বনী অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী,
সাজলি শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণ, সঙ্গে চলু মধুকর,
মকরন্দ-পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত, বরণী চুম্বয়ে কত,
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনক লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী,
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি, বঙ্করাজ ধ্বনি,
চলইতে সুমধুর বাজে॥

হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্তদাস ভণে, মিললি নিকুঞ্জ-বনে,
পুরাইতে শ্যাম মন সাধে॥

উদ্ধবদাস।

[ইনি দ্বাদশ বঙ্গাব্দের শেষভাগে টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র, সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর ইঁহার গুরু ছিলেন। "পদকল্পতরু" গ্রন্থের সঙ্কলিতা বৈষ্ণবদাসের সহিত ইনি বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।]

আশোয়ারী।

ব্রজরাজ-কোঙর।
গোকুল-উদয়গিরি-চাঁদ উজোর॥
কোটি-ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্র উদয়ে মিলি করিয়াছে ঘর॥
মুখ নীল-সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ-কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥
করভ জিনিয়া কর রক্তপদ্মকর।
নীল ধরাধর উরু নাভি সরোবর॥
সিংহের শাবক কোটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥
ও থল-কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল॥

আশোয়ারী।

জয় বৃষভানু তনি।
অবনী উয়ল চির বিজুরী জিনি॥
অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি।
নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনলোভা
কর পদতল এই অষ্ট পদ্ম-শোভা।
মুখ-ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর-পদ-নখে কত বিধু পড়ি কান্দে।
কনক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত রাধা শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র, সুমেলি সুস্বর,
তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত, পুন মাহ শাঙন,
সুখদ যমুনা-তীর।
চান্দিনী রজনী, শুভময় শুভোদয়,
মৃদু মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরুবর,
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত,
বিন্দু বরখিত নীর॥
তহি কলপদ্রুম, তল ছায়া সুশীতল,
রচিত রতন-হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছু পর, গোরী শ্যাম,র
ঝুলায়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু, দোলয়ে দুহুঁ তনু,
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল, কমল বিকসিত,
স্বেদ-বিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই, বীজন বীজই,
কর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গাওত,
মাহন মৃদঙ্গ বাজায়।

কুসুমচয় বর, হার লটকত,
ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস সারস সুরস নিনাদিত
দাত্যুহী ঘন ঘন বোল॥
দুহুঁ ভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত,
তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক,
পিঠ পর বেণী দোল॥
দুহুঁ শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝল মল,
হৃদয়ে শশি-মণি-হার।
ঝলকে আভরণ, ঝঙ্কৃত ঝন ঝন,
থুকিত ঝুলন-বিহার॥
(কোই) মসৃণ ঘুসৃণ, সুগন্ধি ছিরকত,
শ্যাম গোরী অঙ্গ হেরি।
সখী-ভাবে ইঙ্গিতহি, দাস উদ্ধব,
করত কুসুমক ঢেরি॥

কল্যাণী।

ঝুলত শ্যাম, গোরী বাম,
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষৎ হসিত রভস-কেলি,
ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত গীতিয়া॥
হেম মণিযুত হিণ্ডোর রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ত ভ্রমর-পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল,
বৃন্দা-বিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া॥
নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম,
রাই সঙ্গে ঝলত বাম,
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার,
ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন দুহুঁক গাতিয়া॥
ধিধিকট ধিয়া তাথৈয়া বোল,
বাজে মদঙ্গ মোহন রোল,
তিনিনা তিনিয়া তাতিয়া।
ভেল পবন প্রাম-পুর, ঘোর শব্দ জাল সুর
বরণ নাহিক যাতিয়া॥
মণি-আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক,
ঝুলনে বাজয়ে ঝুমুর ঝঙ্ক,
ঝন ঝন ঝঞ্ঝাতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ,
কেবল ভরসা উদ্ধবদাস,
রচিত পূরিত ছাতিয়া॥

কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনী-তীর, গদাধর সঙ্গহি,
চান্দ রজনী উজোর।
শাঙন মাস, গগন ঘন গরজন,
কলপিত দামিনী-মাল॥
বরিখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি,
গঙ্গ-তরঙ্গ বিশাল।
বিবিধ সুরঙ্গ, রচিত হিন্দোলা,
খচিত কুসুমচয়-দাম॥
বট তরু ডালে, ডোর করি বন্ধন,
মালতী-গুচ্ছ সুঠাম।
বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর,
ঝুলন রঙ্গ-রসে ভাস।
সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদু মৃদু,
দোলা ধরি দোঁহ পাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ, পূরব রস গাওত,
সংকীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গ।
নিত্যানন্দ, শান্তিপুর-নায়ক,
হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম, সঞ্জয় আদি বরিখত,
কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব,
গৌর হোয়ব অনুকূল॥

তথা রাগ।

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে।
বৃন্দা রচিত, বিপিনে দুহু বিলসয়ে,
করে কর ধরি মাত রঙ্গে॥

ললিতানন্দদ, কুঞ্জে যাই দুহুঁ,
বৈঠল সহচরী মেলি ॥
ক্ষণ এক রহি পুন, মদন সুখদ নামে,
কুঞ্জহি সখী সহ মেলি ॥
চিত্রা- সুখদ, কুঞ্জে পুনঃ ভ্রমি ভ্রমি,
চলু চম্পকলতা কুঞ্জে।
সুদেবী-রঙ্গদেবী- কুঞ্জে যাই দুহুঁ,
করু কত আনন্দপুঞ্জে ॥
পুন ইন্দু সুখদ, নামে কুঞ্জহি তহি,
কত কত কৌতুক কেল।
তুঙ্গবিদ্যা সখী- কুঞ্জক হেলইতে,
সহচরীগণ লই গেল ॥
ভ্রমইতে সকল, কুঞ্জ দুহুঁ হেরল,
ষড় ঋতু শোভন রীতে।
ঐছন কুসুম-, সুষমা বর দ্বিজগণে,
উদ্ধব দাস রস গীতে।

ধামাল।

রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মকরত, অরুণিত হেমযুত,
ঐছন মুরতি রসাল ॥
অরুণাম্বর বর, শোভে কলেবর,
অরুণ মোতি মণি-মাল।
নটপটি পাগ, উপরে শিখি-চন্দ্রক,
ওঢ়নি রঙ্গ গোলাল ॥
দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত,
পিচকারি রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা,- পুলিন কুঞ্জবন,
অরুণিত যুবতী-জাল ॥
অরুণিত তরুকুল, অরুণ লতা ফুল,
অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত সারী শুক, অরুণ শিখী কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল ॥

তেওট।

বৃন্দাবনে ধুম পড়ল রঙ্গ হোরি ॥
ফাগু-রঙ্গে রঙ্গিম নওল কিশোরী ॥
রাধা সঙ্গে, সবহুঁ সখীগণ মেলি,
করে লেই ভরি পিচকারি ॥
সমুখহি শ্যাম, সুন্দর মুখ হেরি হেরি,
পুন পুন দেওত ডারি ॥
সুবল সখাগণ, রোখে শ্যাম পুন,
হেরি সুন্দর মুখ গোরী।
পিচকারি রঙ্গ, অঙ্গে ঘন বরিখত,
মুছত আঁখি মুখ মোড়ি ॥
সহচর সহচরী, মুটকি মুটকি ভরি,
বিবিধ গন্ধ রঙ্গ ঘোরি।
দেয়ত যোগাই, রাই শ্যাম খেলত,
উদ্ধবদাস মন ভোরি ॥

তথা রাগ।

দেখ শ্যাম গোরী সখী মেলি।
আবিরে অরুণ, পিচকারি ঘন,
হোয়ল তুমুল খেলি ॥
সখা সুবল করিয়া সঙ্গ।
জয় জয় বলি, দেই করতালি,
হাসি হাসি রস রঙ্গ ॥
সখী ললিতা বিশাখা সাথে।
হাসি খল খল,
বলে পিচকারি হাতে ॥
রস-শেখর রসিকা নারী।
শ্রমজল দুহুঁ, বয়ান ভরল,
এ উদ্ধব বলিহারি ॥

জয়জয়ন্তী।

বৃষভানুকুমারী নন্দকুমার।
হোরিক সঙ্গে, অঙ্গে অরুণাম্বর,
মন আনন্দ অপার ॥
নিরখত বয়ন, নয়ন পিচকারি,
প্রেম-গোলাব মনহি মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমল, চুয়াচন্দন ফাগু,
রঙ্গ তাহি নব অনুরাগ ॥

খেলত তনু মন, জোরি তরি তুহুঁ,
কতয়ে রঙ্গ রস-ভাতি।
তনু তনু সরস, পরশে মন মাতল,
তুহুঁ পর তুহুঁ পড়ু মাতি॥
ব্রজ- বনিতা যত, রিঝি রিঝায়ত,
রস-পারি মৃদুভাব।
শ্রম-জল-কলেবর হেরিয়া চামর,
চ্লায়ত উদ্ধবদাস॥

মল্লার।

মুখরা বচনে রাই সখীগণ সনে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
ডাক দিয়া বলে নাইয়া না আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥
দেখিয়া নাগর রাজ জীর্ণ তরি লৈয়া।
হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করিব যত জন॥
রাই কহে যাহা চাও তাহা আমরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥
সখী সনে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী।
তরঙ্গ বাড়িয়া যায় জীর্ণ তরিখানি।
তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকা বিলাস কহে উদ্ধবদাসে॥

ভাটিয়ারী।

তরু পর রৈয়া, শুক ফুকারিয়া,
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লইয়া, চলিল ধাইয়া,
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন, শুনি বিনোদিনী,
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে, মুকুলিত স্বরে,
কহে গদ গদ ভাখি॥
পদ্মার সখীর, সঙ্গতি সুন্দর,
শ্যাম মধুকর-রাজ।
যৈছে রসবতী, তৈছনে রসিক,
মোর সনে নাহি কাজ॥
কাম-কলা-রসে, কয়ল সরসে,
জানয়ে কামের রীত।
কামুকী বুঝিয়া, কামুক নাগর,
তা সঞে কয়ল প্রীত॥
তুহুঁ যাই সখি, এ সব বচন,
কহবি কানুর পাশ।
শুনিতে তুরিতে, নাহ নিয়ড়ে,
চলিল উদ্ধব দাস॥

ধানশী।

সহচর লৈয়া, যেখানে বসিয়া,
আছয়ে নাগর রাজ।
দূতী দ্রুত-গতি, যাইয়া নয়ন-
ইঙ্গিতে কহল কাজ॥
চতুর নাগর, ধরি তার কর,
নিরজনে চলি যাই।
কি লাগি বিরস, বদন তোহারি,
বিবরি কহ বুঝাই॥
সখী কহে শুনি, শুকের শবদ,
আন সঞে তুয়া কাম।
সহজে মানিনী, ভৈগেল দ্বিগুণ,
না শুনে তোহারি নাম॥
এত শুনি হরি, ব্যাজ পরিহরি,
মিলল রাইক পাশ।
হেরি ভেল ভীত, মানিনী-চরিত,
কহয়ে উদ্ধবদাস॥

সুহই।

সুন্দরি, দূরে কর বিপরীত রোষ।
বনচর পাখী- বচন শুনি মানিনী,
না বিচারি গুণ কিয়ে দোষ॥
যো বৈছে পাখীক, পাঠ পঢ়াওত,
তৈছনে কহতহিঁ ভাখি।
কাঁহা সোই কাঁহা মুঞি কাহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরী সাখী॥
তুহুঁ যব মোহে, ছোড়ি সুখ পাওবি,
হাম নাহি ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদ-নখ-মণি- হার হৃদয়ে ধরি,
দিশি দিশি ফেরব রোয়॥
এত শুনি মানিনী, ঐছে কাতর বাণী,
আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি, বৈঠল সুন্দরী,
আধ নয়ানে মুখ চায়॥
নাহ রসিক বর, কোরে আগোরল,
দুহুঁক নয়নে ঝরু বারি।
দুহুঁ করে দুহুঁক, নয়ন লোর মুছই,
উদ্ধব দাস বলিহারি॥

সিন্ধুড়া।

যমুনা সমীপ, নীপ তরু হেলন,
শ্যামর মুরলীক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রাবলী, বিমল মুখী,
গাওয়ে গীত পরবন্ধে॥
শুনি ধনী রাই, রোখে ভেল গর গর,
থর থর কম্পিত অঙ্গ।
চন্দ্রাবলী বলি, বংশী বাজাওত,
বিলসও তাকর সঙ্গ॥
এত কহি মানিনী, মলিন ভেল বিধুমুখী,
ঢর ঢর অরুণ নয়ান।
কহতহি চপল- চরিত সঞে পিরীতি,
আজু হোয়ল সমাধান॥
রাইক নীরস- বচন শুনি এক সখী,
মন মাহা দুখ-চয় পাই।
কানুক নিয়ড়ে, কহিতে সব বিবরণ,
উদ্ধব সঙ্গে চলে যাই॥

সুহিণী।

শুন শুন নিলজ কান।
কৈছন মুরলীক গান॥
চন্দ্রাবলী বলি গীত।
এ কিয়ে চপল চরিত॥
শুনি ধনী কয়লহি মান।
কো করবি অব সমাধান॥
শুনি হরি চমকিত ভেল।
সো সখী সঞে চলি গেল॥
নাগর হেরইতে রাই।
অধিক রোখ নিরমাই॥
সমুখে যুড়িয়া দুই হাত।
নাগর কহে মৃদু বাত॥
হাম তুয়া করু গুণ গান।
না বুঝি করসি তুহুঁ মান॥
কাহে তেজি অরুণনয়ান।
উদ্ধব দাস গুণ গান॥

কেদার।

কর যোড়ি কানু কয়ল কত কাকুতি
শ্রবণে সরল ভৈ রাধা।
বিমুখ বদন পুন, ফেরি নেহারই,
মুদিত উদিত দিঠি আধা॥
নাগর চতুর, বুঝিয়া তছু অন্তর,
যাই কয়ল ধনী কোর।
হেরইতে দুহুঁক, বদন দুহুঁ ঢর ঢর,
দুহুঁক গলয়ে দিঠি লোর॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ, দুহুঁ মুখ চুম্বই,
গদ গদ মধুরিম ভাব।
চামর বীজন, করত সখীগণ,
হেরত উদ্ধব দাস॥

ভিরোতা।

দেখ রাই কানু সখী সনে,
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে।
রস পরসঙ্গ কহিতে কহিতে,
খলিত ভেল বচনে॥
কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলী নিছাই।
শ্যামর-বদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই॥
কহে কি কহিল কটু ফেরি
উহ নাম শুনি পুন বেরি।
মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি
মরম বুঝিনু তোরি।
ধনী মুখ ফেরি চলি যাই।
তব শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি
বাহু ধরল রাই॥
কত সাধয়ে মধুর ভাখি
তই সজল যুগল আঁখি।
কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ
অমিয়া বচন মাখি॥
তুয়া চন্দ্র নিচয় মুখ
হেরি হোয়ত বহুত মুখ।
তুহুঁ উলটী বুঝিয়া রোখে ভরলি
পাওলি বহুত দুখ॥
ধনী বুঝিয়া বচন ছন্দ
তব লাজে তৈ গেল ধন্দ।
তব ধৈরয ধরিয়া অবনত মুখে
কহয়ে মধুর মন্দ।
তব সরমে ভরমে ভোর
শ্যাম রায় করল কোর।
হেরি উদ্ধব দাস হৃদয় আনন্দ
যৈছন চাঁদ চকোর॥

সুহই।

রাধার প্রেমের ভরে বিনোদ নাগর।
ধরি সুবলের করে কাতর অন্তর॥
দোঁহে চলি আওল নিকুঞ্জ মাঝ।
রাইকুণ্ড-তীরে সে বসিল রস-রাজ॥
বৃন্দাদেবী তহিঁ মিলল যাই।
তাহে মিনতি বহু করল কানাই॥
শুনিয়া আওল সোই রাইক পাশ।
উদ্ধবদাস কহ মধুরিম ভাষ॥

তথা রাগ।

রাই-কুণ্ড-তীরে শ্যামর গোরী।
কুঞ্জে পৈঠ পর আনন্দ ভোরি॥
বহু উপহার ফলাদি রসাল।
সমুখহি ভরি ভরি কাঞ্চন থাল॥
বৃন্দা পুন পুন সব পরিবেশে।
ভোজন করিয়া স্বাদু পরশংসে॥
ভোজন সারি আচমন কেল।
রূপ মঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল দেল॥
ললিতা রতন-দীপ করে লাই।
আরতি করি দুহুঁ বদন নিছাই॥
সখীগণ কুসুম বরিখে দুহুঁ অঙ্গে।
গাওত কোই বাজাওত রঙ্গে॥
চন্দ্রবদনে দুহুঁ লহু লহু হাস।
সখী পাশে হেরত উদ্ধবদাস॥

ধানশী।

পঞ্চবাণ ধারী, পর মন্দকারী,
তোরে বা বলিব কি।
তোর আকর্ষণে, পিরীতির ফাঁদে,
আমি সে ঠেকিয়াছি॥
এত দিনে তোর, মরম বুঝিনু,
অনঙ্গ তোহারি নাম।
অঙ্গ না থাকিলে, আর কি হইত,
কি জানি কি গুরুগাম॥
মনের মাঝারে, পশিয়া নারীর,
সরম করিলা দূর।

তার প্রতিফল, হইবে তোমার,
কহিনু বচন গূঢ় ॥
কালার পিরীতি, লাগি তোর শরে,
কাতর হৈয়াছি আমি।
কহয়ে উদ্ধব, যে জন অন্তরে,
তারে কি ছাড়িবে তুমি ॥

ভূপালী।

রসবতী রাই রসিক বরঠাম।
শ্যাম তনু মুকুরে হেরই অনুপাম ॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি।
রোখে কহত ধনি আনন ফেরি ॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি।
হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি।
এত কহি রাই করল তহিঁ মান।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান।
সহচরীগণ তবে কতয়ে বুঝায়।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় ॥

ধানশী।

যাঁহা সখীগণ সব, রাই বুঝায়ত,
তুরিতে আওল তাহা কান।
হেরইতে কমল, বয়নী ধনী মানিনী,
অবনত করল বয়ান ॥
হেরইতে নাগর গদ গদ অন্তর,
মন মহা ভেল বহু ভীতে।
গলে পীতাম্বর, চরণ-যুগল ধর,
কহতহি গদ গদ চিতে ॥
সুন্দরি মিছাই করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু, জানি রোখল,
প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন ॥
তুয়া বিনে নয়নে, আন নাহি হেরিয়ে,
আন সঞে না করিয়ে বাত।
তোহারি সখিনী বিনে, বাত না পুছয়ে,
না বসিয়ে কাহুঁক সাথ ॥
তব তুহুঁ কাহে, মান মুঝে করতহি,
না বুঝয়ে তুয়া মন কাজে।
উদ্ধব দাস, মিনতি করি কহতহি,
হেরহ নাগর-রাজে ॥

তথা রাগ।

নিজ প্রতিবিম্ব, রাই যব শুনল,
অনবরত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু, জানি হাম রোখলু,
তেজলু নাগর-রাজে ॥
এত কহি রাই, চীরে মুখ ঝাঁপল,
বয়ান না নিকসয়ে বাণী।
রসিক-শিরোমণি, কোরে আগরল,
রাইক অন্তর জানি ॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখীগণ, চিত-পুতলী যেন,
হেরত দুহুঁক চরিত ॥
পুন সবে হাসি, মন্দির সঞে নিকসল,
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মদন-মহোদধি- নিমগন দুহুঁ জন,
উদ্ধবদাস গুণ গান ॥

শ্রীগান্ধার।

একাদশী করি, নিশি অবশেষে,
স্নানে গেল ব্রজপতি।
জলের মাঝারে, বরুণের চরে,
নন্দের হরিল তিথি ॥
এবোল শুনিয়া, নন্দের নন্দন,
পিতার উদ্দেশ লাগি।
জলে ঝাঁপ দিয়া, বরুণ নিয়ড়ে,
গেলা মনে দুখ জাগি ॥
তাহা শুনি ধনী, রাই সুবদনী,
মরমে পাইয়া দুখ।
হা নাথ বলিয়া, কান্দে ফুকরিয়া,
না দেখিয়া চাঁদ মুখ ॥

ব্রজ-বাসিগণ, করয়ে রোদন,
ক্ষিতি-তলে লোটায়া।
বিষাদ ভাবিয়া, উদ্ধব দাসের,
বিদরিয়া যায় হিয়া॥

শ্রীগান্ধার।

শুন শুন কহি, পরাণ-সজনি,
আজুক স্বপন-রীত।
পিয়া আসি মোরে, আলিঙ্গন করে,
আনন্দে আকুল চিত॥
বদনে বদন, করয়ে চুম্বন,
অধরে অধর দিয়া।
ভুজে ভুজ বান্ধি, উরে উর ছান্দি,
হিয়ার উপরে হিয়া॥
হেনই সময়ে, চেতন হইল,
বুঝিতে নারিনু কাজ।
কি যে হয় নহে, এমত করয়ে,
নিচয়ে নাগর-রাজ॥
বিধির বিধান, কি জানি কেমন,
সেহ কি এমন হবে।
এ দাস উদ্ধবে, কহে এই বটে,
রসিক নাগর তবে॥
তোহারি মথুরা- গমন চিন্তিয়া,
লিখই ক্ষিতির পরে।
জাগি দিবানিশি, হৃদয় বিদরে,
উদবেগে আঁখি ঝরে॥
অতি ক্ষীণ তনু, মলিন হইল,
প্রলাপে কারে কি কহে।
ব্যাধি বিরহে, ধরণী লুঠয়ে,
মরণের পথে রহে॥
উন্মাদ হইয়া, উঠে বৈসে যেন,
মৃগী বিধ শর-ঘাতে॥
মোহ-দশা ভেল, দেহ দুরবল,
শকতি না রহে তাতে॥
দশমী-দশায়, ঘড় ঘড় কণ্ঠ,
শ্বাস বহে নাহি বহে।
শুনহে মাধব, রাই দশ দশা,
পামর উদ্ধবে কহে॥

ভূপালী।

হিম- ঋতু হিম-কর হিমময় বাত।
তাহে বিরহজ্বরে থর থর গাত॥
এ হরি কত সহ অবলা নারী।
বিরহক বেদন সহই না পারি॥
দীঘল রজনী তুরিতে না পোহায়।
ছট ফট করি নিশি জাগিয়া গোঙায়॥
পূরব- রভস মনে হয়ে উপনীত;
উচ্চৈঃস্বরে তব হি রোয়ে বিপরীত॥
জীবন ধরয়ে তুয়া প্রতি আশে।
তোহারি চরণে কহ উদ্ধব দাসে॥

সুহই।

হিম ঋতু সময়ে, সঙ্কেত কুঞ্জে ধনী,
তুয়া লাগি করত বিলাপ।
ঘোর বিরহ-জ্বরে, জর জর মানস,
শিশিরহি থর থর কাঁপ॥
ঋতু বসন্ত, বিবিধ ফুল বিকসিত,
ফাগুয়া খেলই রঙ্গে।
সো বরনারী, তোহারি লাগি ঝুরত,
রোয়ত সহচরী সঙ্গে॥
গিরীষ সময়ে তনু, গলি গলি পড়ু মহী,
ঘামই বিরহ হুতাশে।
বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনী ভাসে॥
নিরমল শরদ, চাঁদ হেরি সো ধনী,
সোঙরিয়া রাস-বিলাস।
রসবতী হৃদয়, ভেল উধ শ্বাসহি,
কহতহি উদ্ধবদাস॥ ৪০

কেদার।

কানন-ভ্রমণ নট দুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত দুহুঁ ভৈ গেলি॥

দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুম সেজ পরে আনন্দ পুঞ্জে॥
চামর বীজই কেহ দুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বুল দেই প্রেম-তরঙ্গে॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস॥

বিভাষ।

বাল গোপাল রঙ্গে, সম-বয়-বেশ সঙ্গে,
হামাগুড়ি আঙ্গিনা খেলায়।
ত্যজিয়া মাখন সরে, তুলিয়া কোমল করে,
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়॥
বলরাম তা দেখিয়া,যশোদা নিকটে যাঞা,
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী, আইলা তুরিত গতি,
গোপাল খাইছে মাটী যথা॥
মায়ে দেখে মাটী ফেলে,
না খাই না খাই বোলে,
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখিয়া রাণী, ধরিয়া যুগল পাণী,
মন-দুখে করে হায় হায়॥
এ ক্ষীর নবনী শর, কিবা নাহি মোর ঘর,
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজ-রাজ, কি তার এমন কাজ,
শুনিলে হইবে মনে দুখে॥
এতেক বলিয়া রাণী, কোলে করি নীলমণি,
ছল ছল ভেল দু'নয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে, যশোমতী হরষিতে,
অনিমিখে নেহারে বয়ান॥

তথা রাগ।

বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না যানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম।
কিছু নাহি সীমা যেন জাম্বুনদ হেম॥

ভাটিয়ারী।

এক দিন মথুরা হৈতে,ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে।
ফল লেহ লেহ লেহ, ডাকে পুন পুন সেহ,
নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥
ব্রজ-শিশু শুনি তায়, ফল কিনিবারে ধায়,
বেতন লইয়া পরতেকে।
কিনি কিনি ফল খায়, আনন্দিত হিয়ায়,
পসারি বেড়িয়া একে একে॥
শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী, ধান্য লইয়া একাঞ্জলি.
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে॥
পসারি নিকটে আসি, ফল দেও বলে হাসি,
ধান্য দিল ফলহারী হাতে॥
পুন পুন মুখ হেরি, ধান্য লৈয়া ফলহারী,
নিমিষ তেজিল পসারিণী।
এ দাস উদ্ধব কয়, কহিলে কহিল নয়,
ভুবন-মোহন রূপ খানি॥

তথা রাগ।

কানাই বলাই, চলে দোন ভাই,
বিদায় হইয়া যায়।
নন্দ যশোমতী, স্নেহাধিক অতি,
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায়॥

কত যে যতনে, পিতা মাতাগণে,
নিজগৃহে পাঠাইয়া।
মত্ত বলরাম, অতিশয় প্রেম,
বিচিত্র হৈ গেল হিয়া॥
ব্যাকুল-নয়নে, সহিত সগণে,
ব্রজ-রাজ গেলা ঘর।
তাহার পিরীতে, আগেয়ান চিতে,
ফিরে চলে হলধর॥
ভুলিয়া সখার, প্রেমের আবেশে,
কানাই চলিলা বনে।
বলাই ফিরিল, কিছু না জানল,
এ দাস উদ্ধবে ভণে॥

ভাটিয়ারী।

শ্রীনন্দনন্দন, করি গোচারণ,
মলিন ও মুখ-শশী।
সঙ্গে হলধর, সব সহচর,
বংশীবট-তলে বসি॥
সকল রাখাল, ক্ষুধায় ব্যাকুল,
কহয়ে তেজিয় লাজ।
হৃদয় বুঝিয়া, কি খাবে বখিয়া,
পুছয়ে রাখাল রাজ॥
বটু কহে ভাই, অন্ন খাইতে চাই,
যদি খাওয়াইতে পার।
তবে সুখ পাই, গোধন চরাই,
কিছু না চাহিয়ে আর॥
বটুর বচন, শুনিয়ে তখন,
হাসি নবঘন শ্যাম।
এ উদ্ধবদাস, চির দিনে আশ,
পুরাও মনের কাম॥

শ্রীরাগ।

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই।
যাজ্ঞিক-নিকটে চাহি অন্ন আন যাই॥
কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ-আগে।
রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তোমারে অন্ন মাগে।
শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর।
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥
মুনি কহে কোন রামকৃষ্ণ কহ শুনি।
বলে ব্রজরাজ-সুত পরিচয় জানি॥
অরুণ নয়ান মুনি সক্রোধ বচন।
যজ্ঞ-অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন॥
দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণে।
গোপ জাতি আগে মাগে ভয় নাহি মনে॥
নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা।
মুনির ভর্ৎসনা রামকৃষ্ণেরে কহিলা॥
অন্ন নাহি দেয় আর কহে কটুবাণী।
শুনিয়া উদ্ধবদাসের আকুল পরাণী॥

শ্রীরাগ।

শুনিয়া শ্রীদামের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা,
কহে তুমি যাও পুনর্ব্বার।
যাহা যজ্ঞপত্নী রহে, কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে,
শুনিলে নৈরাশ নহে আর॥
শুনি আর বার ধাই, যজ্ঞপত্নী স্থানে যাই,
কৃষ্ণ-আজ্ঞা কহিলা সত্বর।
কহি তোমাদের আগে, রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে,
ইথে মোর কি কহ উত্তর॥
শুনি কৃষ্ণ-পরসঙ্গ, প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গ,
থরে থরে থালী সাজাইয়া।
দিব্য অন্ন ভরি ভরি, চলিলা যে সারি সারি,
কুল-ভয় লজ্জা তেয়াগিয়া॥
আর এক মুনির নারী, তার পতি করে ধরি,
রাখিলা নির্জ্জন-গৃহে তারে।
যাইবারে না পাইয়া, নিজ তনু তেয়াগিয়া,
শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে॥
নানা অন্ন ব্যঞ্জন, লৈয়া মুনি-পত্নীগণ,
যেখানে বসিয়া রাম কানু।
নবঘন-শ্যাম দেখি, প্রেমে ছল ছল আঁখি,
সমর্পিল অন্ন সহ তনু॥
নিরখিয়া শ্যাম-রূপ, কি কোটি কন্দর্প ভূপ,
পদতলে করয়ে নিছনি।

এ উদ্ধবদাস কয়, লখিলে লখিল নয়,
অখিল অমিয়া-রস-খনি॥

মঙ্গল।

নবঘন জিনি তনু, দক্ষিণ করেতে বেণু,
সুবলের কান্ধে বাম-ভুজ।
চূড়াশিখি-পুচ্ছ, বরিহা মালতী-গুচ্ছ,
ভাঙ-ভঙ্গী নয়ান-অম্বুজ॥
অলকা তিলক ভালে, কাণে মকর-কুণ্ডলে,
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা-পাঁতি, কম্বু-কণ্ঠ শোভা অতি,
মণি-ময়রাজ হিয়া পরশিব॥
বনমালা তহিঁ লম্বে, সারি সারি অতি চুম্বে,
ক্ষীণ কটি সুপীত বসন।
নাভি-সরোবর পাশে, ত্রিবলী-লতিকা পাশে,
নিমগন রমণীর মন॥
রামরম্ভা-উরু ছান্দে, কত বিধু নখ-চাঁদে,
অরুণ-কমল পদ-তলে।
দাড়াঞা কদম্ব-তলে, বঙ্কিম লগুড় হেলে,
রঙ্গ ভঙ্গী নয়ান-অঞ্চলে॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রঙ্গে, বেশ নটবর-অঙ্গে,
হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে।
এ দাস উদ্ধব ভণে, ভুলিল রমণীগণে,
রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥

রামকেলি।

যজ্ঞ-পত্নী অন্ন দিয়া, নয়ান-ইঙ্গিত পাঞয়া,
নিজ-গৃহে করিলা গমনে।
অন্ন পাঞা বন-মাঝে, আনন্দে রাখালরাজে,
সখা সহ বসিলা ভোজনে॥
অগ্রজ শ্রীবলরাম, কৃষ্ণ করি নিজ বাম,
চৌদিগে বেড়িয়া সব সখা।
আনিয়া পলাশ পাত, বাড়িল ব্যঞ্জন ভাত,
কি আনন্দ নাহি তার লেখা॥
খাইতে খাইতে সুখে,কেহ দেই কারু মুখে,
যজ্ঞ-ভোজন-রস-কেলি।
খাইতে খাইতে আগে,ব্যঞ্জন যে ভাল লাগে,
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥
করতালি দিয়া দিয়া, ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়া,
সুখের সাগর-মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায়, আচমন কৈলা তায়,
গুণ গায় এ উদ্ধবদাসে॥

অথ গোষ্ঠবিহার।

তুড়ী।

রাখালে রাখালে মেলা,খেলিতে বিনোদ খেলা,
অতিশয় শ্রম সবাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম, রবির কিরণে ঘাম,
স্রবে যেন মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে, বৈসহ তরুর তলে,
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুন-পুলিনে ভাই, কংসের দোহাই নাই,
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥
বনফুল আন যত, সপত্র কদম্ব শত,
অশোক-পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা, সকল আনিল তথা,
নবগুঞ্জা-গুচ্ছ শিখি-পাখা॥
গাঁথিয়া ফুলের মালে, কদম্ব-তরুর তলে,
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে, করতালি ঘনে ঘনে,
আবা আবা বাজায় বয়ান।

ধানশী।

বিবিধ কুসুম দিয়া, সিংহাসন নিরমিয়া,
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম, ছত্র ধরে বলরাম,
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক-পল্লব করে, সুবল চামর করে,
সুদামের করে শিখি-পুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে, পরায় কানাইর গলে,
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি বালা,
ঠাঞি ঠাঞি বসাইলা থানা,
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া,কানাইর দোহাই দিয়া,
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি, অংশুমান করে স্তুতি,
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি, পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী,
দাম বসুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট, নিরমিয়া রাজপাট,
কতেক হইল রস-কেলি।
এ উদ্ধবদাস কয়, সখ্য-দাস্য-রসময়,
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

ধানশী।

চৈতন্য-কল্পতরু, অদ্বৈত যে শাখা গুরু,
কীর্ত্তন-কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধুলোভে অনুক্ষণ,
হরি বলি ফিরে চারি পাশ॥
গদাধর মহাপাত্র, শীতল অভয় ছত্র,
গোলক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত, প্রেম বিনু তাপিত,
তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥
নিত্যানন্দ নাম ফল, প্রেম-রস ঢল ঢল,
খাইতে অধিক লাগে মিঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে, মহিমা ফলের জানে,
উদ্ধবদাস তার কীট॥

কেদার।

রাস-বিহারে, মগন শ্যাম নটবর,
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডল ছোড়ি, রাই করে ধরি হরি,
চললি আন বন-ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি,
হেরইতে বন মহা গেল॥
সখীগণ মেলি, সবহুঁ বন ঢূঁড়ই,
পুছই তরুগণ পাশ॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ভেল অতি অলখিত,
না দেখিয়া জীবন নিরাশ॥
কহ কহ কুসুম, পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত,
শ্যাম-ভ্রমর কাঁহা পাই।
কোন উপায়, নাহ মঝু মিলব,
উদ্ধবদাস তাঁহা যাই॥

কেদার।

পনস পিয়াল, চূতবর চম্পক,
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া, উত্তর না পাইয়া,
আওল তুলসী সমীপ॥
জাতি যূথী নব, মল্লিকা মালতী,
পুছল সজল-নয়ানে।
উত্তর না পাইয়া, সতিনী সম মানই,
দূরহিঁ করল পয়ানে॥
পুন দেখে তরুকুল, অতিশয় ফলফুল,
ভরে পড়িয়াছে মহী মাঝ।
কামুক হেরি, প্রণাম করল ইহ,
এ পথে চলল ব্রজ-রাজ॥
এত কহি বিরহে, বেয়াকুল অতিশয়,
ব্রজ-রমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহে, শ্যাম ভেল অলখিত,
কতি ক্ষণে মিলব মোয়॥

কেদার।

রাধামাধব সখীগণ সঙ্গ।
নাহি উঠল তীরে মোছল অঙ্গ॥
সবে মেলি করল বসন পরিধান।
করতহিঁ বহুবিধ বেশ বনান॥
বৈঠল দুহুঁ জন নিরজন-কুঞ্জে।
রতন-পীঠ-পর আনন্দ-পুঞ্জে॥
বহু উপহার তাহি আনি দেল।
ভোজন করল সখীগণ মেল॥

ভোজন সারি শয়ন-পরিষঙ্কে।
নাগরী শুতল নাগর-অঙ্কে॥
ললিতা তাম্বুল বীড় বনাই।
উদ্ধবদাস কবে দেওব যোগাই॥

বিভাষ।

কক্খটী বচন, রচন শুনি সচকিত,
দুহুঁ চিতে ভৈ গেল তরাস।
বিরচিত বেশ, পুনহি ভেল বিচলিত,
খলিত কেশ পটবাস॥
ভরমহি কামুক, পীত বসন লই,
সুন্দরী ঝাঁপল অঙ্গ।
রাইক উড়নী, সেই সুনাগর,
বলু সব সহচরী সঙ্গ॥
সহজই অঙ্গ, সঙ্গে অতি আকুল,
ঝাঁপল দুহুঁ দিঠি নীর।
তাহে গুরুজন ভীতে, শঙ্কাকুল চিতে,
নাহি চিহ্নয়ে নিজ চীর॥
দুহুঁ জন অতিশয়, বিরহে বেয়াকুল,
সজল নয়নে তহি যায়।
উদ্ধবদাস ভণ, অরুণ কিরণ হেরি,
সহচরী পালটি না চায়॥

ধানশী।

সকল রমণীগণ, ছোড়ি বর নাগর,
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই, কুসুমকুল তোড়ই,
কেশ বেশ করি দেল॥
চলইতে রাই, চরণে ভেল বেদন,
কান্ধে চড়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে, বচন বহু বল্লভ,
নিজ তনু অলখিত ভেল॥
না দেখিয়া নাহ, তাহে ধনী রোয়ত,
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ-রমণীগণ, না দেখিয়ে মন দুখে,
ভাসল বিরহ-হিলোলে॥

উদ্দেশে কোই কোই, বনে পরবেশিয়া,
হেরল রোদিতি রাধা।
সখীগণ মেলি, ধরণী পর লুটই,
উদ্ধবদাস চিতে বাধা॥

ভৈরবী।

নিশি অবসান, শয়ন পর আলসে,
বিশ্বম্ভর দ্বিজ-রাজ।
নিরুপম হেম, জিনিয়া তনু মুখ-শশী,
মুদিত কমল দিঠি সাজ॥
জয় জয় নদীয়া নগর-আনন্দ।
সহজই বিম্বা- ধর তাহে শোভিত,
তাম্বুল রাগ সুছন্দ॥
বালিশ পর শির, আলিসে নাসার,
বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর, কেশ শেজ পর,
বদনে মিশা মৃদু হাস॥
কোকিল কপোত- আদি ধ্বনি শুনইতে,
জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস করে, বারি ঝারি লই,
সমুখহি দেওব যোগাই॥

বিভাষ।

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল,
সকল সখীগণ মেল।
নিভৃত-নিকুঞ্জ-, দ্বার করি মোচন,
মন্দির মাহা চলি গেল॥
রতন পালঙ্কে, শুতি রহুঁ দুহু জন,
অতিশয় আলসে ভোর।
ঘন দামিনী কিয়ে, মরকত কাঞ্চন,
ঐছন দুহুঁ দুহুঁ কোর॥
বিগলিত বেণী, চারু শিখি চন্দ্রক,
টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন, আধ ভেল বিচলিত
চন্দন অভরণ ভার।

অতিসুখ ভঙ্গ- ভয়ে সব সখীগণ,
বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখ রজনী, তুরিতে ভেল অবসান,
নিরদয় হৃদয় তোহারি॥
নিশি অবশেষে, কমল আধ বিকসল,
দশ দিশ অরুণিত মন্দ।
কৈছন দুহুঁক, জাগাওব রচইতে,
উদ্ধবদাস হিয়ে ধন্দ॥

তথা রাগ।

বানরী শবদ, সারী শুক ফুকরত,
ময়ুর ময়ুরী ঘন নাদ।
গুরুজন গমন, সবহুঁ মেলি ভাখই,
তবহি গণল পরমাদ॥
বিদগধ নাগর নাগরী কান।
জাগিয়া শয়নহি, দুহুঁ উঠি বৈঠল,
করযুগে মোছই নয়ান॥
রাইক বিচলিত, বেশ বনায়ত,
নকটহি জানি বিহান॥
নয়নক লোরহি, শয়ন ভিগায়ই,
সোঙরিতে গেহ পয়ান॥
রজনী প্রভাত, জানি হিয় চঞ্চল,
ভরমে বদল ভেল বাস।
দুহুঁ জন কুঞ্জ- কুটীরে নেহারত,
সখী পাশে উদ্ধবদাস॥

তথা রাগ।

রজনীক শেষে, অলসযুত দুহুঁ তনু,
বৈঠল কুসুমিত শেজে।
সকল সখীগণ, বেড়ল চৌদিশে,
অঙ্গ অলস নাহি তেজে॥
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
থির বিজুরী সঞে, তনু নব জলধর,
মোড়ই কতহুঁ বিভঙ্গ॥
বদনহি আধ, আধ বচনামৃত,
শুনইতে শ্রবণ জুড়ায়।
রতন দীপ করে, মঙ্গল আরতি,
ললিতা করতহি তায়॥
আর সখীগণ, সময়োচিত রাগিণী,
সুস্বরে করতহি গান।
উদ্ধবদাস পাশ রহি ইঙ্গিতে,
বাসিত বারি যোগান।

তথা রাগ।

কানুক গোঠে গমন হেরি রাই।
বিরহে বেয়াকুল নিরজনে যাই॥
তহি মুখরা সখী সঞে উপনীত।
রাইক মুখ হেরি গদ গদ চিত॥
সো কহে কাঁহে বিলাপসি অনুরাগে
হাম মিলাওব, তোহে কানুক আগে।
ধনি কহে এক দিন হেরিনু তাহে।
উদ্ধব কহয়ে গোঠে কানন মাহে॥

সুহই।

কহিতে কহিতে এ সব কথা।
দ্বিগুণ হৈতে গেল অন্তরে বেথা॥
রূপের লাবণি অসীম গুণে।
সোঙরি ধৈরয না ধরে মনে॥
পুন পুন গোঠে গমন-লীলা।
কহিতে নয়ন-নীরে ভরিলা॥
সখীগণ কহে প্রবোধ-বাণী॥
হেরিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণী॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন সখি, তোমারে কহিয়ে,
আজুক রভস-কেলি।
পিয়ার সহিতে, খেলিতে খেলিতে,
হৈতে গেল একই মেলি॥
আবির লইয়া, নয়ানে দেওল,
করে কচালিয়ে আঁখি।
হেনই সময়ে, বয়ান চুম্বয়ে,
তারে কেহুঁ নাহি দেখি॥

পিচকারি যেন, বরিখয়ে ঘন
অরুণ বরণ নীর।
পুরুষ কি নারী, চিনিতে না পারি,
ঐছন ভেল গভীর॥
হেন বেলে পিয়া, নিয়ড়ে আসিয়া,
হাসিয়া করল কোর।
এ উদ্ধব-গীতি, পিরীতি আরতি,
বন্ধুয়া জানয়ে ভোর॥

কামোদ।

নাগরী নাগর, অরুণ বসন পর,
শ্রমভরে ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ মুখ-ইন্দু, বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
অরুণিত মুকুতার দাম।
দুহুঁ মন আনন্দ পুঞ্জে।
দুহুঁ তনু খেলি, হেলি দুহুঁ দুহুঁ তনু,
বৈঠল নিরজন কুঞ্জে।
রতন-সিংহাসন, আসন মণিময়,
ফুলচয়-রচিত সুঠান।
সকল সখীগণ, করতহিঁ সেবন,
সময়োচিত যত জন॥
বারি ঝারী ভর, দেই গুণমঞ্জরী,
কোন সখী চামর চলায়।
সুরঙ্গ অধরে কই, তাম্বুল যোগায়ই,
উদ্ধবদাস বলি যায়॥

তথা রাগ।

বৃন্দাদেবী নিজ, পরিজন সঙ্গ হি,
গাগরী ভরি মধু লেই।
সখী সঞে রাই, কানু যাহাঁ বৈঠই,
পাঁহি লাই সব দেই।
কত অপরূপ মধু-পানকী রীত।
রাধা শ্যাম, সবহুঁ সখীগণ সঞে,
পিবইতে মাতল চিতে॥
কাহুঁক গলিত, চিকুর কোই চীরহি,
কোই পড়ল মতি ভ্রান্তি।
কানুক মোর, মুকুট মুরলী খসি,
মুখ সঞে ক্ষিতি পড়ি যাতি॥
রাইক বেণী গলিত কুচ অম্বর,
শ্যাম উপরে পড়ু ঢোরি।
উদ্ধবদাস পাশ, রহি হেরইতে,
তনু মন ভৈ গেল ভোর॥

কামোদ।

রাধা-কুণ্ড-সন্নিধানে, হর্ষ-বর্ষদ বনে,
বকুল-কদম্বতরু শ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে,রক্ত-পট্ট ডোরি ভালে,
মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি॥
পুষ্প-দল চূর্ণ করি, সূক্ষ্মবস্ত্র মাঝে ভরি,
সুকোমল তুলী নিরমিয়া।
পাটার উপরে মুড়ি, ডুরি বান্ধা কোণা চারি,
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥
রাই কর আকর্ষণ, করি অতি হর্ষমন,
তুলিলেন হিন্দোল উপরি।
কর-পুটে আঁটি ডোরি,দোলা-পাটে পদ ধরি,
সমুখাসমুখি মুখ হেরি॥
হেন কালে সখীগণে, করি নানা রাগ গানে,
পুষ্পের আরতি দুহুঁ কৈল।
উদ্ধবদাস ভণে, সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে,
অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥

তথা রাগ।

যত সেবা-পরা, সখী সুচতুরা,
কি দিব উপমা তার।
অতি অনুরাগে, মাথে বান্ধি পাগে,
সাজয়ে বিবিধ হার॥
আনন্দে অতুল, কর্পূর তাম্বুল,
দিয়া মুখ পানে চায়।
হরষিত-চিতে, দোল দোলাইতে,
ললিতা বিশাখা যায়॥
শাটীর অঞ্চল, কটিতে বান্ধল,
সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া।

বক্র হৈয়া কাছে, রহে আগে পাছে,
দুই পদ আরোপিয়া ॥
আর দুই সখী, সময় নিরখি,
হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে।
তাম্বুল-সম্পুটে, লঞা করপুটে,
এ দাস উদ্ধব ভণে ॥

জয়জয়ন্তী।

মনের আনন্দ, সখী মন্দ মন্দ,
ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে।
বেগ-বশেষে পাঞা অবকাশে,
তাম্বুল দেয়ই মুখে ॥
আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন,
পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর-নাগরী, অঙ্গের উপরি,
বরিখে আনন্দ-ভরে ॥
কোন সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন,
মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে, রাগ তান তাতে,
আলাপি সুস্বরে গায় ॥
হেরিয়া বিহ্বল, দেবনারীকুল,
ঊর্দ্ধ পথে সবে রহে।
পুষ্প বরিষণ, করে অনুক্ষণ,
এ দাস উদ্ধবে কহে ॥

সুরট।

হের দেখ না ঝুলন রঙ্গ।
মন্দ-বেগেতে, দোলিতে দোলিতে,
অলস দুহুঁক অঙ্গ ॥
ঈষত মুদিত, আধ উদিত,
দুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আধ বিকসিত, কমলে যৈছন,
মলিন ভ্রমর পাখী ॥
জৃম্ভ-উদ্গতি, সৌরভে উমতি,
অলিকুল তহি আসি।
হেরি মুখ ভ্রম, ভেল নীল হেম,
কমল বিমল শশী ॥
হিন্দোল উপরি, সুগীত-মাধুরী,
ঊর্দ্ধ পথে আচ্ছাদিয়া।
ঝুলনার ঝোঁকে, অলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
সুস্বরে ফিরে ঘুরিয়া ॥
রাই-শ্যাম-অঙ্গ- পরিমল সঙ্গ,
মত্ত ভ্রমর ভুলি গেল।
এ উদ্ধব ভণে, দেখি দুই জনে,
আনন্দ অন্তর ভেল ॥

মায়ুর।

রাধা রাণী শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দা-দেবী- রচিত রাজ আসন,
রঙ্গ হিণ্ডোরক মাঝ ॥
বাজত কিঙ্কিণী, নূপুর সুমধুর,
নটত হার মণিমাল।
মধুকর নিকর, রাগ জনু গায়ত,
গুন গুন শবদ রসাল ॥
মাঝা করি কর, হেরই পরস্পর,
দুহুঁ-জন হসিত বয়ান।
দোলা লম্বিত, কুসুম পত্রযুত,
শাখা বিজনক ভান ॥
দুহুঁ মন রীঝ, ভিজি রস বাদর,
আদর কো করু ওর।
উদ্ধবদাস, আশ করি হেরইতে,
সখী সহ যুগল কিশোর ॥

সিন্ধুড়া।

দোলা অতিশয়, বেগ নাহি দুহুঁ
নিজ নিজ পদযুগে চাপি।
দুহুঁ কর ডারাহিঁ ডোর ঝুলায়ত,
গাওত মধুর আলাপি ॥
এক বেরি উধ, উঠতহিঁ পুন অধ,
থরতর চালয় দোল।

তুহুঁ রূপ-মাধুরী, হেরইতে সহচরী,
পরমানন্দে বিভোল ॥
শ্যামর গোরী গোরী পুন শ্যামর,
কবহুঁ উপর কভু হেট।
অনুপম কান্তি, কৌতুক সুবিথারল,
দুহুঁক হার দুহুঁ ভেট ॥
রাইক মোতিম, হার শ্যাম উরে,
নৃত্য কয়ল পরতেক।
কানু বনমাল, রাই-কুচ- কঞ্চুকে,
আলিঙ্গন অভিষেক ॥
ঝুলইতে ঐছন, শোভন সখীগণ,
হেরইতে আনন্দ হোই।
উদ্ধবদাস ভণ, কো করু নিজ জন,
চামর ঢুলায়ত কোই ॥

মল্লার।

যব দুহুঁ নিজ পদে চালে হিণ্ডোর।
সখী না ঝুলায়ই তেজল ডোর ॥
হেরত দোঁহে দোহাঁ নয়ন-বিভঙ্গ।
দুহুঁ জনু মুকুরে হেরই দুহুঁ অঙ্গ ॥
দুহুঁ রূপ হেরি দুহুঁ হেরই না পায়।
দরশন ভঙ্গে খেদ জনমায় ॥
তৈখনে ছোড়ল দীর্ঘ নিশ্বাস।
দুহুঁ তনু মলিন রূপ পরকাশ ॥
পুন ধনী হরিষে কানু মুখ হেরি।
উলসি হিন্দোলা চালায়ে পুন বেরি ॥
রতন দোলে ধনী চমকয়ে জানি।
সখী নিষেধয়ে হরি নিষেধ না মানি ॥
পুন কহে কি করহ চপল কানাই।
মন্দ ঝুলাও আকুল ভেল রাই ॥
শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়।
উদ্ধবদাস মিনতি কর তায় ॥

জয়জয়ন্তী।

নাগর অতি বেগে ঝুলয়ে।
অধীর রাই সখী নিষেধয়ে তায় ॥
ধনী বিগলিত বেণী।
শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক উড়নী ॥
মণি আভরণ খসই।
উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই ॥
শ্রমজলে তনু ভরই।
কনয়া কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই ॥
এ অতি অপরূপ শোভা।
উদ্ধবদাস ভণ কানু মন লোভা ॥

কড়খা ধানশী।

বিচলিত বেশ, কেশ কুচ কাঁচলী,
উড়তহি পরিহরণ বাস।
কবহিঁ গোরী তনু ঝোঁখই ঝাঁপই
কবহুঁ হোত পরকাশ ॥
অপরূপ ঝুলন রঙ্গ।
রাইক প্রতি তনু, হেরইতে মোহন,
মন মাহা মদন তরঙ্গ ॥
অতিশয় বেগ, বাড়াওল তৈখনে,
অলখিত ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল, ডোর কর তেজল,
কত কত কাকুতি বোল ॥
কর গহি কানু, কণ্ঠ ধরি কমলিনী,
ঝুলত জনু হিয়ে হার।
নব ঘন মাঝে, বিজুরী জনু দোলত,
রস বরিখত অনিবার ॥
মনোভব মঙ্গল, কানু কয়ল পুন,
অলখিতে দোলা মাঝ।
উদ্ধবদাস ভণ, চতুর শিরোমণি,
পূরল নিজ মনকাম ॥

তুড়ী।

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি,
শ্যাম হৃদয়ে হৃদয় মেলি,
রাধা রহুঁ লাগি।
অপরূপ রূপ কি দিব তুল,
ইন্দীবর মাঝে চম্পক ফুল,
নব নব অনুরাগী ॥

দুহুঁ নদু সঘনে লাগ,
উঠয়ে দুহুঁক অঙ্গ পরাগ,
সরস মদন জাগি।
অখিল রমণী উনমতি গন্ধে,
উঠল লছিমী নাসিকা রন্ধে,
ব্রত ভয় দূরে ভাগি॥
রতি রসময় রসিক রঙ্গ,
রমণী-মণি রময়ে সঙ্গ,
কেলি রসভ লাগি।
ঝুকিত ঝুলন ধরত তাল,
নাচে আভরণ কিঙ্কিনী জাল,
কোকিল-কল রাগী॥
ক্ষণহি চপল ক্ষণহি ধীর,
পুলকিত অতিশয় শরীর,
রাই শ্যাম-সোহাগী।
ললিতা-বদনে ঈষত হাস,
হেরত আনন্দে উদ্ধবদাস,
সখিনী পাশ লাগি॥

সুহই।

অতিশয় ছরম, ঘরম-যুত দুহুঁ তনু,
দোলা করল সুথির।
শ্রীরতি মঞ্জরী, চামর করে ধরি,
মৃদু মৃদু করত সমীর॥
ললিতাদিক সখী, হেরি সুধামুখী,
কুসুমহি করল নিছাই।
দোলা সঞে তব, রাই উতারল,
কুসুমাসন পর নাই॥
রাই বামে করি, বৈঠল নাগর,
দাসীগণ করু সেবা।
বাসিত জল, উপহার আদি যত,
যাকর সেবন যেবা॥
কর্পূর তাম্বুল, বদনহি দেয়ল,
তৈখনে সময়ে যোগাই।
উদ্ধবদাস, করত পদ সেবন,
সখীগণ ইঙ্গিত পাই॥

সিন্ধুড়া।

আবিরে অবশ, সব বৃন্দাবন,
উড়িয়া গগন ঝাঁয়।
বন্ধুয়া আমার, হিয়ার মাঝারে,
কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন, পিচকারি যেন,
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ, ফাগু ভরল,
তনু মন করি জোর॥
শুধুই শ্যামল, অঙ্গ-পরিমল,
চন্দন চুয়াক ভাতি।
মোর নাসা জনু, ভ্রমরী উমতি,
ভতহিঁ পড়ল মাতি॥
নয়ানে নয়ানে, বয়ানে বয়ানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুহুঁ কলেবর, অরুণ অম্বর,
ঝাঁপিয়া কয়ল কেলি॥
রসিক নাগর, রসের সাগর,
কয়ল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভণ, চতুর দুজন,
রসবতী রস-রাজ॥

সখী বচনেন মানো যথা।

শ্রীরাগ।

প্রিয় সখী নিকটে, যাই কহে দ্রুতগতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলী সঞে, কানু রজনী আজু,
কামে পুরায়ল সাধে॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন, গর গর অন্তর,
রোখে পুরল সব গাত॥
আপনক কামে, কামী যেই কামিনী,
রসিক মরম নাহি জান।
সো মঝু বিদগধ, নাহক বলে ছলে,
কত না করল অপমান॥

চঞ্চল মনহি, থির নাহি হোয়ত,
কামে লুবধ চিত কান।
ঐছন নাহক, বদন না হেরব,
উদ্ধব দাস পরমাণ॥

মল্লার।

কালিন্দীকূল, বিকসিত ফুল,
মত্ত অলিকুল পড়লহি পাঁতিয়া।
নাচত মোর, করতহি সোর,
অনঙ্গ আগোর ফিরতহিঁ মাতিয়া॥
কানন ওর, হেরইতে ভোর,
কিশোরী কিশোরপ্রেম রসে ভাসিয়া।
ঝুলন কেলি, দুহুঁ জন মেলি,
অঙ্গ হেলি হৃদয় উল্লাসিয়া॥
কত যে সুতান, করতহিঁ গান,
রাখত মান যন্ত্র সুরঙ্গিয়া।
দেই করতাল, অতি সুরসাল,
কহে ভালি ভাল বাওয়ে মৃদঙ্গিয়া॥
কত রস ভাষ, কমল বিকাশ,
মৃদু মৃদু হাস দুহুঁ চন্দ্রাননে।
উদ্ধবদাস, চিত মন আশ,
দুহুঁক বিলাস দরশন কাননে॥

তথা রাগ।

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটি ভানু কোটিমদন কোটি আরো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোলপঙ্কজদল-নয়না।
অধর বিম্ব মধুর হাস কুন্দকলিক দশনা॥
মণি-কুণ্ডল মকরাকৃত অলক ভৃঙ্গ-পুঞ্জ।
কেশরক তিলক বনিয়ো সোণে মুড়ি গুঞ্জ॥
নব জলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোহে
নীল নট-শূরকে প্রভু রূপে জগমন মোহে॥
রাধা-মুখ কমল বিমল নিরখি চিত বুঝাওে।
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু মদন ছবি নিছাওে॥
ভাল সুন্দর অতি মনোহর কুবলয়দল-নয়নী।
অধর অরুণ মুকুতা দশন হাস অমিয়া বয়নী
শ্রবণ ভূষণ জিনি রবি ছবি বেশরযুত নাসা।
ঘন মৃগমদ তিলক অলক খলিত চাঁচর কেশা
জিনি নবঘন নীলবসন গলে গজমোতি হার
ত্রিভুবন-মন-মোহিনী রূপ উদ্ধব বলিহার॥

ধানশী।

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি,
কদম্বকানন হইতে।
তার পর দিনে, ভাটের বর্ণনে,
শুনি চমকিত চিতে॥
আর এক দিন, মোর প্রাণসখি,
কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে,
তাহার এ গুণগ্রাম॥
সহজে অবলা, তাহে কুলবালা,
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে, আরতি বাড়য়ে,
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দড়াইনু,
পরাণ রহিবে নয়।
কহত উপায়ে, কৈছে মিলয়ে,
*দাস উদ্ধবে কয়॥

বাসুদেব ঘোষ।

[শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কুমারহট্ট গ্রামবাসী ছিলেন। ইহাঁরা তিন সহোদর; অপর দুই ভ্রাতার নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। তিন ভ্রাতাই গৌরাঙ্গভক্ত এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতিয়া তিন জনে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তিন জনেই পদকর্ত্তা ও সুগায়ক ছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে তিন ভ্রাতায় তিনটী সংকীর্ত্তনদলের নেতা হন। বাসুদেব অধিকাংশ সময় মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন. সেই কারণ গৌরাঙ্গলীলার ইনি একজন প্রধান পদকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহাঁর পদাবলী বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও মনোমদ।]

সুহই।

চল দেখি গিয়া অতি মনোহরে।
অপরূপ গোরা নদীয়া নগরে॥
ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ন-তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ-কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
বাসু কহে চল দিব পরাণ নিছনি॥

বসন্ত।

গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বানসোণা॥
মেঘের বিজরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল।
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

বিভাষ।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়নমন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্কে শেজ অতি মনোহরে॥
আবেশে অবশ তনু গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজরী কিবা আনিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর সেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥

বসন্ত রাগ।

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গৌররায়॥
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়।
কুঙ্কুম পিচকা লেই কেহ কেহ ধায়॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥

সারঙ্গ।

জলকেলি গোরাচান্দের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তঁহি গোরা-গুণ গায়॥

তথা রাগ।

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥

চাঁদ নাচে সুরয,আর নাচে তারা।
পাতালের বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসু ঘোষে কহে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥

সুহই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে পড়ি যায়।
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়।
নানা ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥

তুড়ী।

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িয়া গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানী॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে।
পুরব গোঙরি কেহ ভাসে প্রেম-জলে॥
গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

বসন্ত।

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজ-রাজ।
কলি-তিমির ঘোর, গোরাচাঁদ উজোর,
পারিষদ-তারাগণ মাঝ॥
কীর্ত্তনে চর চর, অঙ্গধূলি-ধূসর,
হাস ত ভাব-তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি,
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে॥
বামে প্রিয় গদাধর, কান্ধের উপরে ভার,
সুবলিত বাহু আজানে।
গোঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুক্ষণ,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
আঁখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর,
দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে, কলি-জীব উদ্ধারিতে,
বরিখল হরি-নাম ঘটা॥

তুড়ী।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সময় গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা গায়ে ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সময়ে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ এই কয়ল প্রকাশ॥

ভূপালী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজায়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরে নারীগণ আনে অর্ঘ্য-থালী॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সব করে নিরীক্ষণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসু ঘোষ গানে॥

বরাড়ী দেশক।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পুরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মোছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান-মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

নাগরী উক্তি।

নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
তাও ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন,
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি, যবে হাম পেখলু গোরা।
আকুল দিশ, বিদিগ নাহি পাইয়ে,
মদনজ্বালসে মন ভোরা॥
অরুণিতনয়নে, তেরছ অবলোকনে,
বরিখে কুসুমশর সাথে।
জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পায়লু,
ডুবলু গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ জনাসি যদি,
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন এ সখি,
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
অবতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরয ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি।
তহি প্রিয় গদাধর, বসিয়া করিল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুন অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মন তোষে,
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

সুহই।

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কান্দয়ে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি-জল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি।
নিরন্তর পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরা-প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে।
গৌরাঙ্গ পিরীতি খানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥

বিভাষ।

আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতল গৌরক কোর॥
পহুঁ মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
চমকি চমকি বহে লোচনে লোর॥
উচ-কুচ কাজরে হারে উজোর।
তীলক তিলক বসন রুচি মোর।
মিটল অঙ্গ-বেশ বহু খোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
শুতিয়া আছিনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ রজনী যব পূরল চন্দা।
সুমলয় পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম জরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌর গৌর করি উঠলু রোই।
জাগল গুরুজন কহে পুন কোই॥
গৌর নাম সবে শুনল কাণে।
গুরুজন তবহিঁ করল চিতে আনে॥
চৌর চৌর করি উঠায়লু ভাষ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥

ভাটিয়ারি।

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক, মেলি দেই করতালি,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাএছে ধড়া গাছি আঁটি।
সুন্দর চাচর কেশ ধূলিধূসরিত তনু।

ভুবন মোহন বেশ ভুরু কাম-ধনু ॥
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল, চরণ যুগল,
ঝুলিতে নূপুর বাজে ॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা গোরা পরাণের পরাণি ॥

মায়ুর।

কিয়ে হাম পেখলু কনক-পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি-ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া।
রাতুল কমল-পদে ধায় ঝিজমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া।
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশু-রস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

তথা রাগ।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা ॥

বংশীবদনদাস।

[নবদ্বীপে কুলিয়া পাহাড় পল্লীতে ৯০১ সালে বংশীবদনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায়ক্রমে পিতৃভূমি পাটুলী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বসতি করেন। শেষ বয়সে বংশীবদন বিল্বগ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহচররূপে বংশীবদন অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই হেতু, বংশীবদনের রচিত গ্রন্থে মহাপ্রভুর অনেক অমূল্য উপদেশরত্ন স্থান পাইয়াছে। বংশীবদনের পদাবলী এবং 'দীপকোজ্জ্বল' প্রভৃতি গ্রন্থ—সুধার আধার। মহাপ্রভুর সংসার-ত্যাগের পর বংশীবদন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিভাবকরূপে অনেক দিন নবদ্বীপে অবস্থিতি করেন। আজিও বিল্বগ্রামে উঁহার জ্ঞাতিগণের পরিচয় পাওয়া যায়।]

মঙ্গল।

কিছু বলে না হে কৈলে না হে,
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ, সদা করে আনচান,
দেখিলে সে জীয়ে চাঁদ-মুখ ॥
তুমি জল আমি মীন, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে কাঁদে কেনে, আকুলিত তোমা বিনে,
আপন ভরম সম বাসি ॥
সরল সারিকা হায়, পিঞ্জর তোমার প্রেম,
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হায়, সদাই বিয়োগী হে,
ভেজিঞা আনি দধির পসারি ॥
দাড়াঞা পথের মাঝে, তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে,
তুয়া গুণে বাজাঞা নিসান ॥
হের দেখ ওহে শ্যাম, দুই বাহুয়ে তোমার নাম,
দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ ॥
ধৈরয ধরিতে নারি, এক নিবেদন করি,
না হইও মোর বধের বধী।
বংশীবদনে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
এক জীউ দুই কৈল বিধি ॥

বরাড়ী।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবে বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রম-জল-বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর ॥

গান্ধার।

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরু-মূলে।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণ-যুগলে ॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
চাঁচর কেশের বেণী ঝুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
করি-কুম্ভ-দন্ত জিনি কুম্ভ কুচ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণের লোভে ॥
সিন্দূরের বিন্দু ভাল ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয় ॥
নলিনী-দলন রাই তব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে ॥
তড়িত-জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে ॥
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥

শ্রীরাগ।

দানী কহে ফিরি ফিরি না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখাল তাই ॥
রহে কিয়ে পসার বিথার দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা ॥
যত আভরণ গায় বেশ ভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥
নিতি নিতি গতাগতি কর এই ঠাঞি।
এ পথে মদন-রাজ কভু শুনি নাই ॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ-অনুগত জনে হেরি পুন হাস ॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা ॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল ॥

শ্রীরাগ।

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা কয়ে আন ॥
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা ॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল ॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিও আঁন ॥
বংশীবদন কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা ॥

ভাটিয়ারী।

ওহে কানাই, এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণী দেখি, সঘনে ফিরাও আঁখি,
দড় জনার হাতে ঠেক নাই ॥
আন্ধার বরণ গো, ভূমিতে না পড়ে পা,
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই, আপনাকে চিন নাই,
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥
পেঁচ রাখি পর ধড়া, টেড়া করি বান্ধচূড়া,
কাণে গোঁজ বনফুল ডাল।
ডিগর লইয়া সাথী, বনে ফির নানা ভাতি,
বেচাইবে ব্রজ-রাজের পাল ॥
বনে আছে ফুলগুলা, তাহা তুলি পর মালা,
গায় সদা রাঙ্গা মাটী মাখি।

এত বেশ ভূষায় কিবা, পর-নারী ভুলাইবা,
বংশীদাসের মনে দেয় সাখী॥

ভাটিয়ারী।

সুধাও দেখি সুবল, সখা কার ঘরের এই ছুঁড়ী।
দেখিতে দেখিতে মোরে, কি গুণ করিল হে,
খেপা কৈলে এই যে মেয়েটি॥
আর চোর চুরি করে, লোক জন অগোচরে,
ধন কড়ি সব লয় হরি।
এ বড়ি বিষম চোর, দেখিতে দেখিতে মোর,
তনু মন সব কৈল চুরি॥
মেয়ে নয় এই যে, মেয়ের বেশ ধরিয়াছে,
নিশ্চয় সে বাটোয়ারি বটে।
অঙ্গ-বাস ঘুচাইয়া, সাবধানে দেখ ভাইয়া,
কি কি ধন ইহার নিকটে॥
এত বলি গোপী-নাথ, দিতে চাহে গায়ে হাত,
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে, দান দিয়া যাও মোরে,
নহে ত উতার অলঙ্কার॥
শুনিয়া ললিতা বলে, বন-মাঝে নহে ভালে,
রাজ-পথে এত কি জঞ্জাল।
আপন-নগর-ঘরে, যদি লাগি পাই তোরে,
তবে সে জানিবে ভালে ভাল॥
দানী কহে দোহাই আছে,
লৈয়া যাব রাজার কাছে,
তবে সে জানিবা ভালে তুমি।
বংশীবদন কয়, মোরে না করিহ ভয়,
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি॥

বরাড়ী।

বিনোদিনি মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া, বিষয় লৈয়াছি,
তোমার মহিমা শুনি॥
হেম বরণ, মণি আভরণ,
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি, হিয়ায় যে ভরি,
পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ, সরবস ধন,
এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী, গোকুলে বসতি,
কারু নহে হেন ধারা॥
কি জানি কি গুণে, হিয়ার মাঝারে,
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে,. এম'ত সহজে,
কহয়ে বংশীদাস॥

আশাবরী।

দুকূল করিল আলা নাইয়ার রূপে।
জগজন-মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা কোলে শিরে শিখি-পাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি যায় রাখা॥
মুচকি হাসিয়া নাইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
ঠেকিনু নাইয়ার হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
বংশীবদনে কহে স্থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলে না কহিতে নাইয়া॥

তথা রাগ।

রাই কানু যমুনার মাঝে মাঝে।
ফিরয়ে তরণী, জলের ঘুরণী,
দূরে গেল কুল লাজে॥
কুম্ভীর মকর, মীন উঠত,
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা,
রাই-কানু-রূপে ভুলি॥
কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা,
শুন লো মুখরা বুড়ি।
তেহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়,
পরাণ সহিতে মরি॥
মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী,
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি,
কেনে বা যাইবে প্রাণ।
এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী,
কহই ললিতা-পাশে।
তোমার সখীর, পরশ মাগিয়ে,
বংশী শুনিয়া হাসে॥

ধানশী।

ক্ষীর সর যখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচল ছোড়ি না যায়।
সব সখীগণ তবে রচয়ে উপায়॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব হাম ছোড়ব আঁচল তোর॥
কহি কহি চুম্বয়ে রাই-বয়ান।
পুরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পুরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কুমারী ও নন্দকিশোর॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
বংশীবদন-চিতে আনন্দ ভেল॥

মঙ্গল।

পটাম্বর পরি, অভিনব নাগরী,
ঐছন করল পয়াণ।
শির-পর সিঁথি করি, কাম সিন্দুর পরি,
লখই না পারই আন॥
দেখ সখি অদ্ভুত রঙ্গ।
রসিক-শিরোমণি, রমণী-বেশ ধরি,
আওত দোতীক সঙ্গ॥
আগু পদ বাম, বাম গতি ধাবই,
মোহিনী চাহনী বামা॥
ভানুসুতা-পাশে, উপনীত ভেলহিঁ,
শ্যামরী পেখল রামা॥
মণিময় কঙ্কণ, দুই ভুজে শোভই,
শঙ্খ শোভই তছু মাঝ।
এহেন চাতুরীপণা, কবহুঁ না পেখলুঁ,
এ মহী-মণ্ডল-মাঝ॥
অরুণ-কিরণশ্যাম, পদতলে পেখলু,
তেজ্ঞি করিয়ে অপমান।
বংশীবদন, কহই রাই নিকটহি,
ঐছন করল পরাণ॥

বরাড়ী।

সুমুখী-চরণে, চিকণ কালা,
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে, ঈষত হাসি
নেহারি কমল-মুখী॥
কনক মুকুর, জিনিয়া চরণ,
মুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে, পশিয়া পেখলু,
পারণ-নাথের রূপ॥
আপনা আপনি, বয়ান হেরিয়া,
ধরিতে না পারে হিয়া।
এ রস পাসরি, রসিক নাগর,
কেমতে আছয়ে জীয়া॥
কহিতে কহিতে, রসের আবেশে,
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে, বুঝিয়া বিশাখা,
নাগরী আনিয়া দেল॥

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ।

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালাচন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

ধানশী।

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণী কি কহব হাম।
ঐছে করহ যায় সিদ্ধি হয় কাম॥

তবহুঁ যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরবোধবি ধরি তছু পায়॥
ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই॥
সো রঙ্গিণী যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানবি তুয়া অনুগত কান॥
বংশীবদনে কহ পুরব আশ।
চলল দোতী তব রাইক পাশ॥

কামোদ।

কানু প্রবোধ করি, আওল সহচরী,
মিলল রাইক পাশ।
কহতহিঁ চাতুরী-, বচন সুমাধুরী,
তাহে মিশাইয়া হাস॥
মানিনী অবনত, বদনহিঁ লিখত,
ইহ মহী-মণ্ডল-মাঝ।
ইতি উবাচ সহচরী, রহে নিশব্দ করি,
সবহুঁ বিছুরল কাজ॥
দোতী কহয়ে ধনি, কাঁহে ভেল মানিনী,
তোহারি সে নাগর-রাজ।
বিষম-কুসুম-শরে, সো ভেল জর জর,
লুটই নিকুঞ্জক মাঝ॥
অনেক যতন করি, মোহে পাঠায়ল হরি,
জীউ রাখয়ে তুয়া আশে।
বংশীবদন কহ, হামারি বচন রাখ,
মিলহ কানুক পাশে॥

পঠমঞ্জরী বা গুর্জ্জরী।

এইত গোকুলবাসী, কেহ কছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ, রাইয়ের বেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা॥
সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতি-পুটে।
কালিয়া কোঙারের নামে কাঁপিঝাঁপি উঠে।
কালিয়া কোঙার থাকে কদম্বের ডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়।
নিজ-পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

কামোদ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ,
সীতানাথে দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর, আশ্চর্য্য ঠাকুর,
অগতি পতিত গতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ,
এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণে, ভরসা কেবল,
না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্টমনে, রাখ শ্রীচরণে
এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার,
সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস পূর সব আশ,
কি আর কহিব আমি॥

গান্ধার।

আর না হেরিব প্রসর কপালে,
অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে,
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে,
সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই,
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদায়,
নিমাই কোথায় নাই॥
নিদয় কেশবভারতী আসিয়া,
মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি,
কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।

শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া,
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

তুড়ী।

আলো সই, কি হইল মোরে প্রেম-জ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইনু, কেনে বা যমুনা গেনু,
শয়নে স্বপনে দেখি কালা ॥
সাত পাঁচ সখী-সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে,
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
কালামেঘে ঝাঁপিয়াছিল মোরে ॥
যমুনা যাইতে পথে, দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে,
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা ॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম,
কালিন্দী-কদম্ব-তলে থানা।
বংশীবদনে কয়, যুবতী জীবার নয়,
দেখিলে মরমে দেয় হানা ॥

ভাটিয়ারী।

তখনি বলিল তোরে, যাইস না যমুনা-জলে,
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখনে কেন বা বোল, শুন না গো বুড়ীমাই
গা মোর কেমন কেমন করে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙ্গা দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার, দিঠিতে পড়িলে গো,
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি ॥
কাণে মকর-কুণ্ডলে, আস্ত মানুষ গিলে,
কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে।
আমরা উহার ডরে, সদাই ডরাই গো,
বাহির না হই বাড়ীর কাছে ॥
আন সনে কথা কয়, আন জনে মুরছায়,
ইহা কি শুনেছ সখি কাণে।
একুল ওকুল মোরা, দুকুল খাএাছি গো,
হয় নয় বংশীদাস জানে ॥

ভাটিয়ারী।

আগে পাছে চলে মোর, কত প্রিয় সহচর,
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ, নয়ানে লাগিয়া গেল,
সরম রহিল সেই ঠাঞি ॥
আজু দেখিল রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর, না জানি কি জানি হৈল,
নিরবধি ধিক্ ধিক্ জ্বলে ॥
কেন বা চঞ্চল চিত, নিবারিতে নারি গো,
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে, মুরুছা হইয়া থাকি,
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥
ধীরে ধীরে পা খানি, বাড়াই কত ছল করি,
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশী বদনে কহে, শুন অনুরাগিণি,
পিরীতি-অনল না নিভাই ॥

সারঙ্গ।

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই, চাঁদ মেঘ এক ঠাঞি,
শিশুগণ তারা যেন ফিরে ॥
কেহ জলপানে ধায়, অঞ্জলি পুরিয়া খায়,
কেহ দেখে নিজ-অঙ্গ-ছায়া।
যমুনা আনন্দ-মন, তরঙ্গ উঠিছে ঘন,
দেখি ব্রজ-বালকের মায়া ॥
তুলিল কানাইর থানা, ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা
সুবলের থানা সবার আগে।
মাঝে রাজা শ্যাম-ধাম, তার বামে বলরাম,
রাখাল বেড়িয়া লাখে লাখে ॥
কেহ হাতী ঘোড়া হয়, রাখাল রাখালে বয়,
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু, বলে রাজা হৈল কানু,
বলাই হইলা তার মিত ॥
কেহ বলে সাজ সাজ, বসিলা রাখাল-রাজ,
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশীবদনে গায়, দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়,
কংসের যোগান দিতে মানা ॥

বিভাষ।

হের দেখ সখি ছার, রুচির করতল আঁখি,
বিধির কারণ এক ঠাম।
আমার মনের সাধ, বুঝিয়া সে মুনিরাজ,
গোপাল বলিয়া থুইলা নাম ॥
অতিশয় শিশু-মতি, মন্দ মন্দ গতি,
কটি-তটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বু-কণ্ঠ-পরি, মোতিম-মালবর,
লম্বিত রুরু-নথ সাজে ॥
অনেক সাধ করি, করে নবনীত ভরি,
দেয়লু ভোজন লাগি।
সো নাহি খাওত, ক্ষিতিতলে ডারত,
ইহ মোর করম অভাগী
বংশী কহয়ে শুন, মাতা যশোমতি,
তোহারি চরণে করু সেবা
এ তুয়া নন্দন ভুবন-বিমোহন,
পুণ-ফলে পাওই কেবা ॥

ভাটিয়ারী।

ভাল নাচ রে নাচ রে নাচ রে নন্দ-দুলাল।
ব্রজ-রমণীগণ, চৌদিগে বেড়ল,
যশোমতী দেই করতাল ॥
ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি, ঝাঁঝর কিঙ্কিণী,
গতি নট খঞ্জন ভাঁতি ॥
হেরইতে অখিল,- নয়ন মন ভুলয়ে,
ইহ নব নীরদ-কাঁতি।
করে করি মাখন, দেই রমণীগণ,
খাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পঙ্কজ সুললিত,
চরণ চালই কত ভঙ্গে ॥
কুঞ্চিত কেশ, বেশ দিগম্বর,
কটিতটে ঘুঙ্গুর সাজ
বংশী কহই কিয়ে, জগ-জন-মঙ্গল,
শ্রবণে সুধা সম বাজ ॥

মায়ূর।

ধাতু প্রবাল দল, নব গুঞ্জাফল,
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি, মণি মুকুতা ঝুরি,
কটিতটে ঘুঙ্গুর বাজে ॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ-বধূ মেলি, দেই করতালি,
বোলই ভালি রে ভাল।
নন্দ সুনন্দ, যশোমতী রোহিণী,
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত,
হাসি হাসি দশন দেখায় ॥
বংশী কহই সব, ব্রজ-রমণীগণ,
আনন্দ-সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে, লালন করইতে,
স্তন-ক্ষীরে ভীগল বাস ॥

বৃন্দাবনদাস।

[বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। ৯১৪ সালে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন; এবং তাহার দুই বৎসর পরে (৯১৬ সালে) শ্রীচৈতন্যদেব সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করেন। ইঁহার মাতার নাম ৺নারায়ণী। কথিত আছে, বাল-বিধবা নারায়ণীকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণে ইঁহার গর্ভ হয়; এবং বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর সেই গর্ভ সম্ভূত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নারায়ণীর সখিত্ব ছিল। শ্রীচৈতন্য যেদিন গৃহত্যাগী হন, সেদিন পুত্রসহ নারায়ণী তাঁহাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের প্রণীত 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্যের এক অনুপম সম্পৎ। ২৮ বৎসর বয়সের সময় ইনি এই গ্রন্থ রচনাকরেন। ৯৯৬ সালে, প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে, বৃন্দাবন দাসের লোকান্তর হয়। ইনি শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ দাস রূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।]

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সংকীর্ত্তনবর্ণনং।

মঙ্গল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে, বিনোদ-বন্ধনে,
নাচত গৌররায়।
মনুজ দৈবত, পুরুষ যোষিত,
সবাই দেখিবারে ধায়॥
ভকত মণ্ডল, গাওত মঙ্গল,
বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত, নিতাই নাচত,
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
গরজে পুন পুন, লম্ফ ঘন ঘন,
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে, প্রেম বরিখয়ে,
অবনী মণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণীমণ্ডল, প্রেমে বাদল,
করল অবধৌত চান্দ।
না জানি নর নারী, ভুবন দশ চারি,
সবাই রূপ হেরি কান্দ॥
শান্তিপুর নাথ, গরজে অবিরত,
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন,
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতুহলী, কান্দয়ে ফুলি ফুলি,
ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে রহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম,
সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল॥
না জানি দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি,
সকল সহচর-বৃন্দ।
বৃন্দাবনদাস, প্রেম পরকাশ,
নিতাই চরণারবিন্দ॥

ধানশী।

বিমল হেম জিনি, তনু অনুপামরে,
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি, একটী পুলকরে,
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা,- চাঁদ গোসাঞিরে,
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া,
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর গতি, জিনি মদমত্ত হাতী,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন-ছবি, জিনি প্রভাতের রবি,
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এহেন সম্পদকালে, গোরা না ভজিনু হেলে,
তুয়া পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গুণ-গান বৃন্দাবন দাস॥

গান্ধার।

প্রাত সহচরী, সঙ্গতি বইঠলি,
মানিনী মন ভাবই।
শ্যাম-মুখ যহিঁ, পেখি পুন নাহি,
সোই দেশ হাম যাবই॥
শুভদ পুন শুনি, শ্যাম গুণমণি,
মনহি বিচারই।
পাঁজি করে লই, একলি নাগর,
গণকহি রূপে ধাবই॥
রাই তহি হেরি, পুছই বেরি বেরি,
দেশ ইহ কো নয়া হই।
সোই কহে পুন, কানু বিহর ন,
ভুবনে হেন না হোই॥
বাণী ইহ শুনি, রোখে পুন ধনী,
পাঁজি তছু নেই ডারই।
শ্যাম নিরখই, রোখ প্রকটই,
অঙ্গ-বসন উঘারই॥
রাই চমকিনী, হাসি মুচকিনী,
সোই দেশক নাশই।
রায় রঘুপতি, বল্লভ সঙ্গতি,
বৃন্দাবন দাস ভাবই॥

মঙ্গল গুর্জ্জরী।

বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে,
চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রহুঁ পণ্ডিত, প্রিয় গদাধর,
দক্ষিণে নরহরি দাস॥

গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে, কনয়া কদম্ব জনু,
ঐছন পুলকের আভা।
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা ॥
যাহার অনুভব, সেই সে সমুঝই,
কহনে না যায় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীরাগ।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি।
ভুবন-মোহন রূপ সোণার পুতলী ॥
হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন।
কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর।
সকল ভকত মাঝে সাজে পহুঁবর ॥
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল।
ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল ॥
ভুজ তুলি নাচে পহুঁ শচীর নন্দন।
রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর।
দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর ॥
জয় জয় জয় ধ্বনি জগতে প্রকাশ।
আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

সুহই।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে বাড়িল আনন্দ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন করিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে।
সব অঙ্গে জগ-মন মোহে ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥

জয়জয়ন্তী।

শ্রীচৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখ সুন্দর,
দেখিয়া হইল বিভোর রে ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি যত দেব,
সবাই নর-রূপ ধরিল রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥
কেহ করে স্তুতি, কার হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে কেহ গায় বায় রে ॥
দশ দিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি রে।
মানুষ দেবে মিলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে ॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণত হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে ॥
সকল শক্তি-সঙ্গ, আইলা গৌরাঙ্গ,
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে ॥
রাহু-অধর ইন্দু, প্রকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাণ রে ॥

জয়জয়ন্তী।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মহুরী জয় ধ্বনি,
গাওয়ে মধুর নিশান রে।
বেদের অগোচর, ভেটিবা গৌরীবর,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝারে ॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।

নদীয়া-পুরবাসী, জনম-
আপন পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুক, দেবতা নবদ্বীপে,
আওল শুনি হরি-নাম রে।
পাইয়া গৌর-রসে, বিভোর পরবশে,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিলা শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে,
একত্রে যৈছে কত কোটি চান্দ রে॥
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরি-নাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে,
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি ভক্ত-বৃন্দ,
বৃন্দাবনদাস গুণ গান রে॥

তুড়ী।

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর,
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥
বাজে খোল করতাল, মধুর সংগীত ভাল,
গগন ভরিল হরি-ধ্বনিয়া।
চন্দন-চর্চ্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়,
বন-মালা দোলে ভাল বনিয়া॥
গলে শুভ্র উপবীত, রূপ কোটি কামজিত,
চরণে নূপুর রণরণিয়া।
দুই ভাই নাচিয়া যায়, সহচরগণ গায়,
গদাধর আনন্দে পড়ে ঢুলিয়া॥
পুরুব রভস-লীলা, এবে পর্স প্রকাশিলা,
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে,
বৃন্দাবনদাস কহে জানিয়া

কল্যাণী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে।
শিব বিরিঞ্চির, অগোচর প্রেম-ধন,
ভাবে বিভোর হৈয়া যাচে॥
রসের আবেশে, অঙ্গ ঢর ঢর,
চলিতে আলাঞা পড়ে।

সোণার বরণ, ননীর পুতলী,
ভূমে গড়াগড়ি বুলে॥
শুনিয়া পুরুব, নিজ বৈভব,
বৃন্দাবন-রাস-লীলা।
কীর্ত্তন-আবেশে, প্রেম-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবিলা শচীর বালা॥
হেন অবতারে, যে জন বঞ্চিত,
তারে করু কৃপা লেশে।
ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবনদাসে॥

মঙ্গল।

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের বলে, বৈষ্ণব আসিয়া মেলে,
কালি হবে মহোৎসব-বিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, সকল ভকত-বৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণ-ঘট-স্থাপন,
আম্র-পল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদ-ধ্বনি করে, নারীগণ জয়কারে,
আর সবে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন,
কীর্ত্তন-মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥

বরাড়ী।

কৈছে চরণে কর, পল্লব ঠেললি,
মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ, জরি যব যাওব,
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে॥
মাগো কিয়ে ইহ জীব অপার।
কো অছু বীর, ধীর মহাবল,
পাউরি উতায়রে পার॥
শ্যামর ঝামর, মলিন নলিন মুখ,
ঝরই নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে, পদহি লোটায়ল,
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির॥
সাধি সাধি হরমি, হরমি মহাবিকল,
ঘন ঘন দীরঘ নিশ্বাস।
মনমথ-দাহ,- দহনে মন ধসি গেও,
রোখে চললি নিজ-বাস॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি,
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ, নিষেধ না মানলি,
হামারি জোরে নাহি চাহ॥

মঙ্গল।

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস, মনে বড় সুখোল্লাস,
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥
শত ঘট জল ভরি, পঞ্চগব্য আদি করি,
নিতাই-চাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিকে রমণীগণ, জয়কার ঘন ঘন,
আর সবে হরি হরি বোলে॥
বাম পাশে গৌরীদাস, হেরই দক্ষিণ পাশ,
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই,
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন॥
ঘন হরি হরি বোল, গগনে উঠিছে রোল,
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সোঙরি পরমানন্দ, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবনদাসে॥

মঙ্গল।

জয় রে জয় রে জয় নিত্যানন্দরায়।
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায়॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেক।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানু লম্বিত বাহু অতি শোভা করে॥
অরুণ কিরণ যিনি দু'খানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥

গোবর্দ্ধনদাস।

[ইনি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকবি নরোত্তমদাসের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহারই সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। ইনি অল্প বয়সেই কবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার পদগুলি সরল ও ভাবমূলক।]

সুহিনী।

কি কহব সো সব রঙ্গ।
কানু খেলই মঝু সঙ্গ॥
সুবল সখা করি বাম।
সমুখে দাঁড়ায়লু হাম॥
ললিতা ডাহিনে রহু মোর।
হেরি কানু ভেল বিভোর॥
করহি ধয়ল পিচকারি।
ঐছে পড়ল তনু ডারি॥
সচকিত হই হাম যাই।
কোরে আগোরলু তাই॥

বয়ানে বয়ানে যব দেল।
ঈষত শ্বাস তব ভেল॥
করে করি মাজিয়ে মুখ।
হেরইতে বিদরয়ে বুক॥
খণেকে চেতন যব হোই।
চৌদিশে হেরই সোই॥
কহই রাই কাঁহা গেল।
ইহ দুখ বিহি কাঁহে দেল॥
হাম নিজ-পরিচয়-বাণী॥
কতহুঁ কহলু ধরি পাণি॥
তব মুখ হেরই মোর।
হাম রহুঁ কোরে আগোর॥
সখিগণ সচকিত থারি।
বয়ানে দেয়ল তব বারি॥
বৈঠল কুঞ্জহি যাই।
তহি সব কহল বুঝাই॥
প্রেম-বিচিত্র বিলাস।
কহ গোবর্দ্ধনদাস॥

তুড়ী।

আজু কোই কুলবতী নাহিবাহিরায়।
যমুনা-সিনানে কোই নাহি যায়॥
বিপতি পড়ল আজু যুবতি সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে খেলই ব্রজ-রাজ॥
পন্থ বিপন্থ ঘেরল চতুর।
সব ব্রজ-বালক তাঁহে আগোর॥
বটু সুবল দুহুঁ ভেল এক ঠাম।
যুথহি যুথ করল নিরমাণ॥
ভরি পিচকারি লেই সবে হাত।
ঘন বরিখণ জনু পড়তহি মাথ॥
আবিরে না হেরিয়ে দিগ বিদিগ।
অঙ্গে বসনহি যাওত ভিগ॥
কহ গোবর্দ্ধন রস গৃহ মাহ।
কোই জানি মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ॥

কামোদ।

ঘনমুরলী-ধ্বনি, ডম্ফ-শবদ শুনি,
উমড়ই রমণ বিশাল।
হো হো হোরি, সঘনে তহি গরজন,
উনমত যত ব্রজ-বাল॥
মাঝহি মনমথ-রাজ।
নবঘন অরুণ,- বরণ তনু হেরইতে,
তেজই কুলবতী লাজ॥
চূয়া চন্দন, মৃগ-মদ কুঙ্কুম,
পিচকারি ভরি লেই।
সব জন কোপি, কোপিত ইহ দুহুঁ দুহুঁ,
নয়ান বয়ান পর দেই॥
ইহ দিন কৈছে, রহিতে কহ ঘর মাহা,
সো সুখে হোই নৈরাশ।
সখিগণ সঞে আজি, যাই তহিঁ হেরব,
সঙ্গে গোবর্দ্ধনদাস॥

কামোদ।

এ ধনি, মানিনি মান নিবার।
আবিরে অরুণ শ্যাম,- অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ-প্রতিবিম্ব নেহার॥
হোরি রঙ্গ, তরঙ্গিত শ্যামর,
বিহরই কালিন্দী তীর।
সোঙরি সোঙরি মন, করত উচাটন
যতনে না হোয়ত থির॥
কি করব গুরুজন, পরিজন দুরজন,
ইহ সব বড়ই ভিখার।
সহচরী রঙ্গহি, পরম নিশঙ্কহি,
কানু সঞে করব বিহার॥
মৃগ মদ চন্দন, কুঙ্কুম হারগণ,
যতেক ঝাঁপি লেহ হাত।
তাম্বুল কর্পূরযুত, লেই চলহ দ্রুত,
গোবর্দ্ধন চলু সাথ॥

কামোদ।

ঋতু-পতি-যামিনী কালিন্দীর তীর।
বিকসিত ফুলচয় কুঞ্জ-কুটীর॥
কোকিলকুল পঞ্চম করু গান।
গুঞ্জরি চঞ্চরী করু মধু পান॥
চান্দিনী রজনী উজোরল ভায়।
সুমলয় পবন বহই মৃদু বায়॥

ঐছন সময়ে বিহরে মঝু নাহ।
কি করব অব হাম মন্দির মাহ॥
সো মুখ যব মঝু উপজয়ে চিত।
অতি উতকণ্ঠিত না মানয়ে ভীত॥
কতয়ে মনোরথ মন মাহা হোয়।
যৈছন রভসে মিলব পিয়া মোয়॥
তুরিতে চলহ সখি পুরব আশ।
সঙ্গে চলব গোবর্দ্ধন দাস॥

বসন্ত।

পদ্মা সখী সহ, আওল শুনলু,
খেলব নাহক সাথ।
বংশী-বট তট, মিলন ভেল বুঝি,
ফাগু-যন্ত্র করি হাত॥
সজনি, ইহ দারুণ পরমাদ।
ঐছন ভাতি, বচন করি চল সখি,
যাই করিয়ে সব বাদ॥
ভদ্রা শ্যামা, লয়া সহ মিলব,
যূথে যূথে এক হোই।
সবে ল ফাগু, তিমির করি বেঢ়ব,
লখই না পারই কোই॥
ঐছনে কানু, সেই সবে আওব,
তুরিতহিঁ নিধুবন পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ, আনন্দে খেলই,
পদ্মা পাউ নেরাশ॥

শ্রীরাগ।

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, ঋতু পতি বিহরণে,
তরু লতা প্রফুল্লিত সব।
ফল ফুলে নম্র ডাল, পুষ্পোদ্যান শোভা ভাল,
কোকিল-ভ্রমর-শিখী-রব॥
হোরি রঙ্গে উনমত, নানা যন্ত্রে চমৎকৃত,
গায় বায় বিলসয়ে শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি, অনুরাগে ডগমগি,
গমন-ইচ্ছুক সোই ঠাম॥
সখী সনে বিনোদিনী, কান্তি জিনি সৌদামিনী
তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র, সঙ্গে লৈয়া তারাবৃন্দ
তৈছে ধনী যায় কুঞ্জবন॥
বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গে, কুঙ্কুম আবির অঙ্গে,
নিরখই গোবর্দ্ধন দাস॥

বিহাগড়া।

বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নব ঋতু-পতি-রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান
নবীন নবীন ধরই মান
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবীন নবীন ভাতিয়া॥
ঈষত সরস মধুর ভাষ
সরস পরশে করু বিলাস
রসবতী ধনী রস-শিরোমণি
সরস রভসে মাতিয়া॥
সরস কুসুম সরস পবন
সরস কাননে ভেলি ভুবন
রসে উনমত ঋতুতি কত
সরস ভ্রমর-পাতিয়া॥
মধুর কেলি মধুর মেলি
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যাম-গোরী-কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন-ইন্দু
তাহে শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরব ছাতিয়া॥

মঙ্গল।

গৌর সুন্দর, পরম মনোহর,
শ্রীবাসপণ্ডিত গেহ।
শোণ চম্পক, কনক দরপণ,
নিন্দি সুন্দর দেহ।

বসিয়া গোরা পহুঁ, হাসিয়া লহু লহু,
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।
তোহারি প্রেম রসে, এ মোর পরকাশে,
দেখহ সো পহুঁ হাম॥
শুনিয়া পণ্ডিত, অতি হরষিত,
চরণ তলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি, প্রেম জলে ভাসি,
পুলকে পূরল গায়॥
ভাগবতগণে, আসিয়া তৈখনে,
পহুক করে অভিষেক।
বারি ঘট ভরি, রাখল সারি সারি,
গন্ধ আদি পরতেক॥
মুকুন্দ গদাধর, পণ্ডিত দামোদর,
মুরারি হরিদাস গায়।
উঠিল জয়ধ্বনি, মঙ্গল রব শুনি,
নদীয়া নরনারী ধায়॥
পণ্ডিত শ্রীবাস, পরম উল্লাস,
পহুঁক শিরে ঢালে বারি।
চৌদিকে হরিবোল, বড়ই উতরোল,
মঙ্গল রব সব নারী॥
নিতাই অদ্বৈত, অতিহুঁ হরষিত,
হেরই ডাহিন বাম।
সিনান সমাপন, পরশ পরায়ণ,
পূরল সব মনকাম॥
কতহুঁ উপচারি, পূজল গৌরহরি,
ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি করল বহু স্তুতি,
কহ গোবর্দ্ধন দাস॥

বিহাগড়া।

বাজে দিগ দিগ থৈ থৈয়া হোরি রঙ্গে॥
কিশোর কিশোরী সখিনী মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
সুখময় অতি মধু ঋতু-পতি
রতিপতি তথি সঙ্গে॥
মসৃণ ঘুসৃণ চুবক চন্দন
যন্ত্র-রন্ধ্রে বরিখে সঘ ন
অরুণ বসন ললিত রসন
শ্রম-জল-কণ অঙ্গে।
বীণ মুরজ স্বর উপাঙ্গ
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ
চঞ্চল গতি খঞ্জন জিতি
নৃপতি অতি ভঙ্গে॥
গাওয়ে গমকে গোপী মেলি
গৌরী গুর্জ্জরী রামকেলি
সুভাগা সুহিনী সুহই সোহিনি
সঙ্গীত রস-তরঙ্গে।
যূথে যূথে যুবতীবৃন্দ
মাঝে শোহত গোকুল-চন্দ্র
গোবর্দ্ধন হৃদি বর্দ্ধন
কন্দ্র মর্দ্দন অনঙ্গে॥

ঘনরাম দাস।

[ইনি একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ইঁহার পদগুলি অতি সুললিত ভাষায় রচিত। কবির আত্মপরিচয় কোন পদ মধ্যে দেখিলাম না। অন্য কোন গ্রন্থে আছে কি না, সে বিষয়ের অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।]

সিন্ধুড়া।

আমি কিছু নাহি জানি, ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী,
তোমারে সুধাই ইহার কথা।
না দেখি গোকুলচান্দ, কেমন করয়ে প্রাণ,
বল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি, কোলে লৈয়া যাদুমণি,
বাছারে করাইছি স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল, উথলি গো-রস গেল,
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভুলিলাম রোহিণীর বোলে,
গোপাল নামাঞা কোলে,
সে কোপে কাঁপিত যদুমণি।
কোপিত নয়ান কোণে, চাঞা ছিল আমা পানে,
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা,
গোপাল আমার কোথা গেলা,
দড় করি বোল এক বোল।
ঘনরাম দাস কহে, আকুল হইলা সেব,
রাখালের মাঝে উতরোল॥

তথা রাগ।

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য পাঞা লুটে খায় ক্ষীর নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদূখল দিয়া।
তবু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
নড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সমুখ॥
মায়ের শব্দ শুনি যাদুধন নাচে।
ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদমুখ মোছে॥
এখনে কেমনে গোপাল লুকাইবা আর।
তোমার বুক বহিয়া পড়ে গো-রসের ধার॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন যশোমতি।
মায়ারূপে তোমার ঘরে অখিলের পতি॥

শ্রীরাগ।

গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীতধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥

গান্ধার।

আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীতধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পড়ে পারা
পরাইতে নূপুর কমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস॥

ভাটিয়ারী।

আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা-তীরের ছায়ে খেলে দোন ভাই॥
সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি নিবে।
বংশীবটের তলে নিয়া রাখিয়া আসিবে॥
দুই দিগে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সব বাঁটিয়া লইলা॥

শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইর দিগে হৈল।
সুবল বলাইর দিগে নাচিতে লাগিল॥
শ্রীদাম কহে আমরা কানাইর দিগে হব।
কানাই হারিলে আর কান্ধে না চড়িব॥
এমত বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাওলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই॥

ধানশী।

আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে, বসন আঁটিয়া বান্ধে,
বংশীবটের তলে যাই॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া, চলিতে না পারে ধাঞা,
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে, হইব বলাইর দিগে,
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু, জিতিলে হারয়ে তবু,
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে, চড়িব কানাইর কান্দে,
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাই চান্দে, কে করিতে পারে কান্ধে,
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেডুয়া লইয়া করে, হারিলে সবারে মারে,
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥

পুরুষোত্তম দাস।

[বৈষ্ণবসাহিত্যে চারি পাঁচজন পুরুষোত্তমের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য পুরুষোত্তমই পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ। তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ২৪-পরগণা হালিসহর কুমারহট্টে তাঁহাদের বসতি ছিল।]

দেশ বরাড়ী।

গোকুল ছাড়ি,
তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজ-বাসী কিয়ে, স্থাবর জঙ্গম,
বিরহদহনে দহি গেল॥
সুরভী কুল আকুল,
তৃণ-কবল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর, লোচন ঝর ঝর
পানী নাহি পিবত দুঃখে॥
কোকিল ভ্রমর, সারী শুকবর,
রোয়ত তরুপর বৈঠি।
তোহারি ময়ূর, মৃগীকুল লুঠয়ে,
শকতি নাহি বনে পৈঠি॥
তরুকুল-পল্লব, সবহুঁ সখায়ল,
ভেজল কুসুম বিকাসে।
এতহুঁ বিপদ তোহেঁ, কতয়ে নিবেদব,
দুখী পুরুষোত্তম দাসে॥

ধানশী।

রজনী প্রভাতে, মাতা যশোমতী,
নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই, বলিয়া ডাকয়ে,
নিঝরে নয়ান ঝরে॥
যবে মনে পড়ে, তারা মধুপুরে,
তবহি হরয়ে জ্ঞান।
ফুয়ল কুন্তলে, লোটায় ভূতলে,
ক্ষেণে রহি মুরছান॥
শ্রীদাম সুদামে, আয়াসেতে বলে
শ্রবণে বদন দিয়া।

তুয়া নাম করি, উঠয়ে ফুকরি,
শুনি দিয় যায়ে হিয়া ॥
চেতন পাইয়া, সুবলে লইয়া,
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে, মনুজ পশুর,
পরাণ নাহিক ধরে।
তিল আধ তোরে, না দেখিলে মরে,
বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম, কহয়ে সে জন,
কেমনে ধরিবে দেহ ॥

পাহাড়িয়া।

গোকুল নগরে, ভ্রময়ে জনু বাউরী,
উদাসল কুন্তল ভার।
কাহাঁ মঝু প্রাণ, তনয় ব্রজ-নন্দন,
কহইতে বহে জল-ধার ॥
মাধব, সো জননী নন্দরাণী।
তুয়া বিরহানলে, উমতি পাগলী জনু,
কাহারে কি পুছয়ে বাণী ॥
অব কাঁহে বেণু, শবদ নাহি শুনিয়ে,
কোন কানন মাহা গেল।
বুঝি বলরাম, সঙ্গে নাহি গেওল,
কি পরমাদ আজু ভেল ॥
ঐছে বিলাপ, শুনই ব্রজ-সহচরী,
রোই আওল তছু পাশ।
বহু পরবোধ, বচনে গৃহে আনত,
কহ পুরুষোত্তমদাস॥

শ্রীরাগ।

সোই জনক ব্রজ-রাজ।
না যাওত ধেনু-সমাজ ॥
বসিয়া রহয়ে নিশি দিন।
তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ ॥
কাহেঁক না কহ কছু বাত।
অবনত করি রহুঁ মাথ ॥
ব্রজ-বালকগণ যাই।
কত পরবোধয়ে তাই ॥
বহুত যতনে ব্রজনাথ।
ফুকরি কহয়ে কছু বাত ॥
কহ রে কহ রে ব্রজ-বাল।
কাহাঁ মঝু প্রাণ গোপাল ॥
সহচর তিন কাঁহে ভেল।
লালন কাহাঁ মঝু গেল ॥
শুনি বালকগণ রোয়।
সো দুখ কি কহব তোয় ॥
শ্রীদামে করয়ে নিজ কোর।
সিঁচয়ে নয়নক লোর ॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান।
চুম্বয়ে তাক বয়ান ॥
ঐছন বিরহ হুতাশ।
কহ পুরুষোত্তম দাস ॥

বালা ধানশী।

প্রভাতে উঠিয়া, শ্রীদাম সুবল,-
আদি সখাগণ মেলি।
নন্দের মন্দিরে, চলে ধীরে ধীরে,
যশোদা বিলাপ বেলি ॥
যাইয়া তাহারে, কতেক প্রকারে,
প্রবোধ বচন কৈয়া।
আসিবার কালে, হেরি ধেনু শালে,
পড়ে মুরছিত হৈয়া ॥
অনেক যতনে, চেতন পাইয়া,
ধেনুগণ সবে লৈয়া।
যমুনা-কাননে, চলে গোচারণে,
বিরহে বিভোর হৈয়া ॥
তুয়া প্রিয় সেই, কদম্বের মূলে,
বসিয়া রাখাল মেলি।
তুহুঁ তুহুঁ গলে, ধরিয়া কান্দয়ে,
সোঙরি পূরব কেলি ॥
চূড়া নাহি বান্ধে, নটবর-ছান্দে,
বসন নাহিক পরে।
ভোজন তেজল, দেহ দুরবল,
সতত প্রলাপ করে ॥
ধেনুগণ আর, না খায় আহার,
না পিয়ে যমুনা-নীর।

স্তনে ক্ষীর পড়ে, জল ভরে,
হিয়া না বান্ধয়ে থির ॥
দেখি সখীগণ, কান্দিয়া সঘন,
লইয়া চলয়ে ঘরে
এ পুরুষোত্তম, কহয়ে এমতি,
সকল গোকুলপুরে ॥

তথা রাগ।

আওব কানু, শুনই ধনী বিরহিণী,
হোয়ল দুখ অবসান ॥
কিশলয়-শেজে, রজনী অবসানহি,
ঘুমহি মুদল নয়ান ॥
হেরত স্বপনে, সোই ব্রজ-বল্লভ,
আওল গোকুল-পুর।
হেরি ব্রজবাসিগণ, আনন্দে নিমগন,
সবজন মনোরথ পুর ॥
যশোমতী ধাই, কোর পর লেওল,
চুম্বয়ে ও মুখ-চাঁদে।
ব্রজ-রমণীগণ, করয়ে নিরীক্ষণ,
আনন্দ হিয়া নাহি বান্ধে ॥
ঐছন হেরইতে, স্বপন-ভঙ্গ ভেল,
আওব ভেল আশোয়াস।
রজনী প্রভাতে, কহয়ে সব সখীগণে,
কহ পুরুষোত্তম দাস ॥

তথা রাগ।

নিজ-গৃহ তেজি চলল বর বিরহিণী
দারুণ বিরহ-হুতাশে।
কালিন্দী পৈঠি, পরাণ পরিতেজব,
এই মরম অভিলাষে ॥
হরি হরি, কি কহব ও দুখ ওর।
ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল,
ললিতা লেওল কোর ॥
ঐছন বচন, বৃন্দামুখে শুনইতে,
ভগবতী দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জ,- কুটীর মাহা আনল,
সবহুঁ সখীগণ মেলি ॥
সরসিজ শেজে, শুতায়ল সহচরী,
চৌদিশে রহুঁ মুখ চাই।

অনুকূল প্রতিকূল, সবহুঁ রমণীগণ,
শুনইতে আওল ধাই ॥
দশমীক পহিল, দশা হেরি আকুল,
রোয়ত অবনী লোটাই।
আওব বচনে, কোই পরবোধই,
পুরুষোত্তম মুখ চাই।

তথারাগ।

রাইক দশমী- দশা নিজ সখীমুখে,
শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ঢারি, ধূলি-গড়ি যাওত,
ভূতলে কুন্তল কোই ॥
রাইক প্রেমে পুন, নন্দ-নন্দন,
আওব করছিনু আশ।
সো সব মনোরথ, বিহি কৈল আন মত,
এত দিনে ভেল নিরাশ ॥
এত কহি পুন পুন, শিরে কর হানই,
মূরছিত হরল গেয়ান।
পদ্মা দেবী কোর, পর নেয়ল,
ঝর ঝর লোরে নয়ান ॥
বহুখণে চেতন, পাই মলিন-মুখী,
বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে, লেই চলু সহচরী,
কহ পুরুষোত্তম দাস ॥

সুহিনী।

যেখানে শুনিয়া ধনি রাই।
চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই ॥
রাইক হেরি অগেয়ান।
নিঝরে ঝরে দুনয়ান ॥
কহয়ে ললিতা সঞে বাত।
পুনহি আওব ব্রজ-নাথ ॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই।
ঐছন রচহ উপাই ॥
কো যদি কহে তনু ঠাম।
শুনইতে আওব শ্যাম ॥
এত কহি রহই না পারি।
মূরছি পড়ল তনু ঢারি ॥

ঐছন যত ব্রজ-নারী।
রোয়ত কুন্তল ফারি ॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে।
ভগবতী দেখ পরবোধে ॥

গান্ধার।

রাইক শেষ,- দশা মধুমঙ্গল,
হেরি কহে সুবলক পাশে।
শুনইতে তবহি, মুরছি পড় ভূতলে,
রাইক বিরহ-হুতাশে ॥
হরি, হরি কিয়ে ইহ দারুণ বাধা।
সুবলক শ্রবণে, ততহি মধুমঙ্গল,
ফুকরই রাধা রাধা ॥
ঐছন শবদ, শ্রবণে যব পৈঠল,
তৈখনে চেতন পাই
দুহুঁ জন দুহুঁক, কণ্ঠ ধরি রোয়ত,
কো পরবোধব তাই॥
কতি খণে ধৈরয, ধরি দুহুঁ আওল,
মুরছিত বিরহিণী পাশ।
হেরইতে দুহুঁজন, অতি ক্ষীণ জীবন,
মরু পুরুষোত্তম দাস ॥

তথা রাগ।

হরি হরি, কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গম,
বিরহ দহনে দহি যাহ।
তরুকুল আকুল, সঘনে ঝরয়ে জল,
তেজল কুসুম-বিকাস।
গলয়ে শৈলপর, পৈঠে ধরণী পর
স্থল জল কমল হুতাশ ॥
শুক পিক পাখী, শাখী পর রোয়ই,
রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকী সব অহিঁ, রহি রহি রোয়ই,
লোরহি পঙ্কিল ধরণী ॥
রাইক বিরহে, বিরহী ব্রজমণ্ডল,
দাব-দহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম, কৈছনে জীয়ব,
টুটল প্রেমক মূল ॥

ধানশী।

মাতা যশোমতী, ধাই উনমতী,
গোপাল লইয়া কোরে।
স্তনক্ষীর ধারে, তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান-লোরে
নিজ ঘরে যাইয়া, ক্ষীর সর লৈয়া,
ভোজন করাইয়া বোলে।
ঘরের বাহির, আর না করিব,
সদাই রাখিব কোলে
কানাই আইলা, শুনিয়া ধাইলা,
যতেক ব্রজের সখা।
মরণ শরীরে, পরাণ পাইল,
এমতি হইল দেখা ॥
যত ব্রজ-বাসী, সবে দেখে আসি,
ভাসয়ে আনন্দ-জলে।
আর দূরদেশে, না পাঠাও রাণি,
ইহাই সবাই বোলে ॥
চিরদিনে বিধি, সদয় হইল,
পাইনু নয়ান-তারা।
পুরুষোত্তম, আনন্দে ভাসয়ে,
নয়ানে বহয়ে ধারা ॥

বল্লভদাস।

[বল্লভদাস, রাধাবল্লভ দাস এবং হরিবল্লভ দাস—এই তিনজন বৈষ্ণবকবির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁদের তিনজনেরই ভণিতা অনেকস্থলে 'বল্লভদাস' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে হরিবল্লভ দাস ১০৭০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ইহাঁর গুরু ছিলেন। অল্প বয়সেই ইহাঁর সংসার বৈরাগ্য জন্মায়। ইনি তখন সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন। এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটিতে আসিয়া ইনি শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা প্রভৃতির টীকা এবং 'গৌরাঙ্গ লীলামৃত', 'চমৎকার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। রাধাবল্লভদাস—কাঞ্চনগরিয়া নিবাসী সুধাকর মণ্ডলের পুত্র। ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ করিয়া কবিপদবাচ্য হইয়াছেন। বল্লভদাস—ইনি কবিরাজ উপাধিধারী এবং বৈদ্যবংশ সম্ভূত। শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি বড়ই ভক্তিমান্ পুরুষ। কুলীনগ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। শিবানন্দ সেন ইহাঁর জ্ঞাতি হইতেন।]

বেলোয়ার।

সুন্দরি, কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত, সাজ নাহি জানল,
ভুলল মাধব মোর॥
বিপরীত চীর, পহিরি হরি সাজল,
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কাণে।
সঁাথি বলয় করি, বাহে সাজাওল,
কুণ্ডল মুদরিক ভানে॥
কিঙ্কিণী জাল, মাল করি পহিরল,
হার সাজাওল হাতে।
চুড়ক সাজ, চরণহি পহিরল,
মঞ্জীর পহিরল মাথে॥
পূরব উত্তর, নাহি দিগ দিগন্তর,
নব অনুরাগ লাগি।
বল্লভদাস কহ, চড়ল মনোরথে,
সঙ্কট দূরহি ভাগি॥

—

ধানশী।

বিছুরল সুন্দরী আপনার বাণী॥
কি কহিতে কি কহে নাহিক থেহ।
বিছুরল আভরণ আপনক দেহ॥
কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহি লাগ॥
কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥
সাজহ কহইতে ভাজই ভাষ।
আনহি বাণীজাল পরকাশ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরী বল্লভ দাস॥

—

বেলাবলী।

বিপরীত বেশে, মিলল ধনী,
মাধব বিপরীত বেশ।
ভুলল সরস, সম্ভাস হাসময়,
জনু নহ আরতি লেশ॥
সজনি, অপরূপ প্রেম বিচারি।
দোঁহে দোঁহা হেরি, স্তম্ভ ভেল কলেবর,
চিত-পুতলী সম থারি॥
বহুক্ষণে সহচরী, বচনহি দুহুঁ জন,
ধাই করল দুহুঁ কোর।
তৈছনে তনু তনু, লাগি রহল দুহুঁ,
দুহুঁ দুহাঁ ভাবে বিভোর॥
বিছুরল কেলি, বিলাস রস লালস,
রহলহি কোরে আগোর।
ঐছন সহচরী, শেষে শুতায়ল,
বল্লভ হেরি বিভোর।

কেদার।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ দুহুঁ তনু তেজ।
বৈঠল সরস কুসুমময় শেষ॥
বিপরীত চরিত হেরি সখী হাস।
তনু তনু তেজি অতনু পরকাশ॥
সহচরীগণ কহ দুহুঁ জন-রীত।
শুনইতে দুহুঁ জন চমকিত চিত॥
লাজহি সুন্দরী না কহয়ে বাণী।
তেজল ভূষণ বিপরীত জানি॥
উপজল কতহুঁ হাস পরিহাস।
কত কত কৌতুক মদন বিলাস॥
রাধামাধব প্রেম-তরঙ্গ।
হেরই বল্লভ সহচরী সঙ্গ॥

বেলোয়ার।

সাজলি রসবতী রঙ্গিণী রামা।
মন্দ মন্দ গতি, নূপুর কলেবর,
লজ্জিত রাজহংসকুল বামা॥
চম্পক কনক কেশর কুসুমাবলি,
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন, জলদ নীলমণি,
ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে॥
অমল ইন্দীবর,- দল লোচনযুগ,
কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী।
সিন্দুর-বিন্দু, অরুণ-ছবি নিন্দই,
অহি-রমণী ফণী বেনি॥
বিভ্রম অধরে, মধুর মৃদু হাসনি,
দশন সুদামিনী দমন করে।
তার হার মণি, কুণ্ডল লম্বিত,
কত মণি দরপই দরপবরে॥
চৌদিশে সহচরী, যন্ত্র বাজাওত,
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত, প্রবেশিল নিধুবনে,
হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে॥

মঙ্গল।

ও মুখ শরদ, সুধাকর সুন্দর,
ইহ নলিনীদল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন, সুন্দর রঞ্জিত,
ইহ থির দামিনী পুঞ্জে॥
দেখ রাধামাধব জোরি।
দুহুঁক পরশ-রসে, আকুল দুহুঁ জন,
দুহুঁ দোহাঁ রহল আগোরি॥
ও বর নাগর, সব গুণে আগর,
ইহ সে কলাবতী সীম।
ও অতি চতুর,- শেরোমণি বিদগধ,
এ সব গুণহি গরিম॥
মধুর বৃন্দাবনে, শ্যাম-গৌরী তনু,
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস, আশ চরণে রহুঁ,
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥

বিহাগড়া।

শুনহ সুন্দরি কি রূপ তোর।
হেরিতে হরল মরম মোর॥
মদন সদন বদন চান্দ।
ভুরু সে মুরতি সুরত-ফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধর-কাঁতি।
নিন্দিত-মোতিম দশন-পাঁতি॥
তিল-কুসুম সমতুল নাসা।
শ্যাম চাঁচর চিকুর পাশা॥
অমল কমল লোচন জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিধিক শিলপ শকতি সীম।
কনক-দাড়িম কুচক জোর।
মুনিক মানস চতুর চোর॥
ভণয়ে বল্লভ না লব বাক।
মদন দেয়ল জয়-পতাক।

ধানশী।

শ্যামর চন্দ্র, কলা কত কৌশল,
নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ।
কলা কত কৌশল,
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ॥

সজনি, কোন যে ঐছন জান।
পিয় পিয় পাপিয়ার, নাদ শুনি আকুল,
মুরছিত আন ভৈ আন॥
ঢর ঢর লোরে, নয়ন বহি যাওত,
কত কত করুণা কোটি।
দন্তে তৃণহি কহি, প্রিয় দরশন দেহ,
না হেরিয়ে হিয়া যায় ফাটি॥
বহুত বিনতি করি, সখীর বচন ধরি,
কোরহি শ্যাম না মান।
বিপরীত অচল, সচল দেখি ঐছন,
বল্লভদাস রস গান॥

শ্রীরাগ।

সজনি, প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে, কলাবতী কাতর,
কহত কানু পরদেশ।
চাঁদক হেরি, সুরয করি ভাখয়ে,
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই তাপে, তাপয়ত অন্তর,
প্রিয়ক বিরহ করি ভান॥
কবে আওব হরি, হরি সঞে পুছই,
হসই রোই ক্ষণে ভোরি।
সো গুণ গাওই, শ্বাস ক্ষণে বাঢ়ই,
ক্ষণহি নিজ তনু মোড়ি॥
বিধুমুখী বদন, কানু যবে পোঁছল,
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন, কান্ত কিয়ে কামিনী,
বল্লভদাস সুখে মাতি॥

তথা রাগ।

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলল যাহে মধুর যামিনী॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিধি বুঝল নিতান্ত॥
অকারণে মানে খোয়ারবি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়ল কেহ॥
ঐছন সহচরী শুনইতে বাত।
সুবদনী হাসি ঢুলায়ত মাথ॥
কো মনিনী কাঁহে সাধসি এহ।
কিয়ে পরলাপসি না বুঝিয়ে থেহ॥
নাগর কহ সখি কি কহসি বাণী।
কাঁহে তুহুঁ ইহা মানিনী অনুমানি॥
শুনি সহচরী সব হাসি উতরোল।
সো সখী অবনত কছু নাহি বোল॥
বিলসই দুহুঁ তবে বিবিধ বিলাস।
দূরহি নেহারই বল্লভদাস॥

গান্ধার।

সুন্দরি, তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমী দশা, হেরিয়ে সহচরী,
ধরই নাহি পরাণ॥
কত যে ক্ষীণতনু, কহিয়ে না পারয়ে,
তেজত তাহে ঘনশ্বাসে॥
তেজত পরাণ, ঐছে অনুমানিয়ে,
রহত তোহারি আশোয়াসে॥
কি জানিয়ে কি ক্ষণে, নিহারল তুয়া রূপ,
তব ধরি আকুল ভেলি॥
ক্ষণে ক্ষণে চমকি, অব মুরছায়,
হেরি রোয়ত সখী মেলি॥
কোই যব তোহারি, নাম কহে শ্রবণহি,
তবহি নয়ন পরকাশ।
যে তুহুঁ নিদেশ, কহল তোহে সুন্দরি,
পামরি বল্লভদাস॥

কামোদ।

কানুক শেষ,- দশা শুনি মুগধিনী,
কাতরে সখী মুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত, বুঝিতে সহচরী,
যতনহি বেশ বনাই॥
দেখ দেখ, পহিল সমাগম-রীত।
চলইতে কত কত, সংশয় মনমাহা,
ঐছে কুঞ্জে উপনীত॥
রাইক আগমন, হেরি চতুর দূতী,
তুরিতে সম্বাদল কান।
শুনইতে চমকি, উঠল বর নাগর,
যেছন পাওল পরাণ॥

দূরে গেও বিরহ, সকল দুখ মেটল,
কানুক হৃদয় উল্লাস।
মৃগধিনী রমণী, সমুখ নাহি হোয়ত,
কহ রাধাবল্লভ দাস॥

ইহ রস সায়রে, মগন সুরাসুর,
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দ দাস, বিন্দু লাগি রোয়ই,
শ্রীবল্লভ পরমাণ॥

অথ রসোদ্গার।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেম তনু,
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাব, অবধি নাহি পাইয়ে,
প্রেম সিন্ধু বহ নয়নহি লোর॥
জয় জয় ভুবন মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ, মদ বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগতে বিথার॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ক্ষণে রোয়ই,
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
পতিত জনেরে দেই কোর॥

গান্ধার।

সজনি, অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকর মদন, মিলিত মুখ মণ্ডল,
তাপর জলধর মালা॥
চঞ্চল নয়ান, হেরি মুঝে সুন্দরী,
মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে, মদন-জ্বর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহর্নিশি শয়নে, স্বপনে আন না হেরিয়ে
অনুক্ষণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরীতিকি, রীতি নহি সমুঝয়ে,
আকুল আথির পরাণ॥
মরমক বেদন, তোহে পরকাশল,
তুহুঁ অতি চতুরি সুজান॥
সো পুন মধুর, মুরতি দরশাওবি,
রাধাবল্লভ গান॥

কবিশেখর

কবিশেখর, রায়শেখর, দুঃখীশেখর, মৃগশেখর ও শেখর ভণিতা যুক্ত পদগুলি যদি একই পদকর্তার রচিত হয়, তবে ঐ সকল উপাধী হইতে ইহাঁকে একজন সম্পত্তিশালী জমিদার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ইনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পড়ানগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী ইহাঁর গুরু ছিলেন। ইহাঁর রচনায় গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখ আছে, সুতরাং ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা। ইহাঁর অনেক পদও গোবিন্দদাসের পদের অনুকরণেই রচিত। "গোপালবিজয়" নামক ইহার প্রণীত একখানি কাব্যের হস্তলিপি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। সে গ্রন্থ ১১৮৬ সালে সম্পূর্ণ হয়। পুস্তকখানি ২০০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইনি প্রভু নিত্যানন্দ বংশ সম্ভূত।

বিভাষ।

রজনী কাহিনী, কহিতে রমণী,
পুলকে পূরল দেহ।
কনক রমণী, কি হৈল না জানি,
সোঙরি সে সব লেহ॥

অঙ্গের বসন, খসয়ে সঘন,
নয়ানে ভরয়ে লোর।
বিষাদে বিকল, বিছুরি সকল,
চরণ না চলে থোর॥
হৃদয়-মন্দিরে, পিরীতি-পালঙ্ক,
রসের বালিশ তায়।

আরতি তোবাণ, তাহাতে অমনি,
শুতল রসিক রায়॥
পিয়ার পিরীতি, কহয়ে যুবতি,
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে, কহয়ে রাধারে,
দেখিবে নাগর-বরে॥

সুহই।

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন রাতা॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী।
বিবরণ ভেল কি হৈল জানি॥
পুলকে পূরল সকল দেহ।
স্তবধ হইলে না চলে সেহ॥
ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম।
ক্ষণে থর থর কম্পিত নাম॥
মুরছি পড়ল সখীর গায়।
হেরি সহচরী চমক পায়॥
কোরে করিয়া রহল তাই।
ক্ষণেকে চেতন পাওল রাই॥
সখী কহে একি বিপরীত দেখি।
কহিতে এমন কোথা না লখি॥
আমরা কহিতে সুখের কথা।
কহিতে তোহার কি ভেল ব্যথা॥
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে গুণ কহিতে অবশ তনু॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥

আড়ানা।

অলখিতে আওল অলখিতে গেল।
না পূরল মনোরথ বেকত না ভেল॥
গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ-নখর হেরি আন বয়ান॥
হেরি হেরি কি করব কুলবতী হোই।
অঙ্গনে কানু-চরণ-চিহ্ন সোই॥
গুরুজন ডরে তব লেপইতে চাই।
পিরীতি বিশেষ লেপই না পাই॥
সংভ্রম ভেল মন ভ্রমে আনিবারি।
সো রস ভাঙ্গল নয়ন কি বারি॥
যে পথে রাতি চলল রতি-চোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর॥
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবিশেখর প্রেম বিচারি॥

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন-চাঁদ।
হেরি সহচরী-হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি আপন শির।
সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥
ক্ষিতিতল নখে লিখই রাই।
থির নয়নে রহয়ে চাই॥
সখীগণে কছু না কহে বাত।
অরুণ বসন খসয়ে গাত॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে তায়।
কাতরে শেখরে দাঁড়াঞা চায়॥

গান্ধার।

কানু বিরস কথি লাগি।
কিয়ে ভেল হামারি অভাগি॥
যব হাম গেনু পিয়া পাশ।
তেজই দীঘল নিশ্বাস॥
যবহুঁ পুছনু যেরি বেরি।
সজল নয়নে রহুঁ হেরি॥
যব হাম রহল নেহার।
লোচনে ঝরু অনিবার॥
তব ধরি বুঝনু বিচারি।
কঠিন জীবন বর নারী॥
কবিশেখর পরমাণ।
না যায়ত পাপ পরাণ॥

কৌ রাগিণী।

সকালে অমনি, বৃন্দা ঠাকুরাণী,
আইল ললিতা বাস।
কহিলা সকলি, কানুর বিকলি,
মধুর মিলন ভাষ॥

শুনিয়া ললিতা, মনে পাইয়া ব্যথা,
দুজনে চলিলা ধাই।
সজল নয়ানে, মলিন বয়ানে,
যেখানে বসিয়া রাই॥
ললিতা যাইয়া, তারে উঠাইয়া,
করিলা আপন কোরে।
আপন বসন, অঞ্চলে তখন,
মোছয়ে নয়ন-লোরে॥
তুহুঁ রসবতী, জগতে খেয়াতি,
রূপে গুণে নাহি সীমা।
সে বহু-বল্লভ, আনের দুর্লভ,
জানিয়া না দেহ ক্ষমা॥
শত গুণ যার, এক দোষ তার,
ছাড়িতে উচিত হয়।
সে তোর কারণে, কান্দয়ে কাননে,
এ কবিশেখর কয়॥

ভূপালী।

রাই যবে হেরল হরি-মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥
যবহুঁ কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ করল ধনী অবনত মাথ॥
যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যবহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ॥
পূরল মনোরথ মদন উপদেশ।
কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেষ॥

ভূপালী।

শুন শুন বিনোদিনি রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুর ভাব যব হোই।
হিয় মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন লখই না পার।
বেকত করবি কু[illegible]র॥
কানু উরব হিয় মাহা।
আন ছলে বিছুরবি তাহা॥
গুরুজন জনি তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থির করবি সদা চিত।
ঐছন কুলবতী-রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভাণ॥

তথা রাগ।

সজনি, কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত, হাত মোর সরবস,
মান-রতন গেও চোর॥
অবনত বয়ানে, যবহুঁ হাম বৈঠলু,
বিগলিত কুন্তল-ভার।
উর অম্বর সরি, সূত চরণ ধরি,
গাঁথিয়ে মোতিম-হার॥
লহু লহু পদ করি, নূপুর পরিহরি,
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শির শপথি দেই, সখীগণে নিষেধই,
লুকি রহল মঝু পিঠ॥
মৃগমদ চন্দনে, মন চঞ্চল ভেল,
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুরে ধরি, মুখ সমুখে করি,
চুম্বয়ে বয়নক সীম॥
ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভণ,
রহল হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিশেখর কহ, মদন শুতি রহ,
চমকি উঠয়ে জনু জাগি॥

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করিতা রৈয়া
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা আর চিন্হিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া
হাতে করিয়া মাথায় করিনু কলঙ্কের ডালা॥
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥

বিহাগড়া।

কবহুঁ রসিক সনে, দরশন হোয়ে জানি,
দরশনে হোয় জনু লেহ।
লেহ-বিচ্ছেদ জনি, কাহুঁকে উপজয়ে,
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥
সজনি, দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে, প্রেম-অঙ্কুর,
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥
যবহুঁ দৈব দোষ, উপজয়ে প্রেমহি,
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে গোপতে, লেহ করি অব এক,
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ সখি, কাঁহা না পাইয়ে,
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস, সহিতে না পারিয়ে,
ইহ কবি শেখর গায়॥

তুড়ী।

সই, কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি, বেকত করয়ে,
এ বড়ি মরমে দুখ॥
এত টীটপনা, করে কোন জনা,
বুঝিনু তাহার মতি।
মোর অপযশে, সকলে হাসয়ে,
ইথে কি পাইবে সিদ্ধি॥
আর এক দিন, সিনানে যাইতে,
আঁচল ধরিল মোর।
তথা দুই চারি, নাগরী আছিল,
হাসিয়া হইল ভোর॥
পরশ পাইয়া, অবশ হইনু,
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহে, কি করিবে লোকে,
তোমার নিছনি দি॥

ধানশী।

কি কহব মাধব রাইক খেদ।
কহইতে হৃদয় হোয়ত মঝু ভেদ॥
অতি দুরবল তনু ধরই না পার।
কোকিল-শবদে বহয়ে জল-ধার॥
ইহ মধু সময় পূরবে যত খেল।
সোঙরি সোঙরি তনু ঝামর ভেল।
বিরহ-আনলে দহি বিবরণ অঙ্গ।
বিষম বসন্ত তাহে মদন-তরঙ্গ॥
রোই রোই কি কহয়ে কছু নাহি জান।
জনু পরলাপ কবিশেখর ভাণ॥

ধানশী।

গুরুজন পরিজন, কে নাহি
কে নাহি করয়ে বিগান।
আপন অপযশ, যশ করি মাননু,
হৃদয়ে না ভাবিনু আন॥
সখি হে, কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম, গোপত করি রাখনু,
অব ভেল মুঝে পরমাদ॥
গুণ লাগি প্রাণ, তবহুঁ করি মাননু,
কি করব কুলবতী জাতি।
কহ কবিশেখর, অনুভবে জানিনু,
পিরীতিক যৈছন ভাতি॥

তথা রাগ।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার॥
এই তরু-শাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন নাহি স্ফুর॥

কেদার।

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম॥
দুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর॥
দুহুঁ কেলি-পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস রভস-রসে কেহ নহে কম॥
সুরত-মুরত দুহুঁ করু পরকাশ।
রতিপতি হৃদয়ে লাগত তরাস॥
অদভুত পরিরম্ভণে ধনী লাজ।
নূপুর রুণু রুণু কিঙ্কিণী বাজ॥
এক তনু এক মন একহি পরাণ।
দুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
শ্রম-জলে ভিগল দুহুঁ জন গায়।
দুহুঁ রতি-সায়রে ওর না পায়॥
দুহুঁ দুহা চুম্বি সমাধল কেলি।
দুহুঁ জন সেবনে শেখর গেলি॥

শ্রীরাগ।

পরম মধুর মৃদু, মুরলী বোলায়ত,
অধর-সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণী, ধয়ল কুল-কামিনী,
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া॥
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ, তরুমূলে শ্যামচাঁদ,
লীলা-ললিত ত্রিভঙ্গিয়া॥
পঞ্চানন চতু- রানন নারদ,
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন, সকল বৃন্দাবন,
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে॥
শুনিয়া বংশীর গান, মুনিজন ভুলে ধ্যান,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরুছায়।
রায়শেখর বোলে, বাঁশী শুনে কে না ভুলে,
কুলবতী কি বাঁচিবে কি তায়॥

দেশাগ রাগ॥

নিজ-কর-পল্লবে, অঙ্গ না পরশই,
শঙ্কই পঙ্কজ-ভানে।
মুকুর-তলে নিজে, মুখ হেরি সুন্দরী,
শশী বলি হরই গেয়ানে॥
মাধব, দারুণ প্রেম তোহারি।
যো হাম হেরলু, তেঁ অনুমানল,
ভাগে জীবয়ে বর নারী॥
চন্দন শীতল, অনল-কণা সম,
দেহ উঠই বিষ কায়।
দীঘল নিশ্বাস- পবন-দব দাহই,
জীবই কোন উপায়॥
কহ কবিশেখর, ভালে তুহুঁ নাগর,
ভালে কুয়া প্রতি করু আশে॥
আপন মরম জনে, এতেক নিঠুর পণ
আন কি কাজ কি ভাষে॥

সুহই।

যব ঋতুপতি নব পরবেশ।
তব তুহুঁ ছোড়লি দেশ॥
তাহে যত বিবিধ বিলাপ।
কহই হৃদয়ে মাহা তাপ॥
তব ধরি বাউরী ভেল।
গিরীষ সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস।
না ছিল জীবন অভিলাষ॥
তাহে যত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক জীবন লেই নন্দ॥
পূরবক রাস-বিলাস।
সোঙরিতে না বহে শ্বাস॥
হিম শিশিরে বহুশীত।
দিনে দিনে উনমিত চিত॥
অব ভেল বহুত নিদান।
নব কবিশেখর ভাণ॥

বেলোয়ার।

নাচত নিকে গৌর-বর রতনা।
ভকত-কলপতরু কলি-মদমথনা॥
গর গর ভাবে তনু পুলকিত সঘনা।
নিজগুণে নিগূঢ় প্রেম-রসে মগনা॥
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না।
নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না॥
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা।
শ্রীপদ-কুসুম-সুকোমল অরুণা।
অজ ভব আদি সতত করু ভাবনা।
করু কবিশেখর সো পদ সেবনা॥

তথা রাগ।

রাধামাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি॥
উলসিত বিনোদ নাগর বর কান।
কহই অমিয়া-বাণী হসিত বয়ান॥
সুন্দরি কি কহব তোহারি বাখান।
অলপে জিতলি তুহুঁ ইহ পাঁচবাণ॥
ভুরুয়া কামান নয়ান-কোণ এক।
আর এক ঈষত হাস পরতেক॥
করহি সুকুসুম তাহে এক হোয়।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয়॥
অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ভই চলি গেল॥
কহ কবিশেখর কি কহব কান।
লাখ বয়ানে নহত পরিমাণ॥

ভূপালী।

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান।
দুহুঁ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
সময় না বুঝত অচতুর চোর॥
বিদগধ সঙ্গিনী সব রস জান।
কুটিল-নয়নে কয়ল সাবধান॥
চলিলা রাজপথে দুহুঁ উর ঝাই।
কহ কবিশেখর দুহুঁ চতুরাই॥

তথারাগ।

রাইয়েরে দেখিয়া, উমতি হইয়া,
যশোদা করল কোরে।
মুখানি ধরিয়া, চুম্বন করিতে,
ভাসল নয়ান-লোরে।
সে যে রসবতী, করল প্রণতি,
যশোদা রোহিণী পায়।
প্রিয় সখীগণ, গোপত বসন,
ধরল ধনিষ্ঠা ধায়॥
পাইয়া বসন, করল গোপন,
ধনিষ্ঠা যতন করি।
করিয়া আদর, লই উপহার,
রাণীর নিকটে ধরি॥
বিবিধ বিধান, দেখিয়া পকান,
হরিষ তাহার চিত।
যশোদা রোহিণী, বুঝল কাহিনী,
দেখিয়া রাইয়ের রীত॥
আসি দাসীগণ, রাধার চরণ,
ধোয়াইল শীতল-নীরে।
অতি সুকোমল, ও থল-কমল,
মোছল পাতল চীরে॥
রোহিণী সহিতে, রন্ধন করিতে,
বসিলা রাজার ঝী।
সব সখীগণ, যোগায় যোগান,
শেখর যোগায় ঘি॥

তথা রাগ।

নিশি অবসানে, দাস দাসীগণে,
ত্বরায় করয়ে কাজে।
যার যেই কাম, করে অনুপমে,
সবাই সবারে তাজে॥
দেব পুরন্দর, জিনি তার ঘর,
রন্ধন-মন্দির সাজে।
ধনিষ্ঠা সুন্দরী, রন্ধন সামগ্রী,
ধরল তাহার মাঝে॥
জ্বালিতে ইন্ধন, আনিল চন্দন,
দেয়ত যতন করি।

বসিতে আসন, জলের ভাজন,
তাহার নিকটে ধরি ॥
সুঘড় সুন্দরী, রসের চাতুরী,
বিবিধ বন্ধান জানে।
বিধি অগোচর, নানা উপহার,
করল আপন মনে ॥
কর্পূর মালতী, করল যুবতী,
মনোলোভা মনোহরা।
কয়লা কদম্বা, বেউড়ী পতুয়া,
মতিচুর সুমধুরা ॥
অমৃতকেলিকা, বিবিধ লড্ডুকা,
চাকি খণ্ড পদ্ম চিনি।
গুজা খাজা পেড়া, চাপা চন্দ্রচূড়া,
মিছরি মারিয়া ফেণি ॥
লুচি পূরী করি, রস-পাকে ভরি,
সরভাজা সরপুরী।
মাটিরি শাকরা, রসপুরী বরা,
করল অমৃত-কূপী।
সুগন্ধি শীতল, করিয়া নির্ম্মল,
ভরিয়া সোণার থালী।
ভোজন ভবনে, রাখিলা যতনে,
ঢাকিয়া নেতের ফালি ॥
রসালা মথনি, করল রমণী,
খণ্ড মণ্ডাদি যত।
লছিমী-কেতনে, নাহিক যতনে,
নন্দের ঘরের মত ॥
দধি দুগ্ধ কত, আর গাভীঘৃত,
নূতন বাসনে ছেনা।
নারিকেল জল করল শীতল,
নবীন বাসনে পানা ॥
আম্রের আচার, কতেক প্রকার,
কলা পানীফল আদা।
ভাজনে ভরিয়া, রাখিল ঢাকিয়া,
রাণীর মনের সাধা ॥
সবে করে কাম, না করে বিশ্রাম,
আনন্দে আকুত চিত।
একতান হৈয়া, মধুর করিয়া,
গাওত মঙ্গল গীত ॥

নিজ লাজ সারি, সকল সুন্দরী,
রাণীরে কহিতে যায়।
রাধিকা দুলারি, দেখিতে চলারি,
কহয়ে শেখর রায় ॥

তথা রাগ।

সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন,
রাধিকা রন্ধন করি।
শাক পায়সাদি, পিষ্টক অবধি,
বেদীর উপরে ধরি ॥
সহস্র প্রকার, ব্যঞ্জন আচার,
রাই সমাপন করি।
গোঠেতে হইতে, সখার সহিতে,
ঘরেতে আইলা হরি ॥
নন্দরাণী কহে, যাহ বাছা সবে,
সিনান করিয়া আসি।
কানুর সহিতে, পরম পিরীতে,
ভোজন করিবে বসি ॥
কমল-নয়ান, করিতে সিনান,
বসিলা বেদীরোপরে।
সারঙ্গ যতনে, সিনানবসনে,
যোগায় তুরিতে করে ॥
রক্তক পত্রক, যতেক সেবক,
কানুর সিনান তরে।
সুগন্ধি শীতল, নির্ম্মল সলিল,
বেদীর উপরে ধরে ॥
আনি মধুকণ্ঠ, উদ্বর্ত্তন ঝাঁট,
মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে ॥
মদন-মোহন, করয়ে সিনান,
সব দাসগণ সঙ্গে ॥
সিনান করিয়া, গাখানি মুছিয়া
পরিলা যে পীত-ধড়া।
কানুর ভোজন, যোগান কারণ,
শেখর পড়িল সাড়া ॥

তথা রাগ।

ভোজন মন্দির, ভিতর বাহির,
শোধিয়া শীতল করি।

পিড়া সারি সার, সুবর্ণ ঝাঝরি,
সুগন্ধি সলিল ভরি ॥
রাই সখীগণ, যতেক মিষ্টান্ন,
ক্রম যে করিয়া রাখি।
সে সব বিনানী, নন্দের ঘরণী,
দেখিয়া হইলা সুখী ॥
কানাই বলাই, মিলি দোন ভাই,
সখাগণ করি সঙ্গে।
ভোজনে বসিয়া, পকান্ন দেখিয়া,
বটুর বাড়িল রঙ্গে ॥
রোহিণী-নন্দন, করয়ে ভোজন,
কানুর ডাহিনে বসি।
বামেতে সুবল, সম্মুখে মঙ্গল,
সঘনে উঠয়ে হাসি ॥
রামের জননী, দিছেন আপনি,
রাধিকা রান্ধিল যত।
সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন,
তাহা না কহিব কত ॥
বিধি-অগোচর, যত উপহার,
দিছেন যশোদা মায়।
রাধার বদন, দেখি অচেতন,
হইলা নাগর রায় ॥
অরুচি দেখিয়া, আকুল হইয়া,
কহয়ে নন্দের রাণী।
রাধা রসবতী, কর্পূর মালতী,
তোমার লাগিয়া আনি ॥
তুমি না খাইবে, রাই না আসিবে,
স্বরূপ কহিনু তোরে।
বিশাখা ললিতা, আর কুন্দলতা,
ঠারিয়া কহিছে মোরে ॥
মায়ের বচনে, পাওল চেতনে,
নাগর-শেখর কনে।
রাই সুখ দিয়া, আকণ্ঠ পুরিয়া,
করিলা ভোজন পান ॥
সব সখীগণে, করিলা ভোজনে,
উঠিলা আপন সুখে।
আচমন করি, যায় গড়াগড়ি,
কর্পূর তাম্বুল মুখে ॥
নন্দের নন্দন, করি আচমন,
পালঙ্কে ঢালিলা গা।
চরণ-সেবন, করে দাসগণ,
শেখর করয়ে বা ॥

তথা রাগ।

রন্ধনে মলিনী, হইলা রমণী,
বাহির হইয়া বসি।
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল,
যেমন দিবস-শশী ॥
আসি দাসীগণ, ধোয়ায় চরণ,
সুগন্ধি শীতল নীরে।
প্রিয়-সখীগণ, পরায় বসন,
ছুরম করয়ে দূরে ॥
রাধার দাসীগণ, পরম নিপুণ,
মাজিয়া বিরল ঘরে।
বসিতে আসন, জলের ভাজন,
সারি সারি করি ধরে ॥
যশোদা আকুলি, করিয়া বিকুলি,
রাইয়েরে করল কোরে।
ও মোর বাছনি, যাউ মু নিছনি,
ভোজন করহ বোলে ॥
রাণীর বচনে, চলিলা ভোজনে,
বসিলা আসনোপরি।
রোহিণী আনিয়া, দেন যোগাইয়া,
থালীতে থালীতে ভরি ॥
রাধার যে পণ, আনিল তখন,
কুন্দলতা প্রিয়তমা।
অবশেষে লৈয়া, দিলেন আনিয়া,
করিয়া চাতুরী-সীমা ॥
সখীগণ সঙ্গে, নানা রস-রঙ্গে
ভোজন করল সুখে।
ভক্ষ সমাপন, করি আচমন,
তাম্বুল দেয়ল মুখে ॥
পালঙ্ক উপরি, বসিলা সুন্দরী,
বালিশে হেলান দিয়া।
রাইয়ের ইঙ্গিতে, যে ছিল থালীতে

তুড়ী ।

উলালী তুলালী, সোহাগ আগুলি,
কহিয়া সাজায় রাণী ।
চাঁচর চিকুর, মাজল সুন্দর,
বান্ধল বিচিত্র বেণী ॥
কি না সে রাণীর সাধা ।
নবীন বসনে, ভূষণে মণ্ডিত,
কয়লি সুন্দরী রাধা ॥
উদয়-অরুণ- গরব গরাসি,
সঁীথার সিন্দূর খানি ।
তিলক অলক, ঝলকে ঝলক,
পলকে মোহয়ে মুনি ॥
কাজলে সাজল, নয়ন-যুগল,
মাজিল সুন্দর মুখ ।
ভুরুর ভঙ্গিমা, রঙ্গিমা দেখিতে,
কামের কাঁপয়ে বুক ॥
নাসার উপর, বিচিত্র বেশর,
নিশ্বাসে সঘনে দোলে ।
পরম যতনে, পুরুষ-রতনে,
পরাণ সহিতে খেলে ॥
কাণে কাণফুল, অতুল অমুল,
ছটায় ঘটায় রবি ।
বাউল বিকল, অনঙ্গ আকুল,
রহল তাহাতে সেবি ॥
চিবুক চিকণ, কামের ভাজন,
তাহাতে কস্তুরী-বিন্দু ।
দশন-বসন, ভুবনমোহন,
বচন অমিয়া সিন্ধু ॥
চন্দনে চর্চ্চিত, পরম পবিত্র,
পীন পয়োধর জোর ।
কষিত কঞ্চলী, তাহাতে ঝাঁপলি,
বান্ধল অতুল ডোর ॥
প্রবালে প্রবল, করল সকল,
ভাল কাল পুঁতি-জ্যোতি ।
হেম হীরা মণি, বিচিত্র বনানি,
তাহাতে দেওল মোতি ॥
সে যে যশোমতী. পিরীতি-মূরতি,
রাইয়েরে করিয়া কোরে ।

সে সব ভূষণ, করিয়া যতন,
দেওল তাহার গলে ॥
হিয়ে হীর-হার, অতি মনোহর,
তাহাতে পদক সাজে ।
দেখি দিনমণি, চতুর আপনি,
কিরণ কুড়ায় লাজে ॥
রাম কামশালা, শঙ্খ শশিকলা,
শোভয়ে সে ভুজ আগে ।
রতন কঙ্কণে, কঙ্কণ ঝঙ্কনে,
অনঙ্গে চমক লাগে ॥
তাড় গাঢ় সাজ, গতি কামরাজ,
দেয়ল রাইক ভুজে ।
বিপক্ষ-মর্দ্দনী, মুদ্রিকা খেচনী
অঙ্গুলী উপরে সাজে ॥
জলদ-পটল, গরব গরাসি,
পহিরি নীলিম বাস ।
কিঙ্কিনী-শবদে, অবদ করল,
চটুল চটক-ভাষ ॥
মঞ্জীর পিঞ্জান, করিয়া যতন,
শেখর পরায় পায় ।
যশোদা রোহিণী, সমুখে আপনি,
সাজাওল সব গায় ॥

তথা রাগ ।

যশোদা রোহিণী, পরম যতনে,
সাজাওল সব সখী ।
সুন্দর সিন্দুর, কটক ঠাটক,
লাগল কামের আঁখি ॥
যশোদা অন্তর, অমিয়া সাগর,
রাধিকা মকর তায় ।
অগম অথল, মধুর শীতল,
ডুবল সকল গায় ॥
আমার জীবন, তোমরা দু'জন,
দুখানি আঁখির তারা ।
ব্রজরাজ-মন জানিবা এমন,
সে জন আমারি পারা ॥
এ ঘর-করণ, তোদের কারণ,
জনমু রাজার ঝী ।

ধাতার মাথায়, পড়ুক বজর,
আর না বলিব কি॥
আর কিবা কহুঁ, তোমা হেন বন্ধু,
নাহিক আমার ঘরে।
হিয়ার আগুণি, উঠিছে দ্বিগুণি,
কি আর কহিব তোরে॥
জটিলা কুপিলে, আসিতে না দিবে,
সে আর আপদ বড়।
কুটিলা কুমতি, বিষের মূরতি,
সেহ সে ধাউড় বড়॥
দিনেক সোয়াস্তে, নারিয়ে রাখিতে,
তাহারে হইল ডর।
নিশ্বাসে ছুতুনা, কর‍য়ে ঘটনা,
সে বড় বিষম ঘর॥
দুর্দ্ধর্ষ আয়ান, তাহারা দুজন,
না জানি কেমন চিত।
শেখর মিনতি, শুন যশোমতি,
সবার একই রীত॥

সিন্ধুড়া।

ও মোর বাছনি ধনি, সতী-কুল-শিরোমণি,
ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে।
না হয়ে উছোর বেলা, সখী সঙ্গে কর খেলা,
কর্পূর তাম্বুল দেও মুখে॥
রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ নিছনি মোর,
শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা।
তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিল বিধি,
হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥
ধাতার মাথায় বাজ, যে হেন সে করে কাজ,
আমারে ভাঙিল কোন দোষে।
বাছার বিবাহ তরে, হেন নারী নাহি পুরে,
চাহিয়া না পাইল কোন দেশে॥
যশোদা-বিষাদ-কথা, শুনি বৃষভানু-সুতা,
বদনে বসন দিয়া হাসে।
পুলকে পুরল গা, মুখে নাহি সরে রা,
ভাসিল রাণীর স্নেহ-রসে॥
শেখর সরস করি, কহে শুন ব্রজেশ্বরি,
রাধিকা তোমার হেন আছি।

সখা সব পুরে বেণু, খিড়িকে ডাকিছে ধেনু,
সাজাও গো রাখাল-শিরোমণি॥
ইতি স্নান-ভোজনাদি-লীলা-বর্ণনং।

সুরট সারঙ্গ।

তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল,
তাতল বালুক দহন সমান।
চড়ল মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে,
তপন-তাপ নাহি জান॥
প্রেমক গতি অনিবার।
নবীন-যৌবনী ধনী, চরণ কমল জিনি,
তবহিঁ কয়ল অভিসার॥
কুল গুণ গৌরব, সতী-যশ অপযশ,
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন, মহোদধি উছলল,
ছোড়ল কুল-মরিযাদে॥
কতহুঁ বিঘিনী, জিতল অনুরাগিনী,
সাধল মনমথ-তন্ত্র।
গুরুজন-নয়ন, নিবারিতে সুবদনী,
পাঠ কর‍য়ে মণিমন্ত্র॥
ফেলি কলাবতী, কুসুম সরসি-কূলে
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ, পূরল মনম-
ইহ কবিশেখর পান॥

শ্রীরাগ।

খেলা-রসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পুরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥
শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিল যাইয়া॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সবে যাই আমরা যমুনার তটে।

সারঙ্গ।
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
বহুবিধ ভোজন করয়ে আনন্দ॥
আচমন করি তাহে নাগর-রাজ।
রস-ভরে বৈঠল কুঞ্জক মাঝ॥
সুখদ শেজোপর বৈঠল কান।
ধনী অবশেষে করু ভোজন পান॥
সহচরীগণ মেলি ভুঞ্জলি রাধে।
আচমন করি চলু শয়নক সাধে॥
রসবতী বৈঠলি রসময় পাশ।
দুহুঁ হেরি সখীগণ করু পরিহাস॥
ব্রজ-রমণীগণ চতুরী সুজান।
কর্পূর তাম্বুল দেই পূরল বয়ান॥
দুহুঁ অঙ্গে সুবেকত মদন-বিকার।
সহচরীগণ হেরি ভেল বাহার॥
দুহুঁ মেলি শুতল অলসল গায়।
দুহুঁ-পদ সেবয়ে শেখর রায়॥

ধানশী।
শ্যাম গৌর বরণ একু দেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মুরতি রস-সার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার॥
গোপ-জনম পুন দ্বিজ-অবতার।
নিগম না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করিল হরি-নাম-বাখান।
নারী পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন॥
শ্রীরঘুনন্দন-চরণ করি সার।
কহ কবি শেখর গতি নাহি আর॥

বড়ারি।
হেদে হে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরাল
যে না জানে মানুষতা, তার আগে কহ কথা,
মোর আগে বেকত সকলি॥
বেড়াইলা গাবী লৈয়া, সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া,
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব তলায় থানা, রাজপথ কর মানা,
দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥
আন্ধার বরণ কাল গা, ভূমেতে না পড়ে পা,
কুল-বধূ সনে পরিহাস।
এই রূপ নিরখি, আপনাকে চাও দেখি,
আই আই লাজ নাহি বাস॥
মা তোমার যশোদা, তার মুখে নাহি রা,
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তার বংশে, কাজ কর জিনি কংসে,
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥
একই নগরে ঘর, দেখা শুনা আট পর,
তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায় শেখরে কয়, রাজারে না কর ভয়,
এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥

বড়ারী।
হেদে হে নন্দের সুত কে তোমা করিল
মহাদানী।
দণ্ডে কাঁচ নানা কাঁচ, না ছাড় রমণী পাছ,
বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥
শুনিয়াছি শিশুকালে, পুতনা বধেছ হেলে,
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
তখন নন্দের বাড়ী, দেখিয়াছি গড়াগড়ি,
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
কাড়ি নিব পীত ধড়া, উলাঞা ফেলিব চূড়া,
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবে যদি, মাথায় ঢালিব দধি,
বসিতে না দিব তরুতলে॥
মোহন চাতুরী করি, বাঁশীতে সন্ধান পূরি,
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি, আভরণ লব কাড়ি,
ভাল মতে সাধাইব দান।
রাখাল বর্ব্বর জাতি, ধেনু রাখে দিবা রাতি,
মহিষ গোধন বৎস লৈয়া।
কুল-বধূ সনে হাস, ইথে নাহি লাজ বাস,
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া॥

পঠমঞ্জরী।
রাই মুখ হেরি মুখরা কহে।
এত কি আমার পরাণে সহে॥
রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
অব্ কি করব নাহি উপায়॥

দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকাই যাই নিকুঞ্জ মাঝে॥
এত কহি সবে ধাইয়া চলে।
নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥
রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ।
লুকাঞা চলিলা কুঞ্জের মাঝ॥
রাই কানু তাহা দরশ পাই।
রহে দুহুঁ দোহাঁ বদন চাই॥
প্রতিঅঙ্গে দানী লইলা দান।
রতি রতি-পতি মুরতিমান॥
যে ছিল মানস পূরল আশ।
আনন্দে মগন শেখর দাস॥

তথা রাগ।

তারে দেখি, মনে সুখী,
এলায় মাথার কেশ।
রসিক নাগর, রসের সাগর,
ব্রাহ্মণের বেশ॥
গলে পাটা, ভালে ফোটা,
কেশোকুলী করে।
ছোট কাচা, মোটা কোঁচা,
কটি আটি পরে॥
লৈয়া পুথি, হৈয়া যতি,
আইলা দেবের ঘরে।
পূজার সজ্জ, দেখি দ্বিজ,
মন সন্ সন্ করে॥
ক্ষীরের লাড্ডু, দেখি বড্ডু,
বহে বার বার।
আইস সবে, পূজহ দেবে,
রৈতে নারি আর॥
হেরি বটু, করি চাটু,
কহে সুধামুখী।
নাগর পানে, চায় সঘনে
বটু কটু দেখি॥
করি যতন, ধরি আসন,
বটু বসাইলা।
রাইর সঙ্গী, রঙ্গের রঙ্গী,
মোদক দেখাইলা॥

অস্থির জানি, বিনোদিনী,
মোদক দিলা করে।
আসন বসন, ভূষণ দিয়া,
বটুর বরণ করে॥
ছন্দ ধরি, বন্ধ করি,
কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে, কানু খেলে,
এই সে ভাল কথা॥
নষ্ট-লোকে, দুষ্ট-কথা,
কহিল বুড়ীর কানে।
রুষ্ট হৈয়া, দুষ্ট মাগী,
আইলা পূজার স্থানে॥
সবে মেলি, করে কেলি,
বসি পূজার ঘরে।
দেখি বুড়ী, শেখর সাড়ি,
সবায় সত্বর করে॥

শ্রীরাগ।

রায়ান চতুর বড় সদা মাথা ঠাড়।
মায়ের সনে, ভাইলা বনে,
করিতে কথা দঢ়॥
হরিষ বিষাদ মনে ভাল মন্দ গুণে।
রাইর রীতি, বুঝিতে তথি,
বসিলা মণ্ডপ-কোণে॥
শাশুড়ী আড়ে, জানি ভয়ে,
ভীত ভেল ধনী।
গায়ের বসন, খসে সঘন,
মুখে নাহি সরে বাণী॥
বিপদ অতি, বুঝি তথি,
কহে সকল নারী।
গোপত কথা, বেকত হবে,
এবে কিবা করি॥
রাই কাতর, ডরে বিকল,
মনে বিচার করে।
দুষ্টমতি, দেখি পতি,
না জানি কি করে॥
কহে বটু, হৈয়াকটু,
ব্রহ্মচারী শ্যামে।

রায়ান মারে, লৈয়া ধায়ে,
ঐছে কর কামে ॥
কানু তখন ভানু হৈয়া
ফুলের ভিতরে যায়।
যখন যেমন, তখন তেমন,
বুঝি কথা কয় ॥
শুন রাধা, পতিব্রতা,
কেনে কর স্তুতি।
বুড়ীর পাপে, জ্বালিমু তাপে,
মরিবে তোমার পতি ॥
কোলের কুমার তার গাই ভক্ষিবা আর।
ঝি জামাতা, আনি হেথা,
করিমু ছার খার ॥
অতি বটু, করে চাটু,
বসি দেবের ঘরে।
কর-যোড়ে, বেদ পড়ে,
দেব মানাবার তরে ॥
শুন দেব, দিনমণি,
তোমায় আমি জানি।
স্তুতি-পাঠে, গলা ফাটে,
শুন মোর বাণী ॥
এই রাধা, তোরি সদা,
ভয়ে ভেল ভোর।
দয়া করি, রাখ নারী,
এই মিনতি মোর ॥
কুন্দলতা, ধনী সদা,
কহে বিনয়-বাণী।
রাধার তরে, হিয়া ঝুরে,
সেব গুণমণি ॥
ভয়ে ধনী হৈয়া খিণী,
গলে বসন দিয়া।
দেব নিকটে, নিষ্কপটে,
রহে দাঁড়াইয়া ॥
শেখর আগে, বর মাগে,
শুন দিবাকর।
সে না বুড়ী, মরুক পুড়ি,
রাখ রাধার ঘর ॥

তথা রাগ।

কর-যোড়ে কহে ধনী, শুন দেব দিনমণি,
জনম সেবন কৈনু তোর।
ধন জন পরিবার, সবে হবে ছারখার,
এই সে কপালে ছিল মোর ॥
দিনমণি কর অবধান।
পতি যদি মরি যাবে, তবে মোর কিবা হবে,
কোন কাজে রাখিব পরাণ ॥
দেবর ননদ মোরা, বাসে যেন আঁখির তারা,
শাশুড়ী সোহাগ করে সদা।
এ সব মরিয়া যাবে, কবে মোর কিবা হবে,
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা ॥
বিষাদে বিষণ্ণ মন, ডাকে সতী নারায়ণ,
বটু চাটু করে তার পাশে।
রাধার বদন দেখি, বিকল হইল আঁখি,
বিকট কপট-দেব হাসে ॥
রাইয়ের বিনয় শুনি, কহে দেব দিনমণি,
প্রসন্ন হইনু তোর তরে।
ধনে জনে পূর্ণা হৈয়া, থাক সতী পতি লৈয়া,
আপদ নহিবে তোর ঘরে ॥
দেব দয়াময় দেখি, আনন্দ হইল সখী,
শুনি বৈসে আসন ভিড়িয়া।
নাগর-মোহিনী ধনী, পূজে দেব দিনমণি,
বটু দেয় সুমন্ত্র পড়িয়া ॥
ধূপ দীপ গন্ধমালা, দিয়া দেব পূজে বালা,
আর কত শত উপহার।
বটু সুখে মন্ত্র পড়ে, সঘন হুঙ্কার ছাড়ে,
দেখি বুড়ীর হৈল চমৎকার ॥
নানা উপহারে ধনী, পূজা কৈলা দিনমণি,
অবশেষে মাগে এক বর।
যদি হৈলা অনুকূল, পড়ুক মাথায় ফুল,
তবে সে ঘুচয়ে সব ডর ॥
হাসি দেব মাথা নাড়ে, ঝর ঝর ফুল পড়ে,
হুলাহুলি দেই নারীগণে।
দেখিয়া দেবের মুখ, বাড়িল সবার সুখ,
আশিস মাগয়ে জনে জনে ॥
সবার শিরে দিয়া হাত, বটু করে আশীর্ব্বাদ,
জনম-আইয়তী হৈয়া থাক।

এই দেব নিরঞ্জন, পূরুক সবার মন,
নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু চাখ ॥
বসনে বান্ধিয়া সব, না রহিল এক লব,
লইয়া চলিল আর বনে।
হিয়ায় সামাইল ডর, কাঁপে বুড়ী থর থর,
রায়ান আসান পাইল মনে ॥
পুত্রেরে লইয়া বুড়ী, পলাইল গুড়ি গুড়ি,
পথ বিপথ নাহি মানে।
উলটি পালটি চায়, বসন না রহে গায়,
রায়ান ভরসা করে মনে ॥
দোঁহে ঘর আসি বৈসে, রাইকে সে পরশংসে,
মাথায় আঘাত সদা মারে।
নিষেধ করিল মায়, এ কথা না কহ কায়,
ঘরে আইলে মানাইও সবারে ॥
হাসিয়া শেখর কয়, আর কিছু নাহি ভয়,
মোরে সবে কর পরতীত।
বিলাস-নিকুঞ্জে চল, কৌতুকে সবাই খেল,
কেহ কিছু না ভাবিহ ভীত ॥

ভাটিয়ারি।

দিন অবসান, জানিয়া পরাণ,
কেমন কেমন করে।
দোঁহার বদন, নিরখি দুজন,
বচন নাহিক সরে ॥
রসিক নাগরী, বিচ্ছেদে বিভোরি,
ঘুচিল মুখের হাস।
লোর ঝর ঝর, বোল ঘর ঘর,
খসিয়া পড়য়ে বাস ॥
হিয়ায় জ্বলল, বাড়ব-আনল,
দহই দোঁহার দেহা।
করিতে মেলানি, কি হৈল না জানি,
জাগল দারুণ লেহা ॥
বিষাদে বিষণ্ণ, হইয়া দুজন,
মেদিনী ভেদয়ে পায়।
করিয়া যুকতি,
কহয়ে দোঁহার ঠায় ॥
সুন্দরি সুন্দর, বিলম্ব না কর,
সত্বরে চলহ ঘর।।
আঁখি রহিলে, কি জানি কি বলে,
সে আর হইল ডর ॥
শুনিয়া বচন, তরাসে তখন,
মন্দির বাহিরে আসি।
দুঃখিত হিয়ায়, হইল বিদায়,
বাড়িল বেদনা রাশি।
চতুর নাগর, চলিলা সত্বর,
মিলিলা সখার সঙ্গে।
সখীর মণ্ডলী, লইয়া চললি,
শেখর চলিল রঙ্গে ॥

তথা রাগ।

সতী কুলবতী, সকল যুবতী,
রাধারে আনিয়া ঘরে।
পরম যতনে, মধুর বচনে,
সোঁপিলা জটিলা-করে।
হরিষ-বদনে, জটিলা তখনে,
সবার করিয়া মান।
আদর-বাদরে, বিনয়-বেভারে,
দেয়ল কর্পূর পাণ ॥
দুবাহু তুলিয়া, দেবতা ডাকিয়া,
সঘনে আশিস করে।
দেব যার বশ, মিছা অপযশ,
না বুঝি দেয়লু তারে ॥
পরের বচনে, হৈয়া অচেতনে,
করিনু নয়ানে দারুণ কাজ।
দেখিনু নয়ানে, শুনিনু শ্রবণে,
মাথায় পড়িত বাজ ॥
ভাল বটে বেটী, করিয়া আখটী,
মানাইল নারায়ণ।
তেঞি সে আমার, রহিল সংসার,
পুত্র পরিবার ধন ॥
বধূর মরম, ছরম জানিয়া,
বুড়ী সে কাতরে বলে।
ও মোর দুলালি, পরাণ পুতলি,
সিনাহ শীতল জলে ॥
রাই করি ছলা, বিরলে বসিলা,
শেখর বসিলা সঙ্গে।

শাশুড়ী আদর, দেখিয়া সবার,
উপজিল মহারঙ্গে ॥

তথা রাগ।

কানুরে পাঠাইয়া বনে, যশোদা বিষাদ মনে,
আসিয়া রাধিকা করি কোরে।
দুখে আলুইছে গা, মুখে না নিঃসরে রা,
বসন ভিজিয়া গেল লোরে ॥
গদগদ স্বরে রাণী, কহয়ে বিষাদ-বাণী,
ধরিয়া রাধার দুটি করে।
কৃত্তিকা সমান হেন, আমারে জানিবা তেন,
সে ঘর এ ঘর সব তোরে ॥
কি আর করিব সাধ, সকলে পড়িবে বাদ,
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক, জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক,
তিলেক নাহিক কার ক্ষেমা ॥
বিবিধ মোদক রাণী, রাইয়ের আঁচলে আনি,
দিলা কত যতন করিয়া।
ফুকারি করিয়া কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
ধারা বহে মু বুক বাহিয়া ॥
রাণীর করুণা শুনি, পাষাণ গলয়ে জানি,
সখীগণ কান্দিয়া বেথিত।
শেখর সময় জানি, থির কৈল নন্দরাণী,
কহে রাই চলহ তুরিত ॥

তথা রাগ।

কুন্দলতা সনে কথা কহে নন্দরাণী।
রাইয়েরে লইয়া বাছা চলহ আপনি ॥
যতন করিয়া বধূ সোঁপিবে তাহারে।
কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে ॥
জটিলা তোমারে বড় করে পরতীত।
বুঝিয়া কহিবে সব যে হয় উচিত ॥
রাধিকা আমার যেন নিতি আইসে যায়।
ললিতা বিশাখা বাছা থাকিবা সদায় ॥
বিদায় করিতে নারে কান্দয়ে করুণে।
মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘনে ॥
স্তন-ক্ষীর-ধারে অঙ্গ করয়ে সিঞ্চন।
ক্রমে ক্রমে লালন করিলা সখীগণ ॥
রাণীর চরণ-ধূলি সবে লইল শিরে।
নন্দের মহল হৈতে হইল বাহিরে ॥
শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে।
পাছু পাছু গমন করিলা কত দূরে ॥

ধানশী।

কলাবতী-কৌশল কহনে না যায়।
প্রণতি করল পুন যশোমতী পায় ॥
অনুমতি মাগই অনুনয় করই।
ব্রজপতি-দম্পতী অনিমিখে রহই ॥
গদ গদ শবদে না ফুরয়ে বাণী।
গরগর অন্তর পুন ধরু পাণি ॥
তুহুঁ অতি গুণমণি করহ পয়ান।
আকুল ভৈ গেল হামারি নয়ান ॥
আকুলে অনুসরি আওলি দূর ॥
কাতরে কমলিনী কহয়ে মধুর ॥
মিনতি করিয়া ধনী রাণী বাহুড়াই।
কহ কবিশেখর বড় চতুরাই ॥

শ্রীরাগ।

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী।
বিষাদে ব্যাকুল হৈয়া কহয়ে কাহিনী ॥
এ নারী-জনমে হায় কৈল কত পাপ।
সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনস্তাপ ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বলে তাজে।
শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি ঠারে তাজে ॥
স্বামী সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেবরের ডরে ॥
পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই।
আপনা বলিয়া বলে হেন কেউ নাই ॥
পরাধীন হৈয়া প্রেম কৈনু পর সনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে ॥
এ কবি শেখর কয় না করিহ ডর।
গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না ভাবিহ পর ॥

ধানশী।

গ্রামহি যাবট, যৈছন পাবক,
তৈছন সব জন রীত।

পর-চরচা বিনে, আনহি নাহি জানে,
না বুঝিয়ে কৈছন রীত ॥
সখি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার।
কুটিল কুমতি জন, পিশুন-পরায়ণ,
নিন্দুক গলে ধরু হার ॥
নিজ নিজ যশ গুণ, ঘোষয়ে পুন পুন,
কেহু কাহু হিত না মানে ॥
হামারি করম-ফলে, বিহি বান্ধি হাতে গলে,
সোঁপল তাকর থানে ॥
জনমে জনমে কত, পাপ কৈনু শত শত,
সে সব ভেল আগুসার।
জনমিয়া ইহ পুরী, মানুষ-আকার ধরি,
জীবন ধরই হামার ॥
নারী জনম করি, কিয়ে বিহি সিরজিল,
তাতে পুন কুলবতী-বাদ।
তাহে রূপ যৌবন, এক নহে উন,
আর নহে প্রেমক সাধ ॥
পায়ে পায়ে সঙ্কট, যৈছন কণ্টক,
কৈছে নিভয়ে নাহি জান।
ঐছন কো হয়ে, আপন জানি মোহে,
দুই দিগে রাখয়ে সমান ॥
পহিলে জানিতুঁ সব, ইহ দুখ পাওব,
তব কাঁহে করব সু লেহ।
রায় শেখর-বাণী, ভবন চলহ ধনি,
কাঁহে এত করহ সন্দেহ ॥

তথা রাগ।

ধনী কুন্দলতা, বিশাখা ললিতা,
রাইয়েরে আনিল ঘরে।
রাধিকা রতন, করিয়া যতন,
সোঁপলি জটিলা-করে ॥
বিবিধ ভূষণ, বিচিত্র বসন,
দেখিয়া বধূর অঙ্গে।
সাদরে আদর, করিয়া সবায়,
বসায়লি নিজ সঙ্গে ॥
শুন কুন্দলতা, কহি সব কথা,
যশোদা আমার ঝী।
এ ঘর সে ঘর, সকলি তাহার,
নিশ্চয় করিয়াছি ॥
[illegible]

না দেখি নয়নে, না শুনি শ্রবণে,
বসিলে উঠিতে নারি।
শরীর অচল, সদাই বিকল,
না জানি কখন মরি ॥
দেবতা-আশিসে, থাকুক হরিষে,
কোলের কোঙর লৈয়া।
গোধন-পালন, করুন সঘন,
জনম-আইয়তি হৈয়া ॥
শুনিয়া উত্তর, শেখর চতুর,
বিনয়ে কহয়ে বাণী।
তোমার বচন, চরিত চলন,
সদাই জপয়ে রাণী ॥

ভূপালী।

চতুর রঙ্গিণী রাই সখীগণ সঙ্গ।
যুগতি করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ ॥
অবনত হইয়া বসিলা তার কাছে।
বধূরে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে ॥
আজি কেনে তোমারে এমন পারা দেখি।
বদন অরুণ আর ছল ছল আঁখি।
কেবা কি বলিল তোরে কেনে বা এমন।
আমার শপতি লাগে কহিবে এখন ॥
শাশুড়ী-বচন শুনি কহে বিনোদিনী।
আপন করম-ভোগ ভুঞ্জিয়ে আপনি ॥
কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব।
যে যত কহয়ে তাহা সকলি সহিব ॥
সহজে চক্ষের বালি হৈয়াছি সবার।
এমন পাড়ার লোক করয়ে খাকার ॥
আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে।
তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে।
বড়ুর বহুরী আমি বড়ুর ঝিয়ারী।
কুল-বধূ তাহে কথা সহিতে না পারি ॥
শেখর সরস করি রাইয়েরে বুঝায়।
এ বোল বলিতে ধনি তোরে না জুয়ায় ॥

সুহিনী।

জটিলা ভুলিলা রাইয়ের বোলে।
প্রবোধে বধূরে লইয়া কোলে ॥

কি বোল বলিলা রাজার ঝি।
যশোদা শুনিলে বলিবে কি॥
কত না আদর করয়ে মোরে।
বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে॥
তোমারে বাছনি বলিব কি।
জানিবা যশোদা আমার ঝী॥
কি ধন নাহিক তাহার ঘরে।
কতেক রান্ধনী রাখিতে পারে॥
তাহায় আমায় একই ঘর।
তারা কি জানিয়ে আপন পর॥
গণকে গণিয়া কহিল তারে।
তোর হাতে খাইলে প্রমায়ু বাড়ে॥
বর দিল তাহে দুর্ব্বাসা মুনি।
তোমার রন্ধন অমৃত জিনি॥
যে খায় সে হয় অজরামরে।
এই লাগি তোরে যতন করে॥
যদি বিহি তোহে এমতি কৈল।
এ সব আমার ভাগ্যের ফল॥
আপনার ঘরে করিবে কাজ।
তাহাতে তোমার কিসের লাজ॥
যে জন ইহাতে কহিবে কথা।
মাথার উপরে হৈয়াছে মাথা॥
ও মোর জননি তোলহ মুখ।
আয়ান শুনিলে পাইবে দুখ॥
বসিবা যাইয়া যশোদা কাছে।
শেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে॥

তথা রাগ।

বুঝাএল বধূরে, কহয়ে সত্বরে,
দেব পূজিবার তরে।
ক্ষণেক শয়ন, কর সব জন,
অলস করহ দূরে॥
পূজন সাধন, কর সব জন,
তাহাতে সুরয পূজি।
কর্পূর চন্দন, বিবিধ পক্কান্ন,
পাঁচ ফুলে ভর সাজি॥
দেবতা-ভবনে থাকিবে যতনে,
লইয়া আপন সখী।
পূজন লাগিয়া, যতন করিয়া,
বটুরে আনিবে ডাকি॥
জটিলা-বচনে, সব সখীগণে,
শয়ন করিলা আসি।
রাইয়েরে বাখানে, সব সখীগণে,
শেখর বাখানে হাসি॥

ধানশী।

তুলসী-বচনে, সব সখীগণে,
দেবী পূজিবার তরে।
বিধি-অগোচর, নানা উপহার,
পূজন-ভাজন ভরে॥
চিনি ফেণী কলা, মাখন রসালা,
রেউরী কদম্ব তিলা।
পুরী পুয়া খাজা, পেড়া সরভাজা,
রাধিকা করিয়াছিলা॥
অমৃতকেলিকা, আদি সে লড্ডুকা,
সঘৃত মুদগ-ঝুরি।
দেবতা-পূজনে, করিয় যতনে,
শাকারা মিঠিরি খেরি॥
অগোর চন্দন, ভরিলা ভাজন,
সুগন্ধি ফুলের মালা।
অতুল অমূল, কর্পূর তাম্বূল,
সাজল সকল ডালা॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, রূপ-তরঙ্গিণী,
বসিয়া মন্দির মাঝে।
মদন-মোহন, মোহিতে যতন,
করিলা রাইক সাজে॥
সবারে সত্বর, করিলা শেখর,
দেখিয়া উছর বেলা।
জটিলা-চরণ, করিয়া বন্দন,
চলিলা সকল বালা॥

তথারাগ।

হেম-জ্যোতি বরতীত তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥
চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখ কি।
কানু কোলে করি খেলে কোন রাজার ঝী॥

মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর।
পর-পুরুষে রস বরিষে ছারিতে নারে ভর॥
পরের বোলে যে জন ভোলে কি বলিব তারে।
চড়ি গাছে ভ্রূকুটি নাচে জীউ হারাবার তরে॥
শেখর রুষি কহে হাসি ধনী অগেয়ান।
তমাল-কোলে লতা দোলে আনে কহে আন॥

ভাটিয়ারী।

কাননে কাতর কুলবতী রাই।
চকিত নয়ানে ঘন দশ দিশ চাই॥
কোকিল-কলরবে বিকল পরাণ।
গুণি গুণি ভাবিনী ভেল নিদান॥
উঘসি উঘসি খসি খসি পড় লোর।
গদ গদ কণ্ঠ-শবদ ঘন ঘোর॥
ঐছন আয়লি তপনক গেহ।
পূজা-উপহার তঁহি রাখলি কেহ॥
তহিঁ পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ।
সখীগণ কৌতুক করু নানা ছন্দ॥
উতপত দেয়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ক্ষণে রোদন করু ক্ষণে করু হাস॥
কহে কবিশেখর শুন সুকুমারি।
কাঁহে লাগি কাতর মিলব মুরারি॥

সুহই।

কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর কান।
কামিনী লাগি কত করু অনুমান॥
কি করিব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি।
কলাবতী কাঁহে অবধি করু আঁতি॥
দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা।
কিয়ে লাগি মানিনী ভৈ গেল রাধা॥
তপনক তাপে কিয়ে চলই না পার।
গুরুয়া নিতম্ব পীন কুচ-যুগ-ভার॥
স্বজন সহিতে কিয়ে বাড়ল লেহ।
ইথে কিয়ে ধনী নাহি তেজল গেহ॥
বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি।
কৈছনে বঞ্চয়ে সো সুকুমারী॥
বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত।
শেখর সহ ধনী মিলব নিতান্ত॥

তথা রাগ।

জল-কেলি সাধে। চলু ধনী রাধে॥
উতরল তীরে। পহিরল চীরে॥
যুবতী-সমাজে। শোভে যুবরাজে।
সরসী-সলিলে। বৈঠল মিলে॥
করিণীর সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥
দুহুঁ দুহুঁ মেলি। করু জল-কেলি॥
সখীগণ নিপুণা। বেড়ল হঠিনা॥
কেহো দেই নীরে কেহো লই চীরে॥
কেহো দেই তালী। কেহো বলে ভালি॥
কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোরি॥
কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥
কেহো ভাগি দূরে। চমকে নেহারে॥
কানু করে বেড়ি। ধরল কিশোরী॥
দল অগাধা। লই চলু রাধা॥
কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে॥
নিরখিতে কান। হানে পাঁচবাণ॥
ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥
ধনী কুচ জোর। হাসি দেই মোড়॥
হরি পুন সাধা। আনলি রাধা॥
রাখিলি তীরে। আপনহি নীরে॥
পদুমিনী ঠাঁয়ে। চললি বিহারে॥
কমলিনী-ঠামে। মিললি শ্যামে॥
সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥
নাগর সঙ্গে। কত রসরঙ্গে॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর-লোভা॥

সুহই।

তিন এক নয়ন, ওত জীউ না সহ,
না রহুঁ দুহুঁ তনু ভিন।
মাঝে পুলক গিরি, অন্তর মানিয়ে,
ঐছন রহুঁ নিশি দিন॥
সজনি কোন পর জীয়ব কান।
রাই রহল দূর, হাম মথুরাপুর,
এতহুঁ সহয়ে পরাণ॥
ঐছন নগর, ঐছে নব নাগরী,
ঐছন সম্পদ মোর।

রাধ বিনু সব, বাধা মানিয়ে,
নয়নে না তেজই লোর ॥
সোই যমুনা-জল, সেই রমণীগণ,
শুনইতে চমকিত চিত।
কহ কবিশেখর, অনুভবি জানলু,
রড়কা বড়ই পিরীতি ॥

ধানশী।

কর যুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী।
পড়িল সরস দান চালাইল গুটি ॥
সাটোপ করিয়া দান ফেলিল নাগর।
পড়িল নীরস দান পহিলে ফাঁফর ॥
রাই উঠাইয়া পাটী ফেলে আর বার।
জিনিনু জিনিনু বলি বলে বার বার ॥
রুষিয়া ফেলিল পাটী রসিক সুজান।
যে দান ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান ॥
সুপাট না পড়ে পাটী না চলয়ে শারি।
বিশাখা হাসিয়া কহে নাগরের হার ॥
কল বল ছল করি পাটী লৈয়া করে।
হঠ শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে ॥
তবহুঁ পড়ল দান কুপট আহার।
ধনী কহে আছে ধর্ম্ম করিতে বিচার ॥
হাসিয়া নাগর কহে খেল আর বার।
ধনী কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার ॥
কুন্দলতা কহে ধনী কর অবধান।
ভৃঙ্গের অধর-রস তুমি কর পান ॥
ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা।
প্রিয়জনে হেন কেনে করহ বিতথা ॥
খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ।
শেখর লইয়া যায় বিনোদ ভবন ॥

ভাটিয়ারি।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপ তরু-কানন,
মণিময়-মণ্ডপ মাঝ।
আইলা কলাবতী, সব জন সঙ্গতি,
করে লই পূজনসাজ ॥
কুঙ্কুম চন্দন, কেশর অনুপম,
চম্পক মালতী-মাল।
বহুবিধ বন-ফুল, নীর সুশীতল,
বহু উপহার রসাল ॥
ভানু-ভবনে ধরি, রাখল সারি সারি,
দধি ঘৃত রতন প্রদীপ।
সহচরী মেলি, কেলি কলাবতী,
বৈঠল দেব সমীপ ॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ধনী বোলই,
শুন শুন কানন-দেবি।
দেব-পূজন বিধি, যে জন জানয়ে,
তাহে দে আনহ সেবি ॥
রাইক চীত, রীত জানি শেখর,
যাই মিলল বটু পাশ।
বচন বিশেষে, লেই মধুমঙ্গল,
আওলি দেব-আবাস।

পঠমঞ্জরী।

এ ধনি সুন্দরি কি কহব তোয়।
দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয় ॥
জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম।
গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম ॥
মুরলী বিহনে মোর তনু ভেল ভার।
শীতল মনোরথ মুংলিক তার ॥
সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল।
হাহা হত-বিধি এত দুখ দেল ॥
হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ।
শশি-মুখী-হৃদয়ে হোয়য়ে পুন তাপ ॥
ধাধসে ধরি ধনী নাগর-পাণি।
ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দিল আনি ॥

ধানশী।

ঝুলনা হইতে, আসিয়া তুরিতে,
গগনে নিরখে বেলা।
ফুল তুলিবারে, চলিলা সত্বরে,
সকল আহীর-বালা ॥
হেরি ফলফুলে, শাখা সব দোলে,
আসয়া পরশে মূল।
সখী সব মেলি, করিয়া ঢামালী,
তোলশে বিবিধ ফুল ॥

সকল কানন, মণিতে বান্ধন,
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধু পান, অলি করে গান,
ময়ূর ময়ূরী নাট॥
সুগন্ধি কবরী, তোলয়ে গরবী,
অশোক কিংশুক জবা।
এ থল-কমল, তোলয়ে সকল,
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতী যুথি ততি, তোলল যুবতী,
মল্লিকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগ কেশর, তোলয়ে নাগর,
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসিক নাগর, গুণের সাগর,
কুসুম রচনা করে।
হাসিয়া হাসিয়া, আইলা লইয়া,
রাইয়েরে দিবার তরে॥
ভুজযুগ তুলি, রাই সুবদনী,
তোলয়ে লবঙ্গফুল।
রসিক-শেখর, হইলা বিভোর,
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুলঝাঁপা লৈয়া, যতন করিয়,
রাইক নিকটে আসি।
ধনীর আঁচলে, দিলেন বিভোলে,
ফুলের সহিতে বাঁশী॥
পাইয়া মুরলী, রাধিকা সে বেলি,
রাখিলা বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে,
শেখর দেখিয়া হাসে॥

তথা রাগ।

সখীগণ মেলি, লইয়া মুরলী,
চলিলা নিভৃত ঘরে।
নাগর শেখর, পড়ল ফাঁপর,
মুরলী নাহিক করে॥
লাজে লাজাগলি, না দেখি মুরলী,
রাইয়ের বদন চায়।
রাধিকা চতুরী, করিয়া চাতুরী,
সখীর নিকটে যায়॥
মদন-মোহন, পাইয়া চেতন,
সুস্থির করিল চিত।
মুরলী-হরণ, রাইয়ের করণ,
গমনে বুঝল রীত॥
রাই রসবতী, সখীর সঙ্গতি,
মুরলী করল চুরী।
রঙ্গ বাড়াইতে, শেখর গোপতে,
নাগরে কহল ঠারি॥

তথা রাগ।

ইঙ্গিতে বুঝিয়া, নাগর আসিয়া,
ধরল রাইক করে।
সে সব আটব, সাটব দেখিতে,
রাধিকা ডরলি ডরে॥
ভয়ে ভীত বালা, গেল সব কলা,
মুখে না নিঃসরে রা।
হিয়া দুলু দুলু, চাহে ঢুলু ঢুলু,
এলাইল সব গা॥
হেরিয়া লক্ষণ, নাগর তখন,
ধনীরে ধরিল চোর।
মাগয়ে মুরলী, উকটে কাঁচুলী,
মদনে হইলা ভোর॥
ধনী কহে কান, কর অবধান,
ললিতা লইল বাঁশী।
তোমারে চঞ্চল, দেখিয়া সকল,
রমণী করয়ে হাসি॥
রাইয়ের বচনে, চলিলা তখনে,
মদন-মোহন রায়।
ললিতা জানিয়া, কহয়ে ঠারিয়া,
মুরলী বিশাখার ঠায়॥
ললিতা বচন, বুঝিয়া তখন,
বিশাখা সাটোপে বলে।
মুঞি বিশাখিকা, জানহ অধিকা,
মুরলী চম্পককোলে॥
শুনিয়া বচন, তরাসে তখন,
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে, মুরলী রাখিয়া,
ইন্দুরেখা গেল কোথা॥

চিত্রা চমকিতা, চলিল তুরিতা,
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবী পাশে, বসিলা তরাসে,
সুদেবী তাহার সঙ্গ॥
নাগর-শেখর, না পাই ঠাহর,
সবারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতী, করিয়া যুগতি,
বসিলা মাধবী মূলে॥
হাসিয়া ললিতা, রুষি কহে কথা,
শুনহে নাগর-রাজ।
তরল বাঁশের, শুখনি কঠোর,
তাহাতে কাহার কাজ॥
ফোর কাঠি খান, কি তার বাখান,
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে, দিব যে তোমারে,
যদি বা থাকয়ে কাজ॥
তাহার বচন, শুনিয়া তখন,
কহয়ে শেখররায়।
শুনহ নাগর, না হও কাতর,
মুরলী ধনীর ঠায়॥

জয়জয়ন্তী।

কানন দেবতী, বৃন্দা সখী তথি,
রাইয়ের সরসী-কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা,
সুখদ বকুল-মূলে॥
ঝুলনা উপরি, নাগর নাগরী,
আসিয়া বসিলা রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা, সকল ললনা,
গদ গদ ভাব অঙ্গে॥
ঝুলনা ঝরকে, রাধিকা চমকে,
তা দেখি নাগর ডরে।
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া,
ধনিরে করল কোরে॥
রসবতী লৈয়া, কোরে আগরিয়া,
ঝুলয়ে রসিক-রায়।
সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ,
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া,
কহয়ে শেখররায়।
দেবতা পূজিতে, যাইবে তুরিতে,
দিবস বহিয়া যায়।

গান্ধার।

ওহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে চাহিলা, কি দোষে ছাড়িলা,
নবীন পিরীতি খানি॥
তোমার পিরীতি, আদর আরতি,
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল, এ সুখ সম্পদ,
জনম এমনি যাবে॥
ভাল হৈল কান, দিলা সমাধান,
বুঝিলাম অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী, পাছু না গণিলাম,
ভুবন ভরিল লাজে॥
যখন আমার, ছিল শুভদিন,
তখনে বাসিতা ভাল।
এখনে এ সাধে, না পাই দেখিতে,
কান্দিতে জনম গেল॥
কহয়ে শেখর, বন্ধুর পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের, করাত যেমন,
আসিতে যাইতে কাটে॥

যদু দাস।

ইনি শ্রীহট্ট জেলার বুরঙ্গা গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা, একত্র বস-বাস করিতেন। ইনি গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক বলিয়া কথিত আছে। যদু নন্দন ও যদুনাথ দাস দুই জনে দুই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু উঁহাদের পদাবলী কোথাও কোথাও মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন ॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী ॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণী ॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে ॥
গদ গদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণনিছুনি রাই তোমার চরণে ॥
তুয়া গুণে বিকায়েছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে ॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয় ॥

বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পিরীতি ফাঁদে মুঞি সে ঠেকিনু ॥
ঘরে গুরুজনজ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী ॥
গোরারূপ মনে হৈলে হই যে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি।
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায় ॥

তুড়ী।

কি পেখলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তারি আঁখি ঠারে ॥
নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই,
কি ক্ষণে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল, * নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে ॥
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ান বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি ॥
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া ॥

সোহিনী।

দোঁহে কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুই হৃদে জাগ ॥
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার ॥
দুহুঁ বিম্বাধরে দুহুঁ দংশ।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস ॥
দুহুঁ হেরি দোহার বয়ান ॥
দুহুঁ জন সজল নয়ান।
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ!
নিরখয়ে যদুনাথ দাস ॥

কেদার।

দেখ রাধা-মাধব রঙ্গ।
তনু তনু দুহুঁ জন, নিবিড় আলিঙ্গন,
আরতি রভস-তরঙ্গ॥
কিয়ে অনুভাব, কলহ দুহুঁ উপজল,
সুন্দরী মানিনী ভেল।
ঐছন প্রেম, আরতি বিছুরাইয়া,
কো বিধি এত দুখ দেল॥
মানিনী বদন, ফেরহি আওল,
যাহা নিজ সখিনী-সমাজ।
অঙ্গহি অঙ্গ- সঙ্গ-সুখ-ভঙ্গহি,
জর জর নাগর-রাজ॥
রাইক বদন, মলিন হেরি সহচরী,
সচকিত লোচন হোই।
কহ বিপরীত, রীত কাহে হেরিয়ে,
ইহ সুখ ভাঙ্গল কোই॥
অবনত আনন, করি ধনী বৈঠল,
তব সখী বুঝল মান।
কহ যদুনাথ, দাস তাহঁ কর যোড়ি,
সমুখই আওল কান॥

সুহই।

আর শুনেছ আলো সই তোমার কানুর রীত।
হাসাইলে সব মোর গুরু গরবিত॥
সখীর সামিলে পথে আসিতে চলিয়া।
বাহু পসারিয়া রহে পথ আগুলিয়া॥
যতেক নিষেধি তায় দ্বিগুণ উথলে।
লোকে বলে এমন কেনে সে বোল নহিলে॥
পথে যাইতে লোকে সব কহে আমার কথা।
সদাই আমার নাম লয় যথা তথা।
রসাভাসে যে বোল বলে শুনে লাজে মরি।
পাপিয়া পাড়ার লোক করে ঠারাঠারি॥
এত দিন ছিল মোর অবেকত কাজ।
এবে সে বেকত হৈল গোকুল-সমাজ॥
বিরলে পাইয়া তাহা সোঙরি কহিয়া।
যদুনাথদাস কহে সময় বুঝিয়া॥

কন্দর্পতাল।

চৌদিকে মহান্ত মেলি, করয়ে কীর্ত্তন কেলি,
সাত সম্প্রদায় গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগন ভেদিল রোল,
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥
উনমত নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সবারে সঙ্গে করি, মাঝে নাচে গৌর হরি,
ভকত-মণ্ডল চারি পাশ॥
হরি হরি বোল বোলে, পদ-ভরে মহী দোলে,
নয়নে বহয়ে জল-ধার।
প্রেমের তরঙ্গ-রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ,
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার॥
ভাবাবেশে গোরা রায়, নাচিতে নাচিতে যায়,
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন, দেখি প্রেম-সংকীর্ত্তন,
নিজ পরিচরগণ সাথ॥
দূরে গেল দুখ শোক, প্রেমায় ভাসিল লোক,
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।
যে প্রেম-বিলাস-ধাম, যদু বহে অনুপাম,
যে দেখিল সেই তার সাখী॥

ধানশী।

বন্ধুর সঙ্গেতে আজু, যাইতে নারিনু গো,
পাপ-ননদিনী হৈল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে, শুতিয়া রহিনু গো,
বিধি না পূরল মন সাধা॥
সজনি, সো সুখ কি কহিব অনেক।
পিয়া আসি যেন মোরে, নিকুঞ্জ-কানন-ঘরে,
স্বপনে হইনু পরতেক॥
বুকে বুকে মুখে মুখে, নিবিড় মদন-সুখে,
কত না আরতি সে না কথা।
ননদী-জনিত দুখ, জাগরণে যত ছিল,
ঘুমাইলে গেল সব ব্যথা॥
কত না যতন করি, বেশ বনাইল গো,
এ রস-বিলাস কৈল কত।
এক মুখে তোহে হাম, তাহাকি কহিব গো,
রভস কৌতুক যত যত॥

হেন কালে নিঁদ টুটি, জাগিয়া বসিনু গো,
স্বপন নারিনু বুঝিবারে।
সেই হইতে প্রাণ মোর, আনচান করে গো,
বিন্দু পরবোধে বারে বারে॥
ইত্যাদি স্বপ্ন রসোদ্গারঃ॥

পুনশ্চ দিনান্তে প্রকারান্তরং যথা সখ্যুক্তিঃ॥
তথা রাগ।

হেদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।
কালা মাণিকের, বাতাসে সে বুঝি,
মজিল গোকুল-রাজি॥
ভাবে ভরল, সকল অঙ্গ,
মুখেতে না সরে রা।
আবেশে অবশ, অথির চরণ,
ধরণে না যায় পা॥
চর চর-রাঙ্গা, নয়ন-যুগল,
সঘনে নিশাস ছাড়।
পীন পয়োধর, বসনে ঝাঁপিয়া,
অঙ্গ সদা কেনে মোড়॥
পুছিলে মনের, মরম না কহ,
মাথা তুলি নাহি চাও॥
যদুনাথ কহ, এ দোষ বড়ই,
সঙ্গের সঙ্গী ভাড়াও॥

সুহই।

বরিখিল কনয়া কমল কিয়ে।
থির বিজুরী নিছনি দিয়ে॥
কিয়ে সে কনক-চম্পক ফুল।
তাই-বরণে জলদ তুল॥
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ-বিধুর ঘটা॥
চাঁচর চিকুর সিঁথারে মণি।
দশন কুন্দ-কলিকা জিনি॥
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরী-বিন্দু।
কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গ॥
গলায়ে মুকুতা দোসুতি ঝুরি।
সুরধুনী বেড়ি কনক-গিরি॥
শঙ্খ ঝলমলি দুবাহু দোলা।
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা॥
কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলে মুদরি মুকুতা জিনি॥
ক্ষীণ মাঝ খানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বান্ধল কিঙ্কিণী নিতম্ব-ভরে॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ-শোভা।
মদন-মোহন-মানস-লোভ॥
নখর-মুকুর- অঙ্গুলাবলি।
জনু সারি সারি চম্পক-কলি॥
নীল উড়নী ঢাকিল তনু।
সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু॥
অলপে অলপে তেরছে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায়॥

কেদার।

গৌর গদাধর, দুহুঁ তনু সুন্দর,
অপরূপ প্রেম বিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে, পরশে সব বিলসয়ে,
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁজন লেহ।
কো অছু ভাব, প্রেমময় চাতুরালী,
মজিয়া পাওব থেহ॥
করে করে নয়নে, নয়নে যোই মাধুরী,
সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ, হেরি তনু চমকিত,
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
অমিয়া-পুতলী কিয়ে, রসময় মুরতি,
কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন, তনু মন ভুলয়ে,
যদু কিয়ে পাওব পার॥

নরহরি দাস।

ইনি সরকার-ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামে অনুমান ৮৮৫ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীমন্নারায়ণ দেব সরকার, জাতি বৈদ্য। ইনি মহাপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটল' এবং "ভক্তামৃত-অষ্টক" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় ইহাঁর প্রণীত। শ্রীখণ্ডগ্রামে যে ছয়টি বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি এই সরকার ঠাকুরের স্থাপিত।

বালা ধানশী।

কি লাগি ধূলায়, ধূসর সোণার,
বরণ গৌরাঙ্গ-দেহ।
আসন ভূষণ, সকল তেজল,
না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচান্দে।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি,
উরে পাণি হানি কান্দে॥
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
ছাড়য়ে দীঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, হেন তেন রীতি,
কহে নরহরি দাস॥

কামোদ।

সোণার বরণ, গৌর সুন্দর,
পাণ্ডুর ভৈ গেল দেহ।
শীতে ভীত যেন, কাঁপায়ে সঘন,
সোঙরি পুরব লেহ॥
কিছু না কহই, দীঘ নিশ্বাসই,
চিত্রের পুতুলী পারা।
নয়ন যুগল, বাহি পড়ে জল,
যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত, কখন রোদন,
কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি, মোর গৌর হরি,
চাহয়ে রঙ্গের পারা।
হরি হরি বোলে, ভুজ যুগ তোলে,
মরম বুঝিব কার॥

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি, কারণ বিহুনে হাসি,
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচ্চস্বরে গায়, কারে পহুঁ কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণ-নাথ।
ক্ষণে শীতে দেহ কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ,
কাহাঁ পাউঁ যাউঁ কার সাথ॥
ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে কয়য়ে প্রলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুদে, হা নাথ বলিয়া কান্দে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন॥

তথা রাগ।

দেখ শচীনন্দন, জগত জীবন,
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজন যাচে।
ভাবে বিভোর বর, গৌর তনু পুলকিত,
সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পহুঁ নাচে।
সব অবতার সার গোরা অবতার॥

হেম বরণ জিনি, নিরূপ তনুখানি,
অরুণ নয়ানে বহে প্রেমধার॥
বৃন্দাবন গুণশুনি, লুঠত সে দ্বিজ-মণি,
ভাব-ভরে গর গর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম,
গুণগান করতহিঁ নরহরি দাসে॥

মল্লার।

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহুঁ যমুনার ভানে।
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পুরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে।
পীত বসন আর মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে॥

গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদন কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিল রজনী॥
কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥

মায়ুর।

নাচে শচীসুত, লীলা অদভুত,
চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া।
সঙ্গে কত কত, ভকত গাওত,
হিলন গদাধর অঙ্গিয়া॥
আজানু বাহু তুলি, বোলয়ে হরি হরি,
আপনি নিজ রসে মাতিয়া।
বদন মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল,
দশন মোতিম-পাঁতিয়া॥
কষিত কাঞ্চন- কিরণ ঝলমল,
সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া।
অরুণ নয়ানে, বরুণ আলয়,
অঝরে ঝরে দিন রাতিয়া॥
পঙ্গু অন্ধ যত, পতিত দুর্গত,
দেওল সবে প্রেম যাচিয়া।
করুণা দেখি মনে, ভরসা বাঢ়ল,
দাস নরহরি ছাতিয়া॥

সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পুরব প্রেম ভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলু তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নর হরি রাধা ভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥

সুহিনী।

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধনি কাণে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

সুহই।

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ ॥
বিভোর হইলা গোপী ভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে ॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি ॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
সরস বিরস বয়ান ॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস ॥

তুড়ী।

গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহু করে হায় হায় ॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাঁহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে ॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি ॥
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরিদাস ॥

পাহিড়া।

ধিক্ রহু নাগরী-যৌবনে।
পিরীতি করয়ে শঠ সনে ॥
যার লাগি প্রাণ সদা ঝুরে।
ফিরিয়া না চাহে সেই মোরে ॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া।
না দেখিয়ে ললাট চিরিয়া ॥
আপনা অপনা বাড়াইনু।
দুই কুলে কলঙ্ক রাখিনু।
না করিনু সুপুরুখ সঙ্গ।
সকল করিল হাম ভঙ্গ ॥
ছিয়ে ছিয়ে পাপ পরাণ।
অবহুঁ নাহিক বাহিরান ॥
এ পাপ পিরীতে নাহিক আশ।
শুনি কহে নরহরিদাস ॥

সুহই।

কনক চম্পক গোরাচান্দে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরি ॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত যোটন করে কেনে ॥
কোন ভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি ঝুখিয়া বেড়ায় ॥

বেলোয়ার।

ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরী।
বৃন্দাবন-বিপিন, নিকুঞ্জ মাঝ মিলি,
প্রিয় ললিতাদি ঝুলাওত থোরি ॥
সুললিত তরল, হিন্দোল মাঝ অতি,
ঝলকত যুগল-রূপ রুচি-ধাম।
মৃগমদ-অঞ্জন, পুঞ্জ-জলদ-তনু,
কেশর-বিদলিত-দামিনী দাম ॥
শোভা ভুবন, বিজয় নহ সমতুল,
দুহুঁ মুখ-চন্দ্র বিমল পরকাশ।
হেরি দুহুঁক গুণ, গাওত চৌদিকে,
শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস ॥
ঝঙ্করু ভ্রমর, যন্ত্র জনু বাজত,
নৃত্যতি শিখিকুল উমগ অভঙ্গ,
নরহরি কহ করি, কো বরণ ইহ,
বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ ॥

কেদার।

আজু ললিত হিণ্ডোর মাঝে।
রঙ্গে ঝুলত নাগর-রাজে॥
থাই সুবদনী বাম পাশ।
কতহুঁ আনন্দ-সায়রে ভাস॥
কিবা অদ্ভুত দুহুঁক শোভা।
নাহিক উপমা ভুবন-লোভা॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ দুহুঁ সে হেরি।
হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি বেরি॥
আঁখি-ভঙ্গী করি কতেক ভাতি।
কহে গদ গদ রভসে মাতি॥
ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি।
নেহারে দোঁহার বদন-শশী॥
রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ।
মিলিয়া গাওত গীত সুছন্দ॥
বাজত বেণু বীণ উপাঙ্গ।
মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ॥
কেহ নাচে কত ভঙ্গী করি॥
অতি মোহিত তা দোঁহে হেরি॥
সুর-নরনারী নিজগণ সঙ্গে।
পুষ্প বৃষ্টি করত রঙ্গে॥
জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি।
শুনিয়া রঙ্গে মাতে নরহরি॥

রামকেলী।

উমত ঝুমত, ঢরত ভরত,
ঢরল ঢরত থোর।
মধুর মুরতি, পুজল যুবতী,
শোণ কুসুম জোর॥
সখি শ্যাম নাগর দেখ।
রজনী জাগরে, অরুণ লোচন,
হৃদয়ে নখর রেখ॥
কটি আভরণ, নীল বসন,
আনতঁহি আন বেশ।
বকুল মাল, ভ্রমরী জাল,
সৌরভে ভুলল দেশ॥
অধর অরুণ, অমিয়া ঝরণ,
রসবতী রস নেল॥
নয়ন কমলে, মধু পিবইতে,
ভ্রমর বরণ ভেল॥
কিঙ্কিনী জাল, অতি রসাল,
ঝিমরি ঝিমরি বাজে।
নরহরি পঁহু, গিরত গিরত,
রাই অঙ্গন মাঝে॥

তথা রাগ।

আজু রাধা শ্যাম সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব, হিন্দোলা সাজাইয়া,
বংশীবট তট কালিন্দী কূলে॥
ললিতাদি রঙ্গে, ভঙ্গী করি বেগে
ঝুলায়ই দুহুঁ বদন চাঞা।
রসবতী ভুজ, পসারি নাগরে,
ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া॥
শ্যাম অঙ্গ চারু, চিবুক পরশি
চুম্ব দেয়ল মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী, হাসি রসে ভাসি,
বসন অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে॥
কৌতুক বচন, কহি বৃন্দাদেবী,
ঝুলায়ই পুন যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা- বনে নরহরি,
জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে॥

প্রেমদাস।

বৈষ্ণব কবি প্রেমদাসের আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের সন্নিকট কুলিয়া গ্রামে কাশ্যপগোত্রে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম—গঙ্গাদাস মিশ্র। ইহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেন। ১১১৯ সালে ইনি চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের স্বাধীন বঙ্গানুবাদ করেন করেন। ১১২৩ সালে ইহাঁর মৌলিক কাব্য 'বংশী শিক্ষা' রচিত হয়। তবে ইহাঁর সুমধুর পদাবলীর জন্যই ইনি যশস্বী। প্রেমদাস ও প্রেমানন্দ দাস যদি একই পদকর্ত্তা হন, তবে "মনঃশিক্ষা" নামে ইহাঁর রচিত আর একখানি খণ্ডকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূপালী।

মৈহেনে ধনী চিত দরবিত হোতি।
কতহুঁ যতন করি সাধল দোতী॥
যোই নিকুঞ্জে বিষাদই কান।
তঁহি ধনী ভামিনী কয়ল পয়ান॥
পদ দুই চারি চলই পুন থারি।
ধৈরয চিত ধরহি নাহি পারি॥
মানিনী গর গর অন্তর থোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর॥
যতনহি কানুক সমুখে না গেল।
যৈছন পুরুষ-মুগধী সম ভেল॥
সহচরীগণ তব করই বিষাদ।
কো বিহি ঘটাওল ইহ পরমাদ॥
কত কত দোতী করই পরহার।
প্রেমদাস কছু কহই না পার॥

ধানশী।

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে,
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া সুধায়,
যত নবদ্বীপ-বাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাহার নাম,
তাহারে কি ভেটিয়াছ॥
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন,
জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সঘনে,
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন, কখন রোদন,
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা, শিমুলের কাঁটা,
ঐছন সোণার গায়॥
তবে বলে আহা, দেখিয়াছি তাহা,
থাকেন সমুদ্র-কূলে।
ভেটে জগন্নাথ, আপনে সাক্ষাত,
তাঁরে কে মানুষ বলে।
যে রূপ যে গুণ, যে নাট কীর্ত্তন,
যে প্রেম-বিকার দেখি।
হেন লয় মনে, তাহার চরণে,
সদাই অন্তরে রাখি॥
গিয়া নীলাচল, ভাগ্যে সে ফলিল,
দেখিনু চরণ তার।
প্রেমদাস গায়, সেই গোরা রায়,
প্রাণ ইহা সবাকার॥

অরুণ ভাটিয়ারী।

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা,
আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিত রাখালগণে,
শ্রীদাম সুদাম-আদি সবে।

কানাই বলিছে ভাই, খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু রবে ॥
সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া,
ডাকিয়া পুরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি,
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী, কানাইর মুরলী শুনি,
পশু পাখী পাইল চেতন ॥

দেশ বরাড়ী।

কত কোটি চন্দ্র জিনি, উজোর বদন খানি,
মল্ল-ছাঁদে পরে নীল ধটী।
কর পদ সুরাতুল, জিনি কোকনদ ফুল,
বিনোদ-রূপের পরিপাটী ॥
বলাই মল্ল-বেশে আইলা বাথানে।
শ্রীকরে চম্পক বেড়া, চাচর চিকুরে চূড়া,
শিখি পুচ্ছ উড়িছে পবনে ॥
কনক অঙ্গদ বালা, গলে বৈজয়ন্তী মালা,
মকর-কুণ্ডলে এক কাণে।
কান্ধে শোভে শিঙ্গা বেত্র, ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র
রাতা উতপল আর কাণে ॥
বাথানে আসিয়া সুখে, শিঙ্গা দিল চাঁদমুখে,
ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি।
শুনিয়া শিঙ্গার রব, ধাইল ধবলী সব,
মেলি গেল রাখালমণ্ডলী ॥
হাঁকি নিজ নিজ পাল, সব হয় সমিশাল,
সবে মেলি করি এক ছাঁদ।
বলাই রঙ্গিয়া বড়ি, হাতে ছিল ছান্দন ডুরি,
চলিলা যেমন সোণার চাঁদ।
সকল রাখাল সঙ্গে, পরম কৌতুক রঙ্গে,
তাল-বন পানে মন চায়।
রূপ গুণ বেশ দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি,
প্রেমদাস কি বলিবে তায়।

সুহই।

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায় ॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে ॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুঃখের দুঃখী তার হেন বাণী ॥
আন ছলে রহি কত করে কাণাকাণি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥

বিহাগড়া।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে ॥
বন্ধু হে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখে মুঞি সব আন্ধিয়ারে ॥
পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার ॥
একতিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়ে কেমনে যাব পরাধীন নারী ॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া ॥

তথা রাগ।

নব অনুরাগ ভরে, রহিতে না পারি ঘরে,
চলে ধনী সখী একসঙ্গ।
চলিতে না চলে পা, ধরণে না যায় গা,
কুঞ্জে মিলন হের রঙ্গ ॥
দেখিয়া বিনোদ হরি, আনিলেন আগুসরি,
বসিলেন রসের আবেশে।
ধনী অনুরাগিণী, কহয়ে সরস বাণী,
শুনি নাগর প্রেম-জলে ভাসে ॥

সুবদনী কহে কথা, যেমন অন্তরে ব্যথা,
ছল ছল অরুণ নয়ানে।
গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ, দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ,
গদ গদ মলিন বয়ানে॥
আর কত ভাব তাহে,শ্যাম মন মোহে যাহে,
ঈষদ বঙ্কিম তাহে মাথা।
প্রেমদাস কহে ধনি, সরস বিরস জানি,
রাখিতে না যায় পুন রাথা॥

মাধবদাস।

[পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে ৮ জন মাধবদাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধপদকর্ত্তা মাধবঘোষই বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা তিন ভ্রাতা—অপর দুই ভ্রাতার নাম বাসুদেব ও গোবিন্দ। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর সমসাময়িক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট গ্রামে ইঁহার "পাট" আছে বলিয়া পাঠমালায় বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে তাঁহার কোন চিহ্নও নাই।]

তুড়ী।

জয় নাগরবর-মানস-হংসী।
অখিল রমণী-হৃদি মদ-বিধ্বংসী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু-কুমারী।
মদনমোহন-মন-পঞ্জর-শারী॥
জয় যুবরাজ-হৃদয়-বন-হরিণী।
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জর-করিণী॥
কুঞ্জ-ভুবন-সিংহাসন-রাণী।
রচয়তি মাধব কাতর বাণী॥

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেমে গর গর,
ভ্রময়ে যমুনা-তীরে।
কৃষ্ণদাস সহ, পূরব রভস,
ধাম দেখিয়া ফিরে॥
দেখিতে দেখিতে, উনমত-চিতে,
ভ্রমিতে মোহন বন।
কৃষ্ণদাস কহ, হোর কালিদহ,
আগে কর দরশন॥
এই ত কদম্ব, তরুর উপরে,
চড়িয়া দিলেন ঝাঁপ।
এথা শিশুকুল, কান্দিয়া আকুল,
সুরগণ হেরি কাঁপ॥
ব্রজপুরে কত, দেখি উতপাত,
যতেক বরজ বাসী।
নন্দ যশোমতী, হৈয়া উনমতি,
কান্দিয়ে এথায় আসি॥
গোপ গোপীগণ, করয়ে রোদন,
লোটায় অবনীমাঝ।
ব্রজ-বাসিকুল, হেরিয়া আকুল,
উঠিলা নাগর-রাজ॥
এ কথা শুনিয়া, বিভোর হইয়া,
পড়িলা শ্রীগৌরহরি।
পুলকে পূরল, সব কলেবর,
ভূমে যায় গড়াগড়ি।
কাহাঁ মোর মাতা, শ্রীদামাদি সখা,
কাহাঁ মোর গোপীগণ।
ইহা বলি কান্দে, থির নাহি বান্ধে,
মাধব আকুল মন॥

সিন্ধুড়া।

কালিন্দীর এক দহে, কালী নাগ তাহা রহে
বিষজল দহন সমান।

তাহার উপরে বায়, পাখী যদি উড়ে যায়,
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ ॥
বিষ উথলিছে জলে, প্রাণী যায় যদি কূলে,
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত, কূলে মরিয়াছে কত,
বিষজ্বালা সহিতে না পারে ॥
দেখি যদুনন্দন, দুষ্ট সর্প বিনাশন,
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি, ঘন মালশাট মারি,
ঝাঁপ দিলা কালীদহজলে ॥
দেখিয়া রাখালগণ, কান্দিয়া আকুল মন,
পড়ে সবে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে, কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সবে পাঞা ॥
কি বলি যাইব ঘরে, কি বলিব যশোদারে,
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী, পাষাণ হইল পানি,
মাধব অবনী গড়ি যায় ॥

গান্ধার।

দিবসে আন্ধার, গোকুল নগর,
সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে, নয়ান-নিমিখে,
সবাই হেরয়ে অহি ॥
নন্দ যশোমতী, গোপ গোপী তথি,
বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে, সখাগণ-সনে,
কানাই গিয়াছে বনে ॥
যশোমতী কহে, দারুণ স্বপন,
দেখিনু রজনী শেষে।
আমার গোপালে, ভুজঙ্গে বেড়ল,
জারল বিষম বিষে ॥
ব্রজ-বাসী কিবা, বাল বৃদ্ধ যুবা,
শুনিয়া চলিলা ধাই।

যাহাঁ শিশুগণ, করয়ে রোদন,
তাহাই মিলিলা যাই
ঝাঁপ দিলা জলে, শুনিয়া সকলে,
বালকগণের মুখে।
অবনী-মাঝারে, মুরছি পড়য়ে,
মাধব কান্দয়ে দুখে।

পাহাড়া।

কান্দে ব্রজেশ্বরী, উচ্চৈঃ-স্বর করি,
কোথা রে গোকুল-চন্দ্র।
ভুলি কার বোলে, ঝাঁপ দিলা জলে,
ভুজগে হইলা বন্ধ ॥
অপুত্রক হৈয়া, মন্দির লইয়া,
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি, জঠরে জনমি,
শেল দিয়া গেলা বুকে ॥
নিদারুণ বিধি, যে বাদ সাধিলা,
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া, লইলা কাড়িয়া,
আমার সোণার সুত ॥
শিরে কর হানে, বিষ-জল-পানে,
সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি, বলরাম ধরি,
প্রবোধ করয়ে তায় ॥
নন্দঘোষ কান্দে, থির নাহি বান্ধে,
ভূমে পড়ি মুরছায়।
গোপগণ তাহা, হেরিয়া কান্দয়ে,
মাধব প্রবোধে তায় ॥

শ্রীরাধিকার-বিলাপো যথা।

তথা রাগ।

সহচরী সঙ্গে, রাই ক্ষিতি লুঠই,
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায়।

কুন্তল তোড়ি, সঘনে শির হানই,
কো পরবোধব তায় ॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত।
কাঁহে লাগি কালিন্দী, বিষ-জলে পৈঠল,
সো মঝু জীবন-নাথ ॥
চৌদিশে সবহুঁ, রমণীগণ রোয়ত
লোরহিঁ মহী বহি যায়।
বগলিত ভরম, সরম সব তেজল,
ঘন রোয়ত উভরায়।
বিষ-জল-পানে, ছুটই কোই লুটই,
কোই না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস, সবহুঁ পরবোধই,
গদগদ বচন বিশেষ ॥

সুহই।

ব্রজ-বাসিগণ-জীবন-শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ ॥
কালিয়-ফণায় নটন-রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন-সঙ্গ ॥
মরণ শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান ॥
ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবর ভঙ্গে নাচয়ে হরি ॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগারে অনল সমান বিষ ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
পূজয়ে চরণ-নখর-শশী ॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজ-মণি হরষ-মতি ॥
ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নীত ॥
ফণি-পতিবরে অভয় করি।
জল-সঞে তীরে আইলা হরি ॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-লোরে ॥

তিরোতা ধানশী।

ব্রজ-নিজজন হেরি আনন-চন্দ।
হেরই ভুখল চকোর ছন্দ ॥
কাহুঁক বয়ানে না নিকসয়ে বাত।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত ॥
বিষ-জলে জনু তনু দাহন ভেল।
ব্রজ-প্রেমামৃত শীতল কেল ॥
ঐছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদ গদ ভাষ ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক ॥
পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে।
নন্দকুল আকুল আনন্দে ভাষ।
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস ॥

— —

কানেড়া।

নীরাধিপ-ভৃত্য রূপ।
হরল নন্দ-ব্রজক ভূপ ॥
ঐছন শুনি গোপ-শূর।
ত্বরিতে আইলা বরুণ-পুর ॥
হেরি বরুণ চরণে গীর।
ধূলি লুঠয়ে ধূসর শর ॥
সিংহাসন দেই তাহি।
পূজল কত অবধি নাহি ॥
তাত লেই চলল পুর।
ব্রজ-জন-দুখ গেও দূর ॥
জীবন পাই নন্দ-রাণী।
প্রেমে বিভোর কিছু না জানি ॥
ব্রজ-ভূপতি চমক পাই।
নিজগণ সব কহল যাই ॥
গোপীগণ পাওল সুখ।
টুটল না বিরহ-দুখ ॥
আনন্দ ব্রজ লোক ভাস।
হেরই সুখে মাধব দাস ॥

সুহিনী।

তেজল গুরুকুল-গৌরব-লাজ।
তেজল গৃহ গৃহ-পতিক সমাজ॥
তেজল লোক নগর ঘর বসতি।
তেজল ভূষণ আসন রস পিরীতি॥
তেজল হৃষীক-করণ অভিলাষ।
তেজল বদনে অমিয়াময় ভাষ॥
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজল কিশলয়-শয়নক নাম॥
শুন শুন বজর কঠিন পীত-বাস।
তেজল অব ধনী জীবন-আশ॥
তেজল বিরহিণী সবহুঁ গেয়ান।
নবমী দশা ভেল করু অনুমান॥
অব যদি যাই করহ অবগাদ।
মাধব তোহারি চরণ ধরি কাঁদ॥

তথা রাগ।

গো-ধূলি ধূসর শ্যামর-অঙ্গ।
আওল সকল সখাগণ সঙ্গ॥
ব্রজ-বধূগণ করু জয়-জয়-কার।
হেরইতে সুবদনী মদন-বিকার॥
নয়ানে নয়ানে কত ভাব-তরঙ্গ।
সময় না বুঝত উমত অনঙ্গ॥
সুবল সখা তব্ লেই চলু কান।
সহচরগণ ঘর করল পয়ান॥
গোঠহি গোগণ করল প্রবেশ।
গোপগণে দোহনে কয়ল নিদেশ॥
শ্যাম-বাম-কর ধরি বলরাম।
যশোমতী-চরণে কয়ল পরণাম॥
যতনহি যশোমতী দুহুঁ করু কোর।
ঝর ঝর স্তন-ক্ষীর নয়নক লোর॥
দুহুঁ-মুখ চুম্বয়ে গদগদ ভাষ।
গোপতে নেহারত মাধবদাস॥

পূরবী।

সুগন্ধি সলিলে রাই সিনান করিল।
বসন ভূষণ পরি বেশ বনাইল॥
বহুবিধ উপহার রচনা করিয়া।
রাখিল বন্ধুর লাগি থালিতে ভরিয়া॥
কানু আগমন জানি উৎকণ্ঠিত হিয়া।
অট্টালিকা-উপরে চড়িলা সখী লৈয়া॥
সখাগণ সঙ্গে করি নন্দের নন্দন।
ধেনুগণ লৈয়া ঘরে করিছে গমন॥
গো-খুরের ধূলি উঠে গগন মণ্ডলে।
হাম্বা হাম্বা রব শুনি ধাইল সকলে॥
কহয়ে মাধবদাস কানু-আগমন।
ঘন-শিঙ্গা বেণুরবে ভরিল গগন॥

কল্যাণী।

পড়ত কীর, অমিয় গীর,
ঐছন বচন-পাঁতিয়া।
কোটি কাম, শ্যাম ধাম,
নবীন-নীরদ কাঁতিয়া॥
বিজুরীজাল, বসন ভাল,
রতন ভূষণ শোভয়ে।
জানু বন্তি বৈজয়ন্তী-
মালে মধুপ লোভয়ে॥
চন্দ্র কোটি, করল ছোটি,
ঐছন বদন-ইন্দুয়া।
মুকুতা-পাঁতি, দশন-কাঁতি,
বচন অমিয়সিন্ধুয়া॥
কামচাপ, যুবতীকাঁপ,
করয়ে ভাঙ ভঙ্গিয়া।
গোরী বদন, চুম্বন ঘন ঘন,
ঐছে অধর রঙ্গিয়া॥
জানু লম্বিত, বাহু ললিত
করভ-করক ভাতিয়া।
ও থল কমল, জিনি করতল,
অঙ্গুলে চন্দ্র পাঁতিয়া॥

গোপী-পটল, কুচ মণ্ডল,
লম্পট করু কল্পনা।
বলয়া মণি ভূষণ বনি,
কঙ্কণ তাহে ঝঙ্কনা।
হৃদয় পীন মাঝ ক্ষীণ,
তাহে ত্রিবলীবন্ধনা।
মরকত মণি, স্তম্ভক জিনি,
সঘনে জানু ছন্দনা॥
বল্লবী-পরি-, রম্ভণ করি,
নটন-রঙ্গে চঞ্চলে।
নূপুর-রাব, সতত গাব,
পরশিয়া পট-অঞ্চলে॥
নব রঙ্গিম, পদ-ভঙ্গিম,
অঙ্গুলে নখ চন্দে।
মাধব ভণ, রমণী-মন,
চকোর-নিকর-ফান্দ।

তুড়ী।

শারী পড়ত অতি অনুরূপ,
যৈছন রস-অমৃত-কূপ,
রাধা-রূপ-বর্ণনা।
তপত-কাঞ্চন চম্পক ফুল,
তাহে কি করব বরণ তুল,
ভূষিত অগুরু চন্দনা॥
চাঁচর চিকুরে বেণী সাজ,
হেরিতে কাল নাগিনী লাজ,
সীঁথে রতন কাঞ্চনে।
ততহিঁ রচিত সিন্দূর-রেখ,
অলকা-বলিত চিত্র-লেখ,
কাম যন্ত্র রঞ্জনে।
কাম-ধনুক ভাঙ-ঠাম,
নয়ন পলকে মোহিত কাম,
চিবুক কস্তুরী-বিন্দুয়া।
বদন জিতল শরদ চাঁদ,
মদনমোহন-মোহন ফান্দ,
দশন কুন্দ নিন্দিয়া॥

কনক-করুত করক ছন্দ,
নিন্দি ললিত ভুজক বন্ধ,
বলয়াবলি কঙ্কণা।
তাহে কর-তল অতি রাতুল,
জিতল অরুণ জবার ফুল,
ললিত রেখ বঙ্কণা॥
নখর-মুকুর কর-অঙ্গুলি,
জিতল কিয়ে চম্পক-কলি,
মণিময়-অঙ্গুরী শোভয়ে।
উচ-কুচযুগ ঐছন হেরু,
উঠত কিয়ে কনকমেরু,
গিরিধর মন মোহায়,
লোমাবলি নাভি সরসী,
কানুক মন-মীন-পড়শী,
না খায় আহার ডুবয়ে?
মাঝ ক্ষীণ ভাঙ্গি পড়ত,
কিঙ্কিণী-জালে বান্ধি রাখত,
নাহি গিরত ভুবয়ে।
কদলী-সম্পুট মাঝ,
কানুক চিত-রতন রাজ,
ঢাকল উরু পর্ব্বয়॥
অরুণ চরণে মঞ্জীর বাজ,
গতি জিতি কিয়ে কুরঙ্গ-রাজ,
নখমণি বিধু খর্ব্বয়া।
মৃগমদ অগুরু চন্দন চন্দ,
জিতল ধনী-অঙ্গ-গন্ধ,
শ্যাম-ভ্রমর ধাবই॥
মাধব ভণ ভেজিঁ ফুল-বন,
ঘুরি বোলত ভোরল মন,
চরণ নিয়ড়ে গাবই॥

ধানশী।

রাজ-সভা মাহ, বৈঠল ব্রজ-পতি,
সহচরগণ লই সাথ।
কোই কোই চামর, ঢুলায়ত মৃদু মৃদু,
কোই ছত্র ধরি মাথ॥

আওল তাহিঁ কানু বলরাম।
শির পর সুরঙ্গ, পাগ মনোহর,
যৈছন দুহুঁ নব-কাম॥
ব্রজ-পতি কোরহি, লেয়ল দুহুঁ জন,
চুম্বন কয়ল বয়ান।
সমুখহি নর্ত্তক, বাদক গায়ক,
যন্ত্র মেলি করু গান॥
পড়য়ে বন্দিগণ, ছন্দ মনোহর,
উজলিত শত শত দীপ।
সকল সভা-জন,- চিত চোরায়ত,
মাধব হেরত সমীপ॥

তথা রাগ।

দুহুঁজন গুণিগণে বহু ধন দেল।
জননী নিদেশহি মন্দিরে গেল॥
ব্রজপতি সকল সহোদর সঙ্গে।
ভোজন-মন্দিরে আওল রঙ্গে॥
সেবক খসায়ল ভূষণ বাস।
সুত-মুখ হেরি হেরি বাড়য়ে উল্লাস॥
সবে মেলি ভোজনে বৈঠল ব্রজ-ভূপ।
কত উপহার অন্ন ব্যঞ্জন অনুপ॥
রোহিণী দেবী পরিবেশয়ে তায়।
কানু না খাওত আলস গায়॥
ব্রজ-পতি-দম্পতী বিকল পরাণ।
যশোমতী কোরে করি লেয়ল কান॥
দাসগণ জল দেই আচমন কেল।
কহ মাধব নিজ-মন্দির গেল॥

তথা রাগ।

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ।
নাচত নাগরী নাগর-রাজ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ কর-কম্প।
চালয়ে চরণ সুমঞ্জীর ঝম্প॥
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী বলয়-নিসান।
অপরূপ নাচত রাধা কান॥
জনু নব-জলধরে বিজুরীক ভাতি।
কহ মাধব দুহুঁ ঐছন কাঁতি॥

কামোদ॥

কানুক শেষ, মিলিত কত উপহার,
ভোজন করি ধনী রাই।
তাম্বুল খাই, অলসে তনু ঢল ঢল,
শয়নে অঙ্গ অবগাই॥
নিজ নিজ কাজ, সমাপন সখীগণ,
ভোজন করি ঘর-মাহ।
রাইক মন্দিরে, গমন করল সবে,
হৃদয়ে উদিত ভেল নাহ॥
নিরমল রজনী, রজনীকর সমুদিত,
হেরি অতি চমকিত ভেল।
তৈছন বেশ, বনায়ত রাইক,
উতকণ্ঠিত ভৈ গেল॥
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
পহিরল শুক্ল সুবাস।
হিয়ে হীর-মোতিম-, হার অতি মনোহর,
কহতহি মাধব দাস॥

তথা রাগ।

মুরলী পাওল যব রাইক পাশ।
নাগর শেখর মনহিঁ উল্লাস॥
পুন সব সখী সহ করল পয়ান।
নাগরী কর ধরি নাগর কান॥
বন-দেবতী বনে কয়ল সুসাজ।
সেবয়ে সতত সকল ঋতুরাজ॥
নিতি নিতি নব নব শোভন হোয়।
কহ মাধব দুহুঁজন বন মোয়॥

বসন্ত।

সহচরীগণ করে ধরি পিচকারি।
কানু অঙ্গে দেই কুঙ্কুম-বারি॥

বহুবিধ গন্ধ-চূর্ণ করে নেল।
শ্যাম অঙ্গে সব সখীগণে দেল ॥
অনঙ্গ রঙ্গিম গাওত গীত।
বায়ত ডম্ফ কানু মনোনীত ॥
কত কত রাগ তর করয়ে আলাপ।
গন্ধহি দশ দিশ সকল বেয়াপ ॥
সুবল সখা লেই নাগর কান।
ঘুসৃণ চুরণ দেই সবহু নয়ান ॥
সুবদনী হেরইতে গোকুল-বীর।
মৃগমদে সিঞ্চই সকল শরীর ॥
ঐছন নিত্য নিত্য করয়ে বিলাস।
হেরি মাধব সুখসাগরে ভাস।

বিহাগড়া।

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
দুহু তনু সরস, পরশ রস পিবই,
কমলিনী মধুকররাজ ॥
সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর,
শিথিল কমল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে, রাই ভেল অদরশ,
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ ॥
সো ধনী চাঁদ, বয়ান কিয়ে হেরব,
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়ে, তাপ কিয়ে মিটব,
সোই করব কিয়ে কোল ॥
ঐছন কতহু, বিলপয়ে মাধব,
সহচরী দূরহি হাস।
অপরূপ প্রেমে, বিষাদিত অন্তর,
কহতহি মাধবদাস ॥

মঙ্গল।

বিপিনগমন দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি,
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া,
প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া,
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥

এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা করু দেবগণ।
কটিতট সুজঠর, রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর,
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী, রক্ষা করু বনমালী,
কণ্ঠ মুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জলে স্থলে গিরি বনে, রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশ দিকে দশ দিক্‌পাল।
যত শত্রু হউ মিত্র, রক্ষা করু সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল ॥
এই সব মন্ত্র পড়ি, প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি,
গোময়ের কোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয়, নন্দরাণী প্রেমময়,
বলয় মে হাতে সমর্পিল ॥

কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায়, চলিলা যাদব রায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গো-ক্ষুর-রেণু,
সুর নর হরষিত মন।
আগে আগে বৎসপাল, পাছে ধায় ব্রজ-বাল,
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি ধায় শ্যাম, দক্ষিণে সে বলরাম,
ব্রজ-বাসী হেরিয়া বিভোর ॥
নবীন রাখাল সব, আবা আবা কলরব,
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে, নানা রঙ্গে খেলা করে,
কত কত কৌতুক বিশেষ ॥
কেহ যায় বৃষছান্দে, কেহ কার চড়ে কান্ধে,
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে, কি শোভা যমুনা-কূলে,
রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥

ভাটিয়ারী।

সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল।
রাম কানাই দুই ভাই দুদিগে দাঁড়াইল॥
শ্রীদামে কানায়ে খেলা বলাই সুবলে।
এই মত আর সব শিশুগণে খেলে॥
কানাই হারিয়া কান্ধে কয়য়ে শ্রীদামে।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥
বংশীবটের তলে রাখিবারে যায়।
হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায়॥
শ্রীদাম কানাই কান্ধ হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়া নাচিতে লাগিল॥
এ দাস মাধব বলে অপরূপ নহে।
প্রেমের অধিক নাই সাধু লোকে কহে॥

ভূপালী।

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে,
জোরে শিঙ্গা বেণু বাজে
বরজে পড়িল ধাওয়া ধাই॥
চৌদিকে ব্রজ-বধূ, মঙ্গল গাওত,
মুরছিত কতহুঁ বয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু,
গগনে উঠিছে রেণু,
দ্বিজগণে করে বেদ গান॥
মুরহর হলধর, ধরাধরি করি কর,
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
বনাঞা বনাঞা কাছে, আনন্দে ময়ূর নাচে,
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, পাক কৈল বহুমত,
সুপাক্ত পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের কত কূপ, পর্ব্বত সমান স্তূপ,
অন্নকোটি করিলা সাজনি॥
নানা বাদ্য বাজে কত, নর্ত্তকী নাচয়ে শত,
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপ গোপীগণ, অলঙ্কৃত সব জন,
আনন্দে অবধি নাহি পায়॥
ধেনু বৎস সাজাইয়া, কত স্বর্ণ-মুদ্রা লৈয়া,
ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়।
মহা মহোৎসব রোল,কে কার শুনয়ে বোল,
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥

বরাড়ী।

মাধব মাধবী, কুঞ্জহি মাধব,
বিরচই মাধবী কেশ।
মাধবী-হার, বলয় কর-কঙ্কণ,
মাধবী-সুরচিত বেশ॥
দেখ সখি মাধবী-রঙ্গ।
যা কণ্ঠকুসুমকি, সুষমহি ভুলল,
মাধব মাধবী সঙ্গ॥
যো মধু-মদে উন- মত মধুকর বর,
অবিরত কয়ত ঝঙ্কার।
দ্বিজবর ঘনঘন, মঙ্গল-কলরব,
তরুবর ফল-ফুল-ভার॥
কুঙ্কুম চন্দন মৃগমদে লেপন,
করু রঙ্গিণীগণ অঙ্গ।
তনু তনু অতনু, সুতনু তনু উতপল,
মাধব হেরত রঙ্গ॥

মায়ূর।

চুয়া চন্দন, আগর গোরোচন,
লেখই দুহুঁ জন অঙ্গ।
কুসুম-শিঙ্গার, কুসুম সুকুমারীক,
করু সখী মাধব সঙ্গ॥
দেখ দেখ বিনোদ বিলাস।
শ্রীবৃন্দাবন, নিরুপম শোভন,
আনন্দে ফুল-ছলে হাস॥
কোকিল শবদে, গভীর গদগদ বর,
কপোত-শবদে সীতকার।
অঙ্গ পুলককুল, আসব ঝর ঝর,
অনু লোচনে জল-ধার॥
হেরিদুহুঁ সখী সঙ্গে, নিমগন ক্রীড়নে,
কত কত অতনু-বিলাস।

মাধব হেরি মন, আনন্দে ভুলল,
আপন সহচরী পাশ ॥

ধানশী।

চন্দন-চরচিত বিরচিত বেশ।
কুসুম বকুল মাল বান্ধল কেশ ॥
মাধবী কুঞ্জে রাই সখী সঙ্গ।
বিনোদ বিলাসে মগন শ্যাম-অঙ্গ ॥
কাঞ্চন-কেতকী চম্পক-দাম।
ধনী-অঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম।
নাগরী কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার।
নাগর-অঙ্গে রচত কত আর ॥
কুঙ্কুম চন্দন রাই-অঙ্গে দেল।
শ্যাম তনু মৃগমদে লেপন কেল ॥
ভানু তনু যৈছন মিলাওল বেশ।
কি কহব মাধব তাকর শেষ ॥

ধানশী।

গীরিষ সময় গৃহমাঝে।
যশোমতী হরিষ বাড়াই ॥
কহি সব গোকুল লোকে।
নিজ-সুতে করু অভিষেকে ॥
গিরীষ্ম পতন-ভয় লাগি।
বাসও কুসুম পরাগি ॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলস কলস ভরি পুর ॥
মলংজ কর্পূর মিশাই ॥
হেম কলসী কর লাই।
রতন বেদী নিরমাণ ॥
তঁহি আনওল কান ॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসীগণে আই ॥
শির পর ঢালও বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি ॥

ভাটিয়ারী।

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার।
ঘট ভরি শির পর দেই জলধার ॥
অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক।
চৌদিকে ব্রজ রমণীগণ দেখ ॥
কুসুম গুলাব কর্পূরযুত বারি।
ঘট ভরি দেওল শিরপর ঢারি ॥
সিনান সমাপি পরই পীতবাস।
সহচরগণ বেড়ল চৌপাশ ॥
বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি।
বেশ বানাওত আনন্দকেলি ॥
মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ।
বহুবিধ যুগুণ লেপয়ে বহু ছন্দ ॥
মলয়জ কর্পূর বাসিত ফুলহার।
পরায়ল কতহুঁ রতন অলঙ্কার ॥
হেরি যশোমতী তব আনন্দে ভাস।
মাধব দেখয়ে রাইক পাশ ॥

ধানশী।

পহিলহি সুবদনী পাক রচন করি,
ভোজন বহু উপহার।
সহচরী-সঙ্গে, গোপতে হেরি প্রিয় মুখ
আনন্দ-রস অপার ॥
যশোমতী-বচনহি গোরী।
রোহিণী কর পর, দেই বহু উপহার,
ভোজন করয়ে নন্দ-নন্দন থোরি ॥
কত পরিহাস, করয়ে সখীগণ,
কৌতুক করত পরকাশ।
ভোজন সমাধি, শয়ন করু পালঙ্কে,
তাম্বুলে করু মুখ বাস ॥
বহুবিধ শপতি, বচন কহি যশোমতী
ভোজন করাওল রাইয়ে।
ও রস সায়র, ঐছন নিতি নিতি,
মাধব অবধি না পাইয়ে ॥

শরদ সুধাকর কিয়ে মুখ শোভা।
কুঙ্কুম কাঞ্চন, বিজুরী-গোরোচন,
চম্পক হরণ বরণ মনোলোভা॥
দেখ দেখ রাধা-রূপ অপারা।
মদন-মোহন, বাহিতে অনুখণ,
লাবণী প্রেম-অমিয়া রস ধারা॥
শিরোপর কুসুম-খচিত বরবেণী।
লম্বিত হৃদিপর, মোতিমাল বর,
সুমেরু ভেদিয়া জনু বহত ত্রিবেণী॥
কনক-করভ-কর ভুজবর সাজে।
কেশরী ক্ষীণ কটী, মণি-কিঙ্কিণী তটী,
গজ গজরাজ মনোহর রাজে॥
থল কমল পদ শোভা॥
নখর মুকুর মণি- মঞ্জীর রণরণি,
মাধব নয়ন ভ্রমর চিত-ক্ষোভা॥

ভূপালী।

সহচর সঙ্গহি নাগর কান।
গোধন-দোহনে আওল বিহান॥
গোগণ মাঝে চলল যদু-বীর॥
ঘন হাম্বারবে গরজে গভীর॥
ধেনু-চরণে দেই ছান্দন ডোর।
দোহত গোরস নন্দ কিশোর॥
তনু তনু লাগল দুধক ধার।
মরকতে যৈছন মোতি বিথার॥
গাগরী ভরি ভরি ভার সাজাই।
ভার-বাহক দেহ গেহ পাঠাই॥
কো কহু গোধন-দোহন রঙ্গ।
খেলই পুন সব সহচর সঙ্গ॥
শিশুগণ যুঝত করে লই দণ্ড।
তবহি আনাওল সমরক খণ্ড॥
কত কত কৌতুক হেরই তথাই।
শ্রবণে সুবল কহে আওত রাই॥
শুনইতে সচকিত নাগর কান।
তাকর সঙ্গহি করল পয়ান॥

দুহুঁ জন পন্থ নেহারত ঠারি।
কহ মাধব হাম যাউঁ বলিহারি॥

বিভাষ।

প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী।
কৃষ্ণের জননী স্থানে মিলিলেন আসি॥
তাঁরে প্রণমিয়া রাণী আশিস্ লইয়া।
কৃষ্ণের শয়ন-ঘরে গমন করিলা॥
হেনকালে শ্রীদামাদি যত সখাগণে।
উঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি কর‌য়ে অঙ্গনে॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল রাণী কহে মৃদুবাণী।
উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুক জননী॥
বলরামের নীল বস্ত্র কেমনে পরিলা।
গেরুয়ার দাগ ভালে কেমনে লাগিলা॥
অসময়ে ফাগু অঙ্গে কেবা তোরে দিল।
হিয়ায় কণ্টক-দাগ কেমনে লাগিল॥
সদাই গহন বনে করহ ভ্রমণ।
এতেক কহিতে রাণীর ঝরে দুনয়ন॥
নিছনি যাইতে পুত্র উঠহ এখন।
কহয়ে মাধব উঠি বসিলা তখন॥

ধানশী।

বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি।
বাড়াওত দুহুঁ জন কৌতুক-কেলি॥
সখীগণে থির করি কহে পুন বাণী।
ঐছনে হারি জিত নাহি মানি॥
নিজ অঙ্গ পণ করি কহে পুনর্ব্বার।
হারি জিত তব্ করব বিচার।
এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই।
দশম পঞ্চ দান নিল রাই॥
সাতা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান।
তারু তবহুঁ অঙ্গ যাক যত দান॥
ঐছে বিচারি খেলহে দুহুঁ মেলি।
মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি॥

চৈতন্যদাস।

[বৈষ্ণব-সাহিত্যে অন্যূন পাঁচ ছয় জন চৈতন্যদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার (কাটোয়ার নিকটস্থ) চাকুন্দি গ্রাম নিবাসী চৈতন্যদাস প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। গুরুদত্ত নাম চৈতন্যদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইঁহার পুত্র। ভক্তিভাবে অধীর হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-রহস্য তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।]

শ্রীগান্ধার।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
পুন গিরিধারণ, পূরব লীলা ক্রম,
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥
শুদ্ধ ভক্তি গোবর্দ্ধন, পূজা কর জগজন,
এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ, কল্পতরুময় অঙ্গ,
পঞ্চরস ফল তাহে সাজে॥
পুলক-অঙ্কুর শোভা, অশ্রুজল মনোলোভা,
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।
নিজেন্দ্রিয়-উপচারে সেব সেই গিরিবরে,
প্রেম-মণি পাবে ইষ্টবর॥
দেখিয়া লোকের গতি, কলিযুগ-সুরপতি,
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরম-ঐরাবতে, কুমতি-ইন্দ্রাণী সাথে,
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥
কামমেঘ বরিষণে, ক্রোধবজ্র নিক্ষেপণে,
লোকের হইল বড় ডর।
লোভমোহ শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি খরবাতে,
ধৈর্য্য ধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥
জানিয়া জীবের ভয়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়,
উপায় চিন্তিলা মনে মনে।
ভক্তভাব-সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার,
ভক্তিগিরি করিলা ধারণে॥
তাহার আশ্রয়ে লোক, পাসরিল দুঃখ শোক,
কলিভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলি-দেবরাজ, পাঞা পরাভব লাজ,
স্তুতি করে চরণ-কমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হৈয়া,
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায়, তাহে মোর নাহি দায়,
এই সত্য করিল নিশ্চয়॥
প্রভু তারে দয়া কৈল, ধন্য কলি নাম থুইল,
অদ্যাপিহ ঘোষয়ে সংসার।
চৈতন্যদাসেতে বলে, গোবর্দ্ধন-লীলা-ছলে,
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥

তথা—রাগ।

যত গোপগণ, পূজে গোবর্দ্ধন,
না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান, কোপে কম্পমান,
সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে, কৃষ্ণনিন্দা করে,
অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপ-পুরী, মহাবৃষ্টি করি,
আজি ডুবাইব যাঞা॥
ডাকি মেঘগণে, যতেক পবনে,
আজ্ঞা দিলা সুর-পতি।
শিলা-বৃষ্টি করি, ভাঙ্গ ব্রজ-পুরী,
যাহ যাহ শীঘ্র গতি॥
আপনি তখনে, চড়িয়া বাহনে,
বজ্র হস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ, ছাইয়া গগন,
আইল গোকুল মাঝ॥
চতুর্দ্দিগে মেঘে, ধায় বায়ু-বেগে,
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে, বজ্রের ক্ষেপণে,
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার॥
প্রলয়ের হেন, বৃষ্টি-ধারা ঘন,
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।

হাহাকার করি, পথাপথ ছাড়ি,
ব্রজবাসী সব নড়ে ॥
পড়িয়া সঙ্কটে, কৃষ্ণের নিকটে,
আইলা গোকুলবাসী।
ধেনুগণ যত, যূথে যূথে কত,
দাঁড়াইল নিকটে আসি ॥
কৃষ্ণ মহামতি, গোকুলের পতি,
কর পরিত্রাণ বোলে।
চৈতন্যদাস, করি এই আশ,
এবার রাখ গোকুলে ॥

তথা রাগ।

নন্দ আদি গোপ-গোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্রে করে বল ॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিল গোবর্দ্ধন ॥
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সবারে ডাকেন আন জননী জনকে ॥
আইস আইস সবে শিশু বৎসগণ লৈয়া।
এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া ॥
গোপগণে বলে কৃষ্ণ শুন হে বচন।
হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন ॥
সকল গোকুল-পুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হৈতে রক্ষা তায় পাইবে সকলে ॥
কান্দিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে ॥
কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সবে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম ॥
চৈতন্য দাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি ॥

তথা রাগ।

হেনকালে সখী মেলে, রাই কনক গিরি,
আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাড়াঞা রূপের ভরে, ধরি সহচরী করে,
মুখ জিনি শশী ষোলকলা ॥
রাই নব সুমেরু সুঠাম।
স্মিত-সুরধুনী-ধারে, রসের ঝরণা ঝরে,
হেরি হেরি তৃপত নয়ান ॥
নব অনুরাগ বাড়ে, স্থির নাহি বান্ধে চিতে,
পাসরিলা নিজ মরিযাদ।
কাঁপে তনু থর হরে, পর্ব্বত তোলয়ে করে,
গোয়ালে গণিল পরমাদ ॥
লগুড় লইয়া করে, কেহ কেহ গিরি ধরে,
উদার ব্রজের গোপগণ।
ললিতা দেবী হাসি, দাঁড়াইলা আগে আসি,
রাইয়ের করিয়া অদর্শন।
ভাব সম্বরিয়া হরি, রাখিল গোকুলপুরী,
ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয়।
চৈতন্যদাসে বাণী, ত্রিভুবনে জয়-ধ্বনি,
গোবর্দ্ধন-লীলার সময় ॥

জয় জয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণধন ॥
পরিবার সহ ব্রজবাসী।
গর্ত্ত হৈতে উঠিলা হরষি ॥
সেই খানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন-গিরি ॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে ॥
কেহ কেহ করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ।
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদ-মুখ চুম্বয়ে চাপিয়া ॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী ॥
দেবরাজ পাঞা পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব ॥
নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া ॥
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায় ॥

মঙ্গল।

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা, ইন্দ্র বজ্র নিবারিয়া,
নন্দ আদি যত গোপগণ।

নানা উপহার লৈয়া, সকলে একত্র হৈয়া,
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥
সহস্র সহস্র জন, রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন,
এক ঠাঞি লৈয়া করে রাশি।
দধি-দুগ্ধ-সরোবর, রোটী-রাশি থরে থর,
হরিষে না খায় ব্রজ-বাসী॥

বিভাষ।

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত, ভাব শত শত,
সোণার বরণ গোরা-গায়॥
প্রেমে ঢর ঢর, অঙ্গ নিরমল,
পুলক-অঙ্কুর শোভা।
আর কি কহব, অশেষ অনুভব,
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
শুনি নিজ গুণ, নাম কীর্ত্তন,
বিভোর নটন বিভঙ্গ।
নদীয়া-পুর-লোক, পাসরিল দুখ শোক,
ভাসল প্রেম-তরঙ্গ॥
রতন বিতরণ, প্রেম-রস বরিখণ,
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে, আওল প্রেম-দানে,
মুঞি সে হইনু বঞ্চিত॥

ভুপালী।

গৌরাঙ্গ চন্দের মনে কি ভাব উঠিল।
পুরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব॥
ধবলী সাঙলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যদাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥

ভাটিয়ারি।

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ।
রামকৃষ্ণ-হাতে দিব গো-দোহন ভাণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভা-জন॥
যত্ন করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে।
আনাইলা নন্দঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে।
রাম কৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি।
আজি শুভ দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥
পুত্রহস্তে দেহ গোদোহন-ভাণ্ড আজ।
গোষ্ঠপূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়।
মহামহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥
চৈতন্যদাসের মনে পরম উল্লাস।
দেখিব নয়নে গাভী-দোহন বিলাস॥

জয়জয়ন্তী।

ডাকিয়া তখন, নিজ প্রজাগণ,
আজ্ঞা দিল ব্রজ-রাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার, নানা উপহার,
করহ গোষ্ঠের সাজ॥
শুনি গোপী যত, আনন্দিত চিত,
যৌতুক থালীতে ভরি।
নন্দের ভবনে, দিলা দরশনে,
দিব্য বাস ভূষা পরি॥
নন্দের গৃহিণী, যশোদা রোহিণী,
অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম, গন্ধ মনোরম,
দিলা রামকৃষ্ণ অঙ্গে॥
সুবাসিত জলে, ধান্য দূর্ব্বাদলে,
স্নান সমাপন করি।
পরিয়া বসন, মণি-আভরণ,
গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥
নন্দ মহামতি, মুনির সংহতি,
সভাসদগণে লৈয়া।

নানা বাদ্য বাজে, মঙ্গল সুসাজে,
গোষ্ঠে প্রবেশিলা যাত্রা ॥
যশোদা রোহিণী, গোপিনী সঙ্গিনী,
মঙ্গল দ্রব্য সহিতে।
নানা উপহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে ॥
দিব্য আলিপনে, অগোর চন্দনে,
স্থান কৈলা পরিষ্কার।
দিব্য চন্দ্রাতপ, নিবারি আতপ,
উপরে বান্ধিল তার ॥
স্থাপিল কদলী, জল ঘট ভরি,
সহিত আম্রের দল।
স্বর্ণ-পীঠোপরি, বসে রাম হরি,
হৈল মহা কোলাহল ॥
স্বর্ণ-সূত্রে করি, ছান্দনের ডুরি,
রত্নের দোহন-ভাণ্ড।
মুনি-আজ্ঞামতে, রামকৃষ্ণ হাতে,
আনন্দে দিলেন নন্দ ॥
বেদ পাঠ করি, ব্রাহ্মণ সকলি,
করে আশীর্ব্বাদ-ধ্বনি।
নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি যাচক,
শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি ॥
স্বর্গে সুরগণ, পুষ্প বরিষণ,
করিয়া সুখেতে ভাসে।
ত্রিভুবন ভরি, আনন্দ সবারি,
কহয়ে চৈতন্যদাসে ॥

তথা রাগ

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই।
ধবলী সাঙলী বৎস সহিত তথাই ॥
সুরভি সন্ততি সেই মহা দুগ্ধবতী।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী।
দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া ॥
দোহন করিলা গাভী আনন্দিত হৈয়া।
দোঁহাকার দুই ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল।
প্রথম দোহন-দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
চৈতন্যদাসেতে কহে গাভীর দোহন।
দেখি ব্রজ-বাসিগণের জুড়াইল মন ॥

তথা রাগ।

আইলা সকলে, নন্দের মহলে,
নন্দ আনন্দিত মন।
প্রথমে পূজিল, ব্রাহ্মণ সকল,
দিলেন অনেক ধন ॥
সুবর্ণ রজত, গাভী বৎস কত,
লক্ষাধিক পরিমাণ।
অলঙ্কার যত, দক্ষিণা সহিত,
ব্রাহ্মণে করয়ে দান ॥
নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি বাদক,
গোধনে তুষিল সবে।
নানা মিষ্ট অন্ন, করাইল ভোজন,
বিদায় করিলা তবে ॥
কৃষ্ণ বলরাম, সখাগণ বাম,
করিল ভোজন কেলি।
নন্দ যশোমতী, করিল আরতি,
গোপ গোপীগণ মেলি ॥
ধন্য ব্রজ-জন, ধন্য সে ব্রাহ্মণ,
ধন্য সে গোকুলপুর।
ধন্য গাভীগণ, যমুনা-পুলিন,
এ দাস চৈতন্য ফুর ॥

সুহই।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল ॥
কি করব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায় ॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ পুতলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সাগরে পড়িবে ॥
চৈতন্য দাসের সেই হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ না ভজি তেজিল ॥

লোচনদাস।

[লোচনদাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। "চৈতন্য মঙ্গল" প্রণয়ন করিয়া ইনি বৈষ্ণব সাহিত্যে অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। "চৈতন্য প্রেম বিলাস" ও "দুর্লভ সার" প্রভৃতি ইহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ৯৩০ সালে ইহার জন্ম হয়। ১০১৫ সালে তাঁহার তিরোভাব হয়। বৈদ্য বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম সদানন্দী। বর্দ্ধমান জেলার কো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়।]

তথা রাগ।

কি হৈল, কি হৈল সই, জ্বালার উপর জ্বালা।
পথে যাইতে, দেখা হইলে বসন টানে কালা॥
ভরম কৈনু সরম কৈনু বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা ধরে আমার হাতে॥
কালার সনে রসের কথায় মনে পাইনু সুখ।
গোপত কথা বেকত হৈল এই সে বড় দুখ॥
ছলবলকে চতুর বলি হেট মুড়াকে জপু।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেঁপু॥
লোচন বলে, আলো দিদি, গালি দিলা কেনে।
কালা বই রসিক নাই, এ তিন ভুবনে॥

তথা রাগ।

জীব না জীব না সই এ ছার পরাণ কার তরে।
এত পরমাদে সই, রাধার মনে আন নই,
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে॥
বন্ধুরে বিদরে হিয়া, একা নিশবদ হইয়া,
শুনিয়া রহিনু মুঞি দিনে।
স্বপনে বন্ধুর সনে, মনের কথাটি কই,
ননদী দাড়াএ্যা তাহা শুনে॥
ঘুমের আলসে ছুটি, আঁখি মেলিতে নারি,
কালা-রূপ যাঁহা তাঁহা দেখি।
আন বোল বলিতে, কানু বলিয়া ডাকি,
প্রতি বোলে তারা করে সাখী॥
কালা বিলাসের হার, কালা গলার কাঁঠি,
কাল সুতায় নিতি মালা গাঁথি।
লোচন বলয়ে অনু- রাগের বালাই রাই,
বন্ধুগণের লাগি বেথি॥

শ্রীরাগ।

(আজু) নিকুঞ্জবনে, শ্যামের সনে,
কিরূপ দেখিনু রাই।
কেমন বিধাতা, ঘটন মুরতি,
লখই নাহিক যাই।
সজল জলদ, কানুর বরণ,
চম্পক-বরণী রাই।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত,
ঐছন রহল ঠাঁই॥
কিয়ে অপরূপ, রাস-মণ্ডল,
রমণী-মণ্ডল-ঘটা।
মনমথ সনে, পায়ল চেতনে,
দেখিয়া ও অঙ্গ-ছটা॥
বদনে মধুর, হাস অধরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ।
কোন রসবতী, রসের আবেশে,
কুসুম-শয়নে অঙ্গ॥
নবীন মেঘের, নিবিড় আড়া,
তাহে বিজুরী যোই।
দাস লোচনের, রাই সরবস,
ও রস-আবেশে মোই॥

তুড়ী।

হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া,
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে,
চান্দের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ, কষিল কাঞ্চন,
রূপের নিছনি গোরা।

শচীর উদর, জলদে নিকসিল,
স্থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর, বদন উজোর,
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে,
ধায় মকরন্দ-লোভে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত,
নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেমগিরি,
এ লোচন মনোহর॥

তুড়ী।

এবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
অনায়াসে উদ্ধারিলা তোমরা দুই ভাই॥
লোচন মুঞি অধমেরে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥

বিভাষ।

শয়ন-মন্দিরে, গৌরাঙ্গসুন্দর,
উঠিল রজনী-শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া,
আইলা সুরধুনী-তীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চননগর-পথে॥
করিলা গমন, শুনি সব জন,
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেহো শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচন গায়॥

সিন্ধুড়া।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
শিরে মারে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর,, সোণার নূপুর,
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া,
জিতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিনু প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগদগি মন,
শচী না পাইলা দেখিবারে॥

কল্যাণী।

অমৃত মথিয়া কেবা, নুনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গারিল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ॥
অখণ্ড বিজুরী-ধারা, কেবা আউটিল গোরা,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো,
হেন বা সে গোরা-অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া,
কেনা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহুঁ, লহু লহু কথাখানি,
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো,
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত্ত নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥

সকল-পূর্ণিমা-চাঁদে, আকুল হইয়া কান্দে,
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায়, জগ আলো কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে।
এমন বিনোদিয়া, কোথায় দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া আকুল গো,
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার, বিশাল হৃদয়খানি,
কেনা গড়াইল রঙ দিয়া।
মদন বাটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো,
বিনি ভাবে মু মনু কান্দিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ও রূপস্বরূপা যত, কুলের কামিনী ছিল,
দুহাত করিতে চায় পাখা॥
রঙ্গের মন্দির খানি, নানা রতন দিয়া,
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা, ভাবে অভিলাষি গো,
মদন-বেদন ভাবি কান্দে॥
নাচায় আঁখির কোণে, সদাই সবার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি, মুখের লালস গো,
আলসল জর জর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটাইয়া কান্দে, কেহ থির নাহি বান্ধে,
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওয়ে ধাওয়ে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু, দেবনে সকল বাউ,
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥
নদীয়া নগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখ-বিধু,
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে গুণে রাত্রি দিবা,
গোরা-রূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল ভুবনপতি, ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি,
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো,
এই গোরা-তনু তার সাখী॥
দেখ রে দেখ রে লোক, প্রেমা অপরূপ,
ত্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া।
আকিঞ্চন সনে, কি নাহ কি ধন মাগে,
কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেম-রসালয়,
ভাজি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচনদাস গায়॥

শিবরামদাস।

[ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম দাসের নিকট ইনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। "ভক্তি রত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাঁর সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।]

সিন্ধুড়া।

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব॥
অনুক্ষণ হিয়া মোর শ্যাম অনুরাগী।
ছাড়িতে কহিবে যে সে হবে বধের ভাগী॥
শ্যাম সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা।
মজিল আমার মন সোণায় সোহাগা॥
শিবরাম দাসে বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যাম-রূপের মাধুরী॥

গান্ধার

একি পরমাদ আই।
লোকের বদনে, শুনি যা শ্রবণে,
তাহাই দেখিতে পাই॥
তোমার আমার, বাপের কুলেতে,
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি, কানু কানু করি,
সদাই জপহ রাই॥
কানু নাম শুনি, চমকি উঠহ,
পুলক তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি, ছল ছল আঁখি,
বেকত এ সব দেখি।
আমি ননদিনী, সব রস জানি,
পসারের চৌপিঠ।
কহে শিবরাম, বুঝিনু কথায়,
তুমি সে বড়ই ঢীট॥

বরাড়ী।

ননদিনি লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে, পিরীতি করিত,
শপতি তোমার মাথা॥
নিজ পতি বিনে, অন্য নাহি জানি,
সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে যাই রাখালে ভজিব,
যাহার বরণ কাল॥
মণি মুকুতার, আভরণ নাহি,
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে,
তাহে কি রমণী ভুলে॥
রাঙ্গা নৈয়া যারে, দেখিতে না পারে,
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম, রাধার কলঙ্ক,
মিছাই করিলা তোরা॥

জয়জয়ন্তী।

বৃষভানু-কুমারী নন্দকুমার।
হোরিক রঙ্গে, অঙ্গে অরুণাম্বর,
মন আনন্দ অপার॥
থো দ্রিমি দ্রিমিথো, তথৈ তথৈ তৎ,
তা থো থো বোল মৃদঙ্গ।
কন কন কন ধ্বনি, বীণ নাদ শুনি,
স্বরমণ্ডল-স্বরে মুরছে অনঙ্গ॥
চঞ্চল চরণ, খঞ্জন গতি ভঙ্গিম,
ঝননই মঞ্জীর বোলে।
ঝম ঝম ঝুমরি, ঝুমরি ঝুমরাম্বই,
বাওয়ে ডম্ফ উতরোলে॥
অরুণ মেঘের কাছে, অরুণ চন্দ্র নাচে,
নখতর অরুণ আকাশে॥
অরুণ কোকিল গায়, অরুণ ময়ূর ধায়,
ইহ শিবরাম রস ভাসে॥

মায়ূর।

রঙ্গে হো হো হোরি।
খেলত নওল কিশোরী॥
বাজত তাল, রবাব পাখোয়াজ
সখীগণ ঘন করতালি।

কুসুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন,
বরিখল জনু পিচকারি ॥
দুহুঁ দুহুঁ খেলন, সমর প্রবন্ধহি,
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু ভোরি।
জিতনু জিতনু ঘন, দুহুঁ জন পরজন,
সখীগণ ভণ রব জোরি ॥
ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত, বদন দুহুঁ নিরীক্ষণ,
যৈছন চাঁদ চকোরী।
তহি শিবরাম, দাস-মন আনন্দে,
হেরি হাসে থোরি থোরি ॥

বসন্ত—তুড়ী।

হোরি হো রঙ্গে মাতি।
আবিরে অরুণ গোরী শ্যামক কাঁতি ॥
নিপতিত যন্ত্রে, সুরঙ্গিম কুঙ্কুম,
চুয়া চন্দন কেশর সাথী ॥
চৌদিকে আবির, উড়ায়ত ব্রজ-বধূ,
অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিনরাতি ॥
বীণ উপাঙ্গ, মুরজ স্বরমণ্ডল,
ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি।
কোই মায়ূর, সুরট কোই সারঙ্গ,
কোই বসন্ত গাওয়ে স্বর-জাতি ॥
নাচত ময়ূর, ঘোর ঘন কোকিল,
রোল বোলে মত্ত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম, মনোহর খেলন,
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি ॥

কামোদ।

নিকুঞ্জ-মন্দিরে, শেজ বিছাইয়া,
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোল, সে তনু ঝাঁপল,
পবনে না রহে সেহ ॥
সুকুমারী কতনা সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত, তুল পরিযঙ্ক,
তেজিয়া সে সব সুখ ॥
অকপট কানু, পিরীতি লাগিয়া,
আয়েত সঙ্কেত গেহ।
কোন কলাবতী, সঙ্গে বিলসয়ে,
তেজিয়া এ হেন লেহ ॥
এ ঘর বাহির, করিতে কতই,
চমকিত হৈয়া চাহে।
ঘন বসি উঠে, দেখি প্রাণ ফাটে,
শিবরাম দাস কহে ॥

তথা রাগ।

নন্দরাণি গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়া দিব,
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় ॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥
সকলে আনিব ধেনু, বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু,
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুলে উতপত্তি, গোধন চারণ বৃত্তি,
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে ॥
শুনিয়া বলাই-কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে, রাণী ভাসে প্রেম-জলে,
হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥

কেদার।

উথলই কালিন্দী-নীর।
তাহে অতি সুখময় ধীর সমীর ॥
শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
তরুণ কলপ-তরু মণ্ডলী সাজ ॥
তাহে বনি রতন হিণ্ডোর।
পরিমলে ভ্রমরা ভ্রমরীগণ ভোর ॥
বিবিধ কুসুম শোহে তায়।
মৃদু মৃদু মলয় পবন বহু বায়।
ঝুলে বিনোদিনী বিনোদিয়া।
ঝুলায়ত সখী দুহুঁ বদন চাহিয়া।
চান্দনী রজনী উজোর।
পিবত অমিয়া রস ভুখিল চকোর ॥

কোই নাচই ম:নারঙ্গে।
বীণা রবাব বাজায়ে মৃদঙ্গে॥
কতহুঁ প্রবন্ধ সুতান।
কত কত রাগ মেলি কর গান॥
আনন্দকো করু ওর।
হেরি শিবরাম বহু ভোর॥

তুড়ী।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ, সুনন্দ নন্দন-নন্দ,
সবে মেলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
যশোধর যশোদেব, সুদেবাদি গোপ সব,
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে॥
নাচে রে নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ,
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥
খেণে নাচে খেণে গায়, সুতিকা গৃহেতে ধায়,
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালয়ে অবনী পরে,
কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে, আওল ধীরে ধীরে,
নন্দের জননী নাচে বর্ষীয়সী বুড়ি রে।
যত বৃদ্ধ গোপনারী, জয়কার ধ্বনি করি,
আশীস করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥
নর্ত্তক বাদক কত, নাচে গায় শত শত,
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

ঝুমর।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লাঠি কান্দে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

ভথা রাগ।

ঐছন শুনইতে মৃগধিনী রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত-বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণ কহতহি প্রিয়তর ভাষ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
হামারি শপতি তোহে যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগম লাগি এত দুখ।
পুন মিলনে কত পাওবি সুখ॥
ঐছে বচন শুনি কহে মৃদুহাসি।
শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি॥

জয়জয়ন্তী।

মাহ শাঙন, বরিখে ঘন ঘন,
দুহুঁ ঝুলে কুঞ্জক মাঝ।
বনি ফুল-মালা, বিরচিত দোলা,
দুহুঁ বিচ নটবর রাজ॥
গগনে গরজনি, দমকে দামিনী,
দুহুঁ গাওয়ে বহুবিধ তান।
রবাব বীণা, কচ্ছপী নাদুহুঁ,
করহি কর ধরু মান॥
সঙ্গে সঙ্গিনী, সবহুঁ রঙ্গিণী,
দুহুঁ গান-পণ্ডিত শূর।
কৌ কনেড়া, কেদারা কোড়া,
দুহুঁ রঙ্গ-সাগরে বুর॥
অম্বু মেঘ দামিনী, রূপ লাবণী,
ঝুলত রাধা কান।
শুক সারী ময়ূর, চকোর বোলত,
শিবরাম দুহুঁ গুণ গান॥

মোহন দাস।

[ইনি গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। দশম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।]

ভূপালী।

কানুক শেষ দশা শুনি রাই।
কাতর বদনে সখী-মুখ চাই॥
ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই।
আনন্দ নিমগন বেশ বনাই॥
সুখময় কুঞ্জহি করল পয়ান।
পন্থহি কতবিধ করু অনুমান॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত।
না জানি রভসরস পহিল পিরীত॥
ঐছন ভাবিতে মিলল আয়।
ধাই কহল দোতী নাগর পায়॥
দূর কর বিরহ আওল ধনি রাই।
চমকি উঠল জনু জীবন পাই॥
আনন্দে আগুসরি আওল কান।
কুঞ্জ মাঝে সবে করল পয়ান॥
সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই।
সহচরী আঁচর ধরি তহিঁ রহই॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দূরহি দুহুঁক গুণ গান॥

কামোদ।

একদিন সুন্দরী, রাই সুনাগরী,
সব সহচরীগণ সঙ্গ।
শ্রীবৃন্দাবনে, কুঞ্জ-নিকেতনে,
বৈঠল কৌতুক-রঙ্গ॥
তহিঁ পুন ভগবতী, পৌর্ণমাসী দেবী,
ব্রজ-বনদেবীকি সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি,
আওল উলসিত গতি॥
কত শত ঘট ভরি, বারি সুবাসিত,
তাহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস, কুঙ্কুম চন্দন,
কুসুম-হার সুললিত॥
বাস ভূষণ উপ- হার রসায়ন,
আনল কত পরকার।
রতন-বেদী পর, বৈঠল শশি-মুখী,
সখীগণ দেই জয়কার॥
শ্রীবৃন্দাবন, ভূমীশ্বরী করি,
ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিগে জয় জয়, মঙ্গল-কলরব,
আনন্দে মোহন দেখ॥

বেলোয়ার।

বীণা উপাঙ্গ ডম্ফ কত বাজত,
মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিগে সহচরী, জয় জয় রব করি,
নাচত গাওত পরম রসাল॥
দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।
কনক মুকুর তনু, বদন-চাঁদ জনু,
নীরে নিরমল ঝলকে পরতেক।
ভগবতী কতহুঁ, যতন করি রাইক,
শির'পরি ঢালই বাসিত বারি।
সুমেরু শিখরে জনু, শত-মুখী সুরধুনী,
বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি॥
কুঞ্চিত কুন্তল- বাহি পড়য়ে জল,
চামরে মোতিম ঢরকে জনু।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলয়ে,
আনন্দে মোহন অবশ তনু॥

তথা রাগ।

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ।
পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল।
যাহাঁ যেই শোভন পহিরণ কেল॥

মণি-মন্দির মাহা আওল রাই।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল যাই॥
নব ফুলমালা দেওল বনদেবী।
ঐছন চন্দনে বহু মত সেবি॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম।
ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম।
মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ।
চিত্রা বিচিত্র দণ্ড করু হাত॥
চম্পকলতিকা চামর করু গায়।
শশি-কলা শশী-সম বীজন বায়॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল।
আরতি করি নিরমঞ্ছন কৈল॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়।
মোহন দূরহি নেহারই তায়॥

বৈষ্ণব দাস।

[ইহার নিবাস টেঞা (বৈদ্যপুর)। জাতিতে বৈদ্য। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ "পদকল্পতরু" ইনিই সঙ্কলন করেন। "রূপ মঞ্জরী" নামে ইহার আর এক খানি গ্রন্থ আছে।

সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ-রাম-তত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল সর্প-বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে,
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, ধন-ব্যয় করে সবে,
নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পুজে মদ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে,
এই মতে হৈল সর্ব্ব দেশ॥
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার,
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবের করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

সিন্ধুড়া।

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনী-মণ্ডল সাজে,
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুখ তাপত্রয়, যার নামে শান্ত হয়,
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্য দ্বিজরায়,
লাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি, কৃষ্ণ-পূজা করে নীতি,
ভক্তি-হীন দেখিয়া অবনী॥
কলি-হত জীব দেখি, মনোদুঃখ পায় অতি,
ভক্তে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে, লাভাদেবী গর্ভ মাঝে,
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুভক্ষণে, শুক্লা সপ্তমী দিনে,
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি,
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগ-জনে, আনন্দ পাইল মনে,
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে, উদ্ধার হইবে হেলে,
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥

কল্যাণ।

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত,
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম,
বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,
বদন-কমল-শোভা।

আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত,
জগ-জন-মন-লোভা ॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর,
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
জিতি কত বিধুমণি ॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে,
এই করে অনুভবে ॥
যত পুরনারী, শিশু-মুখ হেরি,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুন গিয়া,
নিরখয়ে অনিমিখে ॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে,
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য-সীমা, কি দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদ গদ ভাষা।
জগত তারণ, বুঝল কারণ,
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥

ধানশী।

ঝুলনা হইতে, নামিলা-তুরিতে,
রসবতী রস রাজ।
রতন-আসনে, বসিলা যতনে,
রতন-মন্দির মাঝ।
সুচামর লেই, বীজন বীজই,
সেবা-পরায়ণ সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে,
বসনে মোছাঞা দেখি ॥
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই,
ধরি দুহুঁ সনমুখে।
সখীগণ সনে, কতহুঁ কৌতুকে,
ভোজন করিল সুখে ॥
তাম্বূল সাজাঞা, কোন সখী লৈয়া,
দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ-বদনে,
নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুসুম তলপে, অলপে অলপে,
বসিয়া রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত,
হেরিয়া মোহিত কাম ॥
দেখি সখীগণে, কতহুঁ যতনে,
শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে,
এ দাস বৈষ্ণবে যায় ॥

সুহই।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায় ॥
অপরূপ রথের সাজনী।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি ॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজগণ লৈয়া এক করি ॥
মাল্য চন্দন সবে নিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গৌর রায় ॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি ॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি ॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥
মুকুন্দ স্বরূপ রাম রায়।
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ ॥
বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিতাদি করি ॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।
ইহা সবার গানেতে উল্লাস ॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কত দূর করিল গমনে ॥
এ সবার পদ-রেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণবের দাস ॥

[দুই তিন জন জগদানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন পণ্ডিত জগদানন্দ আর একজন ঠাকুর জগদানন্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত জগদানন্দ ঠাকুর ১১০৫ সাল হইতে ১১১৫ সালের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি "দামিনীদাম" ও গৌর কলেবর" এই দুইটী গ্রন্থ রচনা করেন। "ভাষা শব্দার্ণব" নামে ইঁহার আর এক খানি কাব্য গ্রন্থ আছে। ইনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।]

তথা রাগ।

গৌর-কলেবর, মৌলি মনোহর,
চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু হেম-মহীধর-, শিখরে চামর,
দেই উর পর ডারি ॥
পীন উরু উপ- নীত কুত উপ-,
বীত শিতিম রঙ্গ।
(জনু) কনয় ভূধর, বেড়ি বিলসই,
সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গ ॥
আধ অম্বর, আধ সম্বর,
আধ অঙ্গ সুগৌর।
(জনু) জলদ সঙ্গে অতি, বাল রবি-ছবি,
নিকসে অধিক উজোর ॥
জগদানন্দ, পহুক পদ-নখ,
লখই ঐছন ছন্দ।
জনু মীন-কেতন, করু নিরমঞ্ছন,
চরণে দেই দশ চন্দ্র ॥

তথা রাগ।

দামিনী-দাম, দশন রুচি দরশনে,
দূরে গেও দরপক দাপ।
শোন কুসুম তাহে, কোন গণিয়ে রে,
প্রাতর অরুণ সন্তাপ ॥
গোরা রূপের যাই বলিহারি।
হেরি সুধাকর, মুরছি চরণ তলে,
পড়ি দশ-নখ-রূপ ধারী ॥
সুবরণ বরণ, হেরি নিজ কুবরণ,
মানি আপন মনস্তাপে।
নিজ-তনু জারি, তসম সম করইতে,
পৈঠল অনল সন্তাপে।
যো সম বিধিক, অধিক নাহি অনুভবি,
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহ, পহুক তুলনা পহু,
নিরুপম গৌরকিশোর ॥

বালা ধানশী।

নিজ অপরাধ, মানি যব মাধব,
কোরে আগোরত ধাব।
সরস বিরস মতী, ইঙ্গিতে রসবতী,
অসমতি সমতি বুঝাব ॥
দেখ সখি রাই কি করয়ে নৈরাশে।
মাল-জলদ সঙ্গে, নিকসয়ে মুখশশী,
কানুক দীঘল নিশাসে।
কনকাচল-রুচ, উচ কুচ চুচুক,
সরসহি পরশিতে নহে।
মানক শেষ, লেশ-রস-সূচক,
আধ মুদিত দিঠি চাহ ॥
অধর সুধারস, পিবইতে যব ধনী,
বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দন ভণ, তবহি সফল করু,
হরি মন মনসিজ বাধা ॥

ভৈরবী।

অকরুণ পুন বাল অরুণ,
উদিত মুদিত কুমুদ বন,
চমকি চুম্বি চকরী পহু,
মিনীক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী থোর,
ঘুঘু ঘন বোলত ঘোর,
গতি যামিনী জিত দামিনী,
কামিনী-কুল লাজে ॥
কুহরত হত-শোক কোক,
জাগর-অবশ দুহুঁ লোক,

শুক সারীক পিক কাকলী,
নিধুবন তরু গুঞ্জে।
গলিত ললিত বসন সঙে,
মণিযুত-বেণী ফণী বিরাজে
উচ কোরক কম্বু চোরক
কুচ জোরক মাঝে॥
বিমল তড়িত জড়িত ভাতি
দোহে সুখে রহল মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর
পর-ি:দর শেজে।
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী
ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী
কুচ নালিশ ভুজ বালিশ
আলিস নাহি তেজে॥
টুটল কিয়ে ঘুন ধনুগুণ
কিয়ে রতি-রণে ভেল তুণ শূন
সমর মাঝ পড়ল লাজ
রতি-পতি ভয় ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতী-বৃন্দ
গুণগণ গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস
রসবতী রসরাজে॥

বিভাষ।

উদিতারুণ, হসিত নলিন,
মুদিত কুমুদ চান্দ মলিন।
হত সারক, দুখ দায়ক,
রতি দায়ক ভাগে॥
শুতল খল, জলরুহ দল,
তড়িত জড়িত জলধর তুল।
মুখ ঝামর, ধনি শ্যামর,
নিশি প্রাতর ভাগে॥
বিগত বসন, ভূষণ সাজ,
অচেতনে রহু নিলজ রাজ।
গিরি ধারিম, বহু গারিম,
বহু কারিম লাগে।
বদন জিতল, শারদ ইন্দু,
ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু॥
নিশি জাগরি, রস সাগরি,
বর নাগরী আগে॥
কুকরত শুক, সারিক বহু,
কোকিল কুল কুহরই মুহু।
দেখ ভাবিনি, :গজ গামিনী,
নহি কামিনী জাগে॥
কহ সহচরি, শ্রবণ ভর,
পরি হরি ধনি হরিক কোর।
কি এ দোষব, তব তোষব,
যব রোখা রাগে॥
কি হেরসি হাসি, শয়ন রঙ্গ,
রব নিরমল কুল কলঙ্ক।
যশ ধামিনী, রুচি দামিনী,
কুল-কামিনী লাগে॥
সাজি কবরি, ভূষণ বাস,
জগদানন্দ নবীন দাস।
কয়ু চেতন, শুনি কেতন,
চলু বেতন মাগে॥

তথা—রাগ।

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের ভালসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্নদেখি,
কান্দি কান্দি কহেন বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাবভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাহায়ে দেখিয়া॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বই না দেখি নয়ানে।
তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।

তাহে তিয়পিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনি, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥

যথা রাগ।

নিরখিতে ভরমে, মরমে মঝু পৈঠল,
যবসঞে গৌর কিশোর।
তবসঞে কোন কি, করি কাঁহা আছিএ,
অনুভবি নহ পুন ঠোর ॥
কহল শপথ করি তোয়
দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে,
চৌর সদৃশ ভেল মোয় ॥
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ,
স্মৃতি-পথ-গত মুখ-চন্দ্র।
কর ধরি কতএ, যতন করি রাখব,
অবিরত বিধি নিরবন্ধ ॥
ধৈরয আদি, পহিল দূর ভাগল,
হেতু কি বুঝিএ না পারি।
জগদানন্দ সব, অব সমুঝাঅব,
রহ দিন দুই তিন চারি ॥

যথা রাগ।

ইন্দীবর বর, গরভ গরব হর,
রুচির কলেবর কাঁতি।
চাঁচর চিকুর, চূড়াপরি চঞ্চল,
মোর শিখণ্ডকে পাঁতি ॥
জয় জয় জয় বৃন্দাবন-চন্দ।
কুসুমতী ভূষিত, নয়ন মধুপাবলী,
চুম্বিত মুখ অরবিন্দ ॥
উমলিত অলীক, সঝম্পিত চুম্বনে,
কম্পই লম্বিত মাল ॥
অধর সুধাকণ, মিলিত সমীরণে,
বাওই বেণু রসাল ॥
ভাবিনী ভরম, ভরম-ভয়-ভঞ্জন,
ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ চিতে, নিতি নিতি বিহরতু
ঐ ছন ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

যথা রাগ।

করুণা বরুণ, নয়ন অরুণারুণ,
তনু জনু তরুণ তমাল।
মারুত মিলিত, চলিত অলকাবলী,
কবলিত সুললিত ভাল ॥
জয় জয় নটবর নাগর কাণ।
যুবতীক হৃদয়, পয়োনিধি উছলই,
হেরইতে চান্দ বদন ॥
চৌদিশে চঙকি, চঙকি করু চুম্বন,
চঞ্চরিচয় বনমাল।
পীত বসন ছলে, কেলী করত ঝাঁপ,
কটিতটে বিজুরী রসাল ॥
যাহে হেরি হরিণী, নয়ানী হরুচেতন,
হুঁকরি তেজই নিশাস।
জগদানন্দ মূঢ়, মুরুখ তছু গুণ,
বরণিতে করতহি আশ ॥

শ্রীরাগ।

মুখ কিয়ে কমল, কমল নহ কিয়ে মুখ,
মুখ নহ কমল বা হোয়।
মন মাহা পরম, ভরম উপজায়তে,
বুঝইতে সংশয় মোয় ॥
মাইরি সুরধুনীতীরে নেহারি।
বায়ত অলখিত, করত গতাগতি,
লোচন মধুপি গোঙারি ॥
সুমরণে যাক, শিথিল নীবিবন্ধন,
হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে তাক, ধিরয ধরু কো ধনী,
পড়ুক কুলবতী কুলে লাজ ॥
হৃদয় রতন, পরিযঙ্ক উপরে চড়ি,
বৈঠি সতত করু কেলি।
জগদানন্দ ভণ, এত দিনে দারুণ,
দ্বিজকুল গৌরব গেলি ॥

ধানশী।

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধুনীতীরে দুহুঁ নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ার সাধ লাগে হেন।
নয়ন অঞ্জন করি সদা রাখিবেন॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরা প্রেম কথা।
শোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥

শ্রীরাগ।

চাঁদ নিঙাড়ি কেবা, অমিয়া ছানল রে,
তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ, সিন্দূরে মাজল,
হেরইতে কতই সুখ॥
ভূতলে কি উদল চাঁদ।
মদন বেয়াধকি, নারী হরিণীধরা,
পাতল নদীয়ামে ফাঁদ॥
গেও মঝু ধরম, গেও মঝু সরম,
গেও মঝু কুল শীল মান।
গেও মঝু লাজ ভয়, গুরু গঞ্জনা চায়,
গোরা বিনা অথির পরাণ॥
গৌর পিরীতে হম, কেবল গরবিত,
কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া লেহ,
মরি যাঙ লইয়া বালাই॥

শ্রীরাগ।

সহজই মধুর মধুর যছু, মাধুরী ত্রিভুবন,
জন-মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ, চলাচল জগভরি,
সবহুঁ বিমোহনকারী॥
মাইরি অপরূপ গোরাতনু কাঁতি।
নিরখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী,
চঞ্চল চপল খেয়াতী॥
হারকি ছলকিয়ে, তাকর বিলসই,
উরপরিযঙ্কে নিহারি।
গগনহি ভগন, রমণ নিজ পরিজন,
গণি গণি অন্তর কারী॥
যাহা হোর সুরপুর, নারী নয়ন ভরি,
বারি ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ, তাহাকি থিরয ধর,
দ্বিজবর কুলজ কুমারী॥

কৃষ্ণকান্ত।

[ইনি একজন বৈষ্ণব কবি। ইঁহার রচিত পদাবলী অতি প্রাঞ্জল ও ভাবমূলক। এই নামের দুইজন পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।]

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কনক ধরাধর-মদ-হর দেহ।
মদন পরাভব সুবরণ গেহ॥
হের দেখ অপরূপ গৌর কিশোর।
কৈছনে ভাব নহত কিছু ওর॥
ঘন পুলকাবলি দিঠি জল-ধার।
উরধ নেহারি রচই ফুতকার॥
নিরুপম নিরঞ্জন-রাস-বিলাস।
অচল সুসঙ্কর পদ পদ ভাষ॥
কিয়ে বর মাধুরী বাঁশী নিসান।
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ-কাণ॥
সদন তেজি তব চলত একান্ত।
মিলব অব জানি কিয়ে কৃষ্ণকান্ত॥

তথা রাগ।

মানস-সুরধুনী নিকট নীপ তরু,
কুসুমিত-কানন সাজ।
মাদন- পহি, প্রকট বলা তরু,
সুষমিত ভূধর-রাজ॥

তাঁহা বিরাজিত শ্যামরচন্দ।
নারীগণ সঙ্গে, অবহু মিলু ধনী,
নিভৃত-রায়-অনুবন্ধ ॥
ইহ রস-লালসে অথির সুমানস,
মধুর বাজাওত বাঁশী।
চঞ্চল-দৃগঞ্চলে ঐছে নেহারলি,
কুলজাগণ-কুল নাশি ॥
কত অনুভাবহি, অন্তর বিভাবিত,
ওতহিঁ মনোহর হাস।
ঐছন রূপ লাগি, কৈছে সুরঙ্গিনী,
ধাই না মিলু তছু পাশ ॥
অন্তর সুমাধুরী, বাক জাগু হরি,
তাহে কি বিধিনি বিচার।
লোলিত নিরন্তর, কৃষ্ণকান্ত-অন্তর,
মিলব কি ধনীক সঞ্চার ॥

এতদ্রূপানুরাগ-দশায়াং স্বসখীং প্রতি

শ্রীরাধাহ।

তথা রাগ।

সহচরী সঙ্গে পন্থে হাম যাতি।
তব হরি হেরলু মনোহর ভাতি ॥
কো জানে কৈছন মঝু হিয়া চায়।
আপক প্রদক্ষিণ পাণি উঠায় ॥
আজু নেহারলু যৈছন কান।
কৈছন সঙ্কেত না বুঝল হাম ॥
সো হেন রূপ সো বৈদগধী-রঙ্গ।
মনহি লাগি অথির করু অঙ্গ ॥
অব সখি শুনহ রেণুক গান।
গোবর্দ্ধন কর ইহ অনুমান ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ ইথে কি বিচার।
হরি রহু তাহিঁ রচহ অভিসার ॥

তথা রাগ।

নিরূপিত বাতহি, অতি উলসিত,
গাতে না ধরই আনন্দ।
অন্তরে সঙ্কল্প, যৈছন মনোরথ,
তৈছে রচহ পরবন্ধ ॥
সখিহে আজি শুনিরজন কান।
রঙ্গিণী সবহুঁ, মেলি অব সাজহ,
ঐছন রস সুবিধান ॥
চান্দনী রাতি, ছান্দনে সব বিভূষণ,
দূষণ অনু নহ কোই।
বাদন-যন্ত্র, স্বতন্ত্র লেই চল,
রাস রভস যখি হোই ॥
যব হাসি রাই, শুভাখি রচল ইহ,
বিকসিত ভাব-কদম্ব।
কিয়ে কৃষ্ণকান্ত, নিতান্ত সুখ-সম্পদ,
মিলব কব অবিলম্ব ॥

তথা রাগ।

কেশ পসারি, সোঙরি মন হরি হরি,
ঘর সঙ্গে ভেলি বাহার।
রস ভরে দিগ, বিদিগ নাহি হেরই,
তাহে কি বিধিনি বিচার ॥
দেখ সখি রাই চলি অতি রঙ্গে।
মদন-সুমোহন, লোভন ছন্দন,
ঐছে সুরঙ্গিনী সঙ্গে ॥
কত অভিলাষে, বিলাসক যোগহি,
বদনে নিরন্তর হাস।
সাজহি যৈছন, বিধুবর উদয়ক,
পূরবহি কুমুদিনী হোত বিকাস ॥
ঘন-দল-মাল, বিশাল তমাল হেরি,
তরখি তরখি রহি যায়।
সরস-দৃগঞ্চলে, পুনহি বিলোকই
ইহ নহ কানু সখী সমুঝায় ॥
আগে নিরখহ, মানস-সুরধুন
ওহি পূরাব তহি আশ।
নিকটে ধরাধর, সুখদ পরাপ,
যহি মনমোহন পরম নিবাস ॥
শুনি সখী-বাণী, সুমানি সুরাগিণী
বেগে ততহি চলি যায়।
যে রস-তৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত সম্বোধঃ
এহি এহি বরভায় ॥

তথা রাগ।

সমুখে সুনাগর হেরি রহ রাধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখ-শশী আধা॥
ও বর-নাগর বিধু-মুখ হের।
লোল দৃগঞ্চল ওছু পর দেল॥
বিহসি সুধামুখী শশি-মুখ চাই।
থোরহি দূরে রহল ঠমকাই॥
আজুক অপরূপ মিলন-অঙ্গ।
পহিলহি দরশনে উপজল রঙ্গ॥
অতিহুঁ ভিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনী কিছুই না জান॥
অঙ্গহি অঙ্গ পরশ-রসে ভোর।
সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর॥
সহচরী মুখ সবহুঁ সুখে চায়।
কৃষ্ণকান্ত-নয়নে শীধু সম ভায়॥

তথা রাগ।

কৈছে সুরঙ্গিণি করলি পয়ান।
যৈছন মোহন মুরলী বাজান॥
কৈছনে জানলি হাম ইহ ঠাম।
অব তুহুঁ নহ কিয়ে অন্তরধাম॥
বেশ পাসরলি কৈছন রঙ্গে।
মনহি মনোভব যৈছে তরঙ্গে॥
তেঞি বুঝি মঝু পুরবি আশ।
কোন সুরঙ্গিণী হোত উদাস॥
তব অব বিচারহ নটন-বিলাস।
কামিনী করু কিয়ে আগে নিকাশ॥
ঐছন নাগরী-নাগর-ভাষ।
সহচরী-শ্রবণহি অমিয়া-প্রকাশ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ শুন সখী-বৃন্দ।
আগে ধ্বনিত কর তাল মৃদঙ্গ॥

তথা রাগ।

রাস-রঙ্গ-থল, পরম সুশীতল,
সহচরীগণ তহিঁ ঘেরি।
দুহুঁ-মুখ চাহি, পাই পরমানন্দ,
বাজন-যন্ত্রে তন্ত্রে করু মেলি
রঙ্গিণী রাই রঙ্গিয়া শ্যামরায়।
দুহুঁ দোঁহা চাই, দুহুঁক মুচুকায়নি,
বুলাইল পুর পরবেশল তায়॥
শ্যামর গোরী, হোই অতি উলসিত,
রচই সরস পরবন্ধ।
ইনহি ইনহি মঝু, ও রসে গাওব,
সখীক ভাগ নিরবন্ধ॥
নবতন মঙ্গল, পরম সুসঙ্কুল
গাওত বাওত আলি।
রহি রহি পাদ, পসারত দুহুঁ জন,
বাওনী বোলে ভালি ভালি॥
হেরি হেরি নাগর, নাগরী সুপত্তন,
উছল সহচরী-সুখ।
কুঞ্জলতা কিয়ে, এ রসে মিটায়ব,
কৃষ্ণকান্ত-অন্তর দুখ॥

তথা রাগ।

শ্যাম-অঙ্গ নটন-ছন্দ
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-রঙ্গ
মণি-অভরণ চমকি চালি
তহি ফিরায়ত বাঁশিয়া।
গোরীক গান অতি সুতান
সঙ্গিনী মান তহি মিশান
অতিহুঁ সুভগ দেত তালী
নটিনী-গরব নাশিয়া॥
নব কিশোর নটত ভোর
কত বিমোহন হোত ওর
তবহি অঙ্গ সঙ্কোচ কায়া
তবহি অতি বিথারিয়া।
নবীন নারী পুরত তারী
নব সুতার কত সঞ্চারি।
তবহি সুর সুখসো পাই
তবহি উচ উচারিয়া॥
চান্দনী রাতি অনুপ ভাতি
অতিহুঁ দ্যোতিত গোরীক কাঁতি
হেরি থকিত ও গিরি-ধারী
কহত ঈষত হাসিয়া।

শুনহ গোরি অবশে ভোরি
নটন-রঙ্গ অতি বিভোরি
তহুঁ হোয়ব গীত-কারী
সঙ্গহি ফিরব চাহিয়া ॥
এতহি বেলি সখিনী মেলি
ধনীক চান্দ-বদন হেরি
তহি পুরহ ইহুক সাধ
শ্যাম লেওত যাচিয়া।
শুনত বোল সুখ হিলোল
রাই সাজত নিজ নিচোল
তবহি হেরব কৃষ্ণকান্ত
আনন্দ সাগরে ভাসিয়া।

তথা রাগ।

সহজে অনুপ সুন্দরী রাই।
বিবিধ সুভাতি পদ বাঢ়াই ॥
করহি অঙ্গক আধ প্রকাশ।
কবহুঁ ঝাঁপই জনু তরাস ॥
যবহুঁ চলত অতি সুমন্দ।
তবহি হোয়ত খঞ্জন বন্ধ ॥
ঐছন সুঘড় নাগর রায়।
সুসম বিষম গমক গায় ॥
হেরি সুরঙ্গিণী সঙ্গিনীক চীত।
বিহসি কহত ইহুক জিত ॥
উলাসে রসিক সো সব সাত।
ফিরি ফিরায়ত ঐছন বাত ॥
কিয়ে অদভুত রস বিলাস।
সহচরীগণ অতি উলাস ॥
দুহুঁ দোঁহা-চান্দ-বদন হেরি।
কহে সুবচন সবহুঁ ঘেরি ॥
শুন হেম গোরি এ ঘন শ্যাম।
নিজ জনগণ পুরহ কাম ॥
দুহুঁজন মেলি গতি সুরঙ্গ।
অব বিরচহ নটন রঙ্গ ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ নাহি সন্দেহ।
নাগরী নাগর ঐছন লেহ ॥

তথা রাগ।

নাগরী নাগর, সব গুণ আগর,
আনন্দ-সাগরে ভাসি।
সুভগ বিলোচন, ভাব সুসূচন,
নয়নহি রঙ্গ তরঙ্গ পরকাশি ॥
সখি হে কিয়ে ইহ অপরূপ রঙ্গ।
চাহনি ভাওনি, অঙ্গ মোড়ায়নি,
গাওনি একহি সঙ্গ ॥
শ্যামর কায়, অচাহে হিলায়ত,
বাত ঘটি ঘন মাল।
চম্পক গোরী, সুভঙ্গে সুকম্পই,
ভাসয়ে ঐছন বিজুরীক জাল ॥
চরণক চাল, বিশাল মিশাওত,
শোভা বরণি না হোয়।
এ কৃষ্ণকান্ত, নিতান্ত নিধারল,
নিশি দিশি অন্তর জাগি রহু তায় ॥

তথা রাগ।

গিরিবর রাজ, মাঝ পরম থল,
দল ফুল শোভিত শাখী।
দরশে কলানিধি, উরধে সুখান্বিত,
গন্ধহিঁ অঙ্কিত ভৃঙ্গক পাঁতি।
মৃদুতর পবন, সেবন রসে ফিরত,
কুসুম গন্ধ সঞে মেলি।
অণ্ডজ পাঁতি, মাতি দরশ রসে,
রাতিক গতি ভুলি গেলি ॥
সখি হে কিয়ে ইহ পরম আনন্দ।
রাধামোহন, শ্যাম-বিমোহিনী,
নাচত গাওত প্রবন্ধ ॥
নাগরী ডাহিন, ভুজ সুবিরাজিত,
শ্যাম-বাম-ভুজ সঙ্গে।
নীলিম হেম- মৃণাল কিয়ে খেলত,
আনন্দ সায়র-তরঙ্গে ॥
নটন-বেগে যব, অন্তরিত দুহুঁজন,
তবহিঁ মিশায়ত অঙ্গ।
কর-পদ-চালনি, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,
ধ্বনি করতহিঁ বিবিধ-তরঙ্গ ॥
দুহুঁ-অঙ্গ-মাধুরী, দুহুঁ অবলোকই,
দুহুঁজন-নয়ন বিভোর।

কৌতুক লাগি যব, অতন চালাইতে,
তবহিঁ দুহুঁক সুখ-ওর ॥
প্রতি লতা শাখীক, আশ পূরাইতে,
নিয়ড়ে নিয়ড়ে চলি যায়।
চৈতন্য-চরণ, কৃষ্ণকান্ত-ধন,
ইহ বিনু লোচন কৈছে জুড়ায় ॥

তথা রাগ।

একে গিরি গোবর্দ্ধন, তাহে সুশোভিত বন,
তাহে আর চান্দনিয়া রাতি।
মণ্ডলীর চারি পাশে, বিচিত্র বন্ধনে ভাসে,
নানাবর্ণে শিলা পাঁতি পাঁতি ॥
হেরি হেরি দুহুঁজন, অতি উলসিত-মন,
পরম মোহন নৃত্য করে।
অঙ্গ-শোভা মনোরম, আন-আন-নিরক্ষণ,
অন্তরে আনন্দ নাহি ধরে ॥
রস-ভরে দুহুঁ-কায়, ঢলিয়া ঢলিয়া যায়,
শিথিলিত ভেল গেল ছরমে।
দুহুঁক রাতুল আঁখি, লোহিত ললিত দেখি,
মুখশশী তিতিল ঘরমে ॥
দুহুঁক সেঙ্গিত-হাস, সখী মিলি দুহুঁ পাশে,
তছু কান্ধে ভুজ আরোপিয়া।
সুছন্দ-খলিত-পায়, লঘুতর চলি যায়
ধৈরয ধরিতে নারে হিয়া ॥
চারি পাশে পরিজন, করে নানা সুসেবন,
দুহুঁ- অঙ্গ-ভঙ্গী নিরখিয়া।
কেহুঁ গন্ধ দেই গায়, কেহুঁ মন্দ মন্দ বায়,
কেহুঁ চলে ফুল বরষিয়া ॥
কেহ বা কাহুঁকে কহে, আর নৃত্য ভাল নহে,
রস-ভরে আলাইল অঙ্গ।
গায়নি বায়নি রাখ, আপন ছরম ভাখ,
তাহা শুনি দুহুঁজন-রঙ্গ ॥
কেহো বোলে ভাল ভাল, এই সে উদ্যোগ সার,
তুরিতে কারয়ে আর কাজ।
কোমল কুসুম আনি, বিরচহ শেজ খানি,
যাহাঁ হয়ে দুহুঁক বিরাজ ॥
হেনই সময়ে কবে, কাহুঁকে ইঙ্গিত হবে,
এ হেন সেবনে নিজ-জনে।
চৈতন্য-চরণ-দাস, কৃষ্ণকান্ত পূর্ণ আশ,
পরম দুর্লভ এই মনে ॥

তথা রাগ।

এ অতি কোমলিনী উহ সুকুমার।
রস ভরে নিজ নিজ নাহিক সম্ভাল ॥
নয়ন ঢুলাঢুলি ঘরমিত মুখ।
অঙ্গ মোড়াওনি ভূরি কৌতুক ॥
হের দেখ রে সখি দুহুঁ অবশাই।
দুহুঁ জন দুহুঁ অঙ্গে রহত হিলাই ॥
হেরি দিঠি অঞ্চলে হরি মুখ চাই।
অঞ্চলে বীজই ভূরি চমকাই ॥
রসবতী রাই রসিক-বর হেরি।
কহতহি হাসি সরস তনু তেরি ॥
কহইতে নিরখই শ্যাম-বয়ান।
মৃদুতর কর দেই ঠেলই ঘাম ॥
দুহুঁ পদ চলনে পায়ই খেধহ।
নরতন রাখি থকিত ভেল দেহ ॥
চৈতন্য-চরণ-ধন কৃষ্ণকান্ত দাস।
তবহুঁ মিলাব দুহুঁ শেজক পাশ ॥

তথা রাগ।

নরতন-বেগহি, ছরমিত দুহুঁ তনু,
বহুত ঘরম বহি যায়।
দুহুঁজন-কন্ধরে, দুহুঁ শির হেলন,
তবহি চমকি মুচকায় ॥
সখি হে অব নহ বিলম্ব উচিত।
কর-অবলম্বনে, দুহুঁক পধারহ,
শয়নক সীম তুরিত ॥
অভরণ বহুতর, অম্বর স্বেদ ভর,
এহ সব যতনে ওলাই।
চীন-বসন পুন, কুসুম বিভূষণ,
পীন ঘুসৃণ পহিরাই ॥
মরমক বচন, শ্রবণে অতি উলসিত,
করলহি ঐছন নিতান্ত।
সুশীতল জল ভরি, ঝরঝরী সাজব,
ঐছন সময়ে কৃষ্ণকান্ত।

তথা রাগ।

সহজই ভূধর, পরম মনোহর,
তহিঁ নিকুঞ্জবর সাজ।
কুসুম-সুশোভন, পরিজন লোচন,
রোচন ভ্রমক মাঝ॥
দেখ সখি যুগল কিশোর।
অতিভর রাতি, সুমাতি নটন রসে,
ছরমাই বৈঠল ভৈ অতি বিভোর॥
মদ-ভরে লোচন, লহু লহু ঘুরত,
আন আন অপঘন করু অবলম্ব।
দুহুঁ জন-কন্ধরে, দুহুঁ ভুজ-বল্লরী,
বিগলিত কেশ বেশ নীবি-বন্ধ॥
শ্যামরু-বাম, কপোল বিরাজিত,
নাগরী-দক্ষিণ-কপোল।
কাঞ্চন-দরপণ, মরকত দীপনি,
আধ ঝলকে ছবি-জোর॥
নাগর-সরস, হৃদয়-তট-লম্বিত,
নাগরী-আধ-উরোজ।
শ্যামল-সাগরে, আধ ডুবায়ল,
বৈছন হেম-সরোজ॥
বিগলিত নীলিম, পটহি পীত পট,
আধ আধ লপটাই।
মুদিরকি দামিনী, এ দুহুঁ দরশ-লোভে,
শেজ মাহা গড়ি যাই॥
হেরি হেরি রূপ, অনুপ শোহায়নি,
মঝু মন ভৈ গেল অতি লুবধাই।
এ কৃষ্ণকান্ত, নিতান্ত সুখ-শেজহি,
কব হেরব তহি দুহুঁক শুভাই॥

তথা রাগ।

হেম-সরোরুহ গোরীক কাঁতি।
প্রেম-পরাক্রমে লোহিত-ভাতি॥
অঞ্জন-গঞ্জন নীলিম-বাস।
অরুণোদর-ঘন কানু-পরকাশ॥
এদুহুঁ অন্তর আনন্দ-ধুমে।
বিহ্বল বাহির রহল নিঝুমে॥
এ সখি ইহ ক্ষণ কহ না বিচারি।
কৈছনে শুতায়বি বিনি উপচারি॥
তুহুঁ সে সেয়ানী রচহ পরবন্ধ।
ছরম-বিরম কর নব-যুব-দ্বন্দ্ব॥
রজনীক আধ অধিক বহি যায়।
নরজনে ভুলি তাম্বুল নাহি খায়॥
ললিতা বাত কহত অতি মিঠ।
নিজ-সখী-বদন হেরি মৃদু দীঠ॥
শ্রবণে উলাসিত আলি বিশাখে।
মঞ্জরী-যূথহি করল কটাখে॥
সেবন-পর ভেল সবহুঁ উলাসে।
তবহি কি পূরব কৃষ্ণকান্ত-আশে॥

তথা রাগ।

ললিতা-ললিত, বচনে সব সহচরী,
পরিচরু পরম-আনন্দে।
সহজে কলাবতী, তাহে অতি আরতি,
বিরচই বিবিধ সুছন্দে॥
ইহ সব আলীক বলি বলি যাই।
নাগরী-নাগর, সেবনে নিরন্তর,
ইহ বিনু অন্তর বাহির নাই॥
কোই দৃঢ়-অঞ্চল, উঘারি পয়োধর,
দোঁহক ভেল অবলম্ব।
কোই কোই গীমক, সীম সুমর্দ্দই,
কোই পীঠ পরবন্ধ।
কোই কর-অঙ্গুলী, সান্ধি সুসেবই,
কোই চরণ অরবিন্দ।
কোই কটিতট, পরিপাটী সুচাপই,
কোই কোই বিপুল নিতম্ব॥
আধ বিগত শ্রম, দুহুঁক বদন পুন,
চতুর এক সখী হেরি।
এক তাম্বুল, অতুল-ছন্দ করি,
দুহুঁক অধরে ধরি দেলি॥
পাওল বেরি, ভাওনা আওত,
দুহুঁক মনোহর হাস।
ইহ সখী-চরণ মরমে নিরমস্থব,
পাই পরমানন্দ কৃষ্ণকান্ত দাস॥

তথা রাগ।

সহচরী চাতুরী সেবন অশেষ।
বিবিধ ভুঙ্গারল সরস বিশেষ॥

খলিত শিখণ্ড চুড় কবরী বিথার।
সবহুঁ সঙারে নব গলিত শিঙ্গার॥
মৃগমদ-কুঙ্কুম চন্দন-চন্দন-পঙ্ক।
কুসুমক হার সাজাওল অঙ্গ॥
কিয়ে কিয়ে এ দুহুঁ প্রেমক রীত।
আন-আন হেরি আন ভেল চিত॥
রসিক সুনাহ কতহুঁ রস জান।
লালস ভরি হেরু ধনীক বয়ান॥
রাধা রমণী রমণ-মতি হেরি।
আলীক জালে বুঝাওল ফেরি॥
সহচরী-যূথ সমুঝে দুহুঁ কাজ।
ওতে ওতায়ল ঘুম বিরাজ॥
কেলি-দরশ-রস-লালস আতি।
তরল লতা সঞে নয়নক পাঁতি॥
কুঞ্জলতা তব কেলি বিলাস!
দরশি পুরাওব কৃষ্ণকান্ত আশ॥

তথারাগ।

কর-অঙ্গুলে হরি, ধনীক বদন ধরি,
হসি হসি বোলত বাণী।
এ তুয়া বদন, চাহি মঝু অন্তর,
কৈছন করত না জানি॥
সুন্দরি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
যৈছন সদয়, হৃদয়ে সুখ দেয়লি,
ঐছে বিঝায়বি মোয়॥
নিরুপম রূপ, অমিয়া-রস-পানহি,
নয়নক সাফলি দেখি।
প্রতিতনু সরস, পরশ রসে লোভহি,
কাতর ভেল অলেখি॥
দারুণ মদন, এ হেন জনে মারত,
সবহুঁক গতি করু ভঙ্গ।
তে মঝু অন্তর, অসীম-তাপ ভর,
যাচত তুয়া তনু-সঙ্গ॥
কহইতে শ্যাম ধাম ঘন কম্পই,
লোরে ভিগায়ত শেজ।
রহি রহি শ্বাস, বহত অতি গুরুতর,
ধনী হেরি নিমিখ না ভেজ॥
কিয়ে কিয়ে বলি বলি, ইহ ভতি সচকিত,
কোরে আগোরল রাই।
চৈতন্য শরণ, কৃষ্ণকান্ত নিবেদই,
দুহুঁক প্রেম বলি যাই॥

তথা রাগ।

শ্যামরচন্দ্র, উতাপিত অঙ্গ।
হেরি বর-নাগরী অতিহুঁ-সশঙ্ক॥
কঠিন মানি হিয়ে কাঁচুলী ভারি।
তাহি নিধারল ভূধর-ধারী॥
সুকঠিন-দরপক দুরন্তর কাজ।
মানি সুকামিনী পরিহরু লাজ॥
কর দেই ঠেলই নয়নক বারি।
অধরে অধর দেই চুম্বই অপারি॥
পাই পরম-রস অতিহুঁ উদণ্ড।
শ্যাম সিতকারই পুলকিত-গণ্ড॥
দুহুঁ-মন মনোভব-তরঙ্গ বিথার।
দুহুঁজন ভুলল সহজ বিচার॥
কো কি কর ইহ নহত নিতান্ত।
অতুল উলসিত হেরি কৃষ্ণকান্ত॥

তথা রাগ।

রাধা-বদন-বিমল-মধু-পানে।
মাতল শ্যামর চঞ্চল ভানে॥
ধনীক কলেবর কোমল আতি।
নিবিড় আলিঙ্গয়ে হিয়ে হিয়ে যাঁতি॥
এ সখি কিয়ে ইহ প্রেমক কাজ।
সুরেতে কি জিতল পাঁচ-শর-রাজ॥
হরি-পরিরম্ভণে ধনী ভেল ভোর।
তবহি সুহাসিত রহি দিঠি লোর॥
কোরে সুনাগরী দূর গেয়ান।
ধনী-মুখ সমুখহি ধরত ধেয়ান॥
তবহি পরাক্রম তবহি অথির।
থেহ না পাওত শ্যাম-শরীর॥
রাইক প্রতিতনু সুকুসুম জান।
নিবিড় সুচুম্বই অলিক সন্ধান॥
অতিহুঁ উলাসে কহয়ে কৃষ্ণকান্ত।
অন্তরে জাগি রহ এ দুহুঁ নিতান্ত॥

তথা রাগ।

বিনোদিনীর কবরী-বেশ খসি গেল।
হের দেখ নাগরের চূড়া আউলাইল ॥
আহা মরি রাই-মুখ কি মধুর লাগে।
ঠাঞি ঠাঞি রাতুল শ্যাম-অধরের রাগে ॥
ও কি ও কি শ্যামচাঁদ-মুখে ও রঙ্গিমা।
উহা দেখি সুখ উঠে নাহি পাই সীমা ॥
হেম-নীল-কান্তি-ধর-বুকের খেলনে।
ওই ওই চিত্র-রাগ ভৈ গেল খণ্ডনে ॥
বসন ভূষণ সব হৈল উলডাল।
আই আই নিতম্বের নাহিক সাভাল ॥
এ কি এ কি যুবরাজ দুরবল লাগে।
কমলিনী ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় জাগে ॥
গিরিবরে গিরিধর যবে কৈল রাস।
এই সে কারণে কহে কৃষ্ণকান্ত দাস ॥

তথা রাগ।

সহজে শিঙ্গারক, সার কলেবর,
রতি-রণ-পণ্ডিত যোই।
সো হেরি রাইক, পাই পরশ-রস,
ধৃতি মতি সঙ্গতি সগরিহ খোই ॥
সখি হে কিয়ে ইহ কেলি-নিধান।
বিদগধ-নাহক, কিয়ে ইহ বৈদগধী,
প্রেমক কিয়ে পরিণাম ॥
পরিসর-বক্ষ, দক্ষ পরিরম্ভণে,
কামিনী-ধৈরয বিনাশ ॥
রাই উরোজ সরোজ ঘন ঘরষণে
সো ভেল অচল বিলাস ॥
নরবধি রাই, অধর-রস লালসে,
রদনহি কর খণ্ড খণ্ড।
অধর বিথারি, বারি রহ সো মুখ,
কমলিনী চুম্বই প্রচণ্ড ॥
বহু সুখ পাই, রাই মুখ হেরই,
গদ গদ কহ কিয়ে বাণী।
যবহি পরাক্রম, থোরি করত ধনী,
পদহি নিধারত পাণি ॥
হরিক এ হেন গতি, হরিণী ঘটাওল,
ভুলল রস-ভরে সহজ-বিলাস।
ধনি সুকুমারী, বিলাস-পরিশ্রম,
কৃষ্ণকান্ত-অন্তরে লাগি তরাস ॥

তথা রাগ।

কামিনী কাম- কলা কিয়ে জিতল,
নীচল শ্যামর দেহ।
যামিনী শেষ, বেশ সব খণ্ডিত,
তবহুঁ না পাওত থেহ ॥
সখি হে হের দেখ রাইক ঠাম।
স্বেদিত অপঘন শ্বাস বহত ঘন
কিয়ে করব পরিণাম ॥
শ্যামর বদন, কমল মধু পানহিঁ,
অবহি কি ভেল বিভোর।
অধরে অধর ধরি, নিচলে নিচুম্বল,
প্রতিতনু ঠৌরহি ঠৌর ॥
অতুল মদালসে, সবহুঁ বিছুরল,
শুতলি ধনী তনু ঢারি।
উহ কিয়ে কেলি- কলা রস ভোরলি,
কৃষ্ণকান্ত-অন্তর নহত বিচারি ॥

তথা রাগ।

দুহুঁক বদন শশী ঝামর হইল।
দুহুঁ অবলম্বনে দুহুঁ সে রহিল ॥
হের দেখ রাই কানু অলসে বিভঙ্গী।
কৈছনে রহত দুহুঁ প্রতি তনু-সঙ্গী ॥
অধরে অধর রহুঁ চিবুকে চিবুক।
ভুজে ভুজবল্লরী বুকেহি বুক ॥
জঘনে জঘনে রহু বসনে নিধান।
পদে পদ পঙ্কজ কোন সন্ধান ॥
অতিহুঁ নিরুপম বরণ মিশান।
কো কিয়ে ভাও নিসংশয় মান ॥
সপনিক জাগর একহি ধার।
কৃষ্ণকান্ত অন্তর বুঝই না পার ॥

তথারাগ।

অঙ্গ মোড়াইছে এ ধনী যবে।
চমকি নাগর নেহারি তবে ॥

আলসে অচল আপন দেহ।
অলপ বিচ্ছেদে না বান্ধে থেহ॥
ব্রজ নব নারী যে জন প্রাণ।
রাই অঙ্গ সঙ্গে নিজ না জান॥
সুকোমল জানি ধনীক গাত।
ঘুমে ঘুমাওত করহি হাত॥
কবহি কণ্ঠহি কণ্টক রোল।
আইহ নিকসে অমিয়া বোল॥
এ কিয়ে বদন কছু উঠাই।
ওঠ অধর মিঠ মিঠাই॥
কৈছন অলস নহ নিতান্ত।
ভূরি ভুলল এ কৃষ্ণকান্ত॥

তথারাগ।

কবরী বিথারিত বালিশ তলপে।
হরি নীলিম ভুজ ঠৈসন অলপে॥
ধনী মুখ-মণ্ডল হেরহ সজনি।
ধূসর চাঁদে কি ভেল রজনী॥
উচ কুচ কোরক নখর দাগে।
শ্যাম সাজাওল নিজ অনুরাগে॥
শিথিল বাহু রহু নাগর-কান্ধে।
মরকতে ঢালল হাটক-ছান্দে॥
বিপুল নিতম্বহি বিগলিত বসনা।
কানুক জানু কতহুঁ ভেল গহনা॥
প্রতি-তনু হেরইতে লাগয়ে চক॥
সবহুঁ শোহায়ত নাগর-অঙ্ক॥
রতি-রস-আলসে অতিহুঁ বিভোর।
দুহুঁক বিভূষণ দুহুঁ জন-কোর॥
যুগল-কিশোরক অলস বিলাস।
হেরি কি পূরব কৃষ্ণকান্ত-আশ॥

বিহাগড়া।

শীতল সমীর, বহত অতি মৃদুতর,
অলিকুল ফুল-পরি গেল।
অগুজ সবহুঁ, কবহুঁ ঘন বোলত,
শচীপতি-দিগ অরুণ-রুতি ভেল॥
সখি হে দারুণ বিহিক বিধান।
এ হেন লেহ, সিরজি পুন অনুচিত,
রজনী-শেষ নিরমাণ॥
দুলহ সমীলন, বিবিধ বিলাসহি,
দুহুঁ-তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
রস-ভরে সো পুন, অতি অবশায়িত,
অবহি নিধারল শেজে॥
অলসক আধ, ভোগ নাহি পূরলি,
কছে জাগাওব তায়।
কহ কৃষ্ণকান্ত, নিতান্ত পুন ঐছন
দারুণ গুরু-জন-দায়॥
ইত্যাদি গোবর্দ্ধনস্থ-রসাদি লীলায়াং॥

মুরারি গুপ্ত।

[ইঁহার নিবাস শ্রীহট্ট হইলেও জীবনের অধিকাংশ কাল ইনি নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন। বাল্যে গৌরাঙ্গ ইঁহার সমপাঠী থাকায় মহাপ্রভুর সহিত ইনি আজীবন সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইনি নাম শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করেন। ৯২০ সালে ইনি 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থই মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'কড়চা' বড় প্রামাণিক গ্রন্থ, কারণ ইনি চৈতন্য দেবের প্রিয় সহচর থাকায়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই ইনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।]

ধানশী।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলী করি, লৈয়াছে মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াএঞাছি,
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাএঞাছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে, পিরীতি এমতি হৈলে,
তার যশ তিন লোকে গায়॥

সুহই রাগ—লোফা।

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আইলা নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ী যায়॥
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়াঞা মায়ের আগে ছাড়িলা নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠায়্যা ছিলা তোমা লইবারে॥
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইলা সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারী গোরাচান্দ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে॥

রামানন্দ রায়।

[ইনি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের সমসাময়িক, এবং প্রভুরই প্রিয় অনুচর ছিলেন। পাণ্ডিত্যে ও ভাবুকতায় ইনি একজন উচ্চদরের কবি। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার প্রথম মিলন হয়। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে সংসার ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগে তাঁহার অনুগমন করেন। প্রসিদ্ধ "জগন্নাথ বল্লভ নাটকের" ইনিই রচয়িতা। ইনি রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন।]

নট রাগ।

মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত-
চিকুর-পরিগত-কলাপকম্।
সাচি-তরলিত-নয়ন-মন্মথ-শম্ভু-সম্কুল-
চিত্ত-সুন্দরী-জন-জনিত কৌতুকম্॥

মনসিজ-কেলি-নন্দিত মানসম্।
ভজতমধুরিপুরিন্দু-সুন্দর-বল্লবী-মুখ-লালসম্
লঘু-তরলিত-কঙ্করং-হসিতনবমতি সুন্দরম্।
গজপতি-প্রতাপরুদ্র-হৃদয়ামুগতমনুদিনং॥
সরসং রচয়তি রামানন্দরায়ইতিচারু সঙ্গীতম্॥

কেদার।

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণি-
তল-বিম্বিত শশধর-খণ্ডম্॥
কাম-দণ্ড কিয়ে মনোহর॥
হরি জিনি কটি-তটে, কনক-কিঙ্কিণী রটে,
রক্ত-প্রান্ত বসনে বেষ্টিত।
হেম-রম্ভা জিনি উরু, চরণ নাটের গুরু,
তাহে মণি-মঞ্জীর শোভিত॥
শুক্ল রক্ত পদ্ম-দল- শ্রেণী অর্দ্ধ মনোহর,
তাহে জিনি কোঁচার বলনী।
চরণ উপরে দোলে, হেরি মুনি-মন ভুলে,
আধ গতি গজবর জিনি॥
কিবা তাহে পদাঙ্গুলি, কনক-চম্পক-কলি,
অপরূপ মুখ-চন্দ্র-ভাতি।
তার তলে কোকনদ, ভুবন-মোহন পদ,
তদুচিত অলি রহ মাতি॥

শ্রীরাগ।

চিকুর-তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব
কুসুমং দধতি সকামং।
নট-পদ-সব্য-দৃশা দিশতি
বচন-নর্ত্তিতমতনুমরামং॥
রাধা মধুর-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদ-
গতি লঘু-লঘু-তরলিত-হারা॥
শঙ্কিত-লজ্জিত রস-ভর-
চঞ্চল-মধুর-দৃগঞ্চলকেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপ-
হরন্তী কুবলয়-দামরসেন॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপ-
মধুনা তনু-মধুরং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং
সুখয়তু রস-বিসরেণ॥

কেদার।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতি মৃদু-মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥
জনয়তি রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতং।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং॥

তুড়ী।

বিদলিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে।
বারিত-সকল-সখী-জন নয়নে॥
বলতি মনোমম সত্বরবচনে।
পুরয় কামমিমং শশি-বদনে॥
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে।
মলয়জ-রস-পরিসেচিত-নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং॥

সুহই।

পাপী মাঝে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহুঁ গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ান।
গোরা বিনে কত দিন ধরিব পরাণ॥
অবহুঁ বসন্ত যবহুঁ সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ অব কণ্ঠহি ডোর॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

বেলোয়ার।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি, অবধি নাহি পাওত,
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥
সোঙরি বৃন্দাবন, শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন,
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজ মন মরম, ভরম নাহি রাখত,
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশীয়া॥

মত্ত সিংহসম,		ঘন ঘন গরজন,
চঞ্চল পদ নখ শশিয়া।
কটি তটে অরুণ-		বরণ বর অম্বর,
খেণে উড়ত পড়ত খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব,		গৌর কলেবর,
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে ক্ষণে,		লুঠত বৈঠত,
রামানন্দ ভয় লাগিয়া॥

পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেণে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন ফেন পাক ঊর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেম-ধন চায়॥

বিভাষ।

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি,		ও তনু সুন্দর,
দশ দিশ সকল উজোর॥
শরদ-চাঁদ জিনি,		ঝলমল বদনহি,
গোরোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু,		চিকুর তহিঁ লোলত,
কমলে কিয়ে অলি জাল॥
নাসা তিলফুল,		বিম্ব অধর তুল,
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর,		সিজ জিনি লোচন,
ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ,		পরকাশে কীর্ত্তন,
গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল করতাল,		যতন করি সিরজিল,
পাষণ্ড-দলন অনুবন্ধে॥

অবনীতে অদভুত,		প্রভু শচীনন্দন,
পতিত-পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ়মতি,		রামানন্দ দাস অতি,
পহু মোরে কর ভব পার॥

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কান্দে পহু,		ভুজযুগ আরোপিয়া,
নবমী দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে,		মুখে বাক্য নাহি সরে,
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি,		কহে হায় মরি মরি,
তস্তক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি,		মথুরার নাম ধরি,
রোয়ে পহু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে,		গৌরাঙ্গ এমন কেনে,
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে আজু গৌর কিশোর।
ঝুলন রঙ্গরসে পহু ভেল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সরে বরই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম-তরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পুরব রভস-রস কেলি।
নদীয়া নগরে কত ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

তুড়ী।

মনের মরম কথা,		তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেই,		শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন,		ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।

পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঝা ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক্ রহুঁ কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রস সিন্ধু, মুখছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন, বিকাইনু বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাঙন মাসের দে, রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম-বরণ এক, পুরুষ আসিয়া গো,
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল, পুন পুন দেই কোল,
লাজে মুখ রহিনু মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ, সবে মাগি প্রেমধন,
বলে ধনি যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিনু জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি,
যে দেখিনু সেই নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর, দুনয়নে বহে লোর,
কহিলে কে যায় পরতীতি॥

কিবা সে মধুর বাণী, অমিয়ার তরঙ্গিণী,
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে, আনন্দে আছিনু নিন্দে,
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

——

করুণ সুহনী।

মলয়জ মিলিত, যমুনা-জল শীতল,
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ, কদম্ব-তরু কুসুমিত,
কোকিল ভ্রমর করু গান॥
তার তলে ত্রিভঙ্গ, তরুণ তমাল তনু,
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর, কোরে বিজুরী থির,
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥
দুহুঁ তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন,
দুহুঁ জন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে, তুলনা না হয় মনে,
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ॥

———

তথা রাগ।

প্রাণ নাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগ মদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিঁদূর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলাঞা কবরী॥
তোমার গলার বনমালা দেও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কইও সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি॥

——

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ নায়।
সুরধুনী মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হইয়া,
সহচর মেলিয়া খেলায়॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পূরব রভস-রঙ্গে,
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুব ডুব করে না, বহয়ে বিষম বা,
দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥
কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরিবোল,
দু'কূলে নদীয়ার লোক দেখে ॥
ভুবন-মোহন নাইয়া, দেখিয়া বিবশ হৈয়া,
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥
জগজন-চিত-চোর, গৌরসুন্দর মোর,
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে, এ হেন আনন্দ-কন্দে,
বঞ্চিত রহিনু মুঞি এক ॥

কৃষ্ণদাস।

[এই নামে অনেক মহাত্মার উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পদকর্ত্তা কৃষ্ণদাসদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখী কৃষ্ণ আর দীন কৃষ্ণদাস এই কৃষ্ণদাস কবিরাজই কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় রহিয়া গেল।

পাহিড়া।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করো মস্তকে ভূষণ ॥
পাঞা যার আজ্ঞা-ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

বসন্ত।

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ।
গদাধর নরহরি দোহার সমাজ ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলত রসাল।
ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ।
শ্রীবাস স্বরূপ সহ মুরারি মুকুন্দ ॥
দোঁহে দোঁহে ফাগু খেলে হরি হরি ধ্বনি।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি ॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া।
দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া ॥

সুহই।

আনন্দে ভক্তগণ দেই জয় রব।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহামহোৎসব ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতুহলে ॥
রতন-বেদীর প'র বসি গোরাচান্দ।
অপরূপ রূপ সে রমণী-মন-ফাঁদ ॥
শান্তিপুর-নাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরি গৌরাঙ্গ মুখ প্রেমে ভাসি যায় ॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরি দাস নাচিয়া বেড়ায় ॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক ॥

সুহই।

ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈল কলি কালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চান্দমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ-হিলোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চান্দের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম ॥
ও মুখ মণ্ডল দেখি, পূর্ণ চন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ান ভাঙ্ ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ, জিনি থল পঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি ঐরি জনু ॥

চরণ কমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইল সবে,
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥

বরাড়ী।

দেখ দুই ভাই, গৌর নিতাই,
বসিলা বেদীর'পরে।
গগন তেজিয়া, নামিলা আসিয়া,
যেন নিশা দিবাকরে॥
হেরি হরষিত, ঠাকুর পণ্ডিত,
নিজগণ লৈয়া সাথে।
জল সুবাসিত, ঘট ভরি কত,
ঢালয়ে দোঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী, বেণু বীণা বাঁশী,
খোল করতাল বায়।
জয় জয় বোল, হরি হরি বোল,
চৌদিগে ভকত গায়॥
সিনান করাইয়া, বসন পরাইয়া,
বসাইলা সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি, লৈয়া অর্ঘ্যথালী,
পূজা কৈলা দুই জনে॥
উপহারগণ, করাইয়া ভোজন,
তাম্বূল চন্দন শেষে।
ফুলহার দিয়া, আরাত্রি করিয়া,
প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥

বিভাষ রাগ, একতালী তাল।

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গায়ত প্রেম-তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীনকৃষ্ণ দাস॥

কল্যাণী রাগ—চঞ্চুপুট তাল।

আজু কুঞ্জে রাধা মাধব ঝুলরি।
সখীগণ মেলি করত গান,
ঘন ঘন ঘন মুরলী সান,
লোচনে লোচনে তোড়ই মান,
নাসায় বেশর দোলরি॥
হিন্দোলা রচিত কুসুম পুঞ্জ,
অলিকুল তাহে বিহরে গুঞ্জ,
সারি শুক পিক বেঢ়ল কুঞ্জ,
ঘেরি ঘেরি ঘেরি দোলরি।
ঝুলনা ধমকে চমকে রাই,
বিহসি মাধব ধরই তাই,
আনন্দে অবশ পরশ পাই,
চাপি ধরই কোলরি॥
প্রিয় সহচরী টানই ডোরি,
অলসে অবশ হইলা গোরি,
ঘুমা অল ধনী রসে বিভোরি,
দীন কৃষ্ণদাস বোলরি॥

কৌ রাগিণী।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই॥
জয় জয় নব-দ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিণী॥
জয় জয় নবদ্বীপ-বাসী ভক্তগণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ॥
নিত্যানন্দ পদ দ্বন্দ্ব সদা করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস॥

জগন্নাথ দাস।

[ইনি একজন পদকর্ত্তা হইলেও, অন্য পরিচয় আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই, তবে ইহাঁর রচিত পদাবলী সুন্দর বলিয়াই আমাদের সংগ্রহ মধ্যে প্রদত্ত হইল।]

ধানশী।

শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি,
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম, সমুদ্রে ডুবাইছি আমি,
আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী,
ওঝা হৈলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
লাগি তুয়া করিনু দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥
না বল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি,
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
জাতি জীবন ধন তুমি॥

তুড়ী

যমুনাক তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায়ই রে।
ইন্দীবর-নয়নী, বরজ-বধূ কামিনী,
সদন তেজিয়া বনে ধাবই রে॥
অসিত অম্বুধর, অসিত সরসীরুহ
অসিত কুসুম তহি করত সুতানি রে।
ইন্দ্র-নীলমণি, উদার মরকত,
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে॥
শিরে শিখণ্ডদল, নব গুঞ্জাফল,
নিরমল মুকুতা লম্বিত নাসাতল রে।
নব কিশলয় অব- তংস গোরোচন,
তিলক মুখ শোভা রে॥
শ্রোণি পীতাম্বর, বেত্র বাম কর,
কম্বু-কণ্ঠে বনমালা মনোহর রে।
ধাতু-রাগ, বিচিত্র কলেবর,
চরণে চরণ পরি শোভা রে॥
গো-ধূলি-ধূসর, বিশাল বক্ষঃস্থল,
রঙ্গ ভূমি জিনি বিলাস নটবর রে।
গো-ছান্দন রজ্জু, বিনিহিত কন্ধর,
রূপে ভুবন-মনোলোভা রে॥
ব্রহ্মা পুরন্দর, দিনমণি শঙ্কর,
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর রে।
সো হরি কৌতুকে, ব্রজ-বালক সাথে
গোপ নগরী অভিলাসা রে॥
অনুখণ সো মধু রিপু-পদ পঙ্কজ,
পরাগ লালস মানস-মধুকর রে।
অভিনব সংকবি, দাস জগন্নাথ,
জননী-জঠর ভয় নাশা রে॥

ভাটিয়ারি।

ফাগুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়-ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবালবনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা।
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়ায়ল কাঞ্চন জোর॥
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দুহুঁ দোঁহা মুখে॥
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর।
বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালী দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥
বিগলিত কুসুম উদিত স্বেদ-বিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ-ইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে।
রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥
ওহে জগন্নাথ কবে হবে শুভ দিনে।
সখী সহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥

নৃসিংহ দাস

[ইনি প্রভু নিত্যানন্দের পরিকর ছিলেন; সুতরাং তাঁহারই সমসাময়িক বলিয়া ইঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে। ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে ইঁহার পদাবলি সুন্দর। ইঁহার উপাধি 'কবিরাজ' ছিল।]

শ্রীগান্ধার।

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হেরি চন্দন-তিলক ভালে বনি॥
শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥
অতি কুঞ্চিত-কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ নীল-সরোরুহ বেড়ি অলি॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিদ্যুত স্থির জনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ স্বরে।
কর বাদন নর্ত্তন গীত ধরে।
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
বেণু-রাব বেয়াপিত দিগ দশে॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান চলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ সুবীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

সুহিনী।

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
মুখ-মণ্ডল ঝলমল চান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুঁটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র কোটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার মণি।
ভুজ অর্পিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ চন্দ্রক খর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুদ্র-নখ রত্নে জড়।
কটি খিঙ্কিণী ঘাঘর তাহে মোড়া॥
পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভুবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

শচীনন্দন দাস।

সুহই।

ইহ পাহিল মাহ, সব ছোড়ি চলি মঝু নাহ,
জিনি কনক কেশর দাম, পহু গৌর পুরে ধাম॥
পহু গৌর সুন্দর, ধাম শ্যামর,
প্রেমে ডগমগ শোহই।
কুসুম শরবর, জিনিয়া সুন্দর,
কতহুঁ ভাবিনী মোহই॥
না হেরিয়ে সো মুখ, ফাটি যায়ে বুক,
প্রাণ কাফর হোয়ে রি।
কেশব ভারতী, মন্দমতি অতি,
কয়ল প্রিয় যতি গোঙরি॥
ইহ মাহ ফাগুন ভেল।
বিহি নাহ কাঁহে লেই গেল॥
তহিঁ আওয়ে পূর্ণিমক রাতি।
দিন সোঙরি ফোরত ছাতি॥
দিন সোঙরি, ফুরত ছাতি সো মুখ,
জন্ম-দিন ইহ পাবিয়া।
ভকত চাতক, অঝরে লোচন,
রোয়ত সো সুখ ভাবিয়া॥
হাম কৈছে রাখব, প্রাণ পামর,
গৌর-তনু নাহি হেরিয়া।
ঐছে মাধুরী, প্রেম চাতুরী,
সোঙরি ফাটত ছাতিয়া॥
ইহ আওয়ে চৈতক মাহ।
ঋতুরাজ রাজক দাহ॥
ইহ ভকতবৃন্দক মেলি।
পহুঁ করত কীর্ত্তন কেলি॥
হুঁ করত কীর্ত্তন, কেলি কাকন,
বনী মাধুরী পঞ্জিয়া।
বাহযুগ তুলি, কৃষ্ণ হরি বলি,
লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া॥
ইহ মাধবী পরবেশ।
পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ॥
ইহ বসন কুসুম্ব ছোড়।
অব ধারল কৌপীন ডোর॥

অব ধারল কৌপীন, ডোর অরুণহি,
বাস ছোড়ল চন্দনে।
তেজি সুখময়, শয়ন আসন,
ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥
যো বুক পরিসর, হেরি কামিনী,
পরশ রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর, পতিত কোলে করি,
অবনী মুরছিত রোয়ই॥
অব জেঠ মাহ ইহ আই।
পহু-সঙ্গ যদি নাহি পাই॥
হাম কৈছে রাখব দেহ।
সখি বিছুরী সো পহু-লেহ॥
সাধ বিছুরি সো, পত লেহ দারুণ,
দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিমিখ তরে তার, বিরহ-ভয়ে হাম,
রজনী দিন রহি জাগিয়া॥
যো পদতল থল- কমল-সুকোমল,
কঠিন কুচে নাহি ধারিয়ে।
সো পদ মেদিনী, তপত-কুশ বনে,
ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥

ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়।
তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥
গগনে নব নব মেহ।
সব লোক আওল গেহ॥

সব লোক আওল, গেহ দারুণ,
ঐছে বাদর হেরিয়া।
হাম সে তাপিনী পূরব পাপিনী
পহু না আওল ফেরিয়া॥
কিবা সে চাঁচর, চিকুর শ্যামর,
চূর্ণ কুন্তল শোভিত।
ভালে নন্দন, তাহে মৃগমদ,
বিন্দু রতি পতি মোহিত।
ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ।
তহে আওয়ে শাঙণ মাহ॥

ইহ মত্ত দাদুরী রোল।
শুনি প্রাণ ফাটয়ে মোর॥
ইহ মত্ত দাদুরী, রোল দামিনী,
চমকি ঝমকিত কাঁতিয়া।
মেহ বাদর, বরিখে ঝর ঝর,
হামারি লোচন তাতিয়া॥
মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর।
তাহে আগয়ে তাদর মোর॥
মঝু প্রাণ জ্বলি জ্বলি যায়।
দেহ ছোড়ি নাহি বাহিরায়॥
দেহ ছোড়ি নাহি, বাহিরায় সো মুখ,
চাঁদ অব নাহি পেখিয়া।
হায় রে বিধি, না জানি করমহি,
আর কি রাখিয়াছে লেখিয়া॥
আজানুলম্বিত, বাহু যুগল,
কনক করিবর শুণ্ড রে।
হেরি কামিনী, থির দামিনী,
রোই ছোড়ল মন্দিরে॥
এ দুখ কহবহি কাহ।
তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥
ইহ নগর নবদ্বীপ মাঝ।
তাহে ফিরত নটবর-রাজ॥
তাহে ফিরত নট,- বর রাজ কীর্ত্তনে,
প্রেম আনন্দে মাতিয়া।
নগর নাগরী, হেরি ও মুখ,
পততি ধাওতি ছাতিয়া॥
আর পুন কি, আওব ফিরব,
নগর কীর্ত্তন গাইয়া।
খোল করতাল, গান সুমধুর,
রোই ফিরব কি চাহিয়া॥

এত দুখ সহে কিয়ে ছাতি।
তাহে আওয়ে কাতিক রাতি॥
তাহে শরদ চাঁদ উজোর।
তহি ডাকে অলিকুল মোর॥
তাহে ডাকে অলিকুল, কুসুম সমূহনে,
পঙ্কজরাজ বিকাস রে।
শ্রীবাস আদি কত, ভকত শত শত,
করল কীর্ত্তন রাস রে॥
সে হেন সুখ দিন, গেল দুরদিন,
ভেল বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন, অঙ্গ পরশন,
শুনিতে দুর্লভ নাম রে॥
মঝু প্রাণ করে আনচান।
যব শুনিয়ে আঘণ মাস॥
পহু অধুনা না আওয়ে রে।
মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥
মোরে বধাতা, বঞ্চল রে দারুণ,
প্রাণ চলু তছু পাশ রে॥
এ ঘর ছাড়িয়া, দণ্ড করে লৈয়া,
কাঁদে করল সন্ন্যাস রে॥
যব দেখি পৌষকি মাস।
তব তেজলু জীবনক আশ॥
অব ধন্য সো নবনারী।
যো দেশে পহুঁ পরচারি॥
যো দেশে পহুঁ, পর চারি ভেলহি,
গেল তাসব দুখ রে।
এ শচীনন্দন, দাস নিবেদন,
কেন বা ছাড়িলা দেশরে॥

সনাতনদাস।

[অনুমান ৮৯৫ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকটশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই ইনি একজন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ ইঁহাকে আপন প্রধান সচিবের পদ প্রদান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর একখানি পত্রে হঠাৎ ইঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং তৎক্ষণাৎ ইনি স্ত্রী পুত্র পরিবার, অতুল সম্পদ এবং সমান—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হন। অশবেশে একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে ভোটকম্বল গাত্রে দরবেশ বেশে ইনি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের সহিত ইঁহার শুভ মিলন হয়। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি সে দরবেশ বেশ পরিত্যাগ করেন এবং কন্থা ও ডোরকপিনে কাঙ্গাল বেশে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। ইঁহার শেষ তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন। এইখানে ৪৩ বৎসর অবস্থিতির পর ৯৭১ সালে ইঁহার তিরোভাব হয়। হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশম চরিত প্রভৃতি নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।]

বিভাষ।

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতং রময় জনং নিজ-দয়িতং ॥
কিমফলমপরাধিকয়া সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥
পরিহর কপট-তরঙ্গং বেত্তি ন কা তব রঙ্গং ॥
আঘূর্ণতি তব নয়নং যাহি ঝটিতি ভজ শয়নং ॥
অনুলেপং রচয়ালং পশ্যতু নখ-পদ-জালং ॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা মুখর-সখীনাং মালা ॥
দেব সনাতন বন্দে ন কুরু বিলম্ব মলিন্দে ॥

কেদার।

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা ॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গং বিন্দতি নহি বনমালী ॥
কিমিহ জনে ঘৃত-পক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে ॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভত মুরারিরভীষ্টং ॥

কল্যাণী।

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং।
মাল্যকমল-মণিসরকল্পং
প্রিয়সখি কেলি পরিচ্ছদ-পুঞ্জং।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জং ॥
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্বূলং।
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকূলং।
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধং।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধং ॥

গান্ধার

কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল-কল-নাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং ॥
মাধব তব বিয়োগ-তমসি নিপপাত রাধা।
বিধুর-নলিন-মূর্ত্তিরধিক-সমধিরূঢ়-বাধা ॥
নীল-নলিন-মাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলক-বীতা ॥
গরুড় গরুড় গরুড়োত্যাতি রৌতি পরম-ভীতা ॥
লম্ভিত-মৃগনাভিমগুরুকর্দ্দমমনু লীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনু লীনা ॥

কৌ রাগিণী।
একতাল ধরা।

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরং ॥
মাকর্ণয়মতিসুহৃদুপদেশং।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশং ॥
নালোকয়মর্পিতমুরুহারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং ॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তং।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তং ॥

ধানশী।

তব চঞ্চল-মতিরয়মথহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা॥
দূতি বিদূরয় কোমল-কথনং।
পুনরভিধাস্যে নহি মধু-মথনং॥
শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদু-হৃদয়াঽহং নিজ-কুলপালী॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা।
অহমনুবদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মা॥

আশাবরী।

রাধা সখি জল-কেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা॥
কুচ-পট-লুণ্ঠন-নির্ম্মিত-কলিনা।
আয়ুধ-পদবী-বোধিত-নলিনা॥
দৃঢ়-পরিরম্ভণ-চুম্বন-হঠিনা।
হিম জল সেচন-কর্ম্মণি কঠিনা॥
সুখ-ভর-শিথিল-সনাতন-মহসা।
দয়িত-পরাজয়-লক্ষণ-সহসা॥

সারঙ্গ।

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি ভুঙ্গীকুরু রঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছ-মুকুটমঙ্গীকৃত-ভঙ্গং॥
অস্য পশ্য ফুল্ল-কুসুম-রচিতোন্নত-চূড়া।
ভীতিভিরতি-নীল-নিবিড়কুন্তলমনুগূঢ়া॥
ধাতু-রচিত-চিত্র-বীথিরম্ভসি পরিলীনা।
মালাপ্যতি শিথিল-বৃত্তিরজনি ভৃঙ্গ-হীনা॥
শ্রীসনাতন-মণিরত্নময়ং শুভিরতিচণ্ডং।
হেজে প্রতিবিম্ব-ভাব-দত্তাস্তব খণ্ডং॥

তুড়ী।

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদলসং।
বিলিখাম্যদ্ভুত-মকরাকলসং।
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলং।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং॥

তব বপুরদ্য সনাতন-শোভং।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥

ভৈরবী।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লব-ততিরতিমোদা॥
কাপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং।
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কোঽপি সদধি-নবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিং॥

আশাবরী।

বিপ্র-বৃন্দমভূদলঙ্কৃতি-গোধনৈরপি পূর্ণং।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥
বাঢ়মদ্ভুত-সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং।
দেহি গোষ্ঠ-জনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত-দায়ং॥
তাবকাত্মজ-বীক্ষণ-ক্ষণ-নন্দি মদ্বিধ-চিত্তং।
সম্যকৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-কেলি-নীল-মরালে।
মদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥

তথা রাগ।

নিপততি পরিতো বন্ধন-পালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরল-সরোরুহ-শিরসিজ-পালী॥
জনয়তি গোপী-জন-করতালী।
কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অজরারণ্যক-মণ্ডলশালী।
জয়তি সনাতন-রস-পরিপালী॥

বালাধানশী।

রাধে নিগদ নিজং পদ-মূলং।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি পুলক-কুল-
মনুকূলবিটপ-মুকুলং॥

প্রচুর-পুরন্দর- গোপ-বিনিন্দিত-
কান্তি-পটলমনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে, মৃদুলং মুহুরপি,
সংবৃতমুরসি দুকূলং॥
অতিমন্দাসি নহি চন্দ্র-রজোদ্ভব-
বাসিতমপি তাম্বূলং।
ইদমপি বিকিরসি, বর-চম্পক-কৃত-
মধুপমদাম সচূলং॥
তদলমবস্থিতি- রখিল পদে সখি,
সপদি বিড়ম্বিত-তুলং।
কলিত-সনাতন, কৌতুকমপি তব,
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং॥

পাহিড়া।

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজ-
মুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী

তাবিনি পৃচ্ছ ন বারংবারং।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম
বল্লব-রাজকুমারং॥
দাড়িম-লতিকামনু শোভন-ফল
মমিতাং স দধে হস্তং।
তদনুভবান্মম ঘর্ম্মজলে সখি
ধৈর্য্য-ধনং গতমস্তং।
অদশ-দশোক-লতা-পল্লবময়
মতনু-সনাতন-নর্ম্ম।
তদহ মবেক্ষ্য বভূব চিরং বত
বিস্মিত-কায়িক-কর্ম্ম॥

তথা রাগ।

মধুরিপুরত্র বসন্তে।
খেলতি গোকুল-
পুষ্প-সুগন্ধি-দিগন্তে।
প্রেম-করম্বিত,- রাধা-চুম্বিত,
মুখ-বিধুরুৎসবশালী।
যুক্ত-চন্দ্রাবলি, চারু-কুলাকুলি,
রিহ নব-চম্পক-মালী॥

নব-শশি-রেখা, লিখিত-বিশাখা,
তদুরথ ললিতা-সঙ্গী।
শ্যামলয়াশ্রিত, বাহুরলঙ্কৃত,
পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী॥
ভদ্রা-শঙ্কিত, শৈব্যোদীরিত,
বক্ত্ররজোভরধারী।
পশ্য সনাতন, মূর্ত্তিরনঙ্গ ঘন,
বৃন্দাবন-রুচিকারী॥

তথা রাগ।

ঋতু-রাজার্পিত-তোষ-তরঙ্গং।
রাধে ভজ বৃন্দাবন-রঙ্গং॥
মলয়ানিল-গুরু-শিক্ষিত-লাস্যা।
নটতি লতাবলিরুজ্জ্বলহাস্যা॥
পিক-ততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গং॥
গায়তি ভৃঙ্গ-ঘটাদ্ভুত-শীলা।
মম বংশীব সনাতন-লীলা॥

তথা রাগ।

অতিনব-কুট্মল- গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার।
প্রণয়ি-জনেরিত- চন্দন-সহকৃত-
চূর্ণিত-বর-ঘন-সার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট- বৃন্দাবন-তট-,
বিহিত-বসন্ত-বিহার॥
চটুল-যুগকল-, রচিত-রসোচ্চল-,
রাধা-মদন বিকার।
ভুবন-বিমোহন- মঞ্জুল-নর্ত্তন-
গতি বল্গিত-মণি-হার॥
অমরবিরাজিত- মন্দতরস্মিত-
লোচিত-নিজপরিবার।
নিজবল্লবজন- সুহৃৎ সনাতন-
চিত্তবিহরদবতার॥

তথা রাগ।

কেলিরসমাধুরী, ভতিভিররতিমেদুরী,
কৃতনিখিলবন্ধুপশুপালং।
স্ফুরদরুণবসনং,
দেহরুচিনির্জ্জিত-তমালং॥
সুন্দরি মাধবমবকলয়ালং।
মিত্র-কর-লোলয়া, রঙ্গময়-লোলয়া,
চলিত-বপুরতিচপল-মালং॥
ব্রজ-হরিণ-লোচনা, রচিত-গোরোচনা,
তিলক-রুচি-রুচিরতর-ভালং।
স্মিত-জনিত-লোভয়া, বদন-শশি-শোভয়া,
বিভ্রমিত-নব-যুবতি-জালং॥
নর্ম্মময়-পণ্ডিতং, পুষ্পচয়-মণ্ডিতং,
রমণমিহ বক্ষসি বিশালং।
প্রণত-ভয়-শাতনং, প্রিয়মধি সনাতনং,
গোষ্ঠ-জন-মানস-মরালং॥

ভৈরবী।

যাং সেবিতবানিশি জাগরী।
তামভজং সা নিশি নাগরী॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।
নাবসরং পুনরালিনিকরে।
মা কুরু শপথং গোকুল-পতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে॥
মুক্ত-সনাতন-সৌহৃদ-ভরে।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে॥

কেদার।

মণ্ডিত-হল্লীসক-মণ্ডলং।
নটন-সুচঞ্চল-মণিকুণ্ডলং॥
নিখিল-কলা-সম্পাদি পরিচরী।
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরবৈরী॥
মুহুরান্দোলিত-রম্য-বলয়ং।
চল-নখাঞ্চল-কর-কিশলয়ং॥
গতি-ভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী।
হসিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী॥

তথা—রাগ।

সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি, মুপগচ্ছতি সতি,
নব-নব-বিভ্রম-শালী॥
ধেনু-খুরোদ্ধত-, রেণু-পরিপ্লুত-
ফুল্লসরোরুহদামা।
অচিরবিকস্বর, লসদিন্দীবর-
মণ্ডল সুন্দর ধামা॥
কলমুরলীরুতি-, কৃতভাবকরতি-,
রত্র দৃগন্তভরঙ্গী।
চারু সনাতন, তনুরনুরঞ্জন-
কারী সুহৃদৃগণসঙ্গী॥

শ্রীনিবাসদাস।

পঠ-মঞ্জরী।

প্রেমক পুঞ্জরি, শুন গুণমঞ্জরি,
তুহুঁ সে সকল-সুখদায়ী।
তোহারি গুণগণ, চিন্তই অনুখণ,
মঝু মন রহল বিকাই॥

হরি হরি কবে মোর শুভ দিন হোয়।
কিশোর-কিশোরী পদ, সেবন-সম্পদ,
তুয়া সনে মিলব মোয়॥

হেরই কাতর জন, কুরু কৃপা নিরীক্ষণ,
নিজ-গুণে পূরবি আশে।
তুহুঁ নব ঘন বিন্দু, বিন্দু বরিখণ,
কো পূরব পিপিয়া পিয়াসে॥
তুহুঁ সেবি ধনপতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি,
মঝু মনে ইহ পরমাণে।
কহই কাতর ভাষে, পুন পুন শ্রীনিবাসে,
করুণায় করু অবধানে॥

তথা রাগ।

তুহুঁ গুণমঞ্জরি, রূপে গুণে আগরি,
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজ-নব যুব-দ্বন্দ্ব প্রেম-সেবা-পরবন্ধ,
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥
কি কহিব তুয়া যশ, তুহুঁ সে তোঁহার বশ,
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপনা অনুগা করি, করুণা কটাক্ষে হেরি,
সেবা-সম্পদ কর দানে॥
ইহ বামন-তনু- চাঁদ ধরিতে জনু,
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এ জন কৃপণ অতি, তুহুঁ সে কেবল গতি,
নিজ-গুণে পুরবি আশে॥
ঊর্দ্ধ অঙ্গুলি করি, দশনেতে তৃণ ধরি,
নিবেদহুঁ বারহি বার।
শ্রীনিবাস দাস কাষে, প্রেম-সেবা ব্রজ ধামে,
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার॥

হরিদাস।

তথা রাগ।

ঋতু-পতি রাধামাধব সঙ্গ।
বিবিধ বিলাস, হোরি-রস-রঞ্জিত,
আবিরে অরুণ দুহুঁ অঙ্গ॥
অরুণিত শ্যাম- কলেবর-দরপণে,
রাইক প্রতিবিম্ব লাগি।
তরমহি আন, রমণী মনে মানিয়া,
মানিনী ভেলি বিরাগী॥

রসিক সুনাগর, রাইক মান হেরি,
মিনতি করত কর জোড়ি।
পীতবসন গলে, সাধই পদতলে,
রাই রহল মুখ মোড়ি॥
প্রিয়-সহচরী যত, কতয়ে বুঝায়ত,
সুখ সঞে কাঁহে বিপরীত।
দ্বিজ হরিদাস, কহত কাঁহে রোখলি,
প্রেমক ঐছে চরিত॥

রায় বসন্ত।

[অনুমান ৮৪০ সালে ভুরশুট্‌ পরগণায় ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায় (মজুমদার) বলিয়া জানা যায়। "বসন্ত সুকুমার" কাব্য ইঁহার প্রধান গ্রন্থ। কেহ কেহ আবার বলেন ইনি যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন।]

বেলোয়ার।

কি হেরিনু নাগর নবীন কিশোর।
শরদ-শশধর- বয়ান মনোহর,
রঙ্গিণী নয়ন হি লুবধ চকোর॥
নীলেন্দীবর, সুন্দর লোচন,
অঞ্জন অরুণ তরুণী-চিত-চোর।
মাণিক অধর, মনোহর বংশী,
রসের তরঙ্গিম মোতি মোর॥
অমিয়া-বচন, শ্রবণ-অনুরঞ্জন,
গঞ্জন নীরদ-ভাষ।
এক অনুপম, জগ-মনোমোহন,
হাসি যেন বিজুরী প্রকাশ॥
নাসা তিল-ফুল, রঙ্গিম মুকুতা,
ঝলক কুণ্ডল গণ্ডহি দোল।
চাঁচর কেশ, পাশ নব মালতী,
তঁহি পর শিখি চাঁদ উজোর॥
কুসুম-বিরচিত, তিলক-বিরাজিত,
রাজিত জনু দ্বিজ-রাজকি রাজ।
ও তনু-আভরণ, তড়িদিব নব ঘন,
উর পর বনি বন-মালা বিরাজ॥
নীল লাবণী, অবনী তরল রূপ,
নখ-মণি-দরপণি তিমির বিনাশে।
রায়বসন্ত-মন, সেবই অনুক্ষণ,
ঐছন চরণ-কমল-মধু আশে॥

মঙ্গল।

সজনি কি হেরনু নাগর কান।
কানড়-কুসুম-তুল, নীলমণি ঢল ঢল,
বরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন-নীর-ধর, কিয়ে মরকত বর,
কি মোহন-দরপণ-ভাণ।
লাখ লাখ যুবতি, দিবস নিশি আরতি,
হেরই নহ পরিমাণ॥
চরণ-কমল-ছবি, লজ্জিত শশী রবি,
নিরুপম ও মুখ-চাঁদ।
কনক-জড়িত মণি, কুণ্ডল শ্রুতি বনি,
তিলক তরুণী-মন-ফাঁদ॥
কুসুম-রচিত কেশ, মোহন চূড়ার বেশ,
বানাইল কতেক সন্ধান।
রায় বসন্ত কহ, ও রূপ পিরীতময়,
নেহারণি মরম সন্ধান॥

বেলোয়ার।

কি হেরিনু সুন্দর নাগর-রাজে।
রূপ গুণ লাবণী, অসীম অনুপম,
মনমথ বয়ান মলিন করু লাজে॥
কাঞ্চন-আভরণ, মেঘে তড়িত যেন,
পীত বসন মণি-কিঙ্কিণী সাজে।
রতন-হার হিয়ে, শোভন কি কহব,
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে, মালতীর মাল সাজে,
আন্ধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা।
আর এক অপরূপ, তাহে শিখি-চন্দ্রক,
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা॥
ও মুখ-কমল-ছবি, লজ্জিত শশী রবি,
চাঁদে কান্দে মণি-কুণ্ডল-ছন্দে।
চরণারবিন্দ-নখ- চন্দ্রমা সুন্দর,
রায়বসন্ত-চিত হেরই আনন্দে॥

ভাটিয়ারী।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত-বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময়-আভরণ-রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার হিয়ে বিজুরী-তরঙ্গ॥
মকর-কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী-মন পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী গভীর ধ্বনি মদন-তরঙ্গ।
রমণী-রমণ-চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ-কমলে মণি-নূপুর বিরাজে॥
রায়বসন্ত-মন নখ-মণি মাঝে॥

সুহই।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজোর নীলমণি- মরকত-ছবি জিনি,
দলিতাঞ্জন হেন তাল।
জিনিয়া যমুনা-জল, নিরমল ঢল ঢল,
দরপণ জিনিয়া রসাল॥
কিয়ে নব নীল, নলিনী কিয়ে উতপল,
জলধর নহত সমান।
কমলিয়া কপোর, কুসুম অতি কোমল,
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর, জিনি মুখ সুন্দর,
সুরঙ্গ অধর পরকাশ।
ঈষত মধুর হাস, সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিণী-বিলাস॥

ধানশী।

সই লো মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরি প্রাণ, কি জানি কেমন করে,
মুরছই কতহুঁ অনঙ্গ॥
অগুরু-কর্পূর-ভার, মৃগমদ কেশর,
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বন-মাল, মলয়-ঘন-চন্দন,
আবৃত্তি অলিকুল সঙ্গ॥
রঙ্গিণী-মুখ নিশি, বাসর আগোরলি,
আরোপলি নয়ন-চকোর।
রায় বসন্ত পহু, রসিক-শিরোমণি,
বাচহি করত উজোর॥

তথা রাগ।

সজনি কি হেরিনু ও মুখ-শোভা।
অতুল কমল, সৌরভ শীতল,
তরুণী-নয়ন-অলি-লোভা॥
প্রফুল্লিত ইন্দী, বর-সুন্দরবর,
মুকুর-কান্তি মন-লোভা।
রূপ বরণিব কত, ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল-ছবি-শোভা॥
বরিহা বকুল-ফুল, অলিকুল-আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী-ফুল, শ্রুতি মণি-কুণ্ডল,
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসি খানি তাহে তায়, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায়, শুনি আন নাহি ভায়,
জাতি কুল শীল দিনু তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে,
দেখিলে না হিয়া বান্ধে,
অনুক্ষণ মদন তরঙ্গ॥
হেরইতে চাঁদ-মুখ, মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর-অঙ্গ।
চরণে নূপুর মণি, সুমধুর ধ্বনি শুনি,
রমণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস, হিলোলে নয়ন মন,
আটকিল রায় বসন্ত॥

ধানশী।

এ সখি এ সখি কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গ তেজ নিরমাণ
অলকা-আবৃত মুখ মুরলী-সুতান।
রমণী-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান॥
সুন্দর নাকিসা পুট ভাঙ কামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলী সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ॥
তিলেক হরয়ে কুল-কামিনী-মান।
রায় বসন্ত ইহে নিছিতে পরাণ॥

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি,
নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি, কনকে জড়িত,
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়নে, মিলিত নয়নে,
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি,
চান্দের উপরে চান্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকার রঞ্জিত,
তাহে পিককুল-গান।
মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈলা নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু,
ও সুখ কো কয় অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন,
কহয়ে রায় বসন্ত॥

শ্যামদাস।

[ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদ কর্তা। পদাবলী ব্যতীত ইহাঁর রচিত গ্রন্থও অনেক আছে তন্মধ্যে পদ্ধতি প্রদীপ' 'গৌর চরিত চিন্তামণি' 'শ্রীনিবাস চরিত'ও 'ভক্তি রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পদাবলীতে ইহাঁর সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইহাঁর পদাবলির অনেক স্থল সেরূপ সরল ও সহজ বোধগম্য নহে। ইহাঁর অপর হরি সুতরাং ইহাঁকে দ্বিতীয় নরহরি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহাঁর নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট। পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী।]

ধানশী।

গগনহি এক, চাঁদ নাহি দোসর,
ধরু যাহে নীলম চিনু।
অরুণ উদয়ে পুন, লাজে মলিন তনু,
বেকত না হোয়ত দিন॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অম্বরে, চাঁদ ঘটাওল,
দিনহি হোত পরকাশ॥
বিহিক শকতি জিতি, কোন কলাবতী,
অরুণ ঘটাওল তায়।
তনু সেবন বিনু, প্রাতরে তোহে পুন,
আনত গমন না যুয়ায়॥
জানলু অতয়ে, করমি হাম বহু পুণ,
তাহে তুহুঁ আপনাহি আব।
কহ ঘনশ্যাম- দাস হাম কৈছনে,
ঐছন দরশন পাব॥

বরাড়ী।

সুচির বিরহে ঘব ক্ষীণ কলেবর,
বিগলিত ভূষণ বেশ।
আছয়ে তোহারি, পরশ-রস-লালসে,
কেবল জীবন-শেষ॥
মাধব শুনইতে তোহারি সম্বাদ॥

শিশিরের লতা হেন, বিনি অবলম্বনে,
উঠইতে করু কত সাধ॥
তোহারি রচিত-ফুল, হার নিরখি ধনী,
পহিরলি শির পর লাই।
তুয়া পরিরম্ভণে, অনুভবি মন মাহা,
পহিরলি হৃদয় লাগাই॥
উয়ল মনসিজ, ভরমে অভিসারই,
বাঢ়ল অধিক তরাস।
চলইতে কহই, কৈছে পুন আওব,
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥

ধানশী।

নিজ কুল গৌরব গোই।
তনু মন সোঁপল তোই॥
তুহুঁ সে গমন পর সোই।
তৈখনে ভেজলি তোই॥
শুন শুন নাগর-রাজ।
তোহারি সে ঐছন কাজ॥
পুর-নাগরী সঞে তোর।
তছু নাগহি হিয়া তোর॥
সো পুন ঐছে নিদান।
সো হাম কি কহিতে জান॥
তোহে জানি অপযশ হোয়।
অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়॥
সখী দীপ হোড়ল পাশ।
কহ ঘনশ্যামর দাস॥

—

তথা রাগ।

কুল-মরিযাদ, রহল পরিবাদহি,
তুহুঁ মন হরি রহুঁ দূর।
বচন আদি করি, সকল শকতি হরি,
মদন-মনোরথ পূর॥
মাধব তোহে পুন কি কহব আর।
জগতে খোয়লি সোই, অধিক কলেবর,
শোভা-রতন ভাণ্ডার॥

অঙ্গন সেই তনু, রঙ্গল নব ঘন,
দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
সেই যৌবন-ছিরি, নব-অঙ্কুর করি,
মধুবন বন বন ভেল॥
তহিঁ পুন এক, লতা তুয়া রোপিত,
আশা-ফল যার নাম।
তা সঞে জড়িত, কল্য গত নিরখত,
অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম॥

—

ধানশী।

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত।
দোসর ভেল তাহে কাল বসন্ত॥
এ হরি কহসু তুয়া পায় লাগি।
সো অব জীব ই বহু পুণ-ভাগী॥
কি ঘর বাহির নাহিক সম্বিত।
যত উপচার ততহিঁ বিপরীত॥
হিমকর হেরি হেরি হুতাশন-ভান।
ভয়ে বৈঠয়ে ঘরে মুদিত নয়ান॥
কোকিল-কলরব কুলিশ সমান।
হরি হরি বলি ততহিঁ মুরছান॥
গরল গরল কিয়ে মলয়জ-ভাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥

—

কামোদ।

কত পরকার, কহল যব সহচরী,
তব ধনী অনুমতি দেল।
নিকটহি নাহ, বৈঠি যাহাঁ ভাবয়ে,
তুরিতে গমন তাহা কেল॥
কতহুঁ কহল হরি পাশ।
শুনইতে হরষে, চলল বর নাগর,
পুরব সব অভিলাষ॥
রাইক সমুখে, রহল হরি কর যোড়ি,
বদনে না নিকসই বাণী।
ভীতহি সঘনে, সকল তনু কাঁপয়ে,
কত সাধস অনুমানি॥

তবহুঁ সুধামুখী, বয়ান না হেরয়ে,
মনহি বিচারল কান।
বাহু পসারি, চরণ ধরি সাধয়ে,
দাস ঘ-শ্যাম রস ভাণ॥

ধানশী।

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
ন সাখী করি খত লেখি দেহ॥
। বিনে নয়ানে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি গুরু-গৌরব-আশ॥
এ সব করজ ধরব যব হাত।
তবহি তোহারি সঞে মরমকি বাত॥
তব ঘনশ্যাম রহল মুখ গোই।
কাতর নাহ কহত তব রোই॥

তথা রাগ।

রাইক চরিত, বুঝি বরনাগর,
মন মাহা কয়ল উপায়।
চরণ পাকড়ি, নিজ-দোষ মানাইয়ে,
তব কিয়ে ধনী রোখ যায়॥
হরি হরি অপরাধ কিছুই না জান।
যাহে লাগি শয়নে, স্বপনে নাহি হেরিয়ে,
সোই করত অপমান॥
এত কহি রাইক, চরণ ধরি বোলত,
ক্ষেম ধনি মঝু অপরাধ।
ঐছন দোষ, কবহুঁ হাম না করব,
প্রেমে না করু ধনি বাদ॥
তবহুঁ সুধা-মুখী, এতহুঁ নাহি শুনি,
চরণ হেলি ঠেলি যায়।
ভণ ঘনশ্যাম, শ্যাম রোই চলতহি,
করবহি কোন উপায়॥

তথা রাগ।

করে কর যোড়ি, মিনতি করু তো সঞে,
চরণ-কমলে প্রণিপাত।
কোপে কমল-মুখী, নয়ানে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ॥
সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন, তেজি পুন মঙ্গল,
সো মিলন অতি দূর॥
কোকিল-নাদ, শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥
মঝু এত বচনে, তোহার নাহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিন, পবন যব পরশব,
তবহিঁ মিটব দূর মান॥
গুণ-গণ ছোড়ি, দোষ এক সোঙরসি,
নিকটহিঁ কোই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব বাঢ়ল,
অব ঘনশ্যাম দুখ-লাভ॥

গান্ধার।

তুয়া বিনে কান, আন নাহি জানত,
ফুল-শরে জর জর দেহ।
তুহুঁ বিনে মান, আন নাহি জানসি,
অপরূপ তোহারি সুলেহ॥
সুন্দরি দূরে কর বচন-বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ- জরে গিরিবর-ধর,
ধরই না পারই অঙ্গ॥
কি কহব তোহে অতি, তোহারি চরণে নতি,
কহইতে কথন না ফুর।
এতহুঁ বিপতি যব শুনইতে তুহুঁ অব,
চাতুরী না করহ দূর॥
হেরইতে রীত, ভীত মঝু চিতহি,
কঠিন হৃদয় হেন জানি।

কহ ঘনশ্যাম, হাস ভুয়া হাসহি,
অন্তরে সে ঐছন বাণী ॥

ধানশী।

নয়নক নীর, থির নাহি বান্ধই,
ঘন ঘন মেটসি তাই।
সচকিত-লোচনে, জলদ নেহারসি,
মানসি হাত বাড়াই ॥
ক্ষণে ঘর বাহির, করসি নিরন্তর,
ক্ষণে ক্ষণে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে, হাসি সম্ভাষসি,
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলি-কদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি,
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী মাঝে, রোই উতরোলসি,
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥

কামোদ।

সহজেই বিষম, অরুণ দিঠি তাকর,
আর তাহে কুটিল কটাক্ষি।
হেরইতে হামারি, ভেদি উর অন্তর,
ছেদল ধৈরয-পাখী ॥
এ সখি বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত-বসন জনু, বিজুরী বিরাজিত,
সজল-জলদ-রুচি দেহ ॥
মৃদু মৃদু ভাষি, হাসি উপজায়ল,
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে, ধরম-পথ কুলবতী,
হেরই রহ পুন ভাগি ॥
তহিঁ পুন বেণু, অধরে ধরি ফুকরই,
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম, হাস ধনি ঐছন,
আনহ হৃদয়ক মাঝ ॥

ধানশী।

অলখিতে গতি জিতি বিজুরী-সঞ্চার।
চৌদিকে ধাবই লোচন-তার ॥
এ সখি অন্তরে না পায়লু ওর।
কৈছন চিত চোরায়ল মোর ॥
জানলু অবহু করল মুঝে বাত।
অন্তরে সে অবশ ভেল সব গাত ॥
লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে কথন নাহি ফুর ॥
চলইতে চরণ অচল সব ভেল।
কুলবতী-ধরম-করম দূরে গেল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

ধানশী।

সখীগণ-সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখণ ধরণী-শয়নে অভিলাষ ॥
এ হরি যব ধরি পেখলু তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥
নয়ন-কমল-জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥
তাহঁ যদি প্রিয়সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই ॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয়ে উতরোল ॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয় অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

গান্ধার।

কো ইহ পুন করত হুঙ্কার।
হরিনাম জানি না কর পরচার ॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগ-রাজ ॥
সো নহঁ ধনি মধুসূদন হাম।
চল কমলালয় মধুকরী ঠাম ॥

শ্যাম মুরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ধরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছন পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা রজনী নহে ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয়-পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ শূর।
অব ঘনশ্যামর মনোরথ পূর॥

বিহাগড়া।

করে ধরি রাই, মন্দির-মাহা আনল,
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমন জনিত, সকল দুখ কহতহিঁ,
মধুর বচন অনুপাম॥
দুহুঁ জন মনোরথ ভোর।
দুহুঁক অধরমধু, দুহুঁ জন পিবই,
দুহুঁ দোঁহে কোরে আগোর॥
কুসুম-শেজ-মাহা, বিলাসই দুহুঁ জন,
পূরল সব অভিলাষ।
নিধুবন-সমরে, দুহুঁ পরবেশল,
কহ ঘনশ্যামর দাস॥

ধানশী।

পরিহরি সো গুণ-রতন-নিধান।
যতনে হিয়ে হাম রাখলু প্রাণ॥
সো অব কাল অনল সম হোয়।
দগধই নীরস দারুণ হিয়া মোয়॥
এ সখি যতহুঁ মিনতি পহুঁ কেল।
সো সব অবতহিঁ আহুতি ভেল॥
মুখরিত পিক-কুল আচারয়ি তায়।
তহিঁ মলয়ানিল রচয়ে সহায়॥
জানলু দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর তাপ না মিটই কোয়॥
ভয়মহঁ মধু নাহি এমত ভান।
রোখি চলব ফিরে নাগর কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
কহ জয় জয় ভেল ঘনশ্যাম দাস॥

তথা রাগ।

যুবতী-নিকর মাঝে বাস।
অনুক্ষণ নব নব বহু অভিলাষ॥
ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি॥
তবহুঁ প্রাতে নিজ গৌরব ছাড়ি।
তোহারি নিয়ড়ে আওল কর যোড়ি॥
আওল যব নব-নাগর কান।
তৈখনে ভেল তোহে দারুণ মান॥
অনুনয় বচন না শুনবি জানি।
চরণে পসারল সো নিজ পাণি॥
লোচন-কোণে তবহি নাহি হেরি।
বৈঠি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
অবনত মুখ যব চলু নিজ বাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥

পঠমঞ্জরী।

মাধবী লতার তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
হরি হরি যব গেলি রাধা।
চাচি জেঠি না পড়িল বাধা॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কি নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥

কামোদ।

সুন্দরি হেরি একি কর অবধান।
হেম অপরাধ, প্রেমবাদ করবি,
যব্ কৈছে ধরব পরাণ॥

লেখি লহ করজ, দাস করি সুন্দরি,
জীবন যৌবন রহু ভাগি।
তুয়া গুণ-রতন, শ্রবণে মণি-কুণ্ডল,
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী॥

পীতাম্বর গলে, করি কর-যুগলে,
মিনতি করহুঁ তুয়া আগে।
হাম যৈছে লাখ, লাখ শ্যাম লুটত,
তুয়া ধূলি চরণ সোহাগে॥

মনসিজ-করে ধনু, হেরি কাতর তনু,
বিছুরল ধন জন মায়া।
তছু ভয় লাগি, শরণ হাম লেয়লুঁ,
দেহ পদ-পঙ্কজ ছায়া॥

ঐছন মিনতি, করল যব নাগর,
ধনী লোচন জল পূর।
হেরইতে বদন, রোদন করু দুহুঁ জ—
ঘনশ্যাম মন পূর॥

সুহিনী।

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিল বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী-ধ্বনি শুনি।
সেই বটে এ রসিকমণি॥
ভাট-মুখে যার গুণ গাথা।
দূতী-মুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
ইহা বিনে নহে কেহ আন॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভণে ঘনশ্যামের দাস॥

সম্পূর্ণ।